বেদান্তদর্শন

শাঙ্করভাষ্য তাহার বঙ্গানুবাদ বৈয়াসিকন্যায়মালা
তাহার বঙ্গানুবাদ ও ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা সহিত

২য় খণ্ড : ১অ ২পা ৫ম অধিকরণ পর্য্যন্ত

অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা
স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

সংশোধক ও সম্পাদক
স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী
এবং
বেদান্তবাগীশ শ্রীআনন্দ ঝা, ন্যায়াচার্য্য।



উদ্বোধন কার্য্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা—৩।

প্রকাশক
স্বামী ভাস্বরানন্দ
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
বারাণসী—১

মূল্য ৪৲ টাকা

৫। ঈক্ষত্যধিকরণম্। [৫—১১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সাংখ্য-পাতঞ্জলসম্মত প্রধানের জগৎকারণতা নিরাকরণ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বোক্ত অধিকরণচতুষ্টয়ে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তুর জগৎকারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহাতে সাংখ্যমতাবলম্বিগণ আক্ষেপ করেন—কূটস্থ হওয়ায় ক্রিয়াশক্তির অভাববশতঃ ব্রহ্ম জগৎকারণ হইতে পারেন না। সুতরাং ত্রিগুণাত্মক হওয়ায় ক্রিয়াশক্তিযুক্ত যে প্রধান, তাহারই জগৎকারণতা সঙ্গত। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণ-চতুষ্টয়ের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—নানা শাখাতে পঠিত স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গক বাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত হওয়ায় এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

তদৈক্ষতেতি বাক্যেন প্রধানং ব্রহ্ম বোচ্যতে।
জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমত্ত্বাৎ প্রধানং সর্ব্বকারণম্॥
ঈক্ষণাচ্চেতনং ব্রহ্ম ক্রিয়াজ্ঞানে তু মায়য়া।
আত্মশব্দাত্মতাদাত্ম্যে প্রধানস্য বিরোধিনী॥

অন্বয়—'তদৈক্ষত' ইতি বাক্যেন প্রধানং উচ্যতে, ব্রহ্ম বা? জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমত্ত্বাৎ প্রধানং সর্ব্বকারণম্। ঈক্ষণাৎ চেতনং ব্রহ্ম, ক্রিয়াজ্ঞানে তু মায়য়া, আত্মশব্দাত্মতাদাত্ম্যে প্রধানস্য বিরোধিনী।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ছান্দোগ্যে—"সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) ইতি প্রস্তুত্য "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়, তৎ তেজোঽসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩) ইতি শ্রূয়তে। ইমানি বাক্যানি অত্র বিষয়ঃ। তত্র ঈক্ষণস্য মুখ্যত্বগৌণত্বাভ্যাং সাংখ্যাদিবাদিবিপ্রতিপত্তেঃ ভবতি সংশয়ঃ—] 'তদৈক্ষত' ইতি বাক্যেন [জগৎকারণত্বেন] প্রধানম্ উচ্যতে, ব্রহ্ম বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[সত্ত্বগুণযুক্ততয়া পরিণামিতয়া চ] জ্ঞানশক্তিক্রিয়াশক্তিমত্ত্বাৎ প্রধানং সর্ব্বকারণং [ভবতি। নির্গুণস্য কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ কারণত্বং তু ন কথমপি সঙ্গচ্ছতে। অতঃ সর্ব্বজগৎকারণং প্রধানম্ এব সচ্ছব্দবাচ্যম্]।

সিদ্ধান্ত—ঈক্ষণাৎ চেতনং ব্রহ্ম [সচ্ছব্দবাচ্যম্, অচেতনস্য প্রধানস্য ঈক্ষিতৃত্বাযোগাৎ]। ক্রিয়াজ্ঞানে তু [ব্রহ্মণি] মায়য়া [সম্ভবিষ্যতঃ। কিঞ্চ "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২) ইতি নামরূপব্যাকর্ত্রী জগৎকারণদেবতা স্ববাচকেন আত্মশব্দেন চেতনং জীবং ব্যপদিশতি। তথা "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি চেতনস্য শ্বেতকেতোঃ জগৎকারণতাদাত্ম্যং গুরুঃ উপদিশতি। এতে তু] আত্মশব্দাত্মতাদাত্ম্যে [অচেতনস্য প্রধানস্য জগৎকারণত্বে] বিরোধিনী [ভবতঃ। তস্মাৎ "তদৈক্ষত" ইতি বাক্যেন জগৎকারণতয়া সচ্ছব্দবাচ্যং চেতনং ব্রহ্ম এব উচ্যতে]।

অনুবাদ

সংশয়—[ছান্দোগ্যে পঠিত হইতেছে—"হে সোম্য, অগ্রে (—সৃষ্টির পূর্ব্বে) এই জগৎ একমাত্র সদ্রূপে বিদ্যমান ছিল," এইরূপে প্রস্তাব করিয়া তিনি ঈক্ষণ (—দর্শন, সৃষ্টিবিষয়ক

আলোচনা) করিলেন, "আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব, তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন", ইত্যাদি। এই বাক্যসকল এখানে বিষয়। সেইস্থলে ঈক্ষণের মুখ্যত্ব ও গৌণত্বদ্বারা সাংখ্যাদিবাদিগণের বিরুদ্ধ মতবাদবশতঃ সংশয় হয় —] "তিনি ঈক্ষণ করিলেন", এই বাক্যের দ্বারা [জগৎ-কারণরূপে] প্রধান বর্ণিত হইতেছে, অথবা ব্রহ্ম বর্ণিত হইতেছেন ?

পূর্ব্বপক্ষ—[সত্ত্বগুণযুক্ত হওয়ায় এবং পরিণামী হওয়ায়] জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিযুক্ত হয় বলিয়া (—সত্ত্বগুণযুক্ত হওয়ায় জ্ঞানশক্তিযুক্তরূপে এবং পরিণামী হওয়ায় ক্রিয়াশক্তিযুক্তরূপে অনুমিত হয় বলিয়া) প্রধান হয় সকল বস্তুর কারণ। নির্গুণ ও কূটস্থ ব্রহ্মের পক্ষে কারণতা কিন্তু কোন প্রকারেই সঙ্গত হয় না। সেইহেতু সমগ্র জগতের কারণ প্রধানই সৎ-শব্দের বাচ্য।

সিদ্ধান্ত—ঈক্ষণ করেন বলিয়া চেতন ব্রহ্মই সৎ-শব্দের বাচ্য, [যেহেতু অচেতন প্রধানের পক্ষে ঈক্ষণক্রিয়ার কর্তৃত্ব সম্ভব নহে]। ক্রিয়া এবং জ্ঞান (—ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি) কিন্তু [ব্রহ্মবস্তুতে] মায়াবলে সম্ভব হইবে। [আর "জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করতঃ নাম ও রূপকে অভিব্যক্ত করিব", এইপ্রকারে নাম ও রূপের অভিব্যক্তিকর্তা জগতের কারণস্বরূপ যে দেবতা, তিনি স্ববাচক আত্মশব্দের দ্বারা চেতন জীবের উল্লেখ করিতেছেন। এইরূপেই "তুমি তৎস্বরূপ", এই-প্রকারে চেতন শ্বেতকেতুর সহিত জগৎকারণের অভিন্নতা গুরু উপদেশ করিতেছেন। কিন্তু এই] আত্মশব্দ ও আত্মার সহিত অভিন্নতা [অচেতন প্রধানের জগৎকারণতাতে] বিরোধী হইয়া পড়ে। [সেইহেতু "তিনি ঈক্ষণ করিলেন" এই বাক্যের দ্বারা সৎ-শব্দের বাচ্য চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণরূপে বর্ণিত হইতেছেন]।

• **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে, জীবের সহিত প্রধানের ঐক্যজ্ঞানরূপ সম্পদুপাসনা। সিদ্ধান্তে—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান।

শাঙ্করভাষ্যম্

এবং তাবৎ বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মাত্মাবগতিপ্রয়োজনানাং ব্রহ্মাত্মনি তাৎপর্য্যেণ সমন্বিতানাম্ অন্তরেণাপি কার্য্যানুপ্রবেশং ব্রহ্মণি পর্য্যবসানম্ উক্তম্।১ ব্রহ্ম চ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগদুৎপত্তিস্থিতিনাশ-কারণম্ ইতি উক্তম্।২ সাংখ্যাদয়স্তু পরিনিষ্ঠিতং বস্তু প্রমাণান্তরগম্যম্

ভাষ্যানুবাদ

[চতুঃসূত্রীর পরবর্তী গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য, পূর্ব্বগ্রন্থের সহিত সঙ্গতি, জগৎকারণতাবিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ]

এইপ্রকারে ব্রহ্মাত্মাবগতি (- জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান) যাহাদের প্রয়োজন (- ফল) এবং তাৎপর্য্যবশে ব্রহ্মাত্মাতে (—জীবাত্মাভিন্ন ব্রহ্মে) যাহারা সমন্বিত হয়, সেই উপনিষদ্বাক্যসকল যে কার্য্যানুপ্রবেশ ব্যতিরেকেই (- ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ প্রতিপাদন না করিয়াই) ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হয় (—ব্রহ্মবস্তুকে প্রতিপাদন করে), ইহা [১।১।৪ সমন্বয়াধিকরণে] কথিত হইয়াছে।১ আর ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশের কারণ, ইহাও [১।১।২ জন্মাদ্যধিকরণ ও ১।১।৩ শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে] কথিত হইয়াছে।২ কিন্তু 'যাহা পরিনিষ্ঠিত বস্তু (- সিদ্ধ পদার্থ), তাহাকে অন্য প্রমাণদ্বারাও নিশ্চয় অবগত হওয়া

শাঙ্করভাষ্যম্

এব ইতি মন্যমানাঃ, প্রধানাদীনি কারণান্তরাণি অনুমিমানাঃ তৎপরতয়া এব বেদান্তবাক্যানি যোজয়ন্তি।৩ সর্ব্বেষু এব বেদান্তবাক্যেষু সৃষ্টিবিষয়েষু অনুমানেন এব কার্য্যেণ কারণং লিলক্ষয়িষিতম্।৪ প্রধানপুরুষসংযোগাঃ নিত্যানুমেয়াঃ ইতি সাংখ্যাঃ মন্যন্তে।৫ কাণাদাস্তু এতেভ্যঃ এব বাক্যেভ্যঃ ঈশ্বরং নিমিত্তকারণম্ অনুমিমতে,অণূংশ্চ

ভাষ্যানুবাদ

যায়', এই প্রকার যাঁহারা মনে করেন, সেই সাংখ্যাদিমতাবলম্বিগণ প্রধান প্রভৃতি [জগতের] অন্য কারণসকলকে অনুমান করতঃ তদনুকূলভাবেই উপনিষদ্‌বাক্যসকলকে যোজনা করেন।৩ সৃষ্টিবিষয়ক সকল উপনিষদ্‌বাক্যেই কার্য্যরূপ অনুমানের (–(১) কার্য্যরূপ হেতুর) দ্বারাই কারণকে লক্ষ্য করিতে (– প্রতিপাদন করিতে) ইচ্ছা করা হইয়াছে, [এইরূপ তাঁহারা মনে করেন।৪ কিন্তু প্রধান তো অতীন্দ্রিয় বস্তু, তদ্বোধক হেতুর সহিত তাহার ব্যাপ্তিগ্রহণের অভাববশতঃ তদ্বিষয়ে অনুমান কি প্রকারে হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রধান, পুরুষ ও তাহাদের সংযোগ, ইহারা নিত্যই অনুমেয় (–প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগম্য নহে), ইহা সাংখ্যমতাবলম্বিগণ মনে করেন (২)।৫ কণাদমতাবলম্বিগণ (—বৈশেষিকগণ) কিন্তু এই বাক্যসকল হইতেই ঈশ্বরকে [জগতের] নিমিত্তকারণরূপে এবং পরমাণুসকলকে সমবায়িকাণরূপে অনুমান করেন (৩)।৬ এইপ্রকারে [বৌদ্ধ প্রভৃতি] অন্য

ভাবদীপিকা

(১) "অনুমীয়তে অনেন", এই প্রকারে করণবাচ্যে ব্যুৎপত্তি করতঃ 'অনুমান' শব্দটীর অর্থ হয়— 'যাহার দ্বারা অনুমান করা হয়, সেই হেতু'। অনুমানের প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান ইত্যাদি কারণসকল থাকিলেও প্রধানতঃ "হেতু"কে অবলম্বন করিয়াই অনুমান প্রযুক্ত হয়, যথা—"বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি। সেইহেতু এখানে করণবাচ্যে অনুমান-শব্দটীর অর্থ করা হইতেছে—'হেতু'। সাংখ্যাদিমতাবলম্বিগণ জগদ্রূপ কার্য্য দৃষ্টে তাহাকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া প্রধানরূপ কারণের অনুমান করেন। সেইজন্য 'কার্য্যরূপ অনুমানের', ইহার অর্থ করা হইল—'কার্য্যরূপ হেতুর' ইত্যাদি।

(২) প্রধানাদির অনুমানপ্রকার এই— "যাহা কার্য্যবস্তু, তাহা জড় (—অচেতন) উপাদান হইতে উৎপন্ন, যেমন ঘট"; "যাহা জড় পদার্থ, তাহা চেতনসংযুক্ত (—চেতনের প্রয়োজনসম্পাদক), যেমন রথ প্রভৃতি"। এইপ্রকারে জড়পদার্থসকলের মধ্যে কার্য্যকারণভাব এবং জড়ের সহিত চেতনের সম্বন্ধ সামান্যভাবে অবগত হইয়া অর্থাৎ এইপ্রকারে ব্যাপ্তিগ্রহণ করিয়া, "জগৎপ্রপঞ্চ অচেতন প্রধানরূপ মূলকারণ হইতে উৎপন্ন, যেহেতু তাহা কার্য্যবস্তু" এইপ্রকারে প্রধানের এবং "প্রধান চেতনসংযুক্ত, যেহেতু তাহা জড় পদার্থ", এইপ্রকারে পুরুষের অনুমান করেন।

(৩) উক্ত অনুমানের প্রক্রিয়া এই—"যাহা জড়পদার্থ, তাহা বুদ্ধিমান্ কোন ব্যক্তিকর্তৃক সৃষ্ট, যথা —ঘট" এবং "যাহা কার্য্য, তাহা নিজ হইতে অল্পপরিমাণবিশিষ্ট কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন,

শাঙ্করভাষ্যম্

সমবায়িকারণম্।৬ এবম্ অন্যে অপি তার্কিকাঃ বাক্যাভাসযুক্ত্যাভাসাবষ্টম্ভাঃ পূর্ব্বপক্ষবাদিনঃ ইহ উত্তিষ্ঠন্তে।৭ তত্র পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞেন আচার্য্যেণ বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মাবগতিপরত্বদর্শনায় বাক্যাভাসযুক্ত্যাভাসপ্রতিপত্তয়ঃ পূর্ব্বপক্ষীকৃত্য নিরাক্রিয়ন্তে।৮ তত্র সাংখ্যাঃ প্রধানং ত্রিগুণম্ অচেতনং জগতঃ কারণম্ ইতি মন্যমানাঃ আহুঃ—যানি বেদান্তবাক্যানি সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেঃ ব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্বং দর্শয়ন্তি ইতি অবোচঃ, তানি প্রধানকারণপক্ষেঽপি যোজয়িতুং শক্যন্তে।৯ সর্ব্বশক্তিত্বং তাবৎ প্রধানস্যাপি স্ববিকারবিষয়ম্ উপপদ্যতে।১০ এবং সর্ব্বজ্ঞত্বম্ অপি উপপদ্যতে।১১ কথম্?১২ যত্তু জ্ঞানং

ভাষ্যানুবাদ

তার্কিক-গণও বাক্যাভাস (—শ্রুতির কদর্থ, যথা—"জগৎ অগ্রে অসৎ ছিল" (ছাঃ ৬৷২৷১) ইত্যাদি] এবং যুক্ত্যাভাস (—অসৎযুক্তি, যথা— যাহা বস্তু, তাহা শূন্যেই পর্য্যবসতি হয়, যেমন দীপশিখা] সকলকে অবলম্বন করতঃ পূর্ব্ববাদিরূপে এখানে (—উপনিষদ্বাক্যসকলের ব্রহ্মে এই সমন্বয়বিষয়ে) উত্থিত হন (—বিরোধ করেন)।৭ তাহাতে (—উক্ত সমন্বয়বিষয়ে বিভিন্ন মতাবলম্বিগণের মধ্যে এই প্রকার বিরোধ থাকায়) পদ, বাক্য ও প্রমাণবিষয়ে (—ব্যাকরণ, মীমাংসা ও ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ে) অভিজ্ঞ আচার্য্য [বাদরায়ণ] উপনিষদ্বাক্যসকলের ব্রহ্মাবগতিপরত্ব (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপাদনই যে উপনিষদ্বাক্যসকলের প্রয়োজন, ইহা) প্রদর্শন করিবার জন্য বাক্যাভাস ও যুক্ত্যাভাসমূলক জ্ঞানসকলকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করতঃ [তাহাদিগকে] নিরাকরণ করিতেছেন।৮

[পূঃ—সাংখ্যমতোপন্যাস, প্রধানই জগৎকারণ, যেহেতু তাহা সর্ব্বশক্তিযুক্ত ও সর্ব্বজ্ঞ]

পূর্ব্বপক্ষ—তন্মধ্যে সাংখ্যমতাবলম্বিগণ, যাঁহারা ত্রিগুণাত্মক অচেতন প্রধানই জগতের কারণ, এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা বলেন—যে উপনিষদ্বাক্যসকল সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিযুক্ত ব্রহ্মের জগৎকারণতা প্রদর্শন করে বলিয়া তুমি বলিয়াছ, সেই সকলকে প্রধানের জগৎকারণতা পক্ষেই যোজনা করিতে পারা যায়।৯ আর যে সর্ব্বশক্তিযুক্ততা তাহা প্রধানেরই নিজের কার্য্যবিষয়ে উপপন্ন হয়।১০ এইপ্রকারে [প্রধানের] সর্ব্বজ্ঞতাও হয় সঙ্গত।১১ কি প্রকারে?১২ [তাহা বলিতেছেন—]

ভাবদীপিকা

যথা পট"; এইপ্রকারে সাধারণভাবে কার্য্যকারণভাব নির্ণয় করতঃ, অর্থাৎ এইপ্রকারে ব্যাপ্তিগ্রহণ করতঃ অনুমান করেন—"জগৎপ্রপঞ্চ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্তৃক রচিত, যেহেতু তাহা জড়পদার্থ", "জগৎ পরমাণুরূপ সমবায়িকারণ হইতে উৎপন্ন, যেহেতু তাহা কার্য্য পদার্থ।" ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

মন্যসে সঃ সত্ত্বধর্ম্মঃ, "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" (গীতা ১৪।১৭) ইতি স্মৃতেঃ।১৩ তেন চ সত্ত্বধর্ম্মেণ জ্ঞানেন কার্য্যকরণবন্তঃ পুরুষাঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ যোগিনঃ প্রসিদ্ধাঃ। ১৪ সত্ত্বস্য হি নিরতিশয়োৎকর্ষে সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রসিদ্ধম্।১৫ ন কেবলস্য অকার্য্যকরণস্য* পুরুষস্য উপলব্ধিমাত্রস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বং বা কল্পয়িতুং শক্যম্।১৬ ত্রিগুণত্বাৎ তু প্রধানস্য সর্ব্বজ্ঞানকারণভূতং সত্ত্বং প্রধানাবস্থায়াম্ অপি বিদ্যতে ইতি প্রধানস্য অচেতনস্য এব সতঃ সর্ব্বজ্ঞত্বম্ উপচর্য্যতে।১৭ বেদান্ত-বাক্যেষু অবশ্যং চ ত্বয়াপি সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম অভ্যুপগচ্ছতা সর্ব্বজ্ঞানশক্তি-

*"অকার্য্যকারণস্য" ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

যাহাকে জ্ঞান মনে করিতেছ, তাহা সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম; যেহেতু "সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়", এইপ্রকার স্মৃতি আছে।১৩ [কিন্তু জ্ঞান চেতনের ধর্ম্ম, অচেতন প্রধানের তাহা কি প্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম যে জ্ঞান, তাহার দ্বারাই শরীর ও ইন্দ্রিয়যুক্ত পুরুষগণ সর্ব্বজ্ঞ যোগিরূপে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকেন।১৪ যেহেতু সত্ত্বগুণের নিরতিশয় উৎকর্ষ হইলে সর্ব্বজ্ঞ হয়, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। [সুতরাং প্রধানের পরিণামস্বরূপ যে পুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয়রূপ অচেতন অংশ, সত্ত্বগুণপ্রাবল্যে জ্ঞান হয় সেই অচেতন অংশেরই, চেতনাংশের নহে।১৫ জ্ঞান যে চেতনাংশের অর্থাৎ পুরুষের ধর্ম্ম নহে, তাহা বলিতেছেন—] কেবল (—নির্লেপ), শরীর ও ইন্দ্রিয়রহিত এবং জ্ঞানমাত্রস্বরূপ যে পুরুষ, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব অথবা কিঞ্চিৎ-জ্ঞত্ব কল্পনা করিতে পারা যায় না।১৬ [আচ্ছা—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রধানশব্দবাচ্য, সেই সাম্যাবস্থাতে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ সম্ভব না হওয়ায় প্রধানেরই বা সর্ব্বজ্ঞতা কি প্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু প্রধান গুণত্রয়াত্মক হওয়ায় সকল প্রকার [জন্য] জ্ঞানের কারণস্বরূপ যে সত্ত্বগুণ, তাহা প্রধানাবস্থাতেও (—সৃষ্টির প্রাক্‌কালে গুণত্রয় যখন সাম্যাবস্থাতে থাকে, তখনও) বিদ্যমান থাকে, এইহেতু অচেতন হইলেও প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা উপচরিত হয় (—সেই অবস্থাতে জ্ঞানের প্রতিবন্ধকভূত রজোগুণ ও তমোগুণ বর্ত্তমান থাকিলেও সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তির শক্তি তাহাতে থাকে বলিয়া প্রধানকে গৌণভাবে বলা হয় সর্ব্বজ্ঞ)।১৭

[পূঃ—বেদান্তমতে ব্রহ্মের গৌণ সর্ব্বজ্ঞতা প্রতিপাদন ও স্বপক্ষের যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন]

[কিন্তু বেদান্তিগণ তো ব্রহ্মের গৌণ সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকার করেন না। আর মুখ্যের গ্রহণ সম্ভব হইলে গৌণের গ্রহণ সঙ্গতও নহে। তদুত্তরে সাংখ্যমতাবলম্বী বলিতেছেন—] আর উপনিষদ্বাক্যসকলে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম [উপদিষ্ট হইয়াছেন, ইহা] স্বীকারকারী তোমাকেও সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তির অনুকূল শক্তিযুক্তরূপেই

শাঙ্করভাষ্যম্

মত্ত্বেন এব সর্ব্বজ্ঞত্বম্ অভ্যুপগন্তব্যম্।১৮ নহি সর্ব্ববিষয়ং জ্ঞানং কুর্ব্বৎ এব ব্রহ্ম বর্ত্ততে।১৯ তথাহি—জ্ঞানস্য নিত্যত্বে জ্ঞানক্রিয়াং প্রতি স্বাতন্ত্র্যং ব্রহ্মণঃ হীয়েত।২০ অথ অনিত্যং তৎ ইতি, জ্ঞানক্রিয়ায়াঃ উপরমেত অপি ব্রহ্ম।২১ তদা সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমত্ত্বেন এব সর্ব্বজ্ঞত্বম্ আপততি।২২ অপিচ প্রাগুৎপত্তেঃ সর্ব্বকারকশূন্যং ব্রহ্ম ইষ্যতে ত্বয়া।২৩ নচ জ্ঞানসাধনানাং শরীরেন্দ্রিয়াদীনাম্ অভাবে জ্ঞানোৎপত্তিঃ কস্যচিৎ উপপন্না।২৪ অপিচ প্রধানস্য অনেকাত্মকস্য পরিণামসম্ভবাৎ কারণত্বোপপত্তিঃ মৃদাদিবৎ, ন অসংহতস্য একাত্মকস্য ব্রহ্মণ ইতি।২৫ এবং প্রাপ্তে ইদং সূত্রম্ আরভ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ

সর্ব্বজ্ঞতাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।১৮ কারণ [সর্ব্বদা] সকল বিষয় জানিতেছেন, এইভাবে ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন, ইহা বলা যায় না; [যেহেতু জন্য জ্ঞান কখনও স্থায়ী হয় না।১৯ কিন্তু বেদান্তমতে তো ব্রহ্ম নিত্য সর্ব্বজ্ঞ! তদুত্তরে বলিতেছেন—] দেখ, জ্ঞান নিত্য হইলে, জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার প্রতি ব্রহ্মের স্বাধীনতার হানি হইয়া পড়িবে।২০ আর তাহা (—জ্ঞান) যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম জ্ঞানক্রিয়া হইতে উপরত হইয়া পড়িবেন (—এমন অবস্থা কখনও হইয়া পড়িবে যে, তিনি কিছুই জানিতে পারিবেন না। ফলে তিনি আর নিত্য সর্ব্বজ্ঞ থাকিতে পারিবেন না]।২১ তখন (—তাদৃশ পরিস্থিতিতে) সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তির অনুকূল শক্তিযুক্তরূপেই [ব্রহ্মের] সর্ব্বজ্ঞতা আপতিত হইতেছে (—আসিয়া পড়িতেছে)।২২ আবার দেখ, [জগতের] উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মকে সকল প্রকার কারকশূন্যরূপে (—কার্য্যোৎপত্তির অনুকূল সহায়ক সামগ্রীশূন্যরূপে) তুমি স্বীকার করিয়া থাক।২৩ [অনির্ব্বচনীয়া মায়া স্বীকারকারী বেদান্তী যদি বলেন—না, তাহা আমরা স্বীকার করি না। তদুত্তরে সাংখ্যী বলিতেছেন—]জ্ঞানের সাধনভূত শরীর ও ইন্দ্রিয় [এবং জ্ঞেয় বস্তু] প্রভৃতির অভাবে কাহারও জ্ঞানোৎপত্তি হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।২৪ [সুতরাং তোমাকেও শরীরেন্দ্রিয়াদিবিহীন ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতাকে সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানশক্তিযুক্ততারূপ গৌণ সর্ব্বজ্ঞতাই বলিতে হইবে। অতএব আমাদের উভয়ের পরিস্থিতি সমানই হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও আমার পক্ষে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, সেই বিশেষ কি, সাংখ্যমতাবলম্বী তাঁহা বলিতেছেন—] দেখ, অনেকাত্মক (—গুণত্রয়াত্মক) যে, প্রধান, তাহার পরিণাম সম্ভব হওয়ায় [ঘটাদির প্রতি] মৃত্তিকার ন্যায়, তাহার [জগতের প্রতি] কারণতা যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু অসংহত (—বহু বস্তুর সমষ্টিভূত নহে, এতাদৃশ) এবং একাত্মক (—সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য, একরস) যে ব্রহ্ম, তাঁহার তাহা সঙ্গত নহে, ইত্যাদি।২৫

ভাষ্যানুবাদ

এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে [শ্রুতি অবলম্বনে তাহা নিরাকরণের জন্য] এই সূত্র আরব্ধ হইতেছে—

ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥১।১।৫॥

পদচ্ছেদ—ঈক্ষতেঃ, ন, অশব্দম্।

সূত্রার্থ—["সদেব" ইত্যুপক্রম্য "তদৈক্ষত" (ছাঃ ৬।২।১—৩) ইতি ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে। তত্র সচ্ছব্দিতং জগদুপাদানং কিং প্রধানম্ উত ব্রহ্ম ইতি সন্দেহে, প্রধানম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু - সাংখ্যপরিকল্পিতং প্রধানং] **ন**—জগৎকারণং ন ভবতি। [কস্মাৎ ?] **অশব্দম্**—[হেতুগর্ভবিশেষণম্ এতৎ, তথাচ—] অশব্দত্বাৎ—অবেদপ্রমাণকত্বাৎ ইত্যর্থঃ [কস্মাৎ অবেদপ্রমাণকত্বম্ ? অতঃ আহ—] **ঈক্ষতেঃ**—তদৈক্ষত" (ছাঃ ৬।২।৩) ইত্যাদি শ্রুতৌ জগৎকর্ত্তুঃ ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণাৎ। [নহি অচেতনস্য প্রধানস্য ঈক্ষিতৃত্বং সম্ভবতি, তস্য চেতনধর্ম্মত্বাৎ। অতঃ চেতনং ব্রহ্মৈব জগৎকারণম্ ইতি]।

অনুবাদ—["সৎই বর্ত্তমান ছিলেন", এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া "তিনি ঈক্ষণ করিলেন", ছান্দোগ্যে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে। সেইস্থলে সৎ-শব্দটীর দ্বারা বর্ণিত যে জগতের উপাদান, তাহা কি প্রধান, অথবা ব্রহ্ম—এই প্রকার সন্দেহ হইলে; প্রধান—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই— সাংখ্যপরিকল্পিত প্রধান] **ন**—জগৎকারণ নহে। [কেন নহে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **অশব্দম্**—[এইটী হেতুগর্ভ বিশেষণ, তাহাতে পদটী হয়—] অশব্দত্বাৎ, [তাহাতে অর্থ হয়—] যেহেতু বেদ সেইবিষয়ে প্রমাণ নহে। [বেদ সেইবিষয়ে প্রমাণ নহে কেন ? তাহা বলিতেছেন—] **ঈক্ষতেঃ**—যেহেতু "তিনি ঈক্ষণ (৪) করিলেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎকর্ত্তার ঈক্ষিতৃত্ব বর্ণিত হইতেছে। [অচেতন প্রধানের ঈক্ষিতৃত্ব নিশ্চয়ই সম্ভব নহে, কারণ তাহা চেতনের ধর্ম্ম। অতএব চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ]।

ভাবদীপিকা

(৪) **ঈক্ষণ শব্দের অর্থ**—মায়া পরমেশ্বরের শক্তিরূপ উপাধি, প্রলয়কালে যাবতীয় জগৎপ্রপঞ্চ সংস্কাররূপে এই মায়াতে প্রলীন হইয়া থাকে। প্রলয়াবসানে জীবের অদৃষ্টবশতঃ সেই মায়াতে সৃষ্টির অনুকূল একপ্রকার পরিণাম হয়। স্ব-উপাধিভূতা মায়ার এতাদৃশ পরিণামের যে ঈশ্বরচৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়া, তাহাই 'ঈক্ষণ'। স্থূলভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় —ঘটোৎপাদনের পূর্ব্বে কুম্ভকারের [উপাধিভূত] অন্তঃকরণে ঘটের কম্বুগ্রীবাদিমত্তারূপ একটা সূক্ষ্ম আকারের ভান হয়। কুম্ভকার তাহা মনে মনে আলোচনা করতঃ তদনুযায়ী স্থূল ঘট উৎপাদন করে। কুম্ভকারের অন্তঃকরণে প্রতিভাত সূক্ষ্ম ঘটবিষয়ক এই যে আন্তর আলোচনা অর্থাৎ সঙ্কল্প বা চিন্তন, ইহাই তাহার ঈক্ষণ। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ স্বোপাধিভূতা জগদাকারে পরিণমমানা মায়াতে যে ভাবী সৃষ্ট্যাকারে সূক্ষ্ম পরিণামবিশেষ হয়, পরমেশ্বর যে তাহা প্রকাশ করেন, তাহাই তাঁহার 'ঈক্ষণ'। অথবা বিষয়টী এই প্রকারেও বুঝা যায়—উপাধিভূতা মায়া যেন পরমেশ্বরের শরীর। ["মায়িকশক্তিভিঃ ব্রহ্মণঃ অপি সাবয়বত্বম্", ২।১।২৯ সূঃ রত্নপ্রভা]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন সাংখ্যপরিকল্পিতম্ অচেতনং প্রধানং জগতঃ কারণং শক্যং বেদান্তেষু আশ্রয়িতুম্।১ অশব্দং হি তৎ।২ কথম্ অশব্দত্বম্?৩ ঈক্ষতেঃ—ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণাৎ কারণস্য।৪ কথম্?৫ এবং হি শ্রূয়তে—"সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১)

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অচেতন প্রধানের ঈক্ষণ সম্ভব না হওয়ায় তাহা জগৎকারণ নহে]।

সিদ্ধান্ত—উপনিষৎসকলে সাংখ্যমতাবলম্বিগণ কর্তৃক পরিকল্পিত অচেতন প্রধানকে জগতের কারণরূপে আশ্রয় (—স্বীকার) করিতে পারা যায় না (—উপনিষদে প্রধান জগৎকারণরূপে বর্ণিত হয় নাই)।১ যেহেতু তাহা অশব্দ (—আগমপ্রমাণগম্য (৫) নহে, অর্থাৎ বেদ তদ্বিষয়ে প্রমাণ নহে।২ যদি বলা হয়—"সদেব" (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যাদিস্থলে 'সৎ' শব্দের দ্বারা প্রধানই বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং তাহা] অশব্দ হইবে কেন?৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] ঈক্ষতেঃ অর্থাৎ যেহেতু জগৎকারণের ঈক্ষিতৃত্ব (—সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা) শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।৪ তাহা কি প্রকারে হইবে (—অনুমেয় প্রধানকে ত্যাগ করিয়া শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মের কারণতা কি প্রকারে সম্ভব হইবে)?৫ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু শ্রুতিতে এই প্রকারই বর্ণিত হইতেছে, যথা—"হে প্রিয়দর্শন, এই জগৎ উৎপত্তির

ভাবদীপিকা

আমরা যেমন আমাদের শরীরের আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি বিষয়ে চিন্তন করি, পরমেশ্বর যে তাঁহার উপাধিভূতা মায়ারূপ শরীরের জগদাকারে প্রসারণ বিষয়ে চিন্তা করেন, তাহাই তাঁহার 'ঈক্ষণ'। [এই পরিকৃতি আমাদের]।

[আগমপ্রমাণের পরিচয়]

(৫) ব্রহ্মের জগৎকারণতা ১।১।২ জন্মাদ্যধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১।৪।৭ প্রকৃত্যধিকরণে তাহা আরও বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইবে। ২।১ স্মৃতিপাদে তাহা যুক্তিদ্বারা বিশেষভাবে সমর্থিত হইবে। ২।২ তর্কপাদে প্রধানাদির জগৎকারণতা যুক্তির দ্বারা নিরাকৃত হইবে। এখানে শ্রুতির অর্থাৎ আগমপ্রমাণের দ্বারা তাহা নিরাকৃত হইতেছে। আচ্ছা, আগমপ্রমাণটী কি? বলিতেছি—"যে সকল বেদবাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ অন্য প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় না, সেইসকল বেদবাক্যকে বলে **আগমপ্রমাণ**"। লক্ষ্য করিতে হইবে—বেদবাক্যমাত্রই আগমপ্রমাণ নহে। কিন্তু উপর্য্যুক্ত লক্ষণাক্রান্ত যে বেদবাক্য তাহাই আগমপ্রমাণ। এই আগমপ্রমাণের বলে শ্রুতিবাক্যসকলের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং সেই বিষয়ের প্রামাণ্য নিশ্চিত হয়। 'আকাঙ্ক্ষা' 'যোগ্যতা' 'আসত্তি' ও 'তাৎপর্য্যজ্ঞান'—এই চারিটী সহকারিকারণসহযোগে বেদবাক্যের যথার্থ অর্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। সেইহেতু শ্রুত্যর্থবিচারকালে এতদ্বিষয়ক জ্ঞান অত্যাবশ্যক। এই চারিটী সহকারিযোগে বেদবাক্যের যে অর্থটী প্রতিভাত হয়, তাহাই তাহার প্রতিপাদ্য অর্থরূপ

ভাবদীপিকা [আগমপ্রমাণের পরিচয়]

প্রমেয় এবং তাদৃশ প্রমেয়পদার্থের উপস্থাপক হয় বলিয়াই সেই বেদবাক্যটী হয় 'আগমপ্রমাণ'। উক্ত সহকারিকারণসকলের পরিচয় এই —**আকাঙ্ক্ষা**—পদসকল শ্রবণানন্তর যে পদার্থসকলের উপস্থিতি হয়, "সেই পদার্থসকলের পরস্পরের মধ্যে যে জিজ্ঞাসাবিষয়ক যোগ্যতা", তাহাই আকাঙ্ক্ষা। যেমন "সোমেন যজেত", এইস্থলে যজেত (—যজ্ঞ করিবে) এই ক্রিয়াপদটী শ্রবণ করিলে যজ্ঞক্রিয়ার উপস্থিতি (—জ্ঞান) হয়। তখন আকাঙ্ক্ষা হয়, কাহার (—কোন উপকরণের) দ্বারা যজ্ঞ করিতে হইবে ? এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা হইলে, 'সোমেন' (—সোমের দ্বারা) এইপ্রকারে যজ্ঞের সাধনরূপে সোম দ্রব্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার পর আকাঙ্ক্ষা হয়—'কি প্রকারে যজ্ঞ করিতে হইবে' ? তখন 'দীক্ষণীয় ইষ্টি ইত্যাদি অঙ্গকলাপ সহযোগে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে', এইপ্রকারে উক্ত যজ্ঞের অঙ্গসকলকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইপ্রকারে আকাঙ্ক্ষার বলে উক্ত সোমাদি পদার্থসকলের জ্ঞান হয় এবং তাহারা মিলিত হইয়া "দীক্ষণীয় ইষ্টি প্রভৃতি সহকারিসহযোগে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে," এইপ্রকার বাক্যার্থের জ্ঞান উৎপাদন করে। আর সেই বাক্যার্থজ্ঞান অন্য প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় না, সেইহেতু "সোমেন যজেত" এই বাক্যটী হয় 'আগমপ্রমাণ'।

এতাদৃশ আকাঙ্ক্ষার বলে কোন বিষয়টী বাক্যার্থে অন্বিত হইবে, কোন বিষয়টী হইবে না, তাহা নিয়মন করিবার জন্য "শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্যাদি' ছয়টী প্রমাণ স্বীকৃত হয়। এই শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণের লক্ষণ ইত্যাদি আমরা এই অধিকরণের শেষে পরবর্ত্তী অধিকরণে প্রবেশের পূর্ব্বে বিশেষভাবে বর্ণনা করিব। কি প্রকারে তাহারা আকাঙ্ক্ষাকে নিয়মন করে, তাহাই আমরা এখানে বলিতেছি। "সা বৈশ্বদেবী আমিক্ষা বাজিভ্যঃ বাজিনম্" (মৈঃ সং ১।১০।১, তৈঃ সং ৩।৪।১১) —"বিশ্বদেব নামক দেবতাসম্বন্ধী সেই আমিক্ষা (—ছানা), বাজিগণের জন্য ছানার জল", এই বাক্যে বিহিত যজ্ঞটী দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। ছানা ও ছানার জলরূপ দ্রব্যও দেবতাসম্বন্ধী যজ্ঞকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—'বাজম্—অন্নম্ আমিক্ষারূপম্ অস্য অস্তি' (—বাজ অর্থাৎ অন্ন, অর্থাৎ ছানারূপ দ্রব্য ইহার আছে), এই প্রকার ব্যুৎপত্তিবলে এখানে পঠিত 'বাজিভ্যঃ' এই শব্দ হইতে প্রাপ্ত যে বাজিন্ নামক দেবতা, তাহাই বিশ্বদেব দেবতা। 'বাজিভ্যঃ' এই শব্দটির দ্বারা এখানে বিশ্বদেব দেবতাই অনূদিত হইয়াছেন। সুতরাং "বাজিভ্যঃ বাজিনম্" এই বাক্যপ্রমাণবলে ছানার জল নামক দ্রব্যটীও বৈশ্বদেবযজ্ঞে বিশ্বদেব দেবতারই হবনীয় দ্রব্য হইবে। তাহাতে আমিক্ষা (—ছানা) ও ছানার জল, উভয় দ্রব্যই বিকল্পে বৈশ্বদেবযজ্ঞে হবনীয় দ্রব্যরূপে অন্বিত হইবে। সিদ্ধান্তী বলেন—'বৈশ্বদেবী' এই পদটী "সা অস্য দেবতা" এই অর্থে তদ্ধিতপ্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং 'সা' এই সর্ব্বনামপদটী নিকটবর্ত্তী 'আমিক্ষা' দ্রব্যকেই বুঝাইতেছে। সেইহেতু তদ্ধিতপ্রত্যয়রূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে 'আমিক্ষাই' বৈশ্বদেব যজ্ঞে বিশ্বদেব নামক দেবতার হবনীয় দ্রব্যরূপে অন্বিত হইবে, কারণ শ্রুতিপ্রমাণ বাক্যপ্রমাণাপেক্ষা বলবান্। এইরূপে দেখা গেল—ছানারজলরূপ দ্রব্যের বৈশ্বদেব যজ্ঞের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও, বৈশ্বদেবযজ্ঞের ছানারজলরূপ দ্রব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা নাই, কারণ শ্রুতিপ্রমাণ আকাঙ্ক্ষাকে নিয়মিত করিয়া আমিক্ষাদ্রব্যকে বৈশ্বদেবযজ্ঞে সম্বন্ধ করিতেছে। আর বাক্যপ্রমাণ, ছানারজলরূপ

[২২০ পৃঃ] শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি উপক্রম্য "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি, তৎ তেজঃ অসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩) ইতি।৬ তত্র ইদংশব্দবাচ্যং নামরূপব্যাকৃতং জগৎ প্রাগুৎপত্তেঃ সদাত্মনা অবধার্য্য তস্যৈব প্রকৃতস্য সচ্ছব্দবাচ্যস্য ঈক্ষণপূর্ব্বকং

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় সদ্রূপেই বিদ্যমান ছিল", এইরূপে আরম্ভ করিয়া "তিনি ঈক্ষণ করিলেন, আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব, তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন," ইত্যাদি। ৬ তাহাতে (—উক্ত শ্রুতিবাক্যে) ইদম্‌শব্দবাচ্য এবং নাম ও রূপের দ্বারা অভিব্যক্ত এই জগৎকে উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎস্বরূপ আত্মরূপে অবধারণ করিয়া সেই প্রস্তাবিত সৎ-শব্দবাচ্যের (—ব্রহ্মের) ঈক্ষণপূর্ব্বক

ভাবদীপিকা [আগমপ্রমাণের পরিচয়]

দ্রব্যকে বাজিন্ (—অশ্বিনীকুমার) দেবতার যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ করিতেছে (পূঃ মীঃ ২।২।৯ অধিঃ)।

এইরূপেই "কদাচন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে"—'হে ইন্দ্র, যে যজমান তোমায় আহুতিদান করে, কদাপি তাহার হিংসা করিও না, তাহার উপর প্রীত হইও", এই মন্ত্রে পঠিত ইন্দ্রপদের সামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে এই ঐন্দ্রীঋগ্‌মন্ত্রটী ইন্দ্রদেবতার স্তুতিতে বিনিযুক্ত হইবে. ইহাই প্রতিভাত হইতেছে। তাহা কিন্তু হইবে না, কারণ "ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যম্ উপতিষ্ঠতে"—"ঐন্দ্রীঋক্‌দ্বারা গার্হপত্য অগ্নির স্তুতি করিবে," এই বাক্যে পঠিত 'গার্হপত্যম্' এই পদটীতে যে দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই দ্বিতীয়াবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে উক্ত ঋগ্-মন্ত্রটী গার্হপত্য অগ্নির স্তুতিতে বিনিযুক্ত হইবে, কারণ শ্রুতিপ্রমাণ লিঙ্গপ্রমাণাপেক্ষা বলবান্। এইরূপে দেখা গেল, এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণটী উক্ত ঋগ্-মন্ত্রের দেবতাবিষয়িণী আকাঙ্ক্ষাকে এবং গার্হপত্য অগ্নিসম্বন্ধি কর্ম্মের মন্ত্ররূপ অঙ্গের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়মিত করিল (পূঃ মীঃ ৩।৩।৭ অধিঃ)। ইহাই হইল আকাঙ্ক্ষা ও তাহার নিয়ামকের মোটামুটী পরিচয়। [শ্রুতি-লিঙ্গাদি-প্রমাণ-ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রমাণ ও যুক্তিসকলও এই আকাঙ্ক্ষার নিয়ামক হইয়া থাকে, তাহা বেদান্তশাস্ত্রালোচনাকালে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে, আমরাও তাহা যথাসম্ভব প্রদর্শন করিব]।

যোগ্যতা—'তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত সংসর্গের বাধিত না হওয়াই যোগ্যতা'। যথা—'জলের দ্বারা সেচন কর', এইস্থলে তাৎপর্য্যের বিষয় যে সেচনক্রিয়া, তাহা বাধিত হয় না। কিন্তু 'বহ্নির দ্বারা সেচন কর' বলিলে তাহা বাধিত হইয়া পড়ে, কারণ বহ্নিকে জলের ন্যায় সেচন করা যায় না।

আসত্তি—'অব্যবহিতভাবে পদজন্য পদার্থজ্ঞান'কে বলে 'আসত্তি'। যেমন 'কপাট' এই শব্দের উচ্চারণের অব্যবহিত পরেই বলিতে হইবে 'বন্ধ কর' ইত্যাদি। অন্যথা 'বন্ধ কর' এই ক্রিয়াপদটী বিলম্বে উচ্চারিত হইলে, অব্যবহিতভাবে 'বন্ধ করা' রূপ পদার্থের জ্ঞান না হওয়ায় বাক্যার্থজ্ঞান হইতে পারিবে না।

তাৎপর্য্য—'তদ্বিষয়ক জ্ঞানোৎপাদন করিবার যোগ্যতাই 'তাৎপর্য্য'। যেমন 'গৃহে ঘট আছে' বলিলে বাক্যটী গৃহের সহিত ঘটেরই সম্বন্ধ বোধ করায়, পটের নহে। বিস্তৃত বিবরণ বেদান্তপরিভাষাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। বেদবাক্যের তাৎপর্য্যনিরূপণের জন্য উপক্রম ও উপসংহার ইত্যাদি ছয়টী

শাঙ্করভাষ্যম্

তেজঃপ্রভৃতেঃ স্রষ্টৃত্বং দর্শয়তি।৭ তথা অন্যত্র—"আত্মা বৈ ইদম্ একঃ এব অগ্রে আসীৎ, ন অন্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। সঃ ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ ইতি" (ঐতঃ ১।১।১), "সঃ ইমান্ লোকান্ অসৃজত" (ঐতঃ ১।১।২) ইতি ঈক্ষাপূর্ব্বিকাম্ এব সৃষ্টিম্ আচষ্টে।৮ ক্বচিৎ চ ষোড়শকলং পুরুষং প্রস্তুত্য আহ "সঃ ঈক্ষাং চক্রে", "সঃ প্রাণম্ অসৃজত" (প্রশ্ন ৬।৩-৪) ইতি।৯ 'ঈক্ষতেঃ' ইতি চ ধাত্বর্থনির্দ্দেশঃ অভিপ্রেতঃ, 'যজতেঃ' ইতিবৎ; ন

ভাষ্যানুবাদ

তেজঃপ্রভৃতির স্রষ্টৃত্ব [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন।৭ এইরূপে অন্যস্থলেও "ইহা (—এই জগৎ) উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মস্বরূপেই বিদ্যমান ছিল, ব্যাপারবান্ অন্য কিছুই ছিল না, সেই আত্মা ঈক্ষণ করিলেন, আমি লোকসমূহকে সৃজন করিব, তিনি এই লোকসকলকে সৃজন করিলেন", এইপ্রকারে ঈক্ষণপূর্ব্বক সৃষ্টির কথাই [শ্রুতি] বলিতেছেন।৮ আবার কোনস্থলে ষোড়শকলাযুক্ত (৬) পুরুষের প্রস্তাব করিয়া [শ্রুতি] বলিতেছেন—"তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন," "তিনি প্রাণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন," ইত্যাদি।৯ [সুতরাং প্রত্যক্ষ শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া অনুমিত প্রধানকে গ্রহণ করা যায় না]।

[সিঃ—সূত্রস্থ 'ঈক্ষতি' শব্দের অর্থ ঈক্ষণক্রিয়া, তাহা অচেতনে সম্ভব নহে।]

[আচ্ছা, ভগবান্ সূত্রকার তো 'ঈক্ষতেঃ' এইপ্রকার শ্তি-বন্ত পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে তাহার দ্বারা 'ঈক্ষ্' ধাতুর নির্দ্দেশ হওয়াই উচিত। তুমি উক্তপদে ধাত্বর্থকে (—ঈক্ষ্ ধাতুর অর্থ ঈক্ষণ-ক্রিয়াকে) গ্রহণ করতঃ চেতনের জগৎকারণতা কিপ্রকারে প্রতিপাদন করিতেছ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—]

ভাবদীপিকা

তাৎপর্য্যগ্রাহক 'লিঙ্গ' আছে। তাহাদের পরিচয় ও প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আমরা সমন্বয়াধিকরণের প্রারম্ভে প্রদর্শন করিয়াছি।

এইরূপে আকাঙ্ক্ষাদিসহকারিচতুষ্টয়দ্বারা শ্রুতিবাক্যের অর্থজ্ঞান হইলে তাহা যদি অন্য প্রমাণের দ্বারা বাধিত না হয়, তাহা হইলে, সেই শ্রুতিবাক্যটীকে বলা হয়—'**আগমপ্রমাণ** বা **শব্দপ্রমাণ**। আর তাহার দ্বারা যে অবাধিত জ্ঞানটী উৎপাদিত হয়, তাহাকে বলে **শাব্দীপ্রমা**। আর সেই জ্ঞানের যে অবাধিত বিষয়, তাহাই **শাব্দপ্রমেয়** পদার্থ।

(৬) প্রশ্নোপনিষদের ৬।৪ কণ্ডিকাতে—প্রাণ শ্রদ্ধা আকাশ বায়ু তেজঃ জল পৃথিবী ইন্দ্রিয় মন অন্ন বীর্য্য তপস্যা মন্ত্র কর্ম্ম লোক ও নাম—এই ষোলটি পদার্থকে ষোড়শকলা বলা হইয়াছে। জীবের স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও লিঙ্গশরীর এই ষোড়শকলার অন্তর্গত। ৪।২।৭ বাগাদিলয়াধিকরণে ৪।২।১৫ সূত্রের ১ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে এইবিষয়ে বিস্তৃত বিচার দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

ধাতুনির্দ্দেশঃ।১০ তেন "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদ্ এতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপম্ অন্নং চ জায়তে" (মু: ১।১।৯) ইতি এবমাদীনি অপি সর্ব্বজ্ঞেশ্বরকারণপরাণি বাক্যানি উদাহর্ত্তব্যানি।১১ যৎ তু উক্তং সত্ত্বধর্ম্মেণ জ্ঞানেন সর্ব্বজ্ঞং প্রধানং ভবিষ্যতি ইতি।১২ তৎ ন উপপদ্যতে।১৩ নহি প্রধানাবস্থায়াং গুণসাম্যাৎ সত্ত্বধর্ম্মঃ

ভাষ্যানুবাদ

আর [সূত্রস্থ] 'ঈক্ষতেঃ' এই পদে 'যজতে' এই পদের ন্যায় ধাত্বর্থের (—(৭) 'ঈক্ষ্' ধাতুর অর্থ যে ঈক্ষণক্রিয়া, তাহার) নির্দ্দেশই অভিপ্রেত, কিন্তু ['ঈক্ষ্', এই] ধাতুর নির্দ্দেশ নহে।১০ সেইহেতু (—ধাত্বর্থ-নির্দ্দেশই এখানে অভিপ্রেত হওয়ায়) "যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ (—যিনি সামান্য ও বিশেষভাবে সমস্তই জানেন), যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময় (—জ্ঞানাত্মক ঈক্ষণক্রিয়াই যাঁহার তপস্যা), তাঁহা হইতেই এই ব্রহ্ম (—হিরণ্যগর্ভ), নাম রূপ এবং অন্ন উৎপন্ন হয়," ইত্যাদি এইসকল যে বাক্য, যাহারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকে জগৎকারণরূপে প্রতিপাদন করে, তাহাদিগকেও উদাহরণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।১১

[সিঃ—গুণসকলের সাম্যাবস্থাতে অল্পজ্ঞতার হেতুভূত রজোগুণ ও তমোগুণের সদ্ভাবশতঃ প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা অসম্ভব।]

আর যে বলা হইয়াছে—সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম যে জ্ঞান, তাহার দ্বারা প্রধান সর্ব্বজ্ঞ হইবে (পৃঃ ১১বাক্য) ইত্যাদি।১২ তাহা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।১৩ যেহেতু প্রধানাবস্থাতে গুণসকলের সমতা থাকে বলিয়া সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম যে জ্ঞান, তাহা সম্ভব হয় না।১৪

ভাবদীপিকা

(৭) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—"ইক্‌শ্‌তিপৌ ধাতুনির্দ্দেশে" (পাঃ বার্ত্তিক ৩।৩।১০৮)—"ইক্ ও শি ত-প্ প্রত্যয়ের দ্বারা ধাতুর নির্দ্দেশ হয়", ইহা ব্যাকরণের একটি নিয়ম। যেমন—"ভবনং ভবতে-রর্থঃ।" এইস্থলে ভূ+শি্ত-প্=ভবতি, ইহার অর্থ—ভূধাতু'; ভবতি+ষষ্ঠী একবচন—ভবতেঃ। ইহার অর্থ 'ভূধাতুর'। "ভূধাতুর অর্থ—'ভবন' অর্থাৎ 'হওয়া', ইহাই "ভবনং ভবতেঃ অর্থঃ", এই বাক্যটীর অর্থ। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ ব্যাকরণের এই নিয়মানুসারে "ঈক্ষতেঃ" এই শি্ত-বস্তু পদের দ্বারা 'ঈক্ষ্' ধাতুর নির্দ্দেশ হওয়া উচিত। কিন্তু ভগবান্ উত্তরমীমাংসাকারের এখানে তাহা অভিপ্রায় নহে। তাঁহার অভিপ্রায় এই—"**ইতিকর্ত্তব্যতাহবিধের্যজতেঃ পূর্ব্ববত্ত্বম্**" (জৈঃ সূঃ ৭।৪।১), এই সূত্রে 'যজতেঃ এই পদে যেমন লক্ষণাদ্বারা যাগক্রিয়াকে গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু 'শি্ত-প্' প্রত্যয়ান্ত হইলেও 'যজ্' ধাতুকে গ্রহণ করা হয় নাই; প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ 'ঈক্ষতেঃ' পদে 'ঈক্ষ্' ধাতুকে গ্রহণ না করিয়া লক্ষণাবৃত্তিবলে ঈক্ষণক্রিয়াকে গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথা ঈক্ষণক্রিয়া-প্রতিপাদক "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" (মুং ১।১।৯) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উপপন্ন হইবে না। উক্ত জৈমিনীয় সূত্রটীর অর্থ এই—**ইতিকর্ত্তব্যতাহবিধেঃ**—ইতিকর্ত্তব্যতার

শাঙ্করভাষ্যম্

জ্ঞানং সম্ভবতি।১৪ ননু উক্তং সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমত্ত্বেন সর্ব্বজ্ঞং ভবিষ্যতি ইতি।১৫ তদপি ন উপপদ্যতে।১৬ যদি গুণসাম্যে সতি সত্ত্বব্যপাশ্রয়াং জ্ঞানশক্তিম্ আশ্রিত্য সর্ব্বজ্ঞং প্রধানম্ উচ্যেত, কামং রজস্তমোব্যপাশ্রয়াম্ অপি জ্ঞানপ্রতিবন্ধকশক্তিম্ আশ্রিত্য কিঞ্চিজ্‌জ্ঞম্

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—কিন্তু ইহা তো বলা হইয়াছে যে, সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তির অনুকূল শক্তিযুক্ত হওয়ায় [প্রধান] সর্ব্বজ্ঞ হইবে (পৃঃ ১৭ বাক্য) ইত্যাদি।১৫

সিদ্ধান্তীর সমাধান —তদুত্তরে বলিব, তাহাও সঙ্গত হইতেছে না।১৬ [কারণ] গুণসকলের সমতা সত্ত্বেও সত্ত্বগুণে আশ্রিত জ্ঞানোৎপত্তির অনুকূল শক্তিকে অবলম্বন করতঃ যদি প্রধানকে সর্ব্বজ্ঞ বলা হয়, তাহা হইলে রজোগুণ ও তমোগুণে আশ্রিত যে জ্ঞানের প্রতিবন্ধিকা শক্তি, তাহাকে আশ্রয় করতঃ [প্রধানকে] স্বচ্ছন্দে অল্পজ্ঞও বলা চলিবে।১৭

ভাবদীপিকা

(—যাগাঙ্গসকলের) বিধি না থাকিলে, **"যজতেঃ"**—যাগক্রিয়ার, **পূর্ব্ববত্ত্বম্**—পূর্ব্ববত্ত্ব হয় (—অন্যত্র বিহিত যজ্ঞাঙ্গসকলের অতিদেশদ্বারা সেই যজ্ঞে প্রাপ্তি হয়)।

এইস্থলে এইপ্রকার সংশয় হয়—জৈমিনীয় সূত্রেরই বা উক্তপ্রকার অর্থ হইবে কেন? তদুত্তরে মীমাংসকগণ বলেন—"প্রকৃতিপ্রত্যয়ৌ প্রত্যয়ার্থং সহ ব্রূতঃ, তয়োস্তু প্রত্যয়ঃ প্রাধান্যেন" —"তাহাদের মধ্যে প্রত্যয় প্রধান হয় বলিয়া প্রকৃতি ও প্রত্যয় একযোগে প্রত্যয়ার্থকেই প্রতিপাদন করে"। যথা "দধ্না জুহোতি", ইহার অর্থ—"দধিনিষ্ঠকরণত্বেন হোমং ভাবয়েৎ", কারণ তৃতীয়া বিভক্তিরূপ যে প্রত্যয়, তাহার অর্থ 'করণতা'। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু "প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থয়োঃ বিরোধে প্রত্যয়ার্থস্য প্রকৃত্যর্থসাপেক্ষস্য এব পরিত্যাগেন নিরপেক্ষ-প্রকৃত্যর্থোপাদানং যুক্তং, প্রত্যয়লাঘবাৎ" (শারীরকন্যায়সংগ্রহ)—["সঙ্গত বাক্যার্থবোধকালে] প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থে বিরোধ হইলে প্রকৃতির অর্থকে অপেক্ষা করে যে প্রত্যয়ার্থ, তাহারই পরিত্যাগদ্বারা নিরপেক্ষ যে প্রকৃতি, তাহার অর্থকে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত, কারণ তাহাতে বুদ্ধিলাঘব হয়", এইপ্রকার বিশেষ নিয়মও আছে। উদ্ধৃত জৈঃ সূত্রে "ইক্‌শ্‌তিপৌ ধাতুনির্দ্দেশে", এই নিয়মানুসারে 'যজতেঃ' অত্রস্থ 'শ্‌তি-প্' প্রত্যয়ের অর্থ হয়—'যজ্ ধাতু'। কিন্তু তাহা উক্ত সূত্রাত্মক বাক্যটীর কোনপ্রকার সঙ্গত অর্থ প্রতিপাদন করিতে পারিতেছে না। পরন্তু প্রকৃতি যে যজ্ ধাতু, তাহার যাগক্রিয়ারূপ অর্থ গ্রহণ করিলে সঙ্গত অর্থবোধ হয় সম্ভব। ফলে বাক্যার্থপ্রতিপাদনে উক্ত প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থদ্বয়ের মধ্যে যথাক্রমে সঙ্গতত্ব ও অসঙ্গতত্বরূপ বিরোধ হইয়া পড়িতেছে। সেইহেতু উক্ত বিশেষনিয়মবলে অসংজাতবিরোধী হওয়ায় (—প্রথমে পঠিত হওয়ায় তাহার বিরোধী তৎকালে কেহ না থাকায়) প্রকৃতি যে যজ্ ধাতু, তাহার অর্থ যে যাগক্রিয়া, তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে "শ্‌তি-প্"প্রত্যয়ের অর্থ যে 'যজ্ ধাতু,' তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। উত্তরমীমাংসাতে প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ "ঈক্ষতেঃ" এই পদের

শাঙ্করভাষ্যম্

উচ্যেত ।১৭ অপিচ ন অসাক্ষিকা সত্ত্ববৃত্তিঃ জানাতিনা অভিধীয়তে ।১৮ নচ অচেতনস্য প্রধানস্য সাক্ষিত্বম্ অস্তি ।১৯ তস্মাৎ অনুপপন্নং প্রধানস্য সর্ব্বজ্ঞত্বম্ ।২০ যোগিনাং তু চেতনত্বাৎ সত্ত্বোৎ-কর্ষনিমিত্তং সর্ব্বজ্ঞত্বম্ উপপন্নম্ ইতি অনুদাহরণম্ ।২১ অথ পুনঃ সাক্ষিনিমিত্তম্ ঈক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য কল্প্যেত, যথা অগ্নিনিমিত্তম্ অয়ঃপিণ্ডাদেঃ দগ্ধৃত্বম্ ।২২ তথা সতি যন্নিমিত্তম্ ঈক্ষিতৃত্বং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—জড় প্রধান প্রকাশক হইতে পারে না বলিয়া সর্ব্বজ্ঞও হইতে পারে না।]

আবার দেখ, সাক্ষিশূন্য যে সত্ত্বগুণের বৃত্তি (—জড় সত্ত্বগুণের যে বৃত্তিতে সাক্ষি-চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হন নাই), তাহা জানাতির (—(৮) 'জ্ঞা' ধাতুর) প্রয়োগদ্বারা কথিত হইতে পারে না, [কারণ সাক্ষিচৈতন্যের প্রতিবিম্বযুক্তা যে বৃত্তি, তাহাকেই বলা হয় 'জ্ঞান' ।১৮ যদি বলা হয়—প্রধানই চিদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ বৃত্তিরূপে (—জ্ঞানরূপে) পরিণাম প্রাপ্ত হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর অচেতন (—জড়) যে প্রধান, তাহার সাক্ষিতা নাই (—জড় প্রধান যে তদ্বিপরীত চিদ্রূপে পরিণামপ্রাপ্ত হইবে, বা কোন কিছুকে প্রকাশ করিবে, ইহা বলা যায় না) ।১৯ সেইহেতু (—অচেতন পদার্থ প্রকাশক (—জ্ঞাতা) হইতে পারে না বলিয়া) প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা যুক্তিসঙ্গত নহে ।২০ [আচ্ছা, সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা যোগিগণ 'সর্ব্বজ্ঞ' হন, ইহা তো বলা হইয়াছে (পৃঃ ১৪ বাক্য) তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু চেতন হন বলিয়া সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ বশতঃ যোগিগণের সর্ব্বজ্ঞতা হয় যুক্তিসঙ্গত, সেইহেতু [জড় প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা বিষয়ে] তাহা উদাহরণরূপে গৃহীত হইতে পারে না ।২১

[সিঃ—সেশ্বরসাংখ্যমতেও প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা অসিদ্ধ]

আর [পাতঞ্জলগণের অনুসরণ করতঃ] প্রধানের যে ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব, তাহা ["ক্লেশকর্ম্মাদির সহিত সম্বন্ধশূন্য পুরুষবিশেষাত্মক" ঈশ্বর-] সাক্ষিরূপ নিমিত্ত বশতঃ হইয়া থাকে, যদি এইপ্রকার কল্পনা করা হয়, যেমন অগ্নিরূপ নিমিত্তবশতঃ লৌহ-পিণ্ডের দহনকর্ত্তৃত্ব হইয়া থাকে ।২২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] তাহা হইলে যে নিমিত্তবশতঃ প্রধানের ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইবে, তাহাই (—সেই নিমিত্তটীই) হইবে

ভাবদীপিকা

ঈক্ষণক্রিয়ারূপ প্রকৃত্যর্থকেই গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা উক্ত সূত্রাত্মক বাক্যটির (ব্রঃ সূঃ ১।১।৫) সঙ্গত অর্থবোধ হইবে না, ইহাই ভাব।

(৮) 'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর শি্‌ত-প্‌ প্রত্যয় করিয়া যে 'জানাতি' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে, "ইক্‌শ্‌তিপৌ ধাতুনির্দ্দেশে (পাঃ বার্ত্তিক ৩।৩।১০৮) ব্যাকরণের এই নিয়মানুসারে সেই 'জানাতি' পদটীর দ্বারা 'জ্ঞা' ধাতুরই এখানে নির্দ্দেশ হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রধানস্য, তদেব সর্ব্বজ্ঞং মুখ্যং ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্ ইতি যুক্তম্।২৩ যৎ পুনঃ উক্তং—ব্রহ্মণঃ অপি ন মুখ্যং সর্ব্বজ্ঞত্বং উপপদ্যতে, নিত্য-জ্ঞানক্রিয়ত্বে জ্ঞানক্রিয়াং প্রতি স্বাতন্ত্র্যাসম্ভবাৎ ইতি।২৪ অত্র উচ্যতে—ইদং তাবৎ ভবান্ প্রষ্টব্যঃ, কথং নিত্যজ্ঞানক্রিয়ত্বে সর্ব্ব-জ্ঞত্বহানিঃ ইতি?২৫ যস্য হি সর্ব্ববিষয়াবভাসনক্ষমং জ্ঞানং নিত্যম্ অস্তি, সঃ অসর্ব্বজ্ঞঃ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্।২৬ অনিত্যত্বে হি জ্ঞানস্য কদাচিৎ জানাতি, কদাচিৎ ন জানাতি ইতি অসর্ব্বজ্ঞত্বম্ অপি স্যাৎ।২৭ ন অসৌ জ্ঞাননিত্যত্বে দোষঃ অস্তি।২৮ জ্ঞাননিত্যত্বে জ্ঞানবিষয়ঃ* স্বাতন্ত্র্যব্যপদেশঃ ন উপপদ্যতে ইতি চেৎ?২৯ ন, প্রততৌষ্ণ্যপ্রকাশে অপি সবিতরি দহতি প্রকাশয়তি ইতি স্বাতন্ত্র্য-ব্যপদেশদর্শনাৎ।৩০ ননু সবিতুঃ দাহ্যপ্রকাশ্যসংযোগে সতি দহতি প্রকাশয়তি ইতি ব্যপদেশঃ স্যাৎ, নতু ব্রহ্মণঃ প্রাগুৎপত্তেঃ জ্ঞান-

*"জ্ঞানক্রিয়াং প্রতি" ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

জগতের কারণভূত সর্ব্বজ্ঞ মুখ্য ব্রহ্ম, ইহাই যুক্তিসঙ্গত [কারণ তাহাতে কল্পনার লাঘব হইবে]।২৩

[সিঃ—বিষয়োপহিতরূপে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের মুখ্য সর্ব্বজ্ঞতা]

আর যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মেরও মুখ্য সর্ব্বজ্ঞতা উপপন্ন হয় না, কারণ [ব্রহ্মের] জ্ঞানরূপ ক্রিয়া নিত্য হইলে [সেই] জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার প্রতি [তাঁহার] স্বাধীনতা সম্ভব হইবে না (পূঃ ২০ বাক্য) ইত্যাদি।২৪ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—আপনাকে ইহা জিজ্ঞাসা করা উচিত, [ব্রহ্মের] জ্ঞানক্রিয়া নিত্য হইলে কি প্রকারে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার হানি হইবে? ২৫ যেহেতু সকলপ্রকার বিষয়কে প্রকাশ করিতে সমর্থ জ্ঞান যাঁহার নিত্য বিদ্যমান আছে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন, ইহা বিরুদ্ধ কথন। ২৬ দেখ, [ব্রহ্মের] জ্ঞান অনিত্য হইলে, [তিনি] কখনও জানিতে পারেন, কখনও জানিতে পারেন না, এইপ্রকারে [তাঁহার] অসর্ব্বজ্ঞতাও হইয়া পড়িতে পারে।২৭ [কিন্তু তাঁহার] জ্ঞান নিত্য হইলে (—তিনি সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের সর্ব্বকালিক আশ্রয় হইলে) উক্ত দোষ হয় না। ২৮

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়—[ব্রহ্মের] জ্ঞান নিত্য হইলে জ্ঞানবিষয়ক স্বাতন্ত্র্যকথন যুক্তিসঙ্গত হয় না (—সর্ব্ববিষয়ক নিত্যজ্ঞানবান্ ব্রহ্ম কোন বিষয়কে নূতনভাবে জানিবেন, ইহা সঙ্গত হয় না) ইত্যাদি।২৯

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, না, তাহা বলা যায় না, যেহেতু সর্ব্বদা

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ম্মসংযোগঃ অস্তি, ইতি বিষমঃ দৃষ্টান্তঃ।৩১ ন, অসতি অপি কর্ম্মণি 'সবিতা প্রকাশতে' ইতি কর্ত্তৃত্বব্যপদেশদর্শনাৎ।৩২ এবম্ অসতি অপি জ্ঞানকর্ম্মণি ব্রহ্মণঃ "তদৈক্ষত" ইতি কর্ত্তৃত্বব্যপদেশোপপত্তেঃ ন বৈষম্যম্।৩৩ কর্ম্মাপেক্ষায়াং তু ব্রহ্মণি ঈক্ষিতৃত্বশ্রুতয়ঃ সুতরাম্

ভাষ্যানুবাদ

উষ্ণ ও প্রকাশশীল হইলেও সূর্য্যে 'দাহ করেন', 'প্রকাশ করেন' - এইপ্রকার স্বাতন্ত্র্য-কথন (-- স্বাধীনকর্ত্তৃত্বের বর্ণনা) পরিদৃষ্ট হয় (৯)।৩০

[সিঃ -- ব্রহ্মের ঔপচারিক সর্ব্বজ্ঞতা অভ্যুপগম করতঃ দৃষ্টান্তের বিষমতা নিরাকরণ।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, দাহ্য এবং প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সংযোগ হইলে 'দাহ করেন', 'প্রকাশ করেন', এইপ্রকারে সবিতার ব্যপদেশ (—তদ্বিষয়ক শব্দপ্রয়োগ) হইয়া থাকে, কিন্তু [জগতের] উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মের জ্ঞানকর্ম্মসংযোগ (—জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্ম (—বিষয়) যে স্থূল জ্ঞেয়বস্তু, তাহার সহিত ব্রহ্মের জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাবরূপ সংযোগ (অর্থাৎ সম্বন্ধ) থাকে না, এইহেতু [সূর্য্য ঘটিত] দৃষ্টান্তটী বিষম হইল।৩১

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, না, তাহা বলা যায় না; যেহেতু বিষয় (—বিষয়ের বিবক্ষা) না থাকিলেও 'সূর্য্য প্রকাশিত হইতেছেন', এইপ্রকারে কর্ত্তৃত্বের কথন (—তাদৃশ ঔপচারিক শব্দ প্রয়োগ) পরিদৃষ্ট হয়।৩২ এইপ্রকারে জ্ঞানের বিষয় না থাকিলেও "তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন" এইরূপে ব্রহ্মের [ঔপচারিক] কর্ত্তৃত্বের কথন উপপন্ন হয় বলিয়া [দৃষ্টান্তের] বিষমতা হয় না।৩৩

[সিঃ—অব্যাকৃত নামরূপাত্মক বিষয়ের সত্তা বশতঃ ব্রহ্মের মুখ্য সর্ব্বজ্ঞতা]

[যদি বলা হয়—প্র+কাশ্ ধাতু অকর্ম্মক হওয়ায় 'সূর্য্য প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন' এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ সঙ্গত হইলেও, 'জ্ঞা' ধাতু সকর্ম্মক হওয়ায় বিষয় না থাকিলে "তদৈক্ষত" এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ সঙ্গত হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু [ঈক্ষণক্রিয়ার] কর্ম্মের অপেক্ষা করিলে ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব-প্রতি-

ভাবদীপিকা

(৯) ভাব এই যে—সূর্য্য সর্ব্বদা প্রকাশস্বরূপ হইলেও, ঘট ও পটাদি বস্তুতে সেই প্রকাশ 'ঘটপ্রকাশ' (—ঘটনিষ্ঠ প্রকাশ), 'পটপ্রকাশ' ইত্যাদি প্রকারে সেই মূলভূত এক প্রকাশ হইতে যেন ভিন্নই হইয়া পড়ে। আর সেই ঘটাদি প্রকাশের কর্ত্তৃরূপে 'সূর্য্য ঘটকে প্রকাশ করিতেছেন' ইত্যাদি প্রকার শব্দপ্রয়োগও হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা গেল—প্রকাশস্বরূপ সূর্য্যকে ঘটাদি প্রকাশন-ক্রিয়ার প্রতি কর্ত্তাও বলা হয়। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইলেও ঘটাদিবিষয়োপহিতরূপে সেই জ্ঞান, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে যেন ভিন্ন ও জন্য হইয়া পড়ে। সুতরাং সেই ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানাদিরূপ কার্য্যের প্রতি সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বব্যপদেশ অর্থাৎ তিনি নূতনভাবে কিছু জানিলেন, এইরূপ কথন, অসঙ্গত হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

উপপন্নাঃ।৩৪ কিং পুনঃ তৎ কর্ম্ম, যৎ প্রাগুৎপত্তেঃ ঈশ্বরজ্ঞানস্য বিষয়ঃ ভবতি ইতি?৩৫ তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ে নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে ইতি ব্রূমঃ।৩৬ যৎপ্রসাদাৎ হি যোগিনাম্ অপি অতীতানাগতবিষয়ং প্রত্যক্ষং জ্ঞানম্ ইচ্ছন্তি যোগশাস্ত্রবিদঃ, কিমু বক্তব্যং তস্য নিত্যসিদ্ধস্য ঈশ্বরস্য সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিবিষয়ং নিত্যজ্ঞানং ভবতি ইতি।৩৭ যদপি উক্তং—প্রাগুৎপত্তেঃ ব্রহ্মণঃ শরীরাদিসম্বন্ধম্ অন্তরেণ ঈক্ষিতৃত্বম্ অনুপপন্নম্ ইতি।৩৮ ন তৎ চোদ্যম্ অবতরতি, সবিতৃপ্রকাশবৎ ব্রহ্মণঃ জ্ঞানস্বরূপনিত্যত্বে জ্ঞানসাধনাপেক্ষানুপপত্তেঃ।৩৯ অপি চ অবিদ্যাদিমতঃ সংসারিণঃ শরীরাদ্যপেক্ষা জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ, ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণ-

ভাষ্যানুবাদ

-পাদিকা শ্রুতিসকল ব্রহ্মে অধিকতরভাবে সঙ্গত হয়।৩৪ আচ্ছা, সেই কর্ম্ম (—বিষয়বস্তু) কি, যাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমেশ্বরের জ্ঞানের বিষয় হইবে?৩৫ [তদুত্তরে] আমরা বলিব—তত্ত্ব এবং অন্যত্বের দ্বারা অনির্ব্বচনীয় (—যাহাকে 'সেইপ্রকার' বা 'তাহা হইতে ভিন্ন প্রকার', অর্থাৎ 'ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, অথবা ভিন্ন', 'সৎ অথবা অসৎ' ইত্যাদি কোনপ্রকারে নির্ব্বচন করা যায় না, এইপ্রকার) যে অব্যাকৃত (—স্বোপাধিভূত মায়াতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত) নাম ও রূপ, যাহাকে ব্যাকরণ (—স্থূলভাবে অভিব্যক্ত) করিতে ইচ্ছা করা হইতেছে, তাহাই সেই কর্ম্ম (৪ভাবদীঃ)।৩৬ [নিরীশ্বরসাংখ্যমতাবলম্বিগণের সর্ব্বজ্ঞতাবিষয়ক আক্ষেপের নিরাকরণ করিয়া সেশ্বর-সাংখ্যমতাবলম্বিগণকে বলিতেছেন—] দেখ, যাঁহার প্রসাদে যোগিগণেরও অতীত ও ভবিষ্যৎ-বিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান যোগশাস্ত্রবিদ্গণ ইচ্ছা করেন (—যোগিগণের তাদৃশ জ্ঞান হয় বলেন), সেই নিত্যসিদ্ধ (—সদা বর্ত্তমান) ঈশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারবিষয়ক জ্ঞান যে নিত্য হইবে (—তিনি যে নিত্য সর্ব্বজ্ঞ হইবেন), এইবিষয়ে আর বলিবার কি আছে?৩৭

[সিঃ—ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্ব শরীরেন্দ্রিয়সাপেক্ষ নহে, সেইবিষয়ে আগমপ্রমাণ প্রদর্শন।]

আর যে বলা হইয়াছে—[জগতের] উৎপত্তির পূর্ব্বে শরীরাদির সহিত সম্বন্ধ না থাকায় ব্রহ্মের ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব সঙ্গত হয় না (পৃঃ ২৪ বাক্য) ইত্যাদি।৩৮ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] সেই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে না, যেহেতু সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপতা নিত্য হওয়ায় জ্ঞানসাধনের (—জ্ঞানের সাধন শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) প্রতি [তাঁহার] অপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত নহে।৩৯ [ব্যতিরেকমুখে ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ, অবিদ্যাদিযুক্ত (—মিথ্যাজ্ঞান, অস্মিতা ও রাগদ্বেষাদিযুক্ত) যে জীব, তাহারই শরীর প্রভৃতিকে অপেক্ষা করিয়া

শাঙ্করভাষ্যম্

রহিতস্য ঈশ্বরস্য।৪০ মন্ত্রৌ চ ইমৌ ঈশ্বরস্য শরীরাদ্যনপেক্ষতাম্ অনাবরণজ্ঞানতাং চ দর্শয়তঃ, "ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"॥ (শ্বেঃ ৬।৮) ইতি।৪১ "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্"॥ (শ্বেঃ ৩।১৯) ইতি চ।৪২ ননু নাস্তি তাবৎ জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণবান্ ঈশ্বরাৎ অন্যঃ সংসারী, "ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা, ন অন্যঃ অতঃ অস্তি

ভাষ্যানুবাদ

জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহার জ্ঞানে কোনপ্রকার প্রতিবন্ধককারণ (—বাধা) নাই, সেই ঈশ্বরের তাহা হয় না (—তাঁহার জ্ঞান নিত্য হওয়ায় তাহার উৎপত্তির জন্য সাধনাপেক্ষা নাই; আর তাহার অভিব্যক্তির জন্যও সাধন অনাবশ্যক, কারণ কোন প্রতিবন্ধক নাই।৪০ কিন্তু পরমেশ্বরের যে ঈক্ষণ, তাহা জন্য পদার্থ, যেহেতু প্রলয়াবসানেই তাহা হইয়া থাকে, নিত্যই হয় না। সুতরাং 'যাহা জন্য জ্ঞান, তাহা শরীরাদিসাধ্য'—এইপ্রকার ব্যাপ্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য। তদুত্তরে শ্রুতিবাধ (—শ্রুতির বলে তাদৃশ ব্যাপ্তি বাধিত হয়, ইহা) প্রদর্শন করিতেছেন—] আর এই মন্ত্রদ্বয় ঈশ্বরের যে শরীর প্রভৃতির প্রতি অপেক্ষা নাই এবং তাঁহার জ্ঞানে যে কোনপ্রকার আবরণ নাই, ইহা প্রদর্শন করিতেছে, যথা—"তাঁহার কার্য্য (—শরীর) ও ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা অধিক (—উৎকৃষ্ট) কাহাকেও দেখা যায় না। ইঁহার পরাশক্তি (—মায়াশক্তি, আকাশাদি-বিচিত্র-কার্য্যকারিণী হওয়ায়] বিবিধ বলিয়াই শ্রুতিতে বর্ণিত হয়। তাঁহার জ্ঞানরূপ বলের দ্বারা যে সৃষ্টিক্রিয়া, তাহা স্বাভাবিক (—অনাদিমায়াত্মক হওয়ায় অন্যকারণনিরপেক্ষ" ।৪১ "তাঁহার হস্ত ও পদ নাই, তথাপি দ্রুত গমন করেন ও গ্রহণ করেন, চক্ষুহীন হইলেও দর্শন করেন, কর্ণহীন হইলেও তিনি শ্রবণ করেন। তিনি [শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা না করিয়াই] বেদ্য বিষয়সকলকে অবগত হন, তাঁহার কিন্তু বেত্তা কেহ নাই (—নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ তাঁহাকে কেহ জ্ঞানের বিষয় করিতে পারে না; ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে] অগ্র্য (—অনাদি) পুরুষ এবং মহান্ (—বিভু) বলিয়া থাকেন," ইত্যাদি।৪২

[পূঃ—বেদান্তমতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হওয়ায় জ্ঞানোৎপত্তিতে দেহাদিসাপেক্ষতা ও নিরপেক্ষতারূপ বৈষম্যস্বীকার অসঙ্গত।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, জ্ঞানের প্রতিবন্ধককারণযুক্ত (—অবিদ্যাদিসংযুক্ত) অন্য সংসারী (—জীব) নাই, যেহেতু "ইহা হইতে ভিন্ন কোন দ্রষ্টা নাই, ইহা হইতে ভিন্ন কোন বিজ্ঞাতা নাই", ইত্যাদি শ্রুতি আছে।৪৩

শাঙ্করভাষ্যম্

বিজ্ঞাতা" (বৃঃ ৩।৭।২৩) ইতি শ্রুতেঃ।৪৩ তত্র কিম্ ইদম্ উচ্যতে—'সংসারিণঃ শরীরাদ্যপেক্ষা জ্ঞানোৎপত্তিঃ, ন ঈশ্বরস্য' ইতি।৪৪ অত্র উচ্যতে—সত্যং, ন ঈশ্বরাৎ অন্যঃ সংসারী।৪৫ তথাপি দেহাদি-সংঘাতোপাধিসম্বন্ধঃ ইষ্যতে এব, ঘটকরকগিরিগুহাদ্যুপাধিসম্বন্ধঃ ইব ব্যোম্নঃ।৪৬ তৎকৃতশ্চ শব্দপ্রত্যয়ব্যবহারঃ লোকস্য দৃষ্টঃ—'ঘটচ্ছিদ্রং করকাদিচ্ছিদ্রম্' ইত্যাদিঃ আকাশাব্যতিরেকে অপি।৪৭ তৎকৃতা চ আকাশে ঘটাকাশাদিভেদমিথ্যাবুদ্ধিঃ দৃষ্টা।৪৮ তথা ইহাপি দেহাদিসংঘাতোপাধিসম্বন্ধাবিবেককৃতেশ্বরসংসারিভেদ-মিথ্যাবুদ্ধিঃ।৪৯ দৃশ্যতে চ আত্মনঃ এব সতঃ দেহাদিসংঘাতে

ভাষ্যানুবাদ

তাহাতে কি প্রকারে ইহা বলা হইতেছে যে, জীবের জ্ঞানোৎপত্তি শরীরাদিসাপেক্ষ, কিন্তু ঈশ্বরের তাহা নহে, ইত্যাদি।৪৪

[সিঃ—জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও অনাদি ভ্রান্তিবশতঃ তাহাদের মধ্যে উপাধিকৃত ভেদ থাকায় জীবের জ্ঞান দেহাদিসাপেক্ষ, ঈশ্বরের তাহা নহে।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—এই বিষয়ে বলা হইতেছে, হাঁ সত্য, ঈশ্বর হইতে জীব ভিন্ন নহে।৪৫ কিন্তু তাহা হইলেও ঘট, করক (—কমণ্ডলু) এবং গিরিগুহা প্রভৃতি উপাধির সহিত আকাশের সম্বন্ধের ন্যায়, দেহাদিসমষ্টিরূপ উপাধির সহিত [জীবের] সম্বন্ধ স্বীকৃতই হইয়া থাকে।৪৬ আর তৎকৃত (—উপাধিসম্বন্ধকৃত) শব্দপ্রত্যয়ব্যবহার (—শব্দপ্রয়োগ, সেই শব্দজন্য জ্ঞানোৎপত্তি এবং তজ্জনিত ব্যবহার) লোকের পরিদৃষ্ট হয়, যথা—'ঘটাকাশ', 'করকাকাশ', ইত্যাদি; যদিও [সেই ঘটাকাশ প্রভৃতি] আকাশ হইতে অভিন্ন।৪৭ [কিন্তু ঘটাকাশ ও মহাকাশ তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগ ও জ্ঞান হয় কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর আকাশে তৎকৃত (—উপাধিসম্বন্ধকৃত) ঘটাকাশাদির বিভিন্নতা-বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, [দৃষ্ট বিষয়ে আক্ষেপ করা যায় না]।৪৮ এখানেও (—প্রস্তাবিত জীব ও ঈশ্বর বিষয়েও) তদ্রূপ দেহাদিসংঘাতরূপ যে উপাধি, তাহার সহিত [জীবের] সম্বন্ধরূপ অবিবেকবশতঃ ঈশ্বর ও জীবের বিভিন্নতা-বিষয়ক মিথ্যা জ্ঞান পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।৪৯ [কিন্তু আকাশাদি অনাত্মবস্তুতে ভ্রম সম্ভব হইলেও স্বয়ংপ্রকাশ আত্মবস্তুতে তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব (—অনাদি) মিথ্যাজ্ঞানমাত্রদ্বারা [তত্ত্বতঃ অনাত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন] সৎস্বরূপ যে আত্মা, তাঁহার দেহাদিসমষ্টিরূপ অনাত্মাতে আত্মাভিমান পরিদৃষ্ট হয় (—অনাদি ভ্রান্তিবশতঃ অনাত্মা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হয়, তাহা যথার্থ নহে)।৫০ এইপ্রকারে [উপাধিবশে চিদাত্মাতে] জীবত্ব সিদ্ধ

শাঙ্করভাষ্যম্

অনাত্মনি আত্মত্বাভিনিবেশঃ মিথ্যাবুদ্ধিমাত্রেণ পূর্ব্বপূর্ব্বেণ * ।৫০ সতি চ এবং সংসারিত্বে দেহাদ্যপেক্ষম্ ঈক্ষিতৃত্বম্ উপপন্নং সংসারিণঃ।৫১ যদপি উক্তং - প্রধানস্য অনেকাত্মকত্বাৎ মৃদাদিবৎ কারণত্বোপপত্তিঃ, ন অসংহতস্য ব্রহ্মণঃ ইতি।৫২ তৎ প্রধানস্য অশব্দত্বেন এব প্রত্যুক্তম্।৫৩ যথা তু তর্কেণাপি ব্রহ্মণঃ এব কারণত্বং নির্বোঢ়ং শক্যতে, ন প্রধানাদীনাং, তথা প্রপঞ্চয়িষ্যতি—"ন বিলক্ষণত্বাদস্য—" (২।১।৪) ইতি এবমাদিনা।৫৪ ।।১।১।৫।।

অত্র আহ—যদুক্তং ন অচেতনং প্রধানং জগৎকারণম্, ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণাৎ ইতি।১ তৎ অন্যথা অপি উপপদ্যতে, অচেতনে অপি

* 'পূর্ব্বেণ' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

হইলে, দেহ প্রভৃতিকে অপেক্ষা করতঃ জীবের ঈক্ষণকর্তৃত্ব হয় যুক্তিসঙ্গত ; [কিন্তু মহাকাশস্থানীয় ঈশ্বরের পক্ষে তাহার অপেক্ষা নাই] ।৫১

[সিঃ—শ্রুতি এবং তর্কের দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায় সংহত হইলেও প্রধান জগৎকারণ নহে, পরন্তু অসংহত ব্রহ্মই জগৎকারণ।]

আর যে বলা হইয়াছে—প্রধান অনেকাত্মক (—গুণত্রয়াত্মক) হওয়ায় মৃত্তিকা প্রভৃতির ন্যায় [তাহারই জগতের প্রতি] কারণতা সঙ্গত, কিন্তু অসংহত (—বহু বস্তুর সমষ্টিভূত নহে, এতাদৃশ) ব্রহ্মের তাহা সঙ্গত নহে (পৃঃ ২৫বাক্য) ইত্যাদি ।৫২ [তদুত্তরে তোমায় জিজ্ঞাসা করি, প্রধানের জগৎকারণতা তুমি শ্রুতিবলে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিতেছ, অথবা যুক্তিবলে ? প্রথম পক্ষের নিরাকরণ করিতেছেন—] তাহা (—প্রধানের জগৎকারণতা) প্রধানের অশব্দত্বের দ্বারাই (—প্রধান শ্রুতি-প্রতিপাদিত নহে বলিয়াই) নিরাকৃত হইয়াছে।৫৩ [দ্বিতীয় পক্ষকে নিরাকরণ করিতেছেন—] আর তর্কের দ্বারাও যেপ্রকারে ব্রহ্মেরই [জগৎ-] কারণতা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, কিন্তু প্রধান প্রভৃতির নহে, তাহা "ন বিলক্ষণত্বাদস্য," ইত্যাদি এইসকল সূত্রের দ্বারা [আচার্য্য বাদরায়ণ] বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করিবেন ।৫৪।।১।।১।।৫।।

[পূঃ—গৌণ ঈক্ষণের সন্নিধিতে পঠিত সৎ-পদার্থের ঈক্ষণও গৌণ হওয়ায় সৎ-শব্দের বাচ্য অচেতন প্রধানই গৌণ ঈক্ষণকর্তা জগৎকারণ।]

[পূর্ব্ববাদী সাংখ্যমতাবলম্বী] এখানে বলেন—[সিদ্ধান্তিকর্তৃক] যে কথিত হইয়াছে 'অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে, যেহেতু [জগৎকারণের] ঈক্ষণকর্তৃত্ব শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে,' ইত্যাদি।১ তাহা অন্যপ্রকারেও (—প্রধান অচেতন হইলেও) উপপন্ন হয়, যেহেতু অচেতন পদার্থেও চেতন পদার্থের ন্যায় উপচার (—গৌণভাবে শব্দপ্রয়োগ) পরিদৃষ্ট হয় ।২ যেমন নদীর কূলের আসন্ন পতনো-

শাঙ্করভাষ্যম্

চেতনবৎ উপচারদর্শনাৎ।২ যথা প্রত্যাসন্নপতনতাং নদ্যাঃ কূলস্য আলক্ষ্য 'কূলং পিপতিষতি' ইতি অচেতনে অপি কূলে চেতনবৎ উপচারঃ দৃষ্টঃ, তদ্বৎ অচেতনে অপি প্রধানে প্রত্যাসন্নসর্গে চেতনবৎ উপচারঃ ভবিষ্যতি "তদৈক্ষত" ইতি।৩ যথা লোকে কশ্চিৎ চেতনঃ 'স্নাত্বা ভুক্ত্বা চ অপরাহ্নে গ্রামং রথেন গমিষ্যামি' ইতি ঈক্ষিত্বা অনন্তরং তথৈব নিয়মেন প্রবর্ত্ততে, তথা প্রধানম্ অপি মহদাদ্যাকারেণ নিয়মেন প্রবর্ত্ততে।৪ তস্মাৎ চেতনবৎ উপচর্য্যতে।৫ কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ বিহায় মুখ্যম্ ঈক্ষিতৃত্বম্ ঔপচারিকং কল্প্যতে?৬ "তৎ তেজঃ ঐক্ষত" "তাঃ আপঃ ঐক্ষন্ত" (ছাঃ ৬।২।৩-৪) ইতি চ অচেতনয়োঃ অপি অপ্‌তেজসোঃ চেতনবৎ উপচারদর্শনাৎ।৭

ভাষ্যানুবাদ

…মুখতা দর্শন করিয়া 'কূল পতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে,' এইপ্রকারে অচেতন কূলেও চেতনের ন্যায় গৌণ শব্দপ্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়, তাহার ন্যায় অচেতন প্রধানেও সৃষ্টিক্রিয়া নিকটবর্ত্তী হইলে চেতনের ন্যায় গৌণভাবে শব্দপ্রয়োগ হইবে, যথা—"তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন,", ইত্যাদি।৩ [কিন্তু গৌণভাবে শব্দপ্রয়োগ করিতে হইলে কতকগুলি মুখ্যগুণের সহিত সমতা প্রদর্শন করিতে হয়। প্রস্তাবিতস্থলে চেতনের সহিত অচেতন প্রধানের গুণের সমতা কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেমন লোকমধ্যে কোন চেতন ব্যক্তি 'আমি স্নান এবং আহার করিয়া অপরাহ্নে রথযোগে গ্রামে গমন করিব', এইপ্রকার ঈক্ষণ (—পর্য্যালোচনা) করিয়া অনন্তর সেই প্রকারেই নিয়মিতভাবে প্রবৃত্ত হয়, এইরূপেই প্রধানও মহত্তত্ত্বাদির আকারে নিয়মিতভাবে প্রবৃত্ত (—পরিণামপ্রাপ্ত) হয়।৪ সেইহেতু (—এইপ্রকার নিয়মিতভাবে প্রবৃত্তিরূপ গুণসাম্য থাকায়, অচেতন প্রধানে] চেতনের ন্যায় উপচার (—গৌণভাবে ঈক্ষণ শব্দের প্রয়োগ) হইতেছে।৫

পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তীর শঙ্কা—আচ্ছা, কি কারণবশতঃ মুখ্য ঈক্ষিতৃত্বকে পরিত্যাগ করিয়া গৌণ ঈক্ষিতৃত্ব কল্পনা করা হইতেছে?৬

পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—[তাহা বলা হইতেছে—] যেহেতু "সেই তেজঃ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন," "সেই জল ঈক্ষণ করিয়াছিলেন," এইরূপে অচেতন যে জল ও তেজঃ, সেই দুইটীতে চেতনের ন্যায় [ঈক্ষণশব্দের] গৌণভাবে প্রয়োগ দেখা যাইতেছে।৭ সেইহেতু [এখানে] ঈক্ষণ সৎ-কর্ত্তৃক হইলেও (—সৎ-শব্দের বাচ্য যে পদার্থ, তাহা ঈক্ষণকর্ত্তা হইলেও) তাহা যে ঔপচারিক (—গৌণ প্রয়োগ), ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে; যেহেতু উপচারবাহুল্যে বর্ণিত হইয়াছে (—শ্রুতির

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মাৎ সৎকর্তৃকম্ অপি ঈক্ষণম্ ঔপচারিকম্ ইতি গম্যতে, উপচারপ্রায়ে বচনাৎ ইতি ।৮ এবং প্রাপ্তে ইদং সূত্রম্ আরভ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ

যে প্রকরণে (—ছাঃ ৬।২ ইত্যাদিতে) গৌণার্থকশব্দের বহুল প্রয়োগ হইয়াছে, সেইস্থলেই এই সৎকর্তৃক ঈক্ষণেরও বর্ণনা আছে (১০) ইত্যাদি ।৮ এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে এই সূত্র আরব্ধ হইতেছে—

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥১।১।৬॥

পদচ্ছেদ—গৌণঃ, চেৎ, ন, আত্মশব্দাৎ।

সূত্রার্থ—[ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্তয়োঃ অপ্‌তেজসোরিব প্রধানে ঈক্ষিতৃশব্দঃ] **গৌণঃ,** [ইতি] **চেৎ ? ন,** [কস্মাৎ ?] **আত্মশব্দাৎ**—"অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য" (ছাঃ ৬।৩।২) ইত্যাদি শ্রুতৌ সৎ-শব্দবাচ্যে জগৎকারণে ঈক্ষিতরি আত্মশব্দশ্রবণাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ-[ছান্দোগ্যশ্রুতিতে পঠিত জল ও তেজের ন্যায় প্রধানে ঈক্ষিতৃশব্দটী] **গৌণঃ**--গৌণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, **চেৎ**-ইহা যদি বলা হয় ? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন— **ন**—না, তাহা বলা যায় না। [কেন বলা যায় না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **আত্মশব্দাৎ**—"এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া", ইত্যাদি শ্রুতিতে সৎ-শব্দের বাচ্য জগৎকারণ যে ঈক্ষণকর্ত্তা, তাঁহাতে যেহেতু আত্মশব্দ প্রযুক্ত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদুক্তং প্রধানম্ অচেতনং সচ্ছব্দবাচ্যং, তস্মিন্ ঔপচারিকঃ ঈক্ষতিঃ, অপ্‌তেজসোঃ ইব ইতি, তদসৎ ।১ কস্মাৎ ।২ আত্ম-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—চেতনতার জ্ঞাপক জীবাত্মশব্দরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে ঈক্ষণকর্ত্তার চেতনত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার ঈক্ষণক্রিয়া গৌণ নহে, সুতরাং জড় প্রধান গৌণ ঈক্ষণকর্ত্তা নহে, জগৎকারণও নহে।]

এই যে বলা হইয়াছে—অচেতন প্রধান সৎ-শব্দের বাচ্য, তাহাতেই জল ও তেজের ন্যায় গৌণভাবে ঈক্ষণক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়াছে, ইত্যাদি; তাহা ঠিক নহে ।১ কেন নহে ?২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু আত্মশব্দের প্রয়োগ আছে ।৩

ভাবদীপিকা

(১০) পূর্ব্বপক্ষী এখানে স্বপক্ষে সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। [এই প্রমাণসকলের পরিচয় এই অধিকরণের শেষে দ্রষ্টব্য]। অচেতন পদার্থসকলের নিকটে পঠিত উক্ত সৎশব্দের বাচ্য পদার্থও অচেতন হইবে এবং সেই "সৎ" অচেতন পদার্থ হইলে, তাহার ঈক্ষণক্রিয়াও সুতরাং গৌণ হইবে। অতএব এখানে সৎ-শব্দে অচেতন প্রধানকে এবং ঈক্ষণশব্দে গৌণ ঈক্ষণক্রিয়াকে গ্রহণ করিতে হইবে, সন্নিধিপাঠবলে ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

শব্দাৎ ।৪ "সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) ইতি উপক্রম্য "তদৈক্ষত", "তৎ তেজঃ অসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩) ইতি চ তেজোঽবন্নানাং সৃষ্টিম্ উক্ত্বা তদেব প্রকৃতং সৎ ঈক্ষিতৃ, তানি চ তেজোঽবন্নানি দেবতাশব্দেন পরামৃশ্য আহ—"সা ইয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্ত অহম্ ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২) ইতি ।৪ তত্র যদি প্রধানম্ অচেতনং গুণবৃত্ত্যা ঈক্ষিতৃ কল্প্যেত, তদেব প্রকৃতত্বাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[কোথায় তাহা প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "হে প্রিয়দর্শন, এই জগৎ অগ্রে সদ্রূপেই বর্ত্তমান ছিল", এইপ্রকারে উপক্রম (–বর্ণনারম্ভ) করিয়া "তিনি (—সেই সৎপদার্থ) ঈক্ষণ করিয়াছিলেন" এবং "তিনি তেজঃকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এইপ্রকারে তেজঃ, জল ও অন্নের (—ক্ষিতির) সৃষ্টির কথা বলিয়া, সেই প্রস্তাবিত সৎ ঈক্ষণকর্ত্তাকে এবং সেই তেজঃ, জল ও ক্ষিতিকে দেবতাশব্দের দ্বারা পরামর্শ (—উল্লেখ) করতঃ [শ্রুতি] বলিতেছেন—"সেই এই দেবতা ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এই তিনটী দেবতাতে এই [পূর্ব্বকালে অনুভূত] জীবাত্মরূপে(১১) অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপকে [স্থূলভাবে] অভিব্যক্ত করিব," ইত্যাদি ।৪ সেইস্থলে (—সেই ঈক্ষণবাক্যে) যদি অচেতন প্রধানকে গৌণীবৃত্তির দ্বারা ঈক্ষণকর্ত্তৃরূপে কল্পনা করা হইত, তাহা হইলে [উক্ত প্রকরণে] প্রস্তাবিত হওয়ায় তাহাই (—সেই প্রধানই) "সেই এই দেবতা", এই প্রকারে উল্লিখিত হইত ।৫

ভাবদীপিকা

(১১) সিদ্ধান্তী এখানে স্বপক্ষে চেতনতাজ্ঞাপক "জীবাত্মশব্দরূপ" লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। লক্ষ্য করিতে হইবে—"সদেব সোম্য" (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণিত 'সৎ' শব্দটীর অর্থ কি এবং উক্ত বাক্যটীরই বা প্রতিপাদ্য কি, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা হইতেছে। 'আকাঙ্ক্ষা' যে বাক্যার্থজ্ঞানের প্রতি সহকারিকারণ এবং শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণসকল যে সেই আকাঙ্ক্ষার নিয়ামক, ইহা আমরা ৫ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বলিয়াছি। প্রস্তাবিতস্থলে পূর্ব্বপক্ষী সন্নিধি-পাঠরূপ স্থানপ্রমাণবলে সেই আকাঙ্ক্ষাকে নিয়মিত করিয়া অত্রস্থ সৎ-শব্দে যে অচেতন পদার্থের বোধ হয় এবং সেই অচেতন পদার্থ যে গৌণ ঈক্ষণকর্ত্তা প্রধান, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছিলেন (১০' ভাবদীঃ)। সিদ্ধান্তী এখানে চেতনতাজ্ঞাপক জীবাত্মশব্দরূপ বলবান্ লিঙ্গপ্রমাণের বলে সেই আকাঙ্ক্ষাকে নিয়মিত করিয়া ঈক্ষণকর্ত্তা যে চেতন এবং তাঁহার ঈক্ষণ যে গৌণ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিলেন। ফলে মুখ্য ঈক্ষিতৃত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণের বলে অচেতন প্রধানের জগৎকারণতা নিরাকৃত হইয়া পড়িল। আর "গৌণ ও মুখ্যের মধ্যে মুখ্যই গ্রহণীয়", এই ন্যায়ও সিদ্ধান্তপক্ষের সমর্থকরূপে আছে, বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

সা ইয়ং দেবতা ইতি পরামৃশ্যেত ।৫ ন তদা দেবতা জীবম্ আত্মশব্দেন অভিদধ্যাৎ ।৬ জীবঃ হি নাম চেতনঃ শরীরাধ্যক্ষঃ প্রাণানাং ধারয়িতা, তৎপ্রসিদ্ধেঃ নির্ব্বচনাৎ চ ।৭ সঃ কথম্ অচেতনস্য প্রধানস্য আত্মা ভবেৎ ?৮ আত্মা হি নাম স্বরূপম্ ।৯ ন অচেতনস্য প্রধানস্য চেতনঃ জীবঃ স্বরূপং ভবিতুম্ অর্হতি ।১০ অথ তু চেতনং ব্রহ্ম মুখ্যম্ ঈক্ষিতৃ পরিগৃহ্যতে, তস্য জীববিষয়ঃ আত্মশব্দপ্রয়োগঃ উপপদ্যতে ।১১ তথা "সঃ যঃ এষঃ অণিমা

ভাষ্যানুবাদ

আর তাহা হইলে (—প্রধানের পরামর্শ হইলে) দেবতা আত্মশব্দের দ্বারা জীবকে অভিহিত করিতেন না।৬ কারণ জীব বলিতে চেতন, শরীরের অধিপতি এবং প্রাণসকলের (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের) ধারণকর্ত্তাকে অবগত হওয়া যায়, যেহেতু সেইপ্রকার প্রসিদ্ধি আছে (—লোকমধ্যে জীবশব্দের এইপ্রকার অর্থই প্রসিদ্ধ) এবং যেহেতু সেইপ্রকার নির্ব্বচন হয় (—"জীব প্রাণধারণে", প্রাণধারণে জীব্ ধাতুর প্রয়োগ হয়—এইপ্রকার ধাতুগত অর্থদ্বারা 'জীবিত থাকেন', ইহার অর্থ হয় 'প্রাণ-ধারণ করেন')।৭ [এইপ্রকারে জীবের প্রাণধারণ ও চেতনতা সিদ্ধ হইলে] তাহা (—সেই চেতন জীব) কিপ্রকারে অচেতন প্রধানের আত্মা (—স্বরূপ) হইবে ?৮ যেহেতু আত্মশব্দের অর্থ স্বরূপ।৯ আর চেতন জীব অচেতন প্রধানের স্বরূপ হইবে, ইহা সঙ্গত নহে।১০ [সুতরাং ঈক্ষণকর্ত্তার চেতনতাজ্ঞাপক জীবাত্মশব্দরূপ লিঙ্গপ্রমাণ থাকায় সেই ঈক্ষণকর্ত্তা জড় প্রধান হইতে পারে না বলিয়া গৌণ ঈক্ষিতৃত্ব কল্পনা করতঃ প্রধানের জগৎকারণতা স্বীকার করা সম্ভব নহে]।

[সি :—সৎপদার্থকর্ত্তৃক জীবে এবং জীবকর্ত্তৃক সৎপদার্থে আত্মশব্দপ্রয়োগবশতঃ অচেতন প্রধান সৎপদবাচ্য নহে।]

[কিন্তু সংসারী জীব ও অসংসারী ব্রহ্ম পরস্পর বিরোধী পদার্থ, সুতরাং তোমার মতেই বা কিপ্রকারে ব্রহ্মের পক্ষে জীবে আত্মশব্দপ্রয়োগ সম্ভব হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর চেতন ব্রহ্ম কিন্তু মুখ্য ঈক্ষণকর্ত্তৃরূপে পরিগৃহীত হইতেছেন, তাঁহার পক্ষে জীববিষয়ক আত্মশব্দের প্রয়োগ হয় সঙ্গত (১২)।১১ [ব্রহ্মকর্ত্তৃক

ভাবদীপিকা

(১২) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম ও জীব যথাক্রমে বিম্ব ও প্রতিবিম্বরূপে স্বীকৃত। সেই বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মধ্যে যে ভেদ, তাহা কিন্তু কল্পিত, কারণ বিম্বই উপাধি-প্রভাবে প্রতিবিম্বরূপে প্রতিভাত হন মাত্র, বিম্ব হইতে তাহা তত্ত্বান্তর নহে। সুতরাং জীব যে ব্রহ্মস্বরূপ ইহা সিদ্ধ হয়। অতএব "জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য" (ছাঃ ৬।৩।২) ইত্যাদিস্থলে জীববিষয়ে সৎ-শব্দবাচ্য ব্রহ্মকর্ত্তৃক আত্মশব্দপ্রয়োগ সঙ্গতই হইয়াছে। কিন্তু জড় প্রধান সৎ-শব্দ-বাচ্য হইলে তাহা সঙ্গত হয় না বলিয়া প্রধানকে সৎ-শব্দবাচ্য গৌণ ঈক্ষণকর্ত্তা বলা চলে না।

শাঙ্করভাষ্যম্

ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্ব্বং তৎ সত্যং সঃ আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যত্র "সঃ আত্মা" ইতি প্রকৃতং সদণিমানম্ আত্মানম্ আত্মশব্দেন উপদিশ্য "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি চেতনস্য শ্বেতকেতোঃ আত্মত্বেন উপদিশতি ।১২ অপ্‌তেজসোঃ তু বিষয়ত্বাৎ অচেতনত্বং, নামরূপব্যাকরণাদৌ চ প্রযোজ্যত্বেনৈব নির্দ্দেশাৎ ।১৩ ন চ আত্মশব্দবৎ কিঞ্চিৎ মুখ্যত্বে কারণম্ অস্তি ইতি যুক্তং কূলবৎ গৌণত্বম্ ঈক্ষিতৃত্বস্য ।১৪ তয়োরপি চ সদধিষ্ঠিতত্বাপেক্ষম্ এব ঈক্ষিতৃত্বম্ ।১৫ স্বতস্তু আত্মশব্দাৎ ন গৌণম্ ঈক্ষিতৃত্বম্ ইতি উক্তম্ ।১৬।।১।১।৬।।

ভাষ্যানুবাদ

জীবে আত্মশব্দপ্রয়োগবশতঃ প্রধান সৎ-শব্দবাচ্য নহে, ইহা নিশ্চয় করিয়া জীব-কর্ত্তৃক ব্রহ্মে আত্মশব্দপ্রয়োগ বশতঃও প্রধান সৎপদবাচ্য নহে, ইহা বলিতেছেন—] এইপ্রকারেই "সেই [সদাখ্য] এই অণিমা (—জগতের মূলভূত সূক্ষ্মবস্তু), এই সমস্ত [জগৎ] এতদাত্মক (—ইঁহার দ্বারা আত্মবান্), তাহা (—সেই সদাখ্য কারণ) সত্যস্বরূপ, তাহা আত্মা, হে শ্বেতকেতু, তাহাই তুমি", ইত্যাদি এইস্থলে "সঃ আত্মা", এইরূপে প্রস্তাবিত সৎস্বরূপ সূক্ষ্মবস্তু আত্মাকে (—পরমাত্মাকে) আত্মশব্দের দ্বারা উপদেশ করতঃ "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো", এইরূপে চেতন শ্বেতকেতুর আত্মরূপে [এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০) ইত্যাদিরূপে শ্রুতি] উপদেশ করিতেছেন । [অতএব চেতন জীব যে শ্বেতকেতু, তাহার আত্মস্বরূপ হওয়ায় চেতনই সৎ-শব্দবাচ্য, অচেতন প্রধান নহে] ।১২

[সিঃ—তেজঃ প্রভৃতির ঈক্ষণক্রিয়া গৌণই হউক বা অধিষ্ঠানকে অপেক্ষা করতঃ মুখ্যই হউক, আত্মশব্দের প্রয়োগ থাকায় সতের ঈক্ষণক্রিয়া কিন্তু মুখ্য ।]

[আর যে বলা হইয়াছে—সতের যে ঈক্ষণ, তাহা জল ও তেজের ঈক্ষণের ন্যায় গৌণ (পূঃ ৭ বাক্য) ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—] জল ও তেজঃ কিন্তু [দ্রষ্টার জ্ঞানের] বিষয় বলিয়া হয় অচেতন, যেহেতু নাম ও রূপের ব্যাকরণ প্রভৃতিতে (—স্থূলরূপে অভিব্যক্তি, তাহাতে প্রবেশ, তাহার নিয়মন ইত্যাদিতে) প্রযোজ্যরূপেই তাহাদের নির্দ্দেশ হইয়াছে ।১৩ [সেই সকল স্থলে] আত্মশব্দের ন্যায় মুখ্যত্বের (—মুখ্য ঈক্ষণকল্পনার) প্রতি কোন কারণ নাই, এইহেতু নদীকূলের ন্যায় গৌণ ঈক্ষিতৃত্ব যুক্তিসঙ্গত ।১৪ [অথবা তেজঃ ইত্যাদি পদের দ্বারা তাহার অধিষ্ঠান সদ্বস্তুই লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং] তাহাদেরও যে ঈক্ষিতৃত্ব (—ঈক্ষণক্রিয়া), তাহা সৎকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতত্বাকেই অপেক্ষা করে (—সৎকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই তাহারা ঈক্ষণ করে) ।১৫ সতের ঈক্ষণ কিন্তু গৌণ নহে, যেহেতু তাহাতে আত্মশব্দের

শাঙ্করভাষ্যম্

অথ উচ্যেত—অচেতনে অপি প্রধানে ভবতি আত্মশব্দঃ, আত্মনঃ সর্ব্বার্থকারিত্বাৎ, যথা রাজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকারিণি ভৃত্যে ভবতি আত্মশব্দঃ 'মম আত্মা ভদ্রসেনঃ' ইতি ।১ প্রধানং হি পুরুষস্য আত্মনঃ ভোগাপবর্গৌ কুর্ব্বৎ উপকরোতি, রাজ্ঞঃ ইব ভৃত্যঃ সন্ধিবিগ্রহাদিষু বর্ত্তমানঃ ।২ অথবা একঃ এব আত্মশব্দঃ চেতনা-চেতনবিষয়ঃ ভবিষ্যতি, 'ভূতাত্মা' 'ইন্দ্রিয়াত্মা' ইতি চ প্রয়োগ-দর্শনাৎ ।৩ যথা একঃ এব জ্যোতিঃশব্দঃ ক্রতুজ্বলনবিষয়ঃ ।৪ তত্র কুতঃ এতৎ আত্মশব্দাৎ ঈক্ষতেঃ অগৌণত্বম্ ইতি?৫ অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ

প্রয়োগ আছে, ইহা বলা হইয়াছে ।১৬ [অতএব আত্মশব্দের প্রয়োগকর্ত্তা সৎই তেজঃপ্রভৃতিস্থলেও মুখ্য ঈক্ষণকর্ত্তা হওয়ায় গৌণ ঈক্ষণের প্রসঙ্গই উত্থিত হইতে পারে না বলিয়া অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে] ॥১।১।৬॥

[পূঃ—আত্মশব্দের প্রয়োগদৃষ্টে প্রধানের ঈক্ষণকে গৌণ বলা যায় না, যেহেতু আত্মার হিতকারি প্রধানে আত্মশব্দের গৌণপ্রয়োগ সম্ভব ! অথবা যেহেতু আত্মশব্দ মুখ্যবৃত্তিতে অচেতনকেও বুঝায় ।]

পূর্ব্বপক্ষ—আর যদি বলা হয়, অচেতন প্রধানেও আত্মশব্দের প্রয়োগ হয়, যেহেতু তাহা আত্মার সকলপ্রকার প্রয়োজন সম্পাদন করে, যেমন রাজার সমস্ত প্রয়োজন সম্পাদনকারী ভৃত্যে 'ভদ্রসেন আমার আত্মা', এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগ হয় ।১ [কিন্তু প্রধান তো ভৃত্যের ন্যায় চেতন নহে, তাহা কি প্রকারে আত্মার প্রয়োজন সম্পাদক হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] দেখ, প্রধান পুরুষের অর্থাৎ আত্মার ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদন করতঃ [তাহার] উপকার করে, যেমন সন্ধি ও যুদ্ধ প্রভৃতিতে বর্ত্তমান (—নিযুক্ত) ভৃত্য রাজার উপকার করিয়া থাকে ।২ অথবা [আত্মশব্দের নানা মুখ্যার্থ থাকায়] একই আত্মশব্দ চেতন এবং অচেতন বিষয়ক হইবে (—চেতন আত্মা এবং অচেতন প্রধান, উভয়কেই বুঝাইবে), যেহেতু 'ভূতাত্মা' (—শরীরাত্মা) এবং 'ইন্দ্রিয়াত্মা' ইত্যাদি প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ।৩ যেমন জ্যোতিঃশব্দ ক্রতু (—জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ) এবং বহ্নিকে বিষয় করে (—বুঝায়) ।৪ তাহাতে (—এইপ্রকার পরিস্থিতিতে) আত্মশব্দের প্রয়োগবশতঃ ঈক্ষণক্রিয়ার এই অগৌণত্ব (—মুখ্যত্ব) কিপ্রকারে হইবে ?৫ এইহেতু (—এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায়, সিদ্ধান্তী ভগবান্ সূত্রকার] উত্তর দিতেছেন—

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥১।১।৭॥

সূত্রার্থ—[ন প্রধানম্ আত্মশব্দবাচ্যম্। কুতঃ?] **তন্নিষ্ঠস্য**—তস্মিন্—প্রকৃতে সৎপদার্থে, নিষ্ঠা—তাদাত্ম্যবুদ্ধিঃ যস্য, সঃ তন্নিষ্ঠঃ, তস্য—শ্বেতকেতোঃ, ["তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২) ইত্যাদি শ্রুতৌ] **মোক্ষোপদেশাৎ**। [তথাচ অচেতনপ্রধানৈক্যজ্ঞানেন মোক্ষাসম্ভবাৎ, শ্রদ্ধয়া তদ্ধ্যায়তঃ অনর্থপ্রাপ্তেশ্চ আত্মশব্দঃ চেতনপরঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[প্রধান আত্মশব্দের বাচ্য নহে, কেন নহে? তাহা বলিতেছেন—] **তন্নিষ্ঠস্য**—তাহাতে অর্থাৎ প্রস্তাবিত সৎ-পদার্থে, নিষ্ঠা—তাদাত্ম্যবুদ্ধি (—অভেদজ্ঞান) যাঁহার, তিনি তন্নিষ্ঠ, তাঁহার অর্থাৎ শ্বেতকেতুর ["মোক্ষপ্রাপ্তিতে তাঁহার ততকালই বিলম্ব হয়, যতকাল পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া শরীরপাত না হয়, অনন্তর সতের সহিত একীভূত হন", ইত্যাদি শ্রুতিতে] **মোক্ষোপদেশাৎ**—যেহেতু মোক্ষ উপদিষ্ট হইয়াছে। [অতএব অচেতন প্রধানের সহিত ঐক্যজ্ঞানদ্বারা মোক্ষ সম্ভব না হওয়ায় এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রধানের ধ্যানশীল ব্যক্তির [প্রকৃতিলীনতারূপ] অনর্থপ্রাপ্তি হওয়ায় আত্মশব্দ চেতনকেই প্রতিপাদন করে, ইহা সিদ্ধ হইল।]

শাঙ্করভাষ্যম্

ন প্রধানম্ অচেতনং আত্মশব্দালম্বনং ভবিতুম্ অর্হতি, "স আত্মা" ইতি প্রকৃতং সদণিমানম্ আদায় "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।১৩।৩) ইতি চেতনস্য শ্বেতকেতোঃ মোক্ষয়িতব্যস্য তন্নিষ্ঠাম্ উপদিশ্য "আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদ, তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রধান আত্মা হইলে শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য ও মোক্ষাভাবপ্রসঙ্গ, সৎস্বরূপ আত্মবস্তুতে আত্মশব্দের গৌণ প্রয়োগ অসঙ্গত।]

অচেতন প্রধান আত্মশব্দের অবলম্বন (—বিষয়) হইতে পারে না, যেহেতু "তিনি আত্মা", এইপ্রকারে প্রস্তাবিত সৎস্বরূপ অণিমাকে (—জগতের মূলভূত সূক্ষ্মবস্তুকে) গ্রহণ করিয়া "হে শ্বেতকেতো, তুমি তৎস্বরূপ", এইরূপে মোক্ষয়িতব্য (—যাহাকে মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করিতে হইবে, সেই) চেতন শ্বেতকেতুর প্রতি তন্নিষ্ঠাকে (—আত্ম-শব্দের দ্বারা গৃহীত সেই প্রস্তাবিত সদ্বস্তুর সহিত অভেদজ্ঞানকে) উপদেশ করিয়া "আচার্য্যবান্ (—গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট) পুরুষ তাঁহাকে জানিতে পারেন, তাঁহার [সদাত্মভাব প্রাপ্তিতে] ততকাল বিলম্ব হয়, যতকাল পর্য্যন্ত প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইয়া শরীর পাত না হয়, অনন্তর সম্পন্ন হন (—(১৩) সদ্বস্তুর সহিত অভেদভাবরূপ

ভাবদীপিকা

(১৩) সিদ্ধান্তী এখানে "আত্মনিষ্ঠের মোক্ষোপদেশরূপ" লিঙ্গপ্রমাণবলে অচেতন প্রধানে আত্মশব্দের মুখ্যপ্রয়োগ নিরাকরণ করতঃ প্রস্তাবিত সদ্বস্তুতে তাহা নিয়মন করিলেন। আর "শব্দস্য গৌণমুখ্যার্থপ্রত্যয়য়োঃ মুখ্যার্থপ্রত্যয়ঃ যুক্তঃ, বুদ্ধিলাঘবাৎ" (শারীরকন্যায়সংগ্রহ)—"শব্দের

শাঙ্করভাষ্যম্

বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২) ইতি মোক্ষোপদেশাৎ।১ যদি হি 'অচেতনং প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যং তদসি' ইতি গ্রাহয়েৎ, মুমুক্ষুং চেতনং সন্তম্ 'অচেতনঃ অসি' ইতি, তদা বিপরীতবাদি শাস্ত্রং পুরুষস্য অনর্থায় ইতি অপ্রমাণং স্যাৎ।২ ন তু নির্দ্দোষং শাস্ত্রম্ অপ্রমাণং কল্পয়িতুং যুক্তম্।৩ যদি চ অজ্ঞস্য সতঃ মুমুক্ষোঃ অচেতনম্ অনাত্মানং 'আত্মা' ইতি উপদিশেৎ প্রমাণভূতং শাস্ত্রং, সঃ শ্রদ্দধানতয়া অন্ধগোলাঙ্গূলন্যায়েন তদাত্মদৃষ্টিং ন পরিত্যজেৎ তদ্ব্যতিরিক্তং চ আত্মানং ন প্রতিপদ্যেত, তথা সতি পুরুষার্থাৎ, বিহন্যেত, অনর্থং চ ঋচ্ছেৎ।৪ তস্মাৎ যথা স্বর্গাদ্যর্থিনঃ অগ্নিহোত্রাদিসাধনং যথাভূতম্ উপদিশতি, তথা মুমুক্ষোঃ অপি, "সঃ

ভাষ্যানুবাদ

বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হন"), এইপ্রকারে মোক্ষ উপদিষ্ট হইয়াছে।১ [কিন্তু সাংখ্যমতেও তো এইপ্রকার মোক্ষোপদেশ উপপন্ন হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—শাস্ত্র] যদি 'অচেতন প্রধানই সৎ-শব্দের বাচ্য, তাহাই তুমি'—এইপ্রকারে গ্রহণ করান, অর্থাৎ মোক্ষকামী চেতন হইলেও 'তুমি অচেতন', এইপ্রকার বোধ করান, তাহা হইলে বিপরীত উপদেশকারী শাস্ত্র পুরুষের অনর্থের জন্যই হইবে বলিয়া অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে।২ কিন্তু নির্দ্দোষ শাস্ত্রকে অপ্রমাণরূপে কল্পনা করা উচিত নহে।৩ [প্রধানের সহিত ঐক্যজ্ঞানের ফলে কিপ্রকার অনর্থ হয়, তাহা বলিতেছেন—] প্রমাণভূত শাস্ত্র যদি অচেতন অনাত্মপদার্থকে অজ্ঞ মুমুক্ষুর নিকট 'আত্মা' এইরূপে উপদেশ করেন, তাহা হইলে সে (—অজ্ঞ মুমুক্ষু) শ্রদ্ধাবশতঃ অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায়ে (১৪) [অচেতন অনাত্ম পদার্থে] সেই আত্মদৃষ্টিকে পরিত্যাগ করিবে না এবং তদ্ব্যতিরিক্ত আত্মাকেও জানিতে পারিবে না, তাহা হইলে [মোক্ষরূপ] পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে এবং [পুনঃ পুনঃ সংসারপ্রাপ্তিরূপ) অনর্থকে প্রাপ্ত হইবে।৪ [তাহা না হউক], সেইহেতু স্বর্গাদিকামীকে [শাস্ত্র] যেমন অগ্নিহোত্রাদি যথার্থ সাধন

ভাবদীপিকা

মুখ্যপ্রয়োগ ও গৌণপ্রয়োগের মধ্যে মুখ্যপ্রয়োগই গ্রহণীয়, কারণ শব্দের মুখ্যার্থই প্রথমে বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় বলিয়া লাঘব হয়", এই ন্যায়ও আত্মশব্দের চেতন পদার্থে মুখ্যপ্রয়োগপক্ষের সমর্থকরূপে আছে, বুঝিতে হইবে।

(১৪) **অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায়**—স্বীয় অভীষ্টস্থানে গমন করিবার জন্য কোন প্রতারক ব্যক্তির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট কোন দুষ্ট গরুর পুচ্ছ ধারণ করতঃ গমনকারী অন্ধ ব্যক্তি নানাপ্রকার ক্লেশ প্রাপ্ত হন এবং অভীষ্টস্থানেও গমন করিতে পারেন না। এই যে লৌকিক দৃষ্টান্ত, এতন্মূলক যুক্তিকে বলে 'অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায়'।

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো” (ছাঃ ৬।১৩।৩) ইতি যথাভূতম্ এব আত্মানম্ উপদিশতি ইতি যুক্তম্।৫ এবং চ সতি তপ্তপরশুগ্রহণ-মোক্ষদৃষ্টান্তেন সত্যাভিসন্ধস্য মোক্ষোপদেশঃ উপপদ্যতে।৬ অন্যথা হি অমুখ্যে সদাত্মতত্ত্বোপদেশে “অহম্ উক্থম্ অস্মি ইতি বিদ্যাৎ” (ঐতঃ আঃ ২।১।২।৬) ইতিবৎ সম্পন্মাত্রম্ ইদম্ অনিত্যফলং স্যাৎ।৭ তত্র মোক্ষোপদেশঃ ন উপপদ্যেত।৮ তস্মাৎ ন সদণিমনি

ভাষ্যানুবাদ

উপদেশ করেন, এইরূপে মুমুক্ষুকেও “তাহা (—সেই সৎপদার্থ) আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি তৎস্বরূপ”, এইপ্রকারে যথার্থ আত্মাকেই উপদেশ করেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত।৫ (১৫) আর এইপ্রকার হইলে (—শাস্ত্রকর্তৃক যথার্থ উপদেশের বলে আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি হইলে) তপ্ত কুঠার গ্রহণের (১৬) দ্বারা [চৌর্য্যাপবাদ হইতে] মুক্তিলাভের দৃষ্টান্তবলে সত্যাভিসন্ধের (—সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে ‘আমি’ এইপ্রকার বুদ্ধিকারীর) প্রতি যে মোক্ষের উপদেশ, তাহা হয় সঙ্গত।৬ অন্যথা অমুখ্য বস্তুতে (—যাহা যথার্থ আত্মবস্তু নহে, তাহাতে) সৎস্বরূপ আত্মতত্ত্বের উপদেশ হইলে “আমি উক্থ (—দেহের উত্থাপনকারী প্রাণ), এইপ্রকারে উপাসনা করিবে”, ইত্যাদির ন্যায় ইহা (—এই আত্মজ্ঞান) অনিত্যফলপ্রদ সম্পদুপাসনামাত্র হইয়া পড়িবে।৭ তাহাতে (—তাদৃশ সম্পদুপাসনাতে) মোক্ষের উপদেশ সঙ্গত নহে।৮ সেইহেতু সৎস্বরূপ যে সূক্ষ্মবস্তু তাঁহাতে আত্মশব্দের গৌণ প্রয়োগ হইতে পারে না।৯

[সিঃ—প্রত্যক্ষদৃষ্ট ভৃত্যে আত্মশব্দের গৌণ প্রয়োগ সম্ভব হইলেও শাস্ত্রমাত্রগম্য অতীন্দ্রিয় বিষয়ে তাহা সম্ভব নহে।]

[ত্বৎপ্রদর্শিত দৃষ্টান্ত] ভৃত্যে কিন্তু স্বামী ও ভৃত্যের বিভিন্নতা প্রত্যক্ষ হওয়ায়

ভাবদীপিকা

(১৫) কিন্তু আরোপের দ্বারাও তো ধ্যানের উপদেশ শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। প্রস্তাবিতস্থলে যে যথার্থ আত্মতত্ত্বেরই উপদেশ হইয়াছে, জীব কর্তৃক প্রধানে আরোপিত একত্বধ্যানরূপ সম্পদুপাসনা উপদিষ্ট হয় নাই, ইহা বলা যায় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—**এবং চ সতি**—‘আর এইপ্রকার হইলে’, ইত্যাদি।

(১৬) **তপ্তপরশুগ্রহণের দৃষ্টান্ত** এই—চৌর্য্যাপবাদে ধৃত এবং অপরাধ অস্বীকার-কারী ব্যক্তির সত্যবাদিতা পরীক্ষার জন্য রাজপুরুষগণ তাহার হস্তে একটী বহ্নিতপ্ত কুঠার প্রদান করেন। যদি উক্ত ধৃত ব্যক্তি সত্যবাদী হয়, তাহা হইলে তাহার হস্ত দগ্ধ হয় না, অন্যথা দগ্ধ হয়। হস্ত দগ্ধ না হইলে রাজপুরুষগণ সেই ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করেন। আর তাহার হস্ত দগ্ধ হইলে চৌর্য্য ও মিথ্যাবাদিতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহাকে বন্ধন করেন। ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, অন্যথা সংসারবন্ধন প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ছান্দোগ্যোপনিষদে (৬।১৬।১-২) ইহা দৃষ্টান্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মশব্দস্য গৌণত্বম্ ।৯ ভৃত্যে তু স্বামিভৃত্যভেদস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ উপপন্নঃ গৌণঃ আত্মশব্দঃ 'মম আত্মা ভদ্রসেনঃ' ইতি ।১০ অপি চ ক্বচিৎ গৌণঃ শব্দঃ দৃষ্টঃ ইতি ন এতাবতা শব্দপ্রমাণকে অর্থে গৌণী কল্পনা ন্যায্যা, সর্ব্বত্র অনাশ্বাসপ্রসঙ্গাৎ ।১১ যৎ তু উক্তং চেতনাচেতনয়োঃ সাধারণঃ আত্মশব্দঃ ক্রতুজ্বলনয়োঃ ইব জ্যোতিঃশব্দঃ ইতি ।১২ তন্ন, অনেকার্থত্বস্য অন্যায্যত্বাৎ ।১৩ তস্মাৎ চেতনবিষয়ঃ এব মুখ্যঃ আত্মশব্দঃ চেতনত্বোপচারাৎ ভূতাদিষু প্রযুজ্যতে "ভূতাত্মা" "ইন্দ্রিয়াত্মা" ইতি চ ।১৪ সাধারণত্বে অপি

ভাষ্যানুবাদ

'ভদ্রসেন আমার আত্মা', এইপ্রকারে গৌণভাবে আত্মশব্দের প্রয়োগ হয় সঙ্গত ।১০ [তবে প্রস্তাবিতস্থলে তাহা গ্রহণ করিতেছ না কেন ? বলিতেছি—] আর দেখ, [ভৃত্যাদি] কোনস্থলে গৌণভাবে শব্দপ্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইয়াছে, এইহেতু তাহার বলে শ্রুতিপ্রমাণগম্য [অতীন্দ্রিয়] বিষয়ে গৌণীবৃত্তির কল্পনা ন্যায্য নহে, কারণ তাহা হইলে সকলস্থলেই অবিশ্বাসের সম্ভাবনা হইয়া পড়িবে ।১১

[সিঃ—শব্দের নানা মুখ্যার্থ অন্যায্য হওয়ায় আত্মশব্দ চেতনবাচী, প্রকরণ ও উপপদবলেও এখানে তাহা চেতনেরই সমর্থক ।]

আর যে বলা হইয়াছে—আত্মশব্দটী চেতন ও অচেতনে সাধারণভাবে প্রযুক্ত হয়, যেমন জ্যোতিঃশব্দটী [জ্যোতিষ্টোম] যজ্ঞ ও বহ্নিতে সাধারণভাবে প্রযুক্ত হয়, ইত্যাদি ।১২ তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু [একই শব্দের] অনেক প্রকার [মুখ্য] অর্থ অন্যায্য ।১৩ সেইহেতু চেতনবিষয়েই মুখ্যভাবে প্রযুক্ত যে আত্মশব্দ, তাহা চেতনত্বের উপচার বশতঃ (—অধিষ্ঠান চৈতন্য সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকায় সেই চৈতন্যের তাদাত্ম্য অর্থাৎ সংসর্গাধ্যাস সকলস্থলেই থাকে বলিয়া) ভূতাত্মা (—ভৌতিক দেহে আত্মবুদ্ধি) এবং ইন্দ্রিয়াত্মা ইত্যাদিরূপে ভূত প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হয় ।১৪ [আত্মশব্দ যে চেতনবস্তুতেই অসাধারণভাবে প্রযুক্ত হয়, ইহা প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে চেতন ও অচেতন বস্তুতে তাহা সাধারণভাবে প্রযুক্ত হয়, এই পক্ষ স্বীকার করিয়া লইয়া তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] আত্মশব্দ [চেতন ও অচেতনে] সাধারণ হইলেও প্রকরণ অথবা উপপদরূপ (১৭) কোন নিশ্চায়ক ব্যতিরেকে তাহার

ভাবদীপিকা

(১৭) 'উপপদ' অর্থ—সমীপবর্ত্তি পদ। ইহা এমন কোন প্রসিদ্ধ পদার্থকে জ্ঞাপন করে, যাহার সন্নিধিবশতঃ কোন অপ্রসিদ্ধ পদের অর্থবোধ হয়। যথা—"সহকারতরৌ মধুরং পিকঃ রৌতি" —'আম্রবৃক্ষে কোকিল মধুর শব্দ করিতেছে'। এখানে 'সহকারতরু' ও 'মধুরশব্দ'রূপ প্রসিদ্ধ পদার্থের উপস্থাপক উক্ত পদদ্বয়ের সন্নিধান (—নৈকট্য) বশতঃ 'পিক' শব্দের অর্থ যে কোকিল,

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মশব্দস্য ন প্রকরণম্ উপপদং বা কিঞ্চিৎ নিশ্চায়কম্ অন্তরেণ অন্যতরবৃত্তিতা নির্ধারয়িতুং শক্যতে।১৫ ন চ অত্র অচেতনস্য নিশ্চায়কং কিঞ্চিৎ কারণম্ অস্তি।১৬ প্রকৃতং তু সৎ ঈক্ষিতৃ, সন্নিহিতঃ চেতনঃ শ্বেতকেতুঃ।১৭ নহি চেতনস্য শ্বেতকেতোঃ অচেতনঃ আত্মা সম্ভবতি, ইতি অবোচাম।১৮ তস্মাৎ চেতনবিষয়ঃ ইহ আত্মশব্দ ইতি নিশ্চীয়তে।১৯ জ্যোতিঃশব্দঃ অপি লৌকিকেন

ভাষ্যানুবাদ

অন্যতরবৃত্তিতা (—চেতন ও অচেতন, এই দুইটীর মধ্যে একটিকে জ্ঞাপন করে, ইহা) নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না।১৫ আর এখানে (—ছান্দোগ্যের এই প্রকরণে) অচেতনের নিশ্চায়ক কোন হেতু নাই।১৬ [পক্ষান্তরে এখানে] সৎস্বরূপ ঈক্ষণকর্ত্তা প্রস্তাবিত হইয়াছেন (—ইহা সৎ ঈক্ষণকর্ত্তার প্রকরণ) এবং চেতন শ্বেতকেতু [এখানে] সন্নিহিত (—উপপদস্বরূপ। সুতরাং প্রকরণ ও উপপদ এখানে চেতনেরই নিশ্চায়ক হইতেছে]।১৭ চেতন শ্বেতকেতুর আত্মা অচেতন হইবে, ইহা কদাপি সম্ভব নহে, ইহা আমরা বলিয়াছি (১।১।৬ সূঃ ৮-১০ বাক্য)।১৮ অতএব (—প্রকরণ ও উপপদ সহায়করূপে থাকায়) এখানে আত্মশব্দটী চেতনবিষয়ক, ইহা নিশ্চিত হইতেছে।১৯

[বিঃ—পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের বিঘটন এবং সূত্রের ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন]

[এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষীর জ্যোতিঃশব্দরূপ দৃষ্টান্তটীকে বিঘটিত করিতেছেন—] জ্যোতিঃশব্দটীও লৌকিক প্রয়োগে বহ্নিতেই রূঢ়, কিন্তু অর্থবাদের (১৮) দ্বারা কল্পিত যে বহ্নির সাদৃশ্য, তাহার বলে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছে (—যজ্ঞকে জ্ঞাপন করিয়াছে),

ভাবদীপিকা

ইহা নিশ্চিত হয়। প্রস্তাবিতস্থলে চেতন শ্বেতকেতুব্যক্তির বাচক শ্বেতকেতুশব্দই তাদৃশ উপপদস্বরূপ যাহার সন্নিধিবশতঃ আত্মা যে চেতন পদার্থ, ইহা নিশ্চিত হয়।

(১৮) জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের সেই অর্থবাদটী এই—"ত্রিবৃৎ পঞ্চদশঃ সপ্তদশ একবিংশ এতানি বাব তানি জ্যোতিংষি য এতস্য স্তোমাঃ" (তৈঃ ব্রাঃ ১।৫।১১) ইত্যাদি। অর্থ—'ত্রিবৃৎ পঞ্চদশ, সপ্তদশ এবং একবিংশ, এই সকলই সেই জ্যোতিঃ, যাহারা এই স্তোম।' স্তোত্রগত সংখ্যাকে বলে—"**স্তোম**।" "প্রগীতমন্ত্রসাধ্যগুণিনিষ্ঠগুণাভিধানকে" (—যে ঋগ্‌মন্ত্রকে গান করা হয়, তাহার সাধ্য (—প্রকাশ্য) যে গুণী (—দেবতা), সেই দেবতানিষ্ঠ গুণের যে বর্ণনা, তাহাকে) বলে "**স্তোত্র**"। সোমযজ্ঞে গেয় বহু ঋকের মধ্যে কোন বিশেষ যজ্ঞাঙ্গের অনুষ্ঠানকালে তদুদ্দেশ্যে বিহিত নয়টী ঋগ্‌মন্ত্রাত্মক কোন স্তোত্রকে বিশেষ নিয়মানুসারে তিন তিনটী করিয়া তিনবার গান করিলে, তাহাকে বলা হয়—'ত্রিবৃৎস্তোম স্তোত্র'। 'পঞ্চদশ' প্রভৃতিস্থলেও বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে এইপ্রকারে উক্ত স্তোত্রের আবৃত্তিকে বুঝিতে হইবে। প্রস্তাবিতস্থলে ত্রিবৃৎ,

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রয়োগেণ জ্বলনে এব রূঢ়ঃ, অর্থবাদকল্পিতেন তু জ্বলনসাদৃশ্যেন ক্রতৌ প্রবৃত্তঃ ইতি অদৃষ্টান্তঃ।২০ অথবা পূর্ব্বসূত্রে এব আত্মশব্দং নিরস্তসমস্তগৌণত্বসাধারণত্বশঙ্কতয়া ব্যাখ্যায়, ততঃ স্বতন্ত্রঃ এব প্রধানকারণনিরাকরণহেতুঃ ব্যাখ্যেয়ঃ—"তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ" ইতি।২১ তস্মাৎ ন অচেতনং প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যম্।২২॥১।১।৭॥

ভাষ্যানুবাদ

এইহেতু তাহা [প্রস্তাবিত একই আত্মশব্দের নানা মুখ্যার্থতার প্রতি] দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণযোগ্য নহে।২০ (১৯) অথবা পূর্ব্বসূত্রেই আত্মশব্দটীকে সমস্ত গৌণত্ব ও সাধারণত্বশঙ্কারহিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া তাহা হইতে পৃথগ্‌ভাবেই প্রধানের [জগৎ-কারণতা] নিরাকরণের হেতুরূপে "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ" (১।১।৭) এই সূত্রটীকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।২১ সেইহেতু (—অচেতন ও চেতন পদার্থের অভিন্নতা সম্ভব না হওয়ায় এবং চেতনের অচেতনে নিষ্ঠা (—আত্মভাব, অভেদবুদ্ধি) হইলে মোক্ষ সম্ভব না হওয়ায়) অচেতন প্রধান সৎ-শব্দের বাচ্য নহে (২০)।২২॥ ১।১।৭॥

ভাবদীপিকা

পঞ্চদশ, সপ্তদশ এবং একবিংশ—এই যে চারিটী সংখ্যাত্মক স্তোম, তাহারা জ্যোতিঃশব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। "এই জ্যোতিঃসকল যাহাতে স্তোম, তাহাই জ্যোতিষ্টোম", এইপ্রকারে জ্যোতিষ্টোম শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। [কাঃ শ্রৌঃ ১০।১।১৬, ১২।১।১ বিদ্যাধরবৃত্তি], বহ্ন্যাদির জ্যোতিঃ যেমন অন্যান্য বস্তুকে প্রকাশিত করে, জ্যোতিঃসংজ্ঞক এই ত্রিবৃৎ প্রভৃতি স্তোমসকলও তদ্রূপ যজ্ঞের ফলকে প্রকাশিত করে (—যজ্ঞের বিশেষ ফলোৎপত্তির প্রতি হেতু হয়), ইহাই বহ্ন্যাদি জ্যোতিঃর সহিত এই স্তোমরূপ জ্যোতিঃর সাদৃশ্য। এইপ্রকার সাদৃশ্যবলে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে জ্যোতিঃশব্দটী গৌণভাবে (—লক্ষণাবৃত্তিতে) প্রযুক্ত হইয়াছে।

(১৯) "গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ" (১।১।৬) এই সূত্রকে ঈক্ষণের গৌণতানিরাকরণপররূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তদনন্তর "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ" (১।১।৭) এই সূত্রটীকে আত্মশব্দের গৌণত্বশঙ্কা নিরাকরণপররূপেই ব্যাখ্যা করা হইল। ইহা কিন্তু সঙ্গত হইল না, কারণ পূর্ব্বোক্তসূত্রেও যখন আত্মশব্দের প্রয়োগ আছে, তখন আত্মশব্দের মুখ্যত্ব ও গৌণত্ব ইত্যাদি বিষয়ক বিচার সেই সূত্রেই হওয়া উচিত। তাহার জন্য আর ১।১।৭ সূত্রটী রচনা করা সঙ্গত নহে, ইত্যাদি এইপ্রকার অস্বরসতা হইয়া পড়ে বলিয়া ভগবান্ ভাষ্যকার ১।১।৭ সূত্রটীর ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—**অথবা** ইত্যাদি।

(২০) এই ব্যাখ্যাতে সূত্রার্থ হইবে এইপ্রকার—[প্রধানং ন সচ্ছব্দবাচ্যং। কুতঃ?] **তন্নিষ্ঠস্য**—তস্মিন্—প্রস্তাবিতে সৎপদার্থে, নিষ্ঠা—তাদাত্ম্যবুদ্ধিঃ যস্য, তস্য শ্বেতকেতোঃ ["তস্য তাবদেব চিরম্" (ছাঃ ৬।১৪।২) ইত্যাদি শ্রুতৌ] **মোক্ষোপদেশাৎ**। [নহি চেতনাচেতনয়োঃ তাদাত্ম্যবুদ্ধিঃ সম্ভবতি, ন বা অচেতননিষ্ঠস্য চেতনস্য মোক্ষঃ সিধ্যতি। তস্মাৎ অচেতননিষ্ঠতয়া চেতনস্য মোক্ষোপদেশাসিদ্ধেঃ ন অচেতনং প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যং, নাপি জগৎ-

শাঙ্করভাষ্যম্—কুতশ্চ ন প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যম্?

ভাষ্যানুবাদ—প্রধান সৎ-শব্দের বাচ্য হইবে না কেন (২১)? [তদুত্তরে বলিতেছেন—]।

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥১।১।৮॥

পদচ্ছেদ—হেয়ত্বাবচনাৎ, চ।

সূত্রার্থ—[যদি অনাত্মা এব প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যং "সঃ আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি ইহ উপদিষ্টং স্যাৎ, সঃ তদুপদেশশ্রবণাৎ অনাত্মজ্ঞতয়া তন্নিষ্ঠঃ মা ভূৎ ইতি মুখ্যম্ আত্মানম্ উপদিদিক্ষু শাস্ত্রং তস্য হেয়ত্বং ব্রূয়াৎ; নতু তথা ব্রূতে। অতঃ] **হেয়ত্বাবচনাৎ**—হেয়ত্বস্য—ত্যক্তব্যত্বস্য, অবচনাৎ—অনভিধানাৎ, **চ**—একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানোপক্রমবিরোধাৎ চ [প্রধানং ন সচ্ছব্দবাচ্যম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[যদি অনাত্মা ও সৎ-শব্দের বাচ্য প্রধানই "তিনি আত্মা, তুমি তৎস্বরূপ" এইপ্রকারে এখানে উপদিষ্ট হইত, তাহা হইলে তিনি (—শ্বেতকেতু) সেই উপদেশ শ্রবণ বশতঃ অনাত্মজ্ঞরূপে তাহাতে অভেদবুদ্ধিসম্পন্ন না হউন, এইহেতু মুখ্য আত্মাকে উপদেশ করিতে ইচ্ছুক শাস্ত্র তাহার (—প্রধানের) হেয়তা (—তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহা) বলিতেন; তাহা কিন্তু বলিতেছেন না। সেইহেতু] **হেয়ত্বাবচনাৎ**—হেয়ত্বস্য—পরিত্যাগের কথা, অবচনাৎ—বলা হয় নাই বলিয়া, **চ**—এবং 'একের জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ব বস্তুর জ্ঞান'-প্রতিপাদক উপক্রমের বিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া [প্রধান সৎ-শব্দের বাচ্য নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদি অনাত্মা এব প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যং "সঃ আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি ইহ উপদিষ্টং স্যাৎ, সঃ তদুপদেশশ্রবণাৎ অনাত্মজ্ঞতয়া

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অনাত্মা প্রধানের পরিত্যাগের কথা নাই বলিয়া প্রধান সৎ-শব্দবাচ্য নহে।]

যদি সৎ-শব্দের বাচ্য অনাত্মা প্রধানই "তিনি আত্মা, তাহাই তুমি" এইরূপে এখানে উপদিষ্ট হইত, [তাহা হইলে] সে (—শ্বেতকেতু) সেই উপদেশ শ্রবণ

ভাবদীপিকা

কারণম্ ইতি ভাবঃ]। ইহার **অনুবাদ** এই—[প্রধান সৎশব্দের বাচ্য নহে। কেন?] তন্নিষ্ঠস্য—তস্মিন্—প্রস্তাবিত সৎপদার্থে, নিষ্ঠা—অভেদজ্ঞান যাহার, সেই শ্বেতকেতুর, ["তাঁহার ততকালই বিলম্ব", ইত্যাদি শ্রুতিতে] **মোক্ষোপদেশাৎ**—যেহেতু মুক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। [দেখ, চেতন ও অচেতনের মধ্যে কদাপি অভেদবুদ্ধি সম্ভব হয় না, অথবা অচেতনে অভেদবুদ্ধিকারী চেতনের মোক্ষও সিদ্ধ হয় না। সেইহেতু অচেতননিষ্ঠরূপে চেতনের মোক্ষোপদেশ অসিদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া অচেতন প্রধান সৎ-শব্দের বাচ্য নহে, জগৎকারণও নহে, ইহাই ভাব]।

(২১) অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং দুর্দর্শ অরুন্ধতী নক্ষত্রকে দর্শন করাইতে প্রবৃত্ত পুরুষ যেমন নিকটবর্ত্তী অন্য স্থূল নক্ষত্রকে অরুন্ধতী নামে অভিহিত করে, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় বলিয়া প্রথমে অনাত্মা

শাঙ্করভাষ্যম্

তন্নিষ্ঠঃ মা ভূৎ ইতি মুখ্যম্ আত্মানম্ উপদিদিক্ষুঃ তস্য হেয়ত্বং ব্রূয়াৎ।১ যথা অরুন্ধতীং দিদর্শয়িষুঃ তৎসমীপস্থাং স্থূলাং তারাম্ অমুখ্যাং প্রথমম্ অরুন্ধতী ইতি গ্রাহয়িত্বা, তাং প্রত্যাখ্যায় পশ্চাৎ অরুন্ধতীম্ এব গ্রাহয়তি, তদ্বৎ 'ন অয়ম্ আত্মা' ইতি ব্রূয়াৎ।২ নচ এবম্ অবোচৎ।৩ সন্মাত্রাত্মাবগতিনিষ্ঠা এব হি ষষ্ঠপ্রপাঠকপরিসমাপ্তিঃ দৃশ্যতে।৪ চশব্দঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধাভ্যুচ্চয়প্রদর্শনার্থঃ।৫ সত্যপি হেয়ত্ববচনে প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ প্রসজ্যেত।৬ কারণবিজ্ঞানাৎ

ভাষ্যানুবাদ

করতঃ অনাত্মজ্ঞরূপে তাহাতে অভেদবুদ্ধিসম্পন্ন না হউক, এইহেতু মুখ্য আত্মাকে উপদেশ করিতে ইচ্ছুক [বেদ] তাহার (—সেই প্রধানের) হেয়তার কথা (—মুখ্য আত্মা নহে বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহা) বলিতেন।১ যেমন অরুন্ধতী নক্ষত্রকে দর্শন করাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি তাহার (—অরুন্ধতীর) নিকটবর্ত্তী, স্থূল অমুখ্য (—যাহা বাস্তবিক অরুন্ধতী নহে, এতাদৃশ) নক্ষত্রকে প্রথমে অরুন্ধতী-রূপে গ্রহণ করাইয়া পরে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করতঃ [মুখ্য] অরুন্ধতীকেই গ্রহণ করায় ; [প্রস্তাবিতস্থলে] তদ্রূপ 'ইহা আত্মা নহে', এইপ্রকার বলিতেন।২ এইপ্রকার কিন্তু [শ্রুতি] বলেন নাই।৩ [কেন বলেন নাই, তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু [ছান্দোগ্যের] ষষ্ঠাধ্যায়ের যে পরিসমাপ্তি, তাহা সন্মাত্রস্বরূপ আত্মার অবগতিতেই পর্য্যবসিতরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। [প্রধানের অবগতিতে নহে। সুতরাং সৎস্বরূপ আত্মাবগতিই উক্ত অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য হওয়ায় প্রধানের প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নই উঠে না]।৪

[সিঃ—প্রধানবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না বলিয়া প্রধান সৎ-শব্দবাচ্য নহে।]

[এই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—সূত্রস্থ] চ-শব্দটী ['এক ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান হইলে জাগতিক সকল বস্তুর জ্ঞান হয়' (ছাঃ ৬।১।৩), এই 'এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ'] প্রতিজ্ঞাবিরোধের সমুচ্চয় প্রদর্শনের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে (—আত্মাবগতিই ছান্দোগ্যের উক্ত প্রকরণের প্রতিপাদ্য, প্রধানাবগতি নহে, ইহার প্রতিপাদকরূপে 'হেয়ত্বাবচনের' ন্যায় প্রতিজ্ঞাবিরোধকেও গ্রহণ করিতে হইবে)।৫ [ছান্দোগ্যের উক্ত প্রকরণে প্রধানের পরিত্যাগের কথা যদি থাকিত, ইহা অভ্যুপগম করিয়া (—বস্তুতঃ তাহা না থাকিলেও তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া) বলিতেছেন—] হেয়ত্ববচন থাকিলেও ["একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ"] প্রতিজ্ঞার বিরোধ

ভাবদীপিকা

প্রধানকেই আত্মা বলা হইয়াছে। সুতরাং তাহা সৎ-শব্দের বাচ্য হইবে না কেন? ইহাই এখানে আক্ষেপ্তার অভিপ্রায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

হি সর্ব্বং বিজ্ঞাতম্ ইতি প্রতিজ্ঞাতম্।৭ "উত তম্ আদেশম্ অপ্রাক্ষ্যঃ, যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্ ইতি। কথং নু ভগবঃ সঃ আদেশঃ ভবতি ইতি? যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারঃ নামধেয়ং মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্।" (ছাঃ ৬।১।২-৪)। "এবং সোম্য সঃ আদেশঃ ভবতি" (ছাঃ ৬।১।৬) ইতি বাক্যোপক্রমে শ্রবণাৎ।৮ নচ সচ্ছব্দবাচ্যে প্রধানে ভোগ্যবর্গকারণে হেয়ত্বেন অহেয়ত্বেন বা বিজ্ঞাতে ভোক্তৃবর্গঃ বিজ্ঞাতঃ ভবতি, অপ্রধানবিকারত্বাৎ ভোক্তৃবর্গস্য।৯ তস্মাৎ ন প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যম্।১০॥১।১।৮॥

ভাষ্যানুবাদ

হইয়া পড়িত ৬ [কেন বিরোধ হইত, তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু [মৃত্তিকাদি] কারণের জ্ঞান হইতেই [কার্য্যভূত ঘটাদি] সকল বস্তু বিজ্ঞাত হয়, ইহা প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে।৭ [কোথায় প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করতঃ 'এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান'কে পরিপুষ্ট করিতেছেন—] "তুমি কি সেই উপদেশটী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহার দ্বারা অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তিত হয়, অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়"? [শ্বেতকেতু পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—] "হে পূজ্য, সেই উপদেশটী আবার কি প্রকার"? [পিতা উত্তর দিতেছেন—] "হে প্রিয়দর্শন, যেমন একটী মৃৎপিণ্ডের দ্বারা মৃণ্ময় (—মৃত্তিকার বিকারভূত) সকল বস্তু বিজ্ঞাত হয়, [যেহেতু] বিকার (—কার্য্যবস্তু) বাক্যকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত নাম মাত্র, [বস্তুতঃ] 'মৃত্তিকা' ইহাই সত্য"। "হে সোম্য, সেই উপদেশ এই প্রকার," ইত্যাদি ইহা বাক্যের উপক্রমে (—প্রকরণের প্রারম্ভে) পঠিত হইয়াছে বলিয়া 'কারণ হইতে ভিন্নরূপে কার্য্যবস্তু না থাকায় ব্রহ্মবস্তুরূপ কারণের জ্ঞানদ্বারাই জীব-জগৎপ্রপঞ্চাত্মক কার্য্যবস্তুর স্বরূপ বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, জ্ঞাতব্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, ইহা সিদ্ধ হয়'।৮ [কিন্তু জগৎকারণভূত প্রধানের জ্ঞান হইলেও তো এইপ্রকার সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ভোগ্যপদার্থ-সমূহের কারণস্বরূপ যে [ত্বদভিমত] সৎ-শব্দের বাচ্য প্রধান, তাহা ত্যাজ্যরূপে অথবা গ্রাহ্যরূপে বিজ্ঞাত হইলে ভোক্তৃবর্গ (—ভোক্তা পুরুষসকল) বিজ্ঞাত হয় না, কারণ ভোক্তাসকল প্রধানের কার্য্য নহে, [সুতরাং প্রধানের জ্ঞানদ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না]।৯ সেইহেতু (—প্রধানবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ না হওয়ায় এবং উপক্রমে বর্ণিত সদ্বস্তুবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় বলিয়া) প্রধান সৎশব্দের বাচ্য নহে।১০॥১।১।৮

শাঙ্করভাষ্যম্—কুতশ্চ ন প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যম্ ?

ভাষ্যানুবাদ—আর কি হেতু বশতঃ প্রধান সৎ-শব্দের বাচ্য নহে ? [তাহা বলিতেছেন—]।

স্বাপ্যয়াৎ ॥১।১।৯॥

সূত্রার্থ—["সতা সোম্য তদা সম্পন্নঃ ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) ইত্যাদি শ্রুতৌ] **স্বাপ্যয়াৎ**—স্বস্মিন্—প্রকৃতে সচ্ছব্দিতে চিদাত্মনি. অপ্যয়াৎ—লয়শ্রবণাৎ [চেতনম্ এব সচ্ছব্দবাচ্যং, ন অচেতনং প্রধানং, তস্মিন্ সুষুপ্তৌ চেতনানাং জীবানাং উপাধিলয়কৃতলয়াভাবাৎ ইত্যর্থঃ।]

অনুবাদ—["হে সোম্য, তখন সতের সহিত একীভূত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে] **স্বাপ্যয়াৎ**—স্বস্মিন্—নিজেতে, অর্থাৎ প্রস্তাবিত সৎ-শব্দের বাচ্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে, **অপ্যয়াৎ**—লয় শ্রুত হয় বলিয়া [চেতনই সৎ-শব্দের বাচ্য, অচেতন প্রধান নহে ; যেহেতু সুষুপ্তিকালে চেতন জীবসকলের উপাধিলয়কৃত লয়, তাহাতে হয় না]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তদেব সচ্ছব্দবাচ্যং কারণং প্রকৃত্য শ্রূয়তে—"যত্র এতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সম্পন্নঃ ভবতি; স্বম্ অপীতঃ ভবতি, তস্মাৎ এনং স্বপিতি ইতি আচক্ষতে, স্বং হি অপীতঃ ভবতি" (ছাঃ৬।৮।১) ইতি।১ এষা শ্রুতিঃ 'স্বপিতি' ইতি এতৎ পুরুষস্য লোকপ্রসিদ্ধং নাম নির্ব্বক্তি।২ স্বশব্দেন ইহ আত্মা উচ্যতে, যঃ প্রকৃতঃ সচ্ছব্দবাচ্যঃ তম্ অপীতঃ ভবতি—অপিগতঃ ভবতি ইত্যর্থঃ।৩ অপিপূর্ব্বস্য এতেঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সুষুপ্তিতে জীবাত্মার স্বস্বরূপে লয়। 'অপীত' শব্দের অর্থনিরূপণ।]

সেই সৎ-শব্দের বাচ্য কারণকেই প্রস্তাব করিয়া শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে—"যখন এই পুরুষের 'স্বপিতি' এই নাম হয়, হে সোম্য, তখন [এই পুরুষ] সতের সহিত একীভূত হয়, নিজেতে বিলীন হয় (২২), সেইহেতু ইহাকে 'স্বপিতি', এইরূপ বলা হয়, যেহেতু [সে তখন] নিজেতে লয় প্রাপ্ত হয়," ইত্যাদি।১ এই শ্রুতিটী 'স্বপিতি', এই যে পুরুষের লোকপ্রসিদ্ধ নাম, তাহাকে নির্ব্বচন করিতেছেন।২ [কিন্তু ইহার দ্বারা প্রধান কি প্রকারে নিরাকৃত হইবে ? তাহা বলিতেছেন—] এখানে 'স্ব' এই শব্দটীর দ্বারা আত্মা বর্ণিত হইতেছেন, যিনি প্রস্তাবিত সৎ-শব্দের বাচ্য, তাঁহাতে অপীত হয় অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়, ইহাই অর্থ।৩ [কিন্তু 'অপীত' শব্দের লয়রূপ অর্থ কি প্রকারে হইবে ? বলিতেছি—] 'অপি' পূর্ব্বক 'ই' ধাতুর অর্থ—

ভাবদীপিকা

(২২) সিদ্ধান্তী এখানে সৎ-শব্দের অর্থ যে চেতন পরমাত্মা, অচেতন প্রধান নহে, তৎজ্ঞাপক 'স্বাপ্যয়ত্ব'রূপ একটী লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। ইহা কি প্রকারে লিঙ্গপ্রমাণ হইবে, তাহা পরবর্ত্তী ভাষ্যমধ্যে এবং ২৪-সংখ্যক ভাবদীপিকাতে পরিস্ফুট হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

লয়ার্থত্বং প্রসিদ্ধং "প্রভবাপ্যয়ৌ" (মাঃ ৬, কঠ ২।৩।১১. গীতা ১১।১১) ইতি উৎপত্তিপ্রলয়য়োঃ প্রয়োগদর্শনাৎ।৪ মনঃপ্রচারোপাধিবিশেষ-সম্বন্ধাৎ ইন্দ্রিয়ার্থান্ গৃহ্ণন্ তদ্বিশেষাপন্নঃ জীবঃ জাগর্ত্তি।৫ তদ্বাসনা-বিশিষ্টঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্ মনঃশব্দবাচ্যঃ ভবতি।৬ সঃ উপাধিদ্বয়োপরমে সুষুপ্তাবস্থায়াম্ উপাধিকৃতবিশেষাভাবাৎ স্বাত্মনি প্রলীনঃ ইব ইতি "স্বং হি অপীতঃ ভবতি" ইতি উচ্যতে।৭ যথা হৃদয়শব্দ-নির্ব্বচনং শ্রুত্যা দর্শিতম্—"সঃ বৈ এষঃ আত্মা হৃদি, তস্য এতদেব

ভাষ্যানুবাদ

'লয়', ইহা প্রসিদ্ধ; যেহেতু উৎপত্তি ও প্রলয়ে [যথাক্রমে] প্রভব ও অপ্যয় এইপ্রকার শব্দ প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়।৪

[সিঃ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নির্ব্বচন। উপাধির বিলয় বশতঃ সুষুপ্তিতে জীবের ঔপচারিক বিলয়।]

[কিন্তু জীব তো নিত্য পদার্থ, তাহার লয় কি প্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] মনের প্রচাররূপ (—ইন্দ্রিয়দ্বারে নির্গত মনের বিষয়াকারা বৃত্তিরূপ) উপাধিবিশেষের সহিত সম্বন্ধ প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়সকলকে গ্রহণ করতঃ তদ্বিশেষাপন্ন হইয়া (—স্থূল বিষয়সকলের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ নিজেকেও স্থূল দেহ হইতে অভিন্ন ভ্রম করিয়া) জীব জাগরিত থাকে।৫ তদ্বিষয়ক (—জাগ্রৎকালে অনুভূত বিষয়-বিষয়ক) বাসনাবিশিষ্ট হইয়া (—সেই বাসনাসকলের অর্থাৎ সংস্কারসকলের আশ্রয়ভূত মনোবিশিষ্ট হইয়া) স্বপ্ন দর্শন করতঃ জীব হয় ["এবম্ এব খলু সোম্য তন্মনঃ" (ছাঃ ৬।৮।২) এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত] মনঃশব্দবাচ্য।৬ সুষুপ্তি অবস্থাতে [উক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম] উপাধিদ্বয়ের নিবৃত্তি হইলে উপাধিকৃত বিশেষসকলের অভাব-বশতঃ সে (—জীব) নিজের আত্মাতে (—স্বরূপে) যেন প্রলীনই হইয়া থাকে, এইহেতু "নিজেতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়", এইপ্রকার বলা হয়।৭ [এইরূপে সুষুপ্তি-কালে স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের উপরম হইলে, 'আমি মনুষ্য, কর্ত্তা ও ভোক্তা' এতাদৃশ বিশেষ জ্ঞানের অভাববশতঃ স্বরূপাবস্থ সেই জীবকে 'বিলীন হয়', ইহা গৌণভাবে বলা হয়, ইহাই ভাব]।

[সিঃ—যথার্থতত্ত্বপ্রকাশক 'হৃদয়' ইত্যাদি নাম নির্ব্বচনের ন্যায় 'স্বপিতি' নাম নির্ব্বচনটীও যথার্থতত্ত্বপ্রকাশক।]

[যদি বলা হয়—'স্বপিতি' এই নামটির নির্ব্বচনদ্বারা তুমি যে জীবের স্বরূপা-বস্থান প্রদর্শন করিলে, তাহা যথার্থ তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতে পারে না, কারণ তৎ-প্রসঙ্গে উদাহৃত শ্রুতিবাক্যসকল অর্থবাদ মাত্র। তদুত্তরে বলিতেছেন—] শ্রুতি কর্ত্তৃক যেমন হৃদয়শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—"সেই এই প্রসিদ্ধ আত্মা হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন, তাহার (—সেই হৃদয়ের) ইহাই নিরুক্ত (—নির্ব্বচন)—'হৃদয়ম্' (—হৃদি+অয়ম্—'ইনি হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন'), সেইহেতু ইহা হৃদয়"

শাঙ্করভাষ্যম্

নিরুক্তং হৃদি অয়ম্ ইতি তস্মাৎ হৃদয়ম্” (ছাঃ ৮৷৩৷৩) ইতি।৮ যথা বা অশনায়োদন্যাশব্দপ্রবৃত্তিমূলং দর্শয়তি শ্রুতিঃ—“আপঃ এব তদ্ অশিতং নয়ন্তে,” “তেজঃ এব তৎ পীতং নয়তে” (ছাঃ ৬৷৮৷৩, ৫) ইতি চ।৯ এবং স্বম্ আত্মানং সচ্ছব্দবাচ্যং অপীতঃ ভবতি ইতি ইমম্ অর্থং স্বপিতিনামনির্ব্বচনেন দর্শয়তি।১০ ন চ চেতনঃ আত্মা অচেতনং প্রধানং স্বরূপত্বেন প্রতিপদ্যেত।১১ যদি পুনঃ প্রধানম্ এব আত্মীয়ত্বাৎ স্বশব্দেন এব উচ্যেত, এবম্ অপি চেতনঃ অচেতনম্ অপ্যেতি ইতি বিরুদ্ধম্ আপদ্যেত।১২ শ্রুত্যন্তরং চ

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি।৮ অথবা যেমন শ্রুতি “অশনায়া” এবং “উদন্যা” শব্দের প্রবৃত্তির মূল (—হেতু) প্রদর্শন করিতেছেন—“জলই সেই ভুক্ত অন্নকে লইয়া যায় (—দ্রবীভূত করিয়া রসাদিরূপে পরিণত করে”, এইহেতু জলকে বলা হয়—‘অশনায়া’] এবং “তেজঃই সেই পীত জলকে লইয়া যায় (—শোষণ করতঃ রক্ত ও প্রাণরূপে পরিণত করে”, এই হেতু তেজঃকে বলা হয়—‘উদন্যা’ অর্থাৎ উদন্যম্], ইত্যাদি।৯ [অর্থবাদবাক্যে পঠিত হইলেও উক্ত নির্ব্বচনসকল যেমন যথার্থ], এইপ্রকারে [অর্থবাদবাক্যগত হইলেও] সৎ-শব্দের বাচ্য যে নিজের আত্মা, তাহাতে বিলীন হয়, ইত্যাদি এই [যথার্থ] অর্থটীকে ‘স্বপিতি’ এই নামের নির্ব্বচনদ্বারা [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন।১০

[সিঃ—চেতন চেতনেই বিলীন হয় বলিয়া সুষুপ্তিতে জীব যাঁহাতে বিলীন হয়, তাহা চেতন, তাহাই সৎ-শব্দবাচ্য জগৎকারণ।]

[কিন্তু ব্যাপক প্রধানও তো পরিচ্ছিন্ন জীবের লয়স্থান হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর চেতন আত্মা অচেতন প্রধানকে নিজের স্বরূপভাবে প্রাপ্ত হইতে পারে না।১১ [কিন্তু স্ব-শব্দের শক্তিবৃত্তিতে ‘আত্মরূপ’ অর্থের ন্যায় ‘আত্মীয়রূপ’ অর্থও তো গৃহীত হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যদি আত্মীয় (—আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত) হওয়ায় স্বশব্দের দ্বারা প্রধানই বর্ণিত হয়, এই-প্রকার হইলেও (২৩) ‘চেতন অচেতনে বিলীন হয়’, এইপ্রকার বিরুদ্ধ কথন হইয়া পড়িবে।১২ দেখ, অন্য শ্রুতিও “প্রাজ্ঞ আত্মার (—বিম্বভূত ঈশ্বর চৈতন্যের) দ্বারা

ভাবদীপিকা

(২৩) সিদ্ধান্তী এখানে স্ব-শব্দের শক্তিবৃত্তিবলে আত্মা ও আত্মীয়—এই উভয়প্রকার অর্থই স্বীকার করিলেন, ইহা মনে করা উচিত নহে; কারণ শব্দের উভয়থা শক্তি স্বীকৃত হয় না। সিদ্ধান্তে স্ব-শব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ—‘আত্মা’, ‘আত্মীয়’ অর্থ লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা লব্ধ হয়। “শক্যে সম্ভবতি লক্ষণাকল্পনাযোগাৎ”—“শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থের দ্বারা সম্ভব হইলে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার অন্যায্য,” ইহা

শাঙ্করভাষ্যম্

"প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, ন আন্তরম্" (বৃঃ ৪।৩।২১) ইতি সুষুপ্তাবস্থায়াং চেতনে অপ্যয়ং দর্শয়তি।১৩ অতঃ যস্মিন্ অপ্যয়ঃ সর্ব্বেষাং চেতনানাং, তৎ চেতনং সচ্ছব্দবাচ্যং জগতঃ কারণং, ন প্রধানম্।১৪ ॥১।১।৯॥

ভাষ্যানুবাদ

আলিঙ্গিত (—তাঁহার সহিত যেন একীভূত) হইয়া বাহ্য কোন বস্তুকে জানিতে পারে না, আভ্যন্তর বস্তুকেও জানিতে পারে না", এইপ্রকারে সুষুপ্তাবস্থাতে [জীবের] চেতনে লয় প্রদর্শন করিতেছেন।১৩ অতএব সকল চেতন পদার্থের যাঁহাতে লয় হয়, সেই চেতনই সৎ-শব্দের বাচ্য জগৎকারণ, কিন্তু প্রধান নহে (২৪) ।১৪॥১।১।৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কুতশ্চ ন প্রধানং জগতঃ কারণম্?

ভাষ্যানুবাদ—আর কোন হেতুবশতঃ প্রধান জগৎকারণ নহে? [সিদ্ধান্তী তাহা বলিতেছেন—]।

গতিসামান্যাৎ ॥১।১।১০॥

সূত্রার্থ—["আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১) ইত্যাদি বেদান্তবাক্যেষু] **গতিসামান্যাৎ**-গতেঃ—চেতনকারণত্বাবগতেঃ, সামান্যাৎ—সমানত্বাৎ [ন অচেতনং প্রধানং জগৎকারণম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—["আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল," ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যসকলে]—**গতিসামান্যাৎ**—গতেঃ—চেতনের জগৎকারণতাবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহার, সামান্যাৎ—সমানতা থাকায় (—সমানভাবে সকল উপনিষদেই চেতন বস্তু জগৎকারণরূপে বর্ণিত হওয়ায়, অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে]।

ভাবদীপিকা

সর্ব্ববাদিসম্মত ন্যায়। আর আত্মীয়ে (—আত্মসম্বন্ধ বস্তুতে) কোন বস্তুর লয় পরিদৃষ্টও হয় না। যেমন মৃত্তিকার কারণভূত জল মৃত্তিকার আত্মীয় হইলেও, মৃত্তিকার কার্য্য ঘট, মৃত্তিকাতেই বিলীন হয়, আত্মীয় জলে নহে। এই সকল দোষ পূর্ব্বপক্ষীর পক্ষে থাকিলেও, 'তুষ্যতু দুর্জ্জন-ন্যায়ে" তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া পূর্ব্বপক্ষে যে দোষ হয়, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—"**চেতনঃ অচেতনম্**"—'চেতন অচেতনে' ইত্যাদি।

(২৪) এইরূপে দেখা গেল—চেতন পদার্থ চেতন পদার্থেই বিলীন হয়, অচেতনে নহে। সুতরাং "স্বম্ অপীতঃ ভবতি" এই বাক্যস্থ "স্বাপ্যয়ত্বরূপ" লিঙ্গপ্রমাণবলে, সুষুপ্তিকালে চেতন জীব যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই যে সৎপদার্থ, তাহা যে চেতন পরমাত্মা ইহাই সিদ্ধ হয়। আর উপক্রমে "সদেব সোম্য" (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যাদিরূপে যে সৎপদার্থ উপন্যস্ত হইয়াছেন, সেই সৎপদার্থটী কি, তাহা নিরূপণপ্রসঙ্গে উপসংহারে "স্বম্ অপীতো ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) ইত্যাদিস্থলে সুষুপ্তিকালে স্বপদ-বাচ্য চেতন আত্মাতে জীবের লয় প্রদর্শন করতঃ সেই চেতন আত্মাই যে সৎপদবাচ্য, সুতরাং জগৎ-

শাঙ্করভাষ্যম্

যদি তার্কিকসময়ে ইব বেদান্তেষু অপি ভিন্না কারণাবগতিঃ অভবিষ্যৎ—ক্কচিৎ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং, ক্কচিৎ অচেতনং প্রধানং, ক্কচিৎ অন্যৎ এব ইতি, ততঃ কদাচিৎ প্রধানকারণবাদানুরোধেন অপি ঈক্ষত্যাদিশ্রবণম্ অকল্পয়িষ্যৎ।১ ন তু এতদ্ অস্তি।২ সমানা এব হি সর্ব্বেষু বেদান্তেষু চেতনকারণাবগতিঃ।৩ "যথা অগ্নেঃ জ্বলতঃ সর্ব্বাঃ দিশঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ বিপ্রতিষ্ঠেরন্, এবম্ এব এতস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যঃ দেবাঃ, দেবেভ্যঃ লোকাঃ" (কৌ: ৩।৩) ইতি; "তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈ ২।১) ইতি; "আত্মতঃ এব ইদং সর্ব্বম্" (ছা: ৭.২৬।১) ইতি; "আত্মনঃ এষঃ প্রাণঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—চেতনের জগৎকারণতা বিষয়ে উপনিষদ্বাক্যসকলের ঐকমত্য প্রদর্শন।]

যদি] সাংখ্য ও বৈশেষিকাদি [তার্কিকগণের সিদ্ধান্তে যেপ্রকার হয়, সেইপ্রকারে উপনিষৎসকলেও বিভিন্ন [জগৎ-] কারণের জ্ঞান হইত, অর্থাৎ কোনস্থলে চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণরূপে জ্ঞাপিত হইতেন; কোনস্থলে অচেতন প্রধান তদ্রূপে জ্ঞাপিত হইত এবং কোনস্থলে [পরমাণু প্রভৃতি] অন্য কিছুই জ্ঞাপিত হইত, তাহা হইলে কদাচিৎ প্রধানকারণবাদের অনুরোধেও শ্রুতিতে [প্রধাননিষ্ঠ] ঈক্ষণক্রিয়া প্রভৃতির বর্ণনা কল্পনা করা যাইত।১ ইহা (—জগৎকারণতাবিষয়ক জ্ঞানের বিষমতা) কিন্তু নাই (—শ্রুতিতে প্রধানাদি বিভিন্ন জগৎকারণ বর্ণিত হয় নাই)।২ যেহেতু সকল উপনিষদে চেতনের কারণতাবিষয়ক জ্ঞান সমানভাবেই হইয়া থাকে।৩ [সেই শ্রুতিসকল প্রদর্শন করিতেছেন—] "প্রজ্বলিত বহ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গসকল বিভিন্নদিকে ধাবিত হয়, এইপ্রকারেই এই আত্মা হইতে প্রাণসকল (—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল) নিজ নিজ আয়তনে গমন করে [—স্বস্বগোলকে প্রাদুর্ভূত হয়), প্রাণসকলের অনন্তর তাহাদের অনুগ্রাহক সূর্য্যাদি] দেবতাগণ প্রাদুর্ভূত হন, দেবতাগণের অনন্তর লোকসকল (—রূপরসাদি বিষয়সকল) প্রাদুর্ভূত হয়, ইত্যাদি; "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল", ইত্যাদি; "আত্মা হইতেই এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে", ইত্যাদি এবং "আত্মা হইতে এই প্রাণ

ভাবদীপিকা

কারণ, ইহা নিরূপিত হইল। ফলে উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতারূপ তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গও (সমন্বয়াধিঃ দ্রঃ) এখানে প্রদর্শিত হইল বুঝিতে হইবে। এইরূপে সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক স্বপক্ষে প্রদর্শিত প্রমাণ ও যুক্তিগুলি তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গের দ্বারা পুষ্ট হইয়া তাৎপর্য্যবান্ হইয়া পড়িল। তাৎপর্য্যবান্ প্রমাণ যে তাৎপর্য্যহীন প্রমাণাপেক্ষা বলবান, ইহা পরে আলোচিত হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

জায়তে" (প্রশ্ন: ৩৩), ইতি চ আত্মনঃ কারণত্বং দর্শয়ন্তি সর্ব্বে বেদান্তাঃ।৪ আত্মশব্দশ্চ চেতনবচনঃ ইতি অবোচাম।৫ মহৎ চ প্রামাণ্যকারণম্ এতৎ যৎ বেদান্তবাক্যানাং চেতনকারণত্বে সমানগতিত্বং, চক্ষুরাদীনাম্ ইব রূপাদিষু।৬ অতঃ গতিসামান্যাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্।৭॥১।১।১০॥

ভাষ্যানুবাদ

জন্মগ্রহণ করে", ইত্যাদি এই সকল উপনিষদ্বাক্য আত্মার [জগৎ-] কারণতা প্রদর্শন করিতেছে।৪ আর আত্মশব্দ যে চেতনবাচী, ইহা আমরা বলিয়াছি (১।১।৭ সূঃ ১৪ বাক্য)।৫ [আচ্ছা, বেদান্তবাক্যসকল তো স্বতঃপ্রমাণ, তাহার একটি বাক্যদ্বারাই স্বার্থনিশ্চয় ও প্রামাণ্যবিষয়ক সংশয়ের নিবৃত্তি সম্ভব, তুমি এতগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিলে কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] রূপ প্রভৃতিতে চক্ষু প্রভৃতির [প্রামাণ্যের] ন্যায় ইহা মহৎ প্রামাণ্যের কারণ যে চেতনের [জগৎ-] কারণতাবিষয়ে সকল বেদান্তবাক্যের হয় সমানগতি (—তাহারা সকলেই সমানভাবে চেতনেরই জগৎ-কারণতা প্রতিপাদন করে (২৫)।৬ অতএব গতির (—অবগতির, চেতনের জগৎ-কারণতাবিষয়ক জ্ঞানের) সমতা থাকায় সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম হন জগতের কারণ।৭॥১।১।১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কুতশ্চ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্?

ভাষ্যানুবাদ—আচ্ছা, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মকে জগৎকারণ কেন বলা হইতেছে (—এতাবৎ পর্য্যন্ত আত্মাদিশব্দসকলের দ্বারা চেতনের জগৎকারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু আত্মা ইত্যাদি শব্দসকল তো সাধারণতঃ চেতন পদার্থকে প্রতিপাদন করে। তাহার বলে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর যে জগতের কারণ, ইহা কি প্রকারে নিরূপিত হইবে) ? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—]

শ্রুতত্বাচ্চ ॥১।১।১১॥

পদচ্ছেদ—শ্রুতত্বাৎ, চ।

সূত্রার্থ—[শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রোপনিষদি "তম্ ঈশানং বরদং দেবম্ ঈড্যম্" (শ্বেঃ ৪।১১) ইতি, "জ্ঞঃ কালকালঃ গুণী সর্ব্ববিৎ যঃ (শ্বেঃ ৬।২) ইতি চ সর্ব্বজ্ঞম্ ঈশ্বরং প্রকৃত্য "সঃ কারণং করণাধিপাধিপঃ" (শ্বেঃ ৬।৯) ইত্যাদি বাক্যে জগতঃ সর্ব্বজ্ঞকারণত্বস্য] **শ্রুতত্বাৎ**—সাক্ষাৎ বেদেন উক্তত্বাৎ [সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং, ন অচেতনং প্রধানম্ ইতি সিদ্ধম্]। **চ** শব্দঃ —"রচনানুপপত্ত্যাদিকং" (২।২।১) সমুচ্চিনোতি।

ভাবদীপিকা

(২৫) এখানে তাৎপর্য্য এই—সকলের চক্ষু রূপই গ্রহণ করে, কাহারও চক্ষু রসাদিকে গ্রহণ করে না। এইপ্রকারে সকলের চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়ের যেমন গতিসামান্য (—তত্তৎ-বিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তিতে সমতা) পরিদৃষ্ট হয়, জগতের চেতনকারণতাবিষয়েও তদ্রূপ

অনুবাদ—[শ্বেতাশ্বতরশাখাধ্যায়িগণের মন্ত্রোপনিষদে "সেই বরদ ও স্তবনীয় দেব ঈশানকে", এইপ্রকারে এবং "যিনি জ্ঞাতা, কালেরও কালস্বরূপ (—অবিদ্যাত্মক কালের অধিষ্ঠান, নিষ্পাপত্বাদি] গুণবিশিষ্ট এবং সর্ব্বজ্ঞ", এইপ্রকারে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকে উপস্থাপিত করিয়া "তিনি সকলের কারণ এবং ইন্দ্রিয়গণের অধিপতিরও (—জীবেরও) অধিপতি", ইত্যাদিবাক্যে জগতের সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মকারণতা] **শ্রুতত্বাৎ**— সাক্ষাৎ বেদ কর্ত্তৃক কথিত হওয়ায় [সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, অচেতন প্রধান নহে, ইহা সিদ্ধ হইল]। **চকারটী**—জগৎ-রচনার অনুপপত্তি প্রভৃতিকেও গ্রহণ করিতেছে (—জগতের সৃষ্টি পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক সম্ভব নহে, এই যুক্তিটীকেও এখানে গ্রহণ করিতে হইবে, চ-কারটীর দ্বারা ইহা সূচিত হইতেছে)।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বশব্দেন এব চ সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ জগতঃ কারণম্ ইতি শ্রূয়তে।১ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রোপনিষদি সর্ব্বজ্ঞম্ ঈশ্বরং প্রকৃত্য "সঃ কারণং করণাধিপাধিপঃ। ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" (শ্বেঃ ৬।৯)

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সাক্ষাৎ ঈশ্বরের জগৎকারণতাবোধক শ্রুতিবাক্যবলে ঈশ্বরের জগৎকারণতা প্রতিপাদন।]

আর সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর যে জগতের কারণ, ইহা স্বশব্দের (—'মায়িনং তু মহেশ্বরম্' (শ্বেঃ ৪।১০), "তম্ ঈশানম্ (শ্বেঃ ৪।১১) ইত্যাদি শ্রুতিতে পঠিত পরমাত্মাতে যথাক্রমে রূঢ় 'মহেশ্বর' শব্দের এবং 'যোগরূঢ়' (২৬) ঈশানশব্দের) দ্বারাই শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।১ [কোথায় বর্ণিত হইতেছে, তাহা বলিতেছেন—] শ্বেতাশ্বতর-শাখাধ্যায়িগণের মন্ত্রোপনিষদে [৪।১০, ৪।১১, ৬.২ ইত্যাদিস্থলে] সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রস্তাব করিয়া "তিনি সকলের কারণ এবং ইন্দ্রিয়সকলের অধিপতিরও (—জীবেরও) অধিপতি। ইহার জনক কেহ নাই এবং কোন অধিপতিও নাই (২৭)

ভাবদীপিকা

উপনিষদ্বাক্যসকলের গতিসামান্য পরিদৃষ্ট হয়, কোন উপনিষদ্বাক্য জগতের অচেতনকারণতা প্রতিপাদন করে না, ইহা প্রদর্শনের জন্য বহু উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা উক্ত-বিষয়ক জ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইল এবং তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গ যে 'অভ্যাস', তাহাও প্রদর্শিত হইল।

(২৬) সিদ্ধান্তী এখানে পরমেশ্বরের জ্ঞাপক 'মহেশ্বর' এবং 'ঈশান' শব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণদ্বয় প্রদর্শন করিলেন।

(২৭) এইস্থলে সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক 'সর্ব্বকারণত্ব' 'জীবাধিপতিত্ব' 'জনকরাহিত্য' ইত্যাদি পরমেশ্বরজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণসকল প্রদর্শিত হইল।

এইরূপে দেখা গেল—পূর্ব্বপক্ষী সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ (১০ ভাবদীঃ), গৌণ ঈক্ষণ এবং আত্মশব্দের গৌণপ্রয়োগ ইত্যাদি যুক্তিসকলের বলে ৫ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বর্ণিত আকাঙ্ক্ষাকে নিয়মিত করিয়া প্রধানই যে "সদেব সোম্য" (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যাদি বাক্যে

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি ।১২ তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং, ন অচেতনং প্রধানম্ অন্যৎ বা ইতি সিদ্ধম্ ।৩৷৷১৷১৷১১॥ ইতি পঞ্চমম্ ঈক্ষত্যধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি ।১২ অতএব (—পূর্ব্বপক্ষীর সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তি নিরাকৃত হওয়ায়) সর্ব্বজ্ঞ, ব্রহ্ম জগতের কারণ, কিন্তু অচেতন প্রধান অথবা [পরমাণু প্রভৃতি] অন্য কিছু নহে, ইহা সিদ্ধ হইল (২৮)।৩॥১।১।১১॥ ঈক্ষত্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং তাহাই জগৎকারণ, ইহা প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন। সিদ্ধান্তী কিন্তু দুইটী শ্রুতিপ্রমাণ (২৬ ভাবদীঃ), অনেকগুলি লিঙ্গপ্রমাণ (১২, ১৩, ২৭ ইত্যাদি ভাবদীঃ), উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা (—একার্থপ্রতিপাদকতা, ২৪ ভাবদীঃ), 'অভ্যাস'রূপ তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গ (২৫ ভাবদীঃ), এবং "গৌণ ও মুখ্যের মধ্যে মুখ্যের গ্রহণই ন্যায্য" (১৩ ভাবদীঃ) এই ন্যায়, ইত্যাদি এইসকলের বলে সেই আকাঙ্ক্ষাকে স্বপক্ষে নিয়মিত করিলেন, কারণ পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক প্রদর্শিত প্রমাণ ও যুক্তিসকল অপেক্ষা সিদ্ধান্তিকর্তৃক প্রদর্শিত ন্যায় ও প্রমাণসকল বলবান্ হইয়া পড়িতেছে। কি প্রকারে এই প্রমাণসকল বলবান্ হয়, তাহা প্রমাণসকলের পরিচয়প্রদানপ্রসঙ্গে একটু পরেই আমরা আলোচনা করিব। এই প্রবল প্রমাণ ও যুক্তিসকলের বলে "সদেব সোম্য" (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পঠিত 'সৎ'-শব্দের অর্থ যে পরমেশ্বর এবং উক্ত শ্রুতিবাক্যরূপ আগমপ্রমাণের বলে যে পরমেশ্বরেরই জগৎকারণতা সিদ্ধ হয়, অচেতন প্রধানের বা পরমাণু প্রভৃতির নহে, ইহা নিরূপিত হইল।

(২৮) ১।১।৪ সমন্বয়াধিকরণ পর্য্যন্ত অধিকরণচতুষ্টয়ে শাস্ত্রপ্রমাণগম্য, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিযুক্ত জগতের উৎপত্ত্যাদির কারণভূত ব্রহ্মবস্তু সিদ্ধ হওয়ায় এবং উপনিষদ্বাক্যসকল তাঁহাতেই সমন্বিত হওয়ায় সেই ব্রহ্ম যে সৎস্বরূপ, ইহা সিদ্ধ হইয়াছে, কারণ যাহা অসদ্বস্তু (—যাহার অস্তিত্ব নাই) তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ জগতের উৎপত্ত্যাদির হেতু হইতে পারে না বলিয়া যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ কোন বস্তুর উৎপত্তির প্রতি হেতু হয়, তাহার অস্তিত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১।১।৫ ঈক্ষত্যধিকরণে সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর চিদ্রূপত্ব (—চৈতন্যস্বরূপতা) সিদ্ধ হইল। যদিও ১।১।৩ শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হওয়ায় চিদ্রূপত্বও ফলতঃ সিদ্ধই হইয়াছে, তথাপি সাংখ্যপরিকল্পিত প্রধানে কি প্রকারে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহা নিরাকৃত হওয়ায় ব্রহ্মবস্তুই যে মুখ্য সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং চৈতন্যস্বরূপ, ইহা সিদ্ধ হইল। আর তাহা সিদ্ধ হওয়ায় জীব ও ব্রহ্মের একত্বপ্রতিপাদক এই শাস্ত্রের আরম্ভও হইল সঙ্গত, কারণ চেতন জীব ও চেতন ব্রহ্মেরই ঐক্য সম্ভব, জড় প্রধান ও অজড় জীবের তাহা সম্ভব নহে।

ঈক্ষত্যধিকরণ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা—শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণের পরিচয়।

আনন্দময়াধিকরণে প্রবেশের পূর্ব্বে এক্ষণে আমরা পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত শ্রুতি ও লিঙ্গাদিপ্রমাণসকলের পরিচয় প্রদান করিব। এতদ্বিষয়ক মূল সূত্রটী এই—

"শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যম্ অর্থবিপ্রকর্ষাৎ" (জৈঃ সূঃ ৩।৩।১৪)।

অর্থ—"শ্রুতি লিঙ্গ বাক্য প্রকরণ স্থান ও সমাখ্যা, এই ছয়টী প্রমাণের একই বিষয়ে একাধিকের সমাবেশ হইলে পরবর্ত্তী প্রমাণটী হয় দুর্ব্বল, কারণ অর্থের বিপ্রকর্ষ (—বিনিয়োগের বিলম্ব) হয়"। বিনিয়োগে বিলম্ব কেন হয়, তাহা পরে বলিব। এক্ষণে উক্ত প্রমাণগুলির পরিচয় প্রদান করিতেছি—

(১) **শ্রুতি**—"নিরপেক্ষঃ রবঃ শ্রুতিঃ"—নিজের অর্থ বোধনের জন্য যাহা অন্য পদের আকাঙ্ক্ষা করে না, এতাদৃশ যে রব (—শব্দ), তাহাই শ্রুতিপ্রমাণ। এই শ্রুতিপ্রমাণ তিনপ্রকার—(ক) বিধাত্রী, (খ) অভিধাত্রী এবং (গ) বিনিযোক্ত্রী। তন্মধ্যে বিধিলিঙ্ লোট্ তব্য প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত কুর্য্যাৎ, কুরু ও কর্ত্তব্য ইত্যাদি শব্দসকলকে **বিধাত্রী** শ্রুতি বলে। পদের যে প্রকৃত্যংশ, তাহাকে বলে **অভিধাত্রী** শ্রুতি। যথা—'ব্রীহিভিঃ', একঃ, দ্বৌ ইত্যাদিস্থলে ব্রীহি (—ধান্য), এক এবং দ্বি প্রভৃতি যে প্রকৃত্যংশ, তাহাই অভিধাত্রী শ্রুতি। অপরে বলেন—শক্তিবৃত্তির দ্বারা স্বার্থবোধক যে পদ, তাহাই অভিধাত্রী শ্রুতি। যথা—'ব্রীহিভিঃ' এই পদের শক্তিবৃত্তির দ্বারা করণরূপে (—যজ্ঞের সাধনরূপে) ব্রীহির উপস্থিতি হয়, 'এব'কার শব্দের প্রয়োগ করিলে শক্তিবৃত্তিবলে নির্দ্ধারণরূপ অর্থের বোধ হয়, ইত্যাদি। সেইহেতু ইহারা অভিধাত্রী শ্রুতি। অপরে বলেন—**রূঢ় শব্দসকল** অভিধাত্রী শ্রুতি। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—বাচ্যার্থ বিবক্ষিত হইলে ঈশান প্রভৃতি **যোগরূঢ় শব্দসকলও** হয় [অভিধাত্রী] শ্রুতিপ্রমাণ (১।৩।২৪ সূ:)। যে শব্দের শ্রবণমাত্রেই উপকার্য্য-উপকারকভাবরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান হয়, তাহাকে বলে **বিনিযোক্ত্রী** শ্রুতি। যথা—'ব্রীহিভিঃ যজেত', এইস্থলে তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা ব্রীহি যে যজ্ঞের অঙ্গ (—উপকারক) ইহা বোধ হয়। এই বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি আবার তিন প্রকার (১) বিভক্তিরূপা, (২) সমানাভিধানরূপা এবং (৩) একপদরূপা। (১) **বিভক্তিরূপা শ্রুতি**—তৃতীয়া বিভক্তিরূপা বিনিযোক্ত্রী শ্রুতির দৃষ্টান্ত উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথমা হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত সমস্ত বিভক্তিগুলিই ইহার অন্তর্গত। "স্বর্গকামঃ যজেত", এইস্থলে স্বর্গকামনা যে যজ্ঞের অঙ্গ অর্থাৎ স্বর্গকামনা থাকিলেই যে লোকে যজ্ঞের অধিকারী হয়, ইহা 'স্বর্গকামঃ' পদে প্রথমা বিভক্তি হইতে অবগত হওয়া যায়। "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি' (তৈঃ ব্রাঃ ৩।২।৫।৪) ইহা দ্বিতীয়া বিভক্তির উদাহরণ। ইহার দ্বারা প্রোক্ষণ যে ব্রীহির অঙ্গ, ইহার বোধ হয়। "অগ্নয়ে চ প্রজাপতয়ে চ জুহোতি", এইস্থলে অগ্নি ও প্রজাপতি যে যজ্ঞাঙ্গ, ইহা চতুর্থী বিভক্তি হইতে বোধ হয়। "আচার্য্যাৎ অধ্যেতব্যঃ", এইস্থলে আচার্য্য যে অধ্যয়নক্রিয়ার অঙ্গ, ইহা পঞ্চমী বিভক্তি হইতে বোধ হয়। "আহবনীয়ে জুহোতি" (তৈঃ ব্রাঃ ১।১।১০।৫), এইস্থলে আহবনীয় অগ্নি যে হোমাঙ্গ, ইহা সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা বোধ হয়। ষষ্ঠী বিভক্তির বিষয়ে মতভেদ আছে। জৈমিনীয় ন্যায়মালাকার ও শাস্ত্রদীপিকাকারের মতে ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারাও অঙ্গতার বোধ হয়, যথা—"উপসদো দ্বাদশাহীনস্য", এইস্থলে 'উপসদ্' নামক

ভাবদীপিকা [শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণের পরিচয়]

দ্বাদশটী যজ্ঞ যে 'অহীন' নামক যজ্ঞের অঙ্গ, ইহা ষষ্ঠী বিভক্তি হইতে বোধ হয়। তদ্ধিতপ্রত্যয়ও বিনিযোক্ত্রী শ্রুতির অন্তর্গত। (২) **সমানাভিধান শ্রুতি**—"পশুনা যজেত" (তৈঃ সং ৬।১।১১।৬) এইস্থলে পুংলিঙ্গ পশুশব্দের তৃতীয়ার একবচন দ্বারা যজ্ঞাঙ্গভূত পশু যে একটী এবং তাহা যে পুরুষ পশু, (স্ত্রী পশু নহে), 'পশুনা' এই পদটীর দ্বারা যে এইপ্রকার অভিধান (—কথন), তাহাই সমানাভিধান শ্রুতি। (৩) **একপদরূপা শ্রুতি**—'যজেত' এই পদটীতে 'ঈত' এই একবচনের আখ্যাত হইতে যে যজ্ঞাঙ্গভূত কর্ত্তার একত্বের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ যজ্ঞকর্ত্তা যজমান যে উক্ত যজ্ঞে একজন মাত্র, এইপ্রকার বোধ হয়, ইহা একপদরূপা শ্রুতিপ্রমাণবলেই হয়। ইহাই একপদরূপা শ্রুতির উদাহরণ।

২। **লিঙ্গ**—সামর্থ্যই লিঙ্গপ্রমাণ। সেই সামর্থ্য দুই প্রকার-(১) শব্দগত সামর্থ্য এবং (২) অর্থগত সামর্থ্য (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ৩।৩।৪৫ সূঃ)। শব্দের যে স্বীয় মুখ্যার্থপ্রকাশনসামর্থ্য, তাহাই শব্দগত সামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণ। যথা—"বর্হিঃ দেবসদনং দামি" (মৈঃ সং ১।১।২)—'দেবগণের উপবেশনের স্থানভূত কুশ ছেদন করিতেছি'। এই বাক্যে পঠিত 'বর্হিঃ' (– কুশ) এবং 'দামি' (– ছেদন করি) এই পদদ্বয়ের মুখ্যার্থপ্রকাশনসামর্থ্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে—যজ্ঞার্থে কুশচ্ছেদন ক্রিয়াতে এই মন্ত্রটীর বিনিয়োগ হয়, ইহা কুশচ্ছেদনক্রিয়ার অঙ্গ, এই মন্ত্রটী পাঠ করিতে করিতে কুশচ্ছেদন করিতে হয়। (২) শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিয়া যখন তৎসম্বন্ধী দূরবর্ত্তী কোন পদার্থকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা শব্দের অর্থগত সামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলেই সম্ভব হয়। যথা—"স্রুবেণ অবদ্যতি, স্বধিতিনা অবদ্যতি"—'স্রুবের দ্বারা অবদান (—খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন) করিবে,' 'কুঠারের দ্বারা অবদান করিবে'। কাষ্ঠনির্ম্মিত চামচের ন্যায় যজ্ঞপাত্রবিশেষকে বলে 'স্রুব'। তরল হবনীয় পদার্থই তাহার দ্বারা গৃহীত হইতে পারে। সেইহেতু 'স্রুবেণ' এবং 'অবদ্যতি'—এই পদদ্বয়ের অর্থ পর্য্যালোচনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে—স্রুবের দ্বারা যে পদার্থের অবদানের কথা বলা হইতেছে, তাহা অবশ্য ঘৃত ও দুগ্ধাদি তরল পদার্থই হইবে। এইরূপে স্রুব ও অবদান শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা দ্বারা তৎসম্বন্ধী দূরবর্ত্তী পদার্থ যে হবনীয় দ্রব্যনিষ্ঠ তারল্য, তাহাকে যে প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহা উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থগত সামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলেই সম্ভব হইল। এইরূপই 'স্বধিতি' (—কুঠার) ও অবদান শব্দের অর্থগত সামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে হবনীয় দ্রব্যের কঠিনতাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ কুঠারের দ্বারা কঠিন পদার্থই কর্ত্তিত হইয়া থাকে।

উক্ত সামর্থ্য আবার প্রকারান্তরে দুই প্রকার—(ক) বিধিবাক্যস্থ শব্দ ও অর্থগত সামর্থ্য এবং (খ) অর্থবাদবাক্যস্থ শব্দ ও অর্থগত সামর্থ্য। তন্মধ্যে অর্থবাদবাক্যস্থ শব্দ ও অর্থগত সামর্থ্যকে বলে—**অন্যার্থদর্শন** (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, ৩।৩।৪৫ সূঃ)। বিধিবাক্যস্থ শব্দ ও অর্থগত সামর্থ্যের উদাহরণ উপরে "বর্হিঃ দেবসদনং দামি" এবং "স্রুবেণ অবদ্যতি" ইত্যাদি স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যার্থদর্শনের উদাহরণ পরে যথাস্থলে প্রদর্শিত হইবে [১।১।৯, ৩।৩।২৯ ইত্যাদি অধিকরণ দ্রষ্টব্য]। বিধিবাক্যস্থ শব্দ ও অর্থগত সামর্থ্যরূপ যে লিঙ্গপ্রমাণ, তাহা স্বাধীন প্রমাণ, অন্যনিরপেক্ষভাবে তাহা স্ব প্রতিপাদ্যকে সমর্পণ করে। 'অন্যার্থদর্শন' কিন্তু তাহা পারে না, কারণ প্রশংসাদি অন্য উদ্দেশ্যে পঠিত অর্থবাদবাক্যগত হওয়ায় তাহার স্বার্থে কোন তাৎপর্য্য থাকে না (২।১।১ অধিঃ

ভাবদীপিকা [শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণের পরিচয়]

৭ ভাবদী:)। তাহা অন্য প্রমাণের উপোদ্বলক (—সহকারী) মাত্র। পূর্ব্বমীমাংসার প্রকরণগ্রন্থসকলে লিঙ্গপ্রমাণের অন্য প্রকার বিভাগও পরিদৃষ্ট হয়, তাহা আমাদের অপেক্ষিত নহে।

৩। **বাক্য**—"সমভিব্যাহারো বাক্যম্"—'যোগ্য ও সাকাঙ্ক্ষ পদসকলের সহোচ্চারণই বাক্য-প্রমাণ'। যাহা বাক্যপ্রমাণ হইবে, সেই শ্রুতিবাক্যে কর্ম্মতা ও করণতা প্রভৃতির বোধক দ্বিতীয়া ও তৃতীয়াদি বিভক্তিযুক্ত পদ না থাকিলেও মাত্র পদসকলের সহোচ্চারণের বলেই সেইস্থলে পদার্থ-সকলের অঙ্গাঙ্গিভাবরূপ অর্থের বোধ হইবে। যথা—"যস্য পর্ণময়ী জুহূঃ ভবতি, ন সঃ পাপং শ্লোকং শৃণোতি" (তৈঃ সং ৩৷৫৷৭৷২)—'যাঁহার জুহূ (—যজ্ঞে ঘৃতাদি আহুতি প্রদানের পাত্র-বিশেষ) পলাশকাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত, তিনি অপযশ শ্রবণ করেন না'। এই বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে 'জুহূ' পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিত হইবে। অথচ জুহূর প্রতি পলাশকাষ্ঠের সাধনতা বুঝাইবার জন্য এখানে 'পর্ণ' শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি শ্রুত হইতেছে না, মাত্র পর্ণ এবং জুহূ, এই পদদ্বয়ের সহোচ্চারণ-বলেই জুহূ যে পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিত হইবে অর্থাৎ পলাশকাষ্ঠ যে জুহূর অঙ্গ, ইহার বোধ হয়।

শারীরকন্যায়সংগ্রহকার বলিয়াছেন—"অনেকপদসামর্থ্যং বাক্যম্"—'অনেক পদের সামর্থ্যই* বাক্যপ্রমাণ। এই লক্ষণ স্বীকার করিলেও পূর্ব্বপ্রদর্শিত বাক্যলক্ষণের কোন বিরোধ হয় না, কারণ যোগ্য ও সাকাঙ্ক্ষ পদসকলের সহোচ্চারণ হইলেই তাহাদের সামর্থ্য নির্ণয় সম্ভব।

৪। **প্রকরণ**—"উভয়াকাঙ্ক্ষা প্রকরণম্"—উভয়পদার্থের পরস্পরের প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ বিভিন্ন বাক্যবোধিত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে যে পরস্পরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, তাহাই প্রকরণ-প্রমাণ। যথা—দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞের প্রকরণে "সমিধো যজতি, তনূনপাতং যজতি" (তৈঃ সং ২৷৬৷১৷১)—'সমিধ নামক যজ্ঞ করিবে, তনূনপাত নামক যজ্ঞ করিবে', ইত্যাদি প্রকারে সমিধ ও তনূনপাৎ প্রভৃতি পাঁচটী প্রযাজ যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। এই সমিধাদি প্রযাজের কোন প্রকার ফল-শ্রুতি† নাই। ফলে প্রযাজবোধক বিধিবাক্য শ্রবণ করতঃ আকাঙ্ক্ষা হয়—'এই যজ্ঞসকলের দ্বারা কি সম্পাদিত হইবে'? আবার "যদাগ্নেয়ঃ অষ্টাকপালঃ অমাবস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চ অচ্যুতো ভবতি" (তৈঃ সং ২৷৬৷৩৷৩), ইত্যাদি দর্শপৌর্ণমাসযজ্ঞের উৎপত্তিবিধিবাক্য‡ শ্রবণানন্তর ফলাকাঙ্ক্ষা

---

* অভিধাত্রী শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য—এই তিনটী প্রমাণেই কোন না কোন প্রকারে সামর্থ্যকে অর্থাৎ শব্দের শক্তিকে তত্তৎ প্রমাণের লক্ষণ বলা হইতেছে। ফলে এই প্রমাণত্রয়ের পার্থক্য পরিস্ফুট হইতেছে না। আমাদের মনে হয়, এই প্রমাণত্রয়ের পার্থক্য এই—সিদ্ধান্তে সুপ্‌তিঙন্তশব্দকে পদ বলা হয়। সেই পদের একদেশের অর্থাৎ প্রকৃত্যংশের যে অর্থ-প্রকাশনসামর্থ্য, তাহাই 'অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ.' ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুপ্‌ ও তিঙ্‌যুক্ত একটী সমগ্র পদগত যে অর্থপ্রকাশনসামর্থ্য, তাহাই 'লিঙ্গপ্রমাণ'। আর কর্ম্মত্ব ও করণত্বাদিভাববিহীন অনেক পদগত যে অর্থপ্রকাশন-সামর্থ্য, তাহাই 'বাক্যপ্রমাণ'।

† প্রযাজে যে ফলশ্রুতি আছে, যথা—"বর্ম্ম বা এতৎ যজ্ঞস্য ক্রিয়তে যৎ প্রযাজানুযাজাঃ ইজ্যন্তে" (তৈঃ সং ২৷৬৷১৷৫) ইত্যাদি, তাহা "দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ স্যাৎ" (জৈঃ সূঃ ৪৷৩৷১)—'দ্রব্য, সংস্কার ও অঙ্গকর্ম্মে যে ফলশ্রুতি, তাহা অর্থবাদ হইবে, কারণ তাহারা পরার্থ' (—যজ্ঞের সাঙ্গতা সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত) ইত্যাদি পূঃ মীঃ ৪৷৩৷১ অধিকরণন্যায়বলে প্রযাজের ফল নহে, পরন্তু অর্থবাদ মাত্র।

‡ উৎপত্তিবিধি—"কর্ম্মস্বরূপমাত্রবোধকঃ বিধিঃ উৎপত্তিবিধিঃ"—'যে বাক্য হইতে কর্ম্মের স্বরূপের জ্ঞান হয় অর্থাৎ দ্রব্য ও দেবতাযুক্ত বা তৎবিহীন কর্ম্মটীর নাম ও তৎবিষয়ক প্রাথমিক বোধ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলে 'উৎপত্তিবিধি'। "অগ্নিহোত্রং জুহোতি", "যদাগ্নেয়ঃ অষ্টাকপালঃ", ইত্যাদি।

ভাবদীপিকা [শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণের পরিচয়]

হইলে "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামঃ যজেত" এই অধিকারবিধিবাক্য * হইতে দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞের ফল যে স্বর্গ, ইহা অবগত হওয়া যায়। তখন কি প্রকারে অর্থাৎ 'কোন কোন অঙ্গসহযোগে অনুষ্ঠিত হইলে এই যজ্ঞ স্বর্গরূপ ফলোৎপাদন করিবে'—এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। তাহার ফলে একই যজ্ঞের প্রকরণে পঠিত এই উভয় প্রকার সাকাঙ্ক্ষ যজ্ঞের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য উক্ত উভয় প্রকার যজ্ঞ পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ হয়। তখন দর্শপূর্ণমাসরূপ প্রধান যজ্ঞটী প্রযাজ-যজ্ঞের সম্পাদনীয়রূপে (—অঙ্গিরূপে) অন্বিত (—সম্বদ্ধ) হয় এবং প্রযাজসকল প্রধান যে দর্শ-পূর্ণমাস যজ্ঞ, তাহার উপকারকরূপে (—অঙ্গরূপে) অন্বিত হয়। এই যে প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাস-যজ্ঞের পরস্পরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, যাহার বলে ইহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবের বোধ হইল, ইহাই প্রকরণপ্রমাণ। মহাপ্রকরণ ও অবান্তরপ্রকরণভেদে এই প্রকরণপ্রমাণ দুইপ্রকার। ইহা আমরা আবশ্যকীয় স্থলে [১।৩।২ ভূমাধিকরণে] আলোচনা করিব।

৫। **স্থান**—ইহার অপর নাম "**ক্রম**"। "দেশসামান্যং স্থানম্"—'সমানদেশে পঠিত হওয়া', ইহাই স্থানপ্রমাণের লক্ষণ। এই স্থানপ্রমাণ প্রথমতঃ দুইপ্রকার—১। পাঠসাদেশ্য ও ২। অনুষ্ঠান-সাদেশ্য। ১। সেই **পাঠসাদেশ্য** আবার দুই প্রকার—(ক) যথাসংখ্যাপাঠ ও (খ) সন্নিধিপাঠ। তন্মধ্যে (ক) **যথাসংখ্যপাঠ** এই—"ক্রমসন্নিবিষ্টানাং ক্রমসন্নিবিষ্টৈঃ যথাক্রমং সম্বন্ধঃ"—'ক্রম-সন্নিবিষ্ট অঙ্গসকলের যে ক্রমসন্নিবিষ্ট অঙ্গীসকলের সহিত যথাক্রমে সম্বন্ধ, তাহাই যথাসংখ্যাপাঠরূপ 'স্থানপ্রমাণ'। যথা—"ঐন্দ্রাগ্নম্ একাদশকপালং নির্ব্বপেৎ" "বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপেৎ" (মৈঃ সং ২।১।১-২)—'একাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশ দ্বারা ইন্দ্রাগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে হোম করিবে', 'দ্বাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশ দ্বারা বৈশ্বানর দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করিবে', ইত্যাদি প্রকারে ক্রমশঃ দশটী যজ্ঞের বিধান আছে। অন্যত্র এই যজ্ঞসকলের জন্য "ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ" এই প্রকার অনুবাক্যামন্ত্র এবং "ইন্দ্রাগ্নী নবতিঃ পুরঃ" (মৈঃ সং ৪।১১।১-২) এইপ্রকার যাজ্যামন্ত্র পঠিত হইয়াছে। তদনন্তর এই ভাবেই আরও নয়টী যাজ্যা ও অনুবাক্যা মন্ত্র পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে পঠিত হইয়াছে। সেইস্থলে কোন দেবতার হোমকালে কোন যাজ্যা ও কোন অনুবাক্যা মন্ত্রের বিনিয়োগ হইবে, তাহা এই যথাসংখ্যাপাঠরূপ স্থানপ্রমাণবলে নির্ণীত হয়। প্রথমে যে দেবতার যজ্ঞটী পঠিত হইয়াছে, সেই যজ্ঞটীতে প্রথমে পঠিত যাজ্যা ও অনুবাক্যা মন্ত্রের এবং দ্বিতীয়স্থলে যে দেবতার যজ্ঞটী পঠিত হইয়াছে, তাহাতে দ্বিতীয়স্থলে পঠিত যাজ্যা ও অনুবাক্যা মন্ত্রের বিনিয়োগ হয়। এইভাবে ক্রমশঃ পঠিত তত্তৎ দেবতার যজ্ঞে যে ক্রমশঃ পঠিত তত্তৎ যাজ্যানুবাক্যামন্ত্রের বিনিয়োগ হইল, ইহা যথাসংখ্যাপাঠানুসারে হইল, ইহাই যথাসংখ্যাপাঠরূপ স্থানপ্রমাণের উদাহরণ। [যাজ্যা ও অনুবাক্যা মন্ত্রের বিশেষ পরিচয় ও প্রয়োগ ইত্যাদি ৩।৩।২৮ প্রদানাধিকরণের ভাবদীপিকাতে দ্রষ্টব্য]।

(খ) **সন্নিধিপাঠ**—ইহার অর্থ নিকটে পঠিত হওয়া। ইহার উদাহরণ এই—"বৈশ্বানরীং সাংগ্রহায়ণীং নির্ব্বপেৎ গ্রামকামঃ" (তৈঃ সং ২।৩।৯।২)—যিনি গ্রাম (—স্ত্রীপুত্রপরিজন) কামনা করেন, তিনি বৈশ্বানর দেবতার উদ্দেশ্যে 'সাংগ্রহায়ণ' নামক ইষ্টির (—যজ্ঞবিশেষের)

---

* অধিকারবিধি—"কর্ম্মজন্যফলস্বাম্যবোধকঃ বিধিঃ অধিকারবিধিঃ"—'যে বাক্য হইতে কর্ম্মজন্য ফল ও তাহার ভোক্তার বোধ হয়, তাহাকে বলে অধিকারবিধি। যথা—"স্বর্গকামঃ যজেত", ইত্যাদি।

ভাবদীপিকা [শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণের পরিচয়]

অনুষ্ঠান করিবেন, এইরূপে 'সাংগ্রহায়ণেষ্টি' নামক একটী বিকৃতি যজ্ঞ * বিহিত হইয়াছে। উক্ত যজ্ঞটী যে স্থলে পঠিত হইয়াছে, সেইস্থলেই "আমনস্য আমনস্য দেবাঃ" (তৈঃ সং ২।৩।৯।৩) এইরূপে তিনটী আহুতিরূপ যজ্ঞাঙ্গ বিহিত হইয়াছে। এইগুলিকে বলা হয়—'আমন হোম'। এই হোম-গুলি কোন প্রধান যজ্ঞের অঙ্গ, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য 'অবান্তরপ্রকরণপ্রমাণ' ও 'সন্দংশ' এখানে নাই। [অবান্তরপ্রকরণ ও সন্দংশ ১।৩।২ ভূমাধিকরণের ভাবদীপিকাতে দ্রষ্টব্য]। সুতরাং এই আমনহোমগুলির 'অঙ্গী কে'—এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। কিন্তু অঙ্গী যে 'সংগ্রাহয়ণেষ্টি', যাহার নিকটে ইহারা পঠিত হইয়াছে, তাহার অঙ্গের প্রতি আকাঙ্ক্ষা নাই, কারণ স্বয়ং বিকৃতিযজ্ঞ হওয়ায় দর্শপূর্ণমাসরূপ প্রকৃতিযজ্ঞ হইতে অতিদেশ দ্বারা তাহার অঙ্গকলাপের প্রাপ্তি হয়। [লক্ষ্য করিতে হইবে—অঙ্গ ও অঙ্গী উভয়েরই পরস্পরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, 'প্রকরণপ্রমাণ' হইয়া যাইত]। অথচ শ্রুতিতে বিহিত এই 'আমনহোমসকল' ব্যর্থ হইতে পারে না। আর ইহাদিগকে স্বতন্ত্রকর্ম্মরূপে স্বীকার করতঃ তাহাদের স্বতন্ত্র ফলও কল্পনা করা যায় না, কারণ তাহা হইলে বিকৃতিযজ্ঞের নিকটে ইহাদের পাঠ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সেইহেতু "অঙ্গসকলের অঙ্গীর প্রতি আকাঙ্ক্ষারূপ অন্যতরাকাঙ্ক্ষা (—উভয়ের মধ্যে একের অপরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা) থাকে বলিয়া এই "নিকটে পঠিত হওয়ার" বলে অর্থাৎ "সন্নিধিপাঠরূপ" স্থানপ্রমাণের বলে এই "আমনহোমসকল" হয় 'সাংগ্রহায়ণেষ্টির' অঙ্গ।

যথাসংখ্যাপাঠরূপ স্থানপ্রমাণস্থলেও 'ইন্দ্রাগ্নেষ্টি' 'বৈশ্বানরেষ্টি' প্রভৃতি বিকৃতিযজ্ঞ হওয়ায়, তাহাদের অঙ্গকলাপের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে না, প্রকৃতিযজ্ঞ হইতে অতিদেশবলে তাহাদের অঙ্গ-সকলের প্রাপ্তি হয়। সেইহেতু তাহাদের যাজ্যা ও অনুবাক্যা মন্ত্ররূপ অঙ্গের, অঙ্গীর প্রতি 'অন্যতরাকাঙ্ক্ষা' থাকে বুঝিতে হইবে। এইপ্রকারে স্থানপ্রমাণসকলে সর্ব্বত্রই 'অন্যতরাকাঙ্ক্ষা' থাকে বলিয়া বহুস্থলেই স্থানপ্রমাণের বিবক্ষাতে 'অন্যতরাকাঙ্ক্ষা'—এই শব্দ প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। অনাবশ্যক বিধায় ২। **'অনুষ্ঠানসাদেশ্য'** আলোচিত হইল না।

৬। **সমাখ্যা**—"যৌগিকঃ শব্দঃ সমাখ্যা"—'যৌগিক শব্দকেই সমাখ্যা' বলে। যথা—'হোতৃচমস'। [চমস—সোমরসাধার কাষ্ঠপাত্রবিশেষ]। "চমিঃ ভক্ষণার্থঃ, তস্মাৎ চমতি—ভক্ষয়তি অস্মিন্ হোতা ইতি হোতৃচমস"—'চম্' ধাতুর অর্থ ভক্ষণ, সেইহেতু হোতা ইহাতে ভক্ষণ করে, এইহেতু ইহা হোতৃচমস, এইপ্রকারে অবয়বার্থের বোধদ্বারা পদার্থের বোধ হয় বলিয়া, ইহা হয় যৌগিকশব্দ। তাহাই "সমাখ্যাপ্রমাণ"। মীমাংসাপরিভাষাকার বলেন—**সংজ্ঞাই সমাখ্যা।**

---

* যে যজ্ঞের প্রকরণে সমগ্রাঙ্গের উপদেশ অর্থাৎ তাহাতে অপেক্ষিত যাবতীয় অঙ্গকলাপের উপদেশ থাকে, তাহাকে বলে প্রকৃতিযজ্ঞ। যেমন 'দর্শপূর্ণমাস' একটী প্রকৃতিযজ্ঞ। ইহা যাবতীয় ইষ্টিযজ্ঞের প্রকৃতি। আর যে যজ্ঞের প্রকরণে তাহাতে অপেক্ষিত সমস্ত অঙ্গকলাপের উপদেশ থাকে না, পরন্তু প্রকৃতিযজ্ঞ হইতে যাহাতে 'অতিদেশ'-বলে অঙ্গসকলের প্রাপ্তি হয়, তাহাকে বলে বিকৃতিযজ্ঞ। যেমন সৌর্য্যাদিযজ্ঞ এবং প্রস্তাবিত 'সাংগ্রহায়ণেষ্টি' প্রভৃতি। "একত্র বিহিত ধর্ম্মের (—অঙ্গকলাপের) যে অন্যত্র প্রাপ্তি, তাহাকে বলে—অতিদেশ। বস্তুতঃ চলিত ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—'ওখানে যে প্রকার হইয়াছে, এইখানেও সেইপ্রকার হইবে, এইরূপ যে 'সাদৃশ্যের উপদেশ' (—বরাত দেওয়া), তাহাই 'অতিদেশ'। নামের সাদৃশ্য, প্রত্যক্ষ শ্রুতিবাক্য, অনুমিত শ্রুতিবাক্য ইত্যাদির বলে বিকৃতিযজ্ঞে প্রকৃতি-যজ্ঞ হইতে অঙ্গসকলের 'অতিদেশ' হইয়া থাকে।

ভাবদীপিকা [শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণের পরিচয়]

শারীরকন্যায়সংগ্রহকার বলেন—**সংজ্ঞার সামর্থ্যই সমাখ্যা**। যাহাহউক, 'হোতৃচমস' এই যৌগিকশব্দরূপ সমাখ্যাপ্রমাণবলে হোতা নামক ঋত্বিক্ যে চমসগত সোমপানরূপ ক্রিয়ার অঙ্গ এবং উক্ত ক্রিয়া যে অঙ্গী, ইহা অবগত হওয়া যায়। ইহাই হইল শ্রুতি লিঙ্গ প্রভৃতি প্রমাণ ছয়টীর অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয়।

এই প্রমাণসকলের আরও নানাপ্রকার অবান্তর বিভাগ আছে। আমরা মাত্র আবশ্যকীয়-গুলিরই আলোচনা করিলাম। অতঃপরও আবশ্যকতানুযায়ী কোন কোনটীর আলোচনা করিতে হইবে। বিভিন্ন গ্রন্থে এই প্রমাণসকলের বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। তাহাতে কোন কোন স্থলে প্রতিপাদ্যবিষয়েরও কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়ে। যেমন শারীরকন্যায়সংগ্রহে 'অন্যতরা-কাঙ্ক্ষাকেও' প্রকরণপ্রমাণ বলা হইয়াছে। ঈক্ষত্যধিকরণের শেষাংশে 'প্রদীপ'কার বলিয়াছেন—"উত্তরমীমাংসাতে শ্রুতিপ্রমাণ বলিতে 'রূঢ়'পদসকলের গ্রহণ হয়, পূর্ব্বমীমাংসাতে কিন্তু করণত্বাদির বোধক তৃতীয়াদি বিভক্তির গ্রহণ হয়," ইত্যাদি। প্রদীপকারের শেষোক্ত মত সমীচীন নহে; কারণ তৃতীয়াদিবিভক্তিরূপ বিনিযোক্ত্রীশ্রুতিপ্রমাণ যে উত্তরমীমাংসাতেও গৃহীত হয়, ইহা পরবর্ত্তী গ্রন্থালোচনাকালে পরিদৃষ্ট হইবে (১।৩।২ অধিঃ ১০ ভাবদীঃ, তত্রস্থ ন্যায়নির্ণয় ও রত্নপ্রভা দ্রষ্টব্য)। সমধিক প্রসিদ্ধ বলিয়া আমরা "অর্থসংগ্রহ" ও "মীমাংসান্যায়প্রকাশ" প্রভৃতি হইতে প্রমাণসকলের লক্ষণ ও উদাহরণ প্রভৃতি উদ্ধৃত করিলাম। বোধসৌকর্য্যের জন্য পূর্ব্বমীমাংসাসম্মত প্রসিদ্ধ উদাহরণ-সকলই প্রদর্শিত হইল, অন্যান্যস্থলে এতদনুসারে বুঝিয়া লইতে হইবে।

এই প্রমাণসকল যে আকাঙ্ক্ষাকে নিয়মিত করিয়া আগমপ্রমাণের সহায়ক হয়, ইহা আমরা ঈক্ষত্যধিকরণের ৫ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বলিয়াছি। এই আকাঙ্ক্ষা নিয়মিত হইলেই যেমন পূর্ব্বমীমাংসকের কর্ম্মবিষয়ক অঙ্গাঙ্গিভাব নিরূপিত হয়, উত্তরমীমাংসকেরও তদ্রূপ শ্রুতিবাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ণীত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ উভয় মীমাংসাতেই এই প্রমাণসকল হয় বাক্যার্থের ব্যবস্থাপক। পূর্ব্বমীমাংসাতে কর্ম্মবোধকবাক্যে পঠিত পদার্থসকলের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়মন করতঃ তাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাব বোধনদ্বারে এই প্রমাণসকল বাক্যার্থের ব্যবস্থাপক হইয়া থাকে। যেমন "সোমেন যজেত" এই বাক্যটীর অর্থ হয়—'দীক্ষণীয় ইষ্টি প্রভৃতি অঙ্গকলাপ সহযোগে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে' ইত্যাদি (২২১ পৃঃ)। আর উত্তরমীমাংসাতে তাদৃশ অঙ্গাঙ্গিভাববোধনের অপেক্ষা না থাকায় পদার্থসকলের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়মন করতঃ সাক্ষাদ্ভাবেই তাহারা বাক্যার্থ্যের ব্যবস্থাপক হইয়া থাকে। যেমন এই ঈক্ষত্যধিকরণে প্রদর্শিত "সদেব সোম্য" (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যাদি বাক্য পরমেশ্বরেরই জগৎকারণতারূপ অর্থে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং ইদানীন্তনকালীন জনৈক ব্যাখ্যাতা যে বলিয়াছেন—"পূর্ব্বমীমাংসাতে শ্রুতিলিঙ্গাদি হয় অঙ্গতামাত্র নির্ণয়ে প্রমাণ, উত্তর-মীমাংসাতে তাহারা বাক্যার্থব্যবস্থাপক", ইত্যাদি; তাহা সমীচীন নহে।

এই প্রমাণষটকের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রমাণাপেক্ষা উত্তরোত্তর প্রমাণগুলি দুর্ব্বল। যথা—শ্রুতিপ্রমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, লিঙ্গপ্রমাণ তদপেক্ষা দুর্ব্বল। বাক্যপ্রমাণ লিঙ্গপ্রমাণাপেক্ষাও দুর্ব্বল। এইপ্রকারে 'সমাখ্যাপ্রমাণ' হয় সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বলবান্ প্রমাণ কল্পনা করতঃ পরবর্ত্তী দুর্ব্বল প্রমাণের বিনিয়োগ হয় বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বলবান্ প্রমাণের দ্বারা পরবর্ত্তী দুর্ব্বল প্রমাণ বাধিত হইয়া পড়ে। যথা—লিঙ্গপ্রমাণ,

৬। আনন্দময়াধিকরণম্। [১২—১৯ সূত্র]

প্রথমবর্ণকম্ [বৃত্তিকারমতম্]

অধিকরণ প্রতিপাদ্য—তৈত্তিরীয় শ্রুতিপঠিত আনন্দময়শব্দে উপাস্য ব্রহ্ম গ্রহণীয়, জীব নহে।

অধিকরণ সঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে "তৎ তেজঃ ঐক্ষত", "তাঃ আপঃ ঐক্ষন্ত" (ছাঃ ৬।২।৩-৪) ইত্যাদি শ্রুতিতে পঠিত অমুখ্য ঈক্ষণের বহুল প্রয়োগ যেমন অচেতন প্রধানের জগৎকারণতার নিশ্চয়ক হয় নাই। প্রস্তাবিত অধিকরণে কিন্তু তদ্রূপ হইবে না, কারণ বিকার ও প্রাচুর্য্যরূপ অর্থে ময়ট্প্রত্যয় মুখ্যভাবেই হয় বলিয়া 'অন্নময়', 'প্রাণময়' ইত্যাদিস্থলে বিকারার্থে ময়ট্প্রত্যয়ের যে বহুল প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা "অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ" (তৈঃ ২।৫) এই

ভাবদীপিকা [শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণের পরিচয়]

শ্রুতিপ্রমাণকে কল্পনা করিয়া আকাঙ্ক্ষাকে নিয়মন করিবার পূর্ব্বেই শ্রুতিপ্রমাণ তাহা করিয়া ফেলে, সেইহেতু শ্রুতিপ্রমাণাপেক্ষা লিঙ্গপ্রমাণ হয় দুর্ব্বল। এইরূপে প্রকরণপ্রমাণ যথাক্রমে বাক্য, লিঙ্গ ও শ্রুতিপ্রমাণ কল্পনা করিয়া আকাঙ্ক্ষানিয়মনরূপ স্বার্থ সম্পাদন করিবার পূর্ব্বেই শ্রুতিপ্রমাণের নিকটবর্ত্তী বাক্য বা লিঙ্গপ্রমাণ শ্রুতিপ্রমাণের কল্পনা করতঃ তাহা সম্পাদন করিয়া ফেলে বলিয়া তাহারা প্রকরণপ্রমাণাপেক্ষা বলবান্ হইয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। এই প্রসঙ্গের অবতারণার প্রারম্ভেই উদ্ধৃত ৩।৩।১৪ জৈঃ সূত্রে **অর্থবিপ্রকর্ষাৎ** এই পদপ্রয়োগদ্বারা ইহাই বিবক্ষিত হইয়াছে। যাহাহউক, এই প্রমাণসকলের প্রাবল্য ও দৌর্ব্বল্যের প্রতি ইহাই সাধারণ নিয়ম। বহুস্থলেই কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহার ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়, যথা—(ক) তাৎপর্য্যবান্ দুর্ব্বল প্রমাণকর্ত্তৃক তাৎপর্য্যহীন প্রবল প্রমাণ বাধিত হয়। (খ) কোন প্রবল প্রমাণদ্বারা সমর্থিত দুর্ব্বল প্রমাণ কর্ত্তৃক তদপেক্ষা বলবান্ কোন প্রমাণ বাধিত হয়। (গ) তাৎপর্য্যবান্ ও তাৎপর্য্যহীন সমপ্রমাণের মধ্যে বাধ্যবাধকভাব হয়। (ঘ) অন্য প্রমাণ দ্বারা অনুগৃহীত কোন প্রমাণ কর্ত্তৃক তৎসমজাতীয় অন্য প্রমাণ বাধিত হয়। (ঙ) অনেক প্রমাণ দ্বারা পুষ্ট কোন পক্ষ, তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক প্রমাণপুষ্ট অপর পক্ষকে বাধিত করে। (চ) বিধিবাক্যস্থ দুর্ব্বল প্রমাণও অর্থবাদবাক্যস্থ বলবান্ প্রমাণকে বাধিত করে। (ছ) অর্থবাদবাক্যগত প্রমাণসকল স্বার্থে তাৎপর্য্যহীন হওয়ায় অন্য প্রমাণ-সাপেক্ষভাবে স্বার্থ সমর্পণ করে। (জ) বাক্যভেদক প্রমাণাপেক্ষা একবাক্যতাসম্পাদক প্রমাণ হয় বলবান্। (ঝ) একাধিক বস্তু-প্রতিপাদক সজাতীয় সাধারণ প্রমাণাপেক্ষা, একটীমাত্র বস্তু-প্রতিপাদক তজ্জাতীয় অসাধারণ প্রমাণ হয় বলবান্। (ঞ) সমান জাতীয় প্রমাণের মধ্যে লাঘবানুগৃহীত প্রমাণ বলবান্ হইয়া থাকে। (ট) অব্রহ্মবোধক প্রমাণাপেক্ষা ব্রহ্মবোধক সজাতীয় প্রমাণ হয় বলবান্, ইত্যাদি। এইপ্রকার বহু ব্যতিক্রম আছে, পরবর্ত্তী গ্রন্থালোচনাকালে তাহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। (ক) মীমাংসান্যায়প্রকাশের "সারবিবেচিনী" নামক টীকাতে সমজাতীয় প্রমাণসকলের মধ্যেও প্রাবল্য-দৌর্ব্বল্য প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা তদ্ধিতশ্রুতিপ্রমাণাপেক্ষা তৃতীয়াবিভক্তিরূপ বিনিযোক্ত্রী শ্রুতিপ্রমাণ হয় বলবান্, ইত্যাদি। তাহা আকরে দ্রষ্টব্য। এই প্রমাণসকলবিষয়ে একটু বিশেষভাবে অবহিত হইতে হইবে, অন্যথা পরবর্ত্তী বিচারশৈলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

শ্রুতিই আনন্দময়শব্দে যে আনন্দের বিকার জীবকে জ্ঞাপন করে, ইহার নিশ্চায়ক হইয়া থাকে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

সংসারী ব্রহ্ম বানন্দময়ঃ সংসার্য্যয়ং ভবেৎ।
বিকারার্থময়ট্‌শব্দাৎ প্রিয়াদ্যবয়বোক্তিতঃ ॥
অভ্যাসোপক্রমাদিভ্যো ব্রহ্মানন্দময়ো ভবেৎ।
প্রাচুর্য্যার্থো ময়ট্‌শব্দঃ প্রিয়াদ্যাঃ স্যুরুপাধিগাঃ ॥

অন্বয়—আনন্দময়ঃ সংসারী, ব্রহ্ম বা? বিকারার্থময়ট্‌শব্দাৎ প্রিয়াদ্যবয়বোক্তিতঃ অয়ং সংসারী ভবেৎ। অভ্যাসোপক্রমাদিভ্যঃ আনন্দময়ঃ ব্রহ্ম ভবেৎ। ময়ট্‌শব্দঃ প্রাচুর্য্যার্থঃ, প্রিয়াদ্যাঃ উপাধিগাঃ স্যুঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[তৈত্তিরীয়কে দেহপ্রাণমনোবুদ্ধ্যানন্দরূপাঃ অন্নময়প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়সংজ্ঞকাঃ পঞ্চপদার্থাঃ ক্রমেণ একৈকস্মাৎ আন্তরাঃ পঠিতাঃ। তত্র "তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ" (তৈঃ ২।৫) ইতি পঠ্যতে। ইদম্ এব বাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। আনন্দময়ঃ ইত্যত্র ময়টঃ প্রাচুর্য্যার্থত্বে বিকারার্থত্বে বা নিয়ামকাঽনুপলব্ধেঃ সংশয়ঃ ভবতি—] আনন্দময়ঃ সংসারী [স্যাৎ], ব্রহ্ম বা?

পূর্ব্বপক্ষ—['আনন্দস্য বিকারঃ আনন্দময়ঃ' ইতি ব্যুৎপত্ত্যা] বিকারার্থময়টশব্দাৎ, ["তস্য প্রিয়ম্ এব শিরঃ, মোদঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ" (তৈঃ ২।৫) ইতি] প্রিয়াদ্যবয়বোক্তিতঃ [চ] অয়ম্ [আনন্দময়ঃ] সংসারী ভবেৎ। [ন হি নিরংশস্য পরমাত্মনঃ অবয়বাঃ যুক্তাঃ, তস্মিন্ বিকারার্থে ময়ট্‌প্রত্যয়ঃ বা যুক্তঃ, ইতি ভাবঃ]।

সিদ্ধান্ত—["সা এষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি" (তৈঃ ২।৮।১), "এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি" (তৈঃ ২।৮।৮) ইত্যাদি শ্রুতৌ আনন্দময়ঃ অভ্যস্যতে। "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১।১) ইতি ব্রহ্মবিষয়ঃ উপক্রমশ্চ দৃশ্যতে। কিঞ্চ "ইদং সর্ব্বং অসৃজত" (তৈঃ ২।৬) ইতি জগৎস্রষ্টৃত্বাদিকম্ অপি দৃশ্যতে। অতঃ] অভ্যাসোপক্রমাদিভ্যঃ আনন্দময়ঃ ব্রহ্ম ভবেৎ। [ন চ ব্রহ্মণি ময়ট্‌শব্দানুপপত্তিঃ, যতঃ "আনন্দময়ঃ" ইত্যত্র] ময়ট্‌শব্দঃ প্রাচুর্য্যার্থঃ [স্যাৎ]। প্রিয়াদ্যাঃ [অবয়বাঃ বিষয়দর্শনাদি-] উপাধিগাঃ স্যুঃ। তস্মাৎ পরমাত্মা আনন্দময়ঃ। ইতি একদেশিনাং বৃত্তিকারাণাং মতম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[তৈত্তিরীয়োপনিষদে—[যথাক্রমে] দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি ও আনন্দাত্মক যে অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামক পাঁচটী পদার্থ, তাহারা ক্রমশঃ এক একটী হইতে মধ্যবর্ত্তিরূপে (—একটী অপরটীর মধ্যে অবস্থিত, এইরূপে) পঠিত হইতেছে। সেইস্থলে "সেই বিজ্ঞানময় হইতে ভিন্ন, অন্য অভ্যন্তরবর্ত্তী আনন্দময় আত্মা," এইপ্রকার পঠিত হইতেছে। এই বাক্যটী এখানে বিষয়। "আনন্দময়" এইস্থলে ময়ট্‌প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যার্থতা অথবা বিকারার্থতার প্রতি কোন নিয়ামক উপলব্ধ হইতেছে না বলিয়া সংশয় হয়—] আনন্দময় সংসারী (—জীব), অথবা ব্রহ্ম?

পূর্ব্বপক্ষ—['আনন্দের বিকারই আনন্দময়'—এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে] বিকারার্থে ময়ট্শব্দ (—ময়ট্প্রত্যয়) থাকায় এবং ["প্রিয় (—অভীষ্ট বস্তুর দর্শনজনিত সুখ) তাঁহার মস্তক, মোদ (—বস্তু লাভজনিত সুখ) তাঁহার দক্ষিণ পক্ষ," এইপ্রকারে] প্রিয় প্রভৃতি অবয়বের বর্ণনা থাকায় এই আনন্দময় হইবে জীব। [অংশবিহীন পরমাত্মার অবয়বসকল থাকা, অথবা তাঁহাতে (—তদ্বাচক শব্দে) বিকারার্থে ময়ট্প্রত্যয় হওয়া নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত নহে]।

সিদ্ধান্ত—["আনন্দের সেই প্রসিদ্ধ মীমাংসা এই", "এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন," ইত্যাদি শ্রুতিতে আনন্দময় পুনঃ পুনঃ পঠিত হইতেছেন। "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ" এইপ্রকারে ব্রহ্মবিষয়ে উপক্রমও পরিদৃষ্ট হইতেছে। আবার "এই সকলকে সৃজন করিয়াছিলেন", এইপ্রকারে জগতের স্রষ্টৃত্ব প্রভৃতিও পরিদৃষ্ট হইতেছে। সেইহেতু] পুনঃ পুনঃ কথন ও উপক্রম প্রভৃতি থাকায় আনন্দময় ব্রহ্মই হইবেন। [আর ব্রহ্মবস্তুতে ময়ট্প্রত্যয় অনুপপন্ন হয় না, যেহেতু 'আনন্দময়' এইস্থলে] ময়ট্প্রত্যয় প্রাচুর্য্যার্থে হইবে। প্রিয় প্রভৃতি [অবয়বসকল বিষয়দর্শনাদি] উপাধিগামী (—বিষয়দর্শনাদিরূপ উপাধিকৃত) হইবে। [অতএব আনন্দময়শব্দে পরমাত্মা গ্রহণীয়; ইহা সিদ্ধান্তৈকদেশী ভগবান্ বৃত্তিকারের মত]

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, আনন্দময়রূপে জীবোপাসনাদ্বারা প্রিয়াদি প্রাপ্তি (রত্নপ্রভা)।
সিদ্ধান্তে—আনন্দময়রূপে ব্রহ্মোপাসনাদ্বারা ক্রমমুক্তি (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)।

[২৫৫পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২) ইতি আরভ্য "শ্রুতত্বাৎ চ" (১।১।১১) ইতি এবমন্তৈঃ সূত্রৈঃ যানি উদাহৃতানি বেদান্তবাক্যানি তেষাং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ ঈশ্বরঃ জগতঃ জন্মস্থিতিলয়কারণম্ ইতি এতস্য অর্থস্য প্রতিপাদকত্বং ন্যায়পূর্ব্বকং প্রতিপাদিতম্।১ গতিসামান্যোপন্যাসেন চ সর্ব্বে বেদান্তাঃ চেতনকারণবাদিনঃ ইতি ব্যাখ্যাতম্।২ অতঃ পরস্য গ্রন্থস্য কিম্ উত্থানম্ ইতি?৩ উচ্যতে—দ্বিরূপং হি ব্রহ্ম

ভাষ্যানুবাদ

[সংশয়—পরবর্ত্তী গ্রন্থ কেন রচিত হইতেছে?]

"জন্মাদ্যস্য যতঃ", এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "শ্রুতত্বাৎ চ" পর্য্যন্ত এই সূত্রসকলের দ্বারা যে বেদান্তবাক্যসকল উদাহৃত হইয়াছে, তাহারা যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ—এই অর্থ প্রতিপাদন করে, ইহা যুক্তিপূর্ব্বক (—ন্যায়সহযোগে) প্রতিপাদিত হইয়াছে।১ আর গতিসামান্যের (—সকল উপনিষদ্ হইতেই চেতন ব্রহ্মের জগৎকারণতাবিষয়ক জ্ঞান সমানভাবে হয়, ইহার, ১।১।১০ সূত্রে] উল্লেখের দ্বারা সকল উপনিষদ্ যে চেতন কারণ প্রতিপাদন করে, ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।২ অতএব পরবর্ত্তী গ্রন্থের উত্থান (—আরম্ভ) কেন হইতেছে?৩

[সমাধান—পরবর্ত্তী গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মে শ্রুতিবাক্যসকলের সমন্বয় প্রতিপাদন। সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ব্রহ্মের দুই প্রকার স্বরূপ প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন।]

তাহা বলা হইতেছে—ব্রহ্ম যে দুইপ্রকার, ইহা অবগত হওয়া যায়, যথা—নাম

শাঙ্করভাষ্যম্

অবগম্যতে, নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং, তদ্বিপরীতং চ সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতম্।৪ "যত্র হি দ্বৈতম্ ইব ভবতি, তদ্ ইতরঃ ইতরং পশ্যতি," "যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৫।১৫), "যত্র ন অন্যৎ পশ্যতি, ন অন্যৎ শৃণোতি, ন অন্যৎ বিজানাতি, সঃ ভূমা, অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি, তদ্ অল্পং, যঃ বৈ ভূমা তদ্ অমৃতম্; অথ যদ্ অল্পং তৎ মর্ত্ত্যম্" (ছাঃ ৭।২৪।১), "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরঃ নামানি কৃত্বা অভিবদন্ যদ্ আস্তে" (তৈঃ আঃ ৩।১২।৭), নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্। অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্"॥

ভাষ্যানুবাদ

ও রূপাত্মক যে বিকার, তাহার বিভিন্নতারূপ উপাধিবিশিষ্টস্বরূপ (—হিরণ্যশ্মশ্রুত্ব (ছাঃ ১।৬।৭) প্রভৃতি সগুণ ও সাকার স্বরূপ) এবং তাহার বিপরীত সর্ব্বোপাধি-বিবর্জ্জিত [নির্গুণ] স্বরূপ। ৪ [তদ্বিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকল প্রদর্শন করিতেছেন—] "যেহেতু যেখানে (—যে অজ্ঞানাবস্থাতে) দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখন একে অপরকে দর্শন করে. কিন্তু যেখানে (—যে জ্ঞানকালে) সকলে ইঁহার (—বিদ্বানের) আত্ম-স্বরূপই হইয়া গেল, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে" ? "যেখানে অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানিতে পারে না, তাহা ভূমা". [এইগুলি নিরুপাধিক ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য। সেইস্থলেই সোপাধিক বাক্য এই—] "আর যেখানে অন্যকে দর্শন করে, অন্যকে শ্রবণ করে, অন্যকে জানিতে পারে, তাহা অল্প, [সেই স্থলেই নিরুপাধিক ব্রহ্মবোধক বাক্য এই—] কিন্তু যাহা ভূমা, তাহা নিশ্চয়ই অমৃতস্বরূপ (—নিত্য), আর যাহা অল্প, তাহা মরণশীল", [অন্য সোপাধিক-ব্রহ্মবোধক বাক্য এই—] "ধীর (—পরমেশ্বর) রূপসকলকে সৃষ্টি করতঃ তাহাদের নামকরণ করিয়া (—নাম-রূপাত্মক এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়া, নামদ্বারা] অভিবদন (—বাগ্ব্যবহার) করতঃ অবস্থান করেন," [পুনঃ নির্গুণব্রহ্মবোধক বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন—] "নিষ্কল (—অংশশূন্য, নিরবয়ব) নিষ্ক্রিয়, শান্ত (—অপরিণামী), নিরবদ্য (—রাগাদিদোষবর্জ্জিত), নিরঞ্জন (—ধর্ম্মাধর্ম্মাদিশূন্য, অবিদ্যালেশহীন) অমৃতের (—মোক্ষের) উৎকৃষ্ট সেতুস্বরূপ (১) এবং দগ্ধেন্ধন (—যাহার কাষ্ঠসকল

ভাবদীপিকা

(১) সেতু যে প্রকার নদীর এক তীর হইতে মনুষ্যকে অন্য তীরে লইয়া যায়, ব্রহ্মও তদ্রূপ "তত্ত্বমসি" এই বাক্যজন্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকারা অখণ্ড বৃত্তিতে আরূঢ় হইয়া মূলাবিদ্যাকে ধ্বংস করতঃ সাধককে অমৃতত্বে লইয়া যান, ইহাই এইস্থলে সেতুর সহিত ব্রহ্মের সাদৃশ্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

(শ্বেঃ ৬।১৯), "নেতি নেতি" (বৃঃ ২।৩।৬), "অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ ৩।৮।৮), "ন্যূনম্ অন্যৎ স্থানং সম্পূর্ণম্ অন্যৎ" (গোপীচন্দন উপঃ ?) ইতি চ এবং সহস্রশঃ বিদ্যাবিদ্যাবিষয়ভেদেন ব্রহ্মণঃ দ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি।৫ তত্র অবিদ্যাবস্থায়াং ব্রহ্মণঃ উপাস্যোপাসকাদি-

ভাষ্যানুবাদ

দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, এতাদৃশ) অগ্নির ন্যায় [অবিদ্যা ও তাহার কার্য্যসকলকে দগ্ধ করিয়া অবস্থিত প্রশান্ত ও নির্গুণ আত্মাকে জানিবে"], "ইহা নহে, ইহা নহে," "স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, "[রূপদ্বয়-প্রতিপাদক বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন—]"অন্যস্থান (—নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন যে সপ্রপঞ্চ উপাস্য ব্রহ্ম, তিনি) ন্যূন (—পরিচ্ছিন্ন), আর অন্যস্থান (—সপ্রপঞ্চ উপাস্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন যে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম, তিনি) সম্পূর্ণ (—সকল প্রকার পরিচ্ছেদশূন্য সচ্চিদানন্দাত্মক"), ইত্যাদি এইপ্রকার সহস্র সহস্র শ্রুতিবাক্য বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয়ভেদে ব্রহ্মের [পারমার্থিক নির্গুণত্ব ও কল্পিত সগুণত্বরূপ] দ্বিরূপতা প্রদর্শন করিতেছে।৫

[সগুণব্রহ্মবোধক বাক্যসকলের নির্গুণব্রহ্মপ্রতিপাদনেই মহাতাৎপর্য্য।
অধিকারী, উপাসনা ও তৎফলের বিভিন্নতা।]

(২) তন্মধ্যে (—বিদ্যা ও অবিদ্যাবস্থার মধ্যে) অবিদ্যাবস্থাতে ব্রহ্মের উপাস্য-ভাব ও উপাসকাদিভাবরূপ সকল প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে (—অবিদ্যারূপ নিকৃষ্ট উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্ম হন 'উপাসক' এবং মায়ারূপ উৎকৃষ্ট উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্ম হন 'উপাস্য', নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে এইপ্রকার ব্যবহার চলিতে থাকে (৩)।৬

ভাবদীপিকা

(২) আচ্ছা, বিদ্যা ও অবিদ্যাবস্থার বিভিন্নতা বশতঃ অপবাদ ও অধ্যারোপ দৃষ্টিতে ব্রহ্ম না হয় দুইপ্রকার স্বরূপসম্পন্ন হইলেন। কিন্তু তোমাদের মতে তো অদ্বৈতই সত্য। সুতরাং উপাসনা-প্রতিপাদক সোপাধিকব্রহ্মবোধক বাক্যসকলের তাৎপর্য্য কি? উপাস্য-উপাসকাদিভেদ মিথ্যা হওয়ায় শাস্ত্রে উপাসনার বিধান নিশ্চয় অনর্থক। আর ব্রহ্মের যে নির্ব্বিশেষস্বরূপ, যৎপ্রাপ্তি ব্যতিরেকে তোমাদের মতে মোক্ষ সিদ্ধ হয় না, ভেদভাবাবগাহী উপাসনার দ্বারা তাহাই বা কি প্রকারে লব্ধ হইবে ? এতাদৃশ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তত্র অবিদ্যা—"তন্মধ্যে" ইত্যাদি।

(৩) এইস্থলে সমাধানের তাৎপর্য্য এই—নির্ব্বিশেষব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তির জন্যই ব্রহ্মে আরোপিত প্রপঞ্চকে আশ্রয় করতঃ তত্তৎরূপ-গুণাদিবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের উপাসনা সোপাধিক ব্রহ্ম-বোধক শ্রুতিবাক্যসকলে বিহিত হইয়াছে। নির্গুণব্রহ্মবিজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে নিকৃষ্টউপাধি-বিশিষ্ট অবিদ্যাবান্ জীবের নানা কামনার পরিপূরণ ও চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনদ্বারা উক্ত উপাসনা-সকল জীবকে নির্ব্বিশেষব্রহ্মাত্মাবগতির দিকেই চালিত করিতে থাকে। সুতরাং সোপাধিকব্রহ্ম-বোধক বাক্যসকলের উপাসনা-প্রতিপাদনে অবান্তর তাৎপর্য্য এবং নির্ব্বিশেষব্রহ্মবিজ্ঞানোৎপত্তিতে

শাঙ্করভাষ্যম্

লক্ষণঃ সর্ব্বঃ ব্যবহারঃ।৬ তত্র কানিচিৎ ব্রহ্মণঃ উপাসনানি অভ্যুদয়ার্থানি, কানিচিৎ ক্রমমুক্ত্যর্থানি, কানিচিৎ কর্ম্ম-সমৃদ্ধ্যর্থানি।৭ তেষাং গুণবিশেষোপাধিভেদেন ভেদঃ।৮ একঃ এব তু পরমাত্মা ঈশ্বরঃ তৈঃ তৈঃ গুণবিশেষৈঃ বিশিষ্টঃ উপাস্যঃ যদ্যপি ভবতি, তথাপি যথাগুণোপাসনম্ এব ফলানি ভিদ্যন্তে, "তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।২।২০, মুদ্গলোপনিষৎ ৩।৩) ইতি শ্রুতেঃ, "যথাক্রতুঃ অস্মিন্ লোকে পুরুষঃ ভবতি, তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি" (ছাঃ ৩।১৪।১) ইতি চ।৯ স্মৃতেশ্চ 'যং যং বাপি স্মরন্

ভাষ্যানুবাদ

তন্মধ্যে (—সেই উপাসনাসকলের মধ্যে) ব্রহ্মের কোন কোন উপাসনা (৪) অভ্যুদয়ের (—স্বর্গাদিপ্রাপ্তি এবং সর্ব্বলোকে স্বচ্ছন্দগতি ইত্যাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির) জন্য, [দহরাদি] কোন কোন উপাসনা ক্রমমুক্তির (৫) জন্য এবং [উদ্‌গীথাদি] কোন কোন উপাসনা হয় [যজ্ঞরূপ] কর্ম্মের সমৃদ্ধির জন্য, [সুতরাং তত্তৎ কামনাবান্ ব্যক্তিরই হয় তত্তৎ উপাসনাতে অধিকার, নির্ব্বিশেষ বিদ্যাতে অধিকারী এষণাত্রয়বিমুক্ত পুরুষের নহে।৭ যদি বলা হয়—উপাস্য ব্রহ্ম তো এক অভিন্ন বস্তু, তবে উপাসনাসকলের ও তাহাদের ফলের বিভিন্নতা হইবে কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্যকামত্বাদি] গুণের বিশেষ (—প্রভেদ) এবং [হৃদয় ও নামাদি] উপাধির বিভিন্নতা বশতঃ তাহাদের বিভিন্নতা হইয়া থাকে।৮ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] কিন্তু একই পরমাত্মা ঈশ্বর তত্তৎ বিশেষ বিশেষ গুণসকলের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া যদিও উপাস্য হন, তাহা হইলেও গুণানুযায়ী উপাসনানুসারে ফলসকল বিভিন্ন হইয়া থাকে; যেহেতু "তাঁহাকে যে যে প্রকারে উপাসনা করা হয়, তাহাই হইয়া থাকে," এইপ্রকার শ্রুতি এবং "ইহলোকে পুরুষ যাদৃশ ক্রতুবিশিষ্ট (—ধ্যানশীল) হয়, এখান হইতে পরলোকে গমন করিয়া তাহাই হয়," এইপ্রকার শ্রুতি আছে।৯ আর যেহেতু "মৃত্যুকালে যে যে ভাবকে (—পরমেশ্বর, দেবতা বা স্ত্র্যাদিভোগ্যবস্তুকে) স্মরণ

ভাবদীপিকা

মহাতাৎপর্য্য থাকায়, তাহারাও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেই সমন্বিত হইয়া থাকে। সেইহেতু উপাসনাবিধি অনর্থক নহে। যদি বলা হয়—উপাসনাও যখন এইপ্রকারে মোক্ষপ্রদ, তখন নির্ব্বিশেষব্রহ্মবিদ্যাতে যাঁহারা অধিকারী, তাঁহাদেরও তো উপাসনাতেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। তদুত্তরে বলিতেছেন—**তত্র কানিচিৎ**—'তন্মধ্যে' ইত্যাদি।

(৪) তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদান্তে উপাসনাসকলের বিভাগ দ্রষ্টব্য। সেইস্থলে বিভাগ-চিত্রাদি সহ বিষয়টী পরিষ্কার করা হইয়াছে।

(৫) ক্রমমুক্তি কি, তাহা একটু পরেই আলোচিত হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" (গীতা ৮।৬) ইতি।১০ যদ্যপি একঃ আত্মা সর্ব্বভূতেষু স্থাবরজঙ্গমেষু গূঢ়ঃ, তথাপি চিত্তোপাধিবিশেষতারতম্যাৎ আত্মনঃ কূটস্থনিত্যস্য একরূপস্য অপি উত্তরোত্তরম্ আবিষ্কৃতস্য তারতম্যম্ ঐশ্বর্য্যশক্তিবিশেষৈঃ শ্রূয়তে—"তস্য যঃ আত্মানম্ আবিস্তরাং বেদ" (ঐতঃ আঃ ২.৩।২।১) ইত্যত্র।১১ স্মৃতৌ অপি—"যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্"॥ (গীতা ১০।৪১) ইতি যত্র যত্র বিভূত্যাদ্যতিশয়ঃ, সঃ সঃ ঈশ্বরঃ ইতি উপাস্যতয়া চোদ্যতে।১২ এবং ইহাপি আদিত্যমণ্ডলে হিরণ্ময়ঃ

ভাষ্যানুবাদ

করতঃ শরীরত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিত (—সেই বস্তুটীর অনুচিন্তনের ফলে তদ্বিষয়ক দৃঢ়সংস্কারসম্পন্ন) হইয়া সেই সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হয়,' এইপ্রকার স্মৃতিও আছে।১০

[উপাধির উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা বশতঃ একই ব্রহ্মে উপাস্যোপাসকভাব শ্রুতি, স্মৃতি ও সূত্রকারসম্মত।]

[আচ্ছা, সর্ব্বভূতে এক কূটস্থ ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন, সুতরাং উপাস্য হইতে উপাসকের বিভিন্নতা প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকল কি প্রকারে স্বার্থ সমর্পণ করিবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যদিও এক আত্মা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল প্রাণীতে গূঢ়রূপে অবস্থিত, তথাপি কূটস্থ, নিত্য এবং একরূপ (—স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদবিহীন) হইলেও চিত্তরূপ উপাধিবিশেষের [শুদ্ধতার] তারতম্য বশতঃ ঐশ্বর্য্য ও শক্তিবিশেষসকলের দ্বারা (—ঐশ্বর্য্য জ্ঞান সুখ ও নানাপ্রকার শক্তির তারতম্যের দ্বারা, মনুষ্য হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত জীবসকলে] আত্মার উত্তরোত্তর আবিষ্কারের (—আবির্ভাবের) তারতম্য শ্রুতিতে "তাঁহার (—সেই আত্মার) আত্মাকে (—স্বরূপকে যিনি প্রকটতররূপে জানেন (—উপাসনাবলে অবগত হন, তিনি তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হন"] ইত্যাদি এইস্থলে বর্ণিত হইতেছে।১১ স্মৃতিতেও "যে যে সত্ত্ব (—প্রাণী) ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সমৃদ্ধিযুক্ত এবং উর্জ্জিত (—প্রভাব ও বলাদিগুণযুক্ত) সেই সেই সত্ত্বকে তুমি আমার তেজের অংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া জানিবে," ইত্যাদি যে যে স্থলে ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির আতিশয্য বর্ত্তমান থাকে, তাহা তাহাই ঈশ্বর, এই প্রকারে [ঈশ্বর] উপাস্যরূপে বিহিত হইতেছেন। [সুতরাং উপাধির উৎকৃষ্টতার তারতম্য বশতঃ একই ব্রহ্ম উপাস্য ও উপাসকরূপে প্রতিভাত হন, এই শ্রুতি ও স্মৃতি প্রতিপাদ্য বিষয়ে কোন বিরোধ নাই।১২ ভগবান্ সূত্রকারেরও যে তাহাই অভিমত, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] এইপ্রকারে এখানেও (—প্রস্তাবিত এই উত্তর-

শাঙ্করভাষ্যম্

পুরুষঃ সর্ব্বপাপ্মোদয়লিঙ্গাৎ পরঃ এব ইতি বক্ষ্যতি।১৩ এবং "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" (১।১।২২) ইত্যাদিষু দ্রষ্টব্যম্।১৪ এবং সদ্যোমুক্তিকারণম্ অপি আত্মজ্ঞানম্ উপাধিবিশেষদ্বারেণ উপদিশ্যমানম্ অপি অবিবক্ষিতোপাধিসম্বন্ধবিশেষং পরাপরবিষয়ত্বেন সন্দিহ্যমানং বাক্যগতিপর্য্যালোচনয়া নির্ণেতব্যং ভবতি।১৫ যথা ইহৈব তাবৎ "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (১।১।৬) ইতি।১৬ এবম্

ভাষ্যানুবাদ

মীমাংসাতেও) সকল প্রকার পাপের সহিত সম্বন্ধরাহিত্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে আদিত্যমণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষ যে পরমাত্মাই, ইহা [ভগবান্ সূত্রকার ১।১।৭ অন্তরধিকরণে] বলিবেন।১৩ "আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ" ইত্যাদিস্থলেও এইপ্রকার বুঝিতে হইবে।১৪

[উপাস্য ও জ্ঞেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের বিচারের জন্য পরবর্ত্তী গ্রন্থারম্ভের যুক্তিযুক্ততা।]

[এইপ্রকারে যে সকল শ্রুতিবাক্যে উপাধিসম্বন্ধ শ্রুত হইতেছে, তাহারা উপাসনা-প্রতিপাদক, ইহা প্রতিপাদন করিয়া যে সকল বাক্যে উপাধিসম্বন্ধ শ্রুত হইতেছে না, তাহারা যে জ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক, ইহাই বলিতেছেন—] এইপ্রকারে সদ্যোমুক্তির (৬) কারণ হইলেও আত্মজ্ঞান [অন্নময়াদি আনন্দময়ান্ত কোশরূপ (তৈঃ ২।১।৩, ২।৫] উপাধিবিশেষের দ্বারা উপদিশ্যমান হইলে, উপাধিবিশেষের সহিত সম্বন্ধ বিবক্ষিত না হওয়ায় পরব্রহ্মকে বিষয় করে, অথবা অপরব্রহ্মকে বিষয় করে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, বাক্যগতি (—বাক্যের তাৎপর্য্য) পর্য্যালোচনা দ্বারা তাহাকে নির্ণয় করিতে হইবে।১৫ যেমন এখানেই "আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ", এই সূত্রে নির্ণীত হইতেছে।১৬ এইপ্রকারে এক হইলেও উপাধির সহিত সম্বন্ধকে

ভাবদীপিকা

(৬) **সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি**—[নির্ব্বাণমুক্তি, জীবন্মুক্তি, বিদেহমুক্তি ও অবান্তরমুক্তি] —সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও পরমানন্দাত্মক ব্রহ্মস্বরূপতাপ্রাপ্তিরই নাম **মুক্তি**। এই প্রাপ্তিশব্দের অর্থ—'অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি নহে,' কিন্তু স্বকণ্ঠগত, অথচ বিস্মৃত মণিমালার প্রাপ্তির ন্যায় 'প্রাপ্তের প্রাপ্তিকে' বুঝিতে হইবে; কারণ স্বকণ্ঠস্থিত মণিমালার ন্যায় ব্রহ্মস্বরূপতা জীবের নিত্য প্রাপ্ত। কিন্তু অনাদি অবিদ্যাবশতঃ সেই ব্রহ্মস্বরূপতা, স্বকণ্ঠস্থিত হইলেও বিস্মৃত মণিমালার ন্যায় যেন অপ্রাপ্তই হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের ফলে অবিদ্যার উচ্ছেদ হইলে সেই নিত্যপ্রাপ্ত ব্রহ্মস্বরূপতারই অভিব্যক্তিরূপ প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং অবিদ্যোত্থ সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক উপরম হইয়া যায়। ইহাই মুক্তি। ব্রহ্মস্বরূপভূতা এই মুক্তি একই প্রকার হইলেও তৎপ্রাপ্তির উপায়ভূতা বিদ্যার বিভিন্নতা এবং সাধকের প্রাপ্তব্য অবস্থার বিভিন্নতা বশতঃ প্রধানতঃ দুইপ্রকারে অভিহিত হইয়া থাকে, যথা—সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। নির্গুণব্রহ্মবিদ্যানুশীলনের ফলে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের (—জীব ও ব্রহ্মের একত্বাবগাহী অপরোক্ষ জ্ঞানের) উদয় হইলে মূলাবিদ্যার নাশ

শাঙ্করভাষ্যম্

একম্ অপি ব্রহ্ম অপেক্ষিতোপাধিসম্বন্ধং নিরস্তোপাধিসম্বন্ধং চ উপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ বেদান্তেষু উপদিশ্যতে ইতি প্রদর্শয়িতুং পরঃ গ্রন্থঃ আরভ্যতে।১৭ যচ্চ "গতিসামান্যাৎ" (১।১।১০) ইতি অচেতনকারণনিরাকরণম্ উক্তং, তদপি বাক্যান্তরাণি ব্রহ্মবিষয়াণি ব্যাচক্ষাণেন ব্রহ্মবিপরীতকারণনিষেধেন প্রপঞ্চ্যতে—১৮

ভাষ্যানুবাদ

অপেক্ষা করিয়া এবং উপাধিসম্বন্ধবিবর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্ম [যথাক্রমে] উপাস্যরূপে এবং জ্ঞেয়রূপে উপনিষৎসকলে উপদিষ্ট হইতেছেন, ইহা প্রদর্শনের জন্য (—কোন কোন শ্রুতিবাক্যে তাহা তদ্রূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা নির্ণয়ের জন্য) পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। [সুতরাং পরবর্ত্তী গ্রন্থরচনার আবশ্যকতা আছে]।১৭ আর যে "গতি-সামান্যাৎ" ইত্যাদিস্থলে অচেতন [জগৎ] কারণের নিবাকরণ বর্ণিত হইয়াছে, ব্রহ্মবিষয়ক অন্যান্য বাক্যসকলের ব্যাখ্যানদ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন [জগৎ] কারণের নিষেধ হওয়ায় তাহাও বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইতেছে—[সেইহেতু বশতঃও পরবর্ত্তী গ্রন্থরচনা হয় যুক্তিযুক্ত]।১৮

ভাবদীপিকা [সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি]

বশতঃ জীবের যে ব্রহ্মভাবরূপ স্বস্বরূপে অবস্থিতি, তাহাই **সদ্যোমুক্তি** *। সদ্যোমুক্তি শব্দের অর্থ—'জ্ঞানোদয়সমকালে মুক্তি', তখনই মুক্তি, এক্ষণে অবিদ্যাধ্বংসী নিশ্চল [৪।১।১ অধিঃ শব্দা-পরোক্ষবাদ দ্রঃ] অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইল, আর মুক্তি কর্ম্মফলের ন্যায় কালান্তরে হইবে, এইরূপ নহে। সদ্যোমুক্ত পুরুষ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপত্তির সমকালেই 'ইহার পূর্ব্বেও আমি কর্ত্তা

---

* কোন কোন বাদী বলেন—ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তির উদয় হইলেও ব্রহ্মবিদের সাংসারিক লোকশিক্ষাদি ও আহারাদি ব্যবহার যখন পরিদৃষ্ট হয়, তখন উক্ত বৃত্তির বলে তাঁহার অবিদ্যা নিঃশেষে ধ্বংস হয় নাই, সুতরাং তাঁহার মুক্তিও লব্ধ হয় নাই, বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তির বলে যখন অবিদ্যা এবং তাহার কার্য্যভূত সংসার ও ব্যবহারাদি যুগপৎ নিঃশেষে নিরস্ত হইয়া যায় তখনই সাধকের যথার্থ ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তি হইয়াছে, তাহার ফলে অবিদ্যাও নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়াছে এবং মুক্তিও লব্ধ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই মতবাদিগণ বলেন—বিদ্বানের যে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর, তাহারা অজ্ঞানের কার্য্য। তত্ত্বজ্ঞান (—ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তি) যোদয়কালেই সেই অজ্ঞানকে নাশ করিয়া ফেলে। কারণের নাশে নিরাশ্রয় কার্য্যের আর ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি সম্ভব হয় না। সেইহেতু নির্ব্বিশেষব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোদয়ের সমকালেই সাধকের শরীর বিনষ্ট হইয়া যায়, সাধক তৎক্ষণাৎ বিদেহকৈবল্য লাভ করেন, ইহাই ইঁহাদের মতে 'সদ্যোমুক্তি'। কিন্তু উপদেশকের অভাবে বিদ্যাসম্প্রদায়ের উচ্ছেদ, বিদ্বানের স্বানুভব, শরীরপাতভয়ে মুমুক্ষুগণের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যাতে প্রবৃত্তির অভাববশতঃ তদুপ-দেশ কারিণী শ্রুতির বৈয়র্থ্য, প্রারব্ধকর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধক, লেশ অবিদ্যা ও জীবন্মুক্তি প্রভৃতির উপদেশকারিণী "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২) ইত্যাদি শ্রুতির বৈয়র্থ্য, নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার উপদেশকারী আচার্য্যগণের মিথ্যাভাষিতা, ইত্যাদি নানা দোষবশতঃ আচার্য্যগণ সদ্যোমুক্তি শব্দের জ্ঞানোদয়সমকালে দেহপাতরূপ অর্থ স্বীকার করেন নাই। কেনো-পনিষদের ২।৪ বাক্যভাষ্যের টীকাতে "সদ্যোমুক্তেশ্চ অশাস্ত্রীয়ত্বাৎ" ইত্যাদি গ্রন্থে পূজ্যপাদ আনন্দগিরি এতাদৃশ পূর্ব্বপক্ষ-সম্মত সদ্যোমুক্তিরই নিরাকরণ করিয়াছেন। [কেহ কেহ পূর্ব্বাপর গ্রন্থসামঞ্জস্যের জন্য উক্তস্থলে "সদ্যোমুক্তেশ্চ শাস্ত্রীয়ত্বাৎ" এইপ্রকার পাঠ গ্রহণ করেন।] সংক্ষেপশারীরক গ্রন্থে "সম্যগ্‌জ্ঞান বিভাবসু" (৪।৩৮, ৩৯) ইত্যাদি শ্লোকে গ্রন্থকার সিদ্ধান্তসম্মত সদ্যোমুক্তিপক্ষের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রৌঢ় বিদ্বান্‌গণ সংক্ষেপশারীরকের উক্ত শ্লোকদ্বয়কে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞদিগের স্বদৃষ্টিতে যে প্রকার অবস্থা হয়, তাহার বর্ণনাপররূপে ব্যাখ্যা করেন। আর পরদৃষ্টিতে তাঁহার যে প্রকার অবস্থা হয়, তাহা উক্ত গ্রন্থের ৪।৪০ শ্লোক হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা তাঁহারা বলেন। এই স্বদৃষ্টি-পরদৃষ্টিবিষয়ে বিবেকচূড়ামণি ৪৫৩ শ্লোকের কেশবাচার্য্যকৃত টীকাও দ্রষ্টব্য।

ভাবদীপিকা [সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি]

বা ভোক্তা ছিলাম না, বর্ত্তমানকালেও তাহা নহি এবং ভবিষ্যৎকালেও তাহা হইব না" (৪।১।১৯ তদধিগমাধিকরণভাষ্য), "আমি এক অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ" (বিবেকচূড়ামণি ৪৬৪ —৭০) ইত্যাদি এই প্রকার অনুভব করিতে থাকেন। অস্মদাদির ন্যায় তখন তাঁহার আর দেহাত্মবিষয়ক জ্ঞান থাকে না। সেই বিষয়ে পরিত্যক্ত সর্পত্বকের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতঃ শ্রুতি বলিতেছেন—"অথ অয়ম্ অশরীরঃ" (বৃঃ ৪।৪।৭) ইত্যাদি। তখন অস্মদাদির দৃষ্টিতে শরীরে বর্ত্তমান থাকিলেও স্বদৃষ্টিতে তিনি আর শরীরী নহেন, পরন্তু বিদেহ, হইয়া পড়েন। ভগবান্ ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—"ইদং শরীরং সর্পস্থানীয়েন মুক্তেন অনাত্মভাবেন পরিত্যক্তং মৃতমিব শেতে" (ঐ ভাষ্য)। সুতরাং সদ্যোমুক্ত পুরুষের স্বদৃষ্টিতে তাঁহার শরীরপাত হইয়া গিয়াছে। তখন "জীবন্মুক্তি ইত্যাদি তাঁহার দৃষ্টিতে কল্পিত বস্তু মাত্র এবং তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্র তাঁহার দৃষ্টিতে অর্থবাদ" (সং শারীরক ৪।৩৯)। জগৎ তাঁহার নিকট দগ্ধ বস্ত্রের ন্যায়, স্বাপ্নপদার্থের স্মৃতির ন্যায়, অথবা মায়ামরীচিকার ন্যায় প্রতিভাত হইতে থাকে। ইহাই **সিদ্ধান্তসম্মত সদ্যোমুক্তাবস্থা**।

কিন্তু 'অজ্ঞানিজনবোধার্থং প্রারব্ধং বক্তি বৈ শ্রুতিঃ" (অপরোক্ষানুভূতি ৯৭)—'অস্মদাদির ন্যায় অজ্ঞানী ব্যক্তির দৃষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া শ্রুতি তাদৃশ নিগুর্ণব্রহ্মাত্মবিদের প্রারব্ধকর্ম্মের কথা বলেন'। [বিবেকচূড়ামণি ৪৬৩ ইত্যাদিও দ্রঃ]। সুতরাং অস্মদাদির দৃষ্টিতে তাদৃশ সদ্যোমুক্ত পুরুষের প্রারব্ধকর্ম্মবশে (৪।১।১১ অনারব্ধাধিকরণ) যতকাল শরীর থাকে, ততকাল তাঁহাকে বলা হয়—'জীবন্মুক্ত'। সেইহেতু তৎকালে অস্মদাদির দৃষ্টিতে তাঁহার মুক্তির আখ্যা হয়—'জীবন্মুক্তি'। আবার অস্মদাদির দৃষ্টিতে প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়ে সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের শরীর বিনষ্ট হইলে, তাঁহাকে বলা হয়—'বিদেহমুক্ত', 'নির্ব্বাণমুক্ত,' ইত্যাদি। সেইহেতু তখন তাঁহার মুক্তির আখ্যা হয় বিদেহমুক্তি, নির্ব্বাণমুক্তি, ইত্যাদি। এইরূপে ইহাই সিদ্ধ হয় যে—জীবন্মুক্তি, বিদেহমুক্তি এবং নির্ব্বাণমুক্তি প্রভৃতি উক্ত সদ্যোমুক্তিরই অস্মদাদির দৃষ্টিভেদে নামান্তর মাত্র।

সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা যে মুক্তি, তাহাকে বলে—**ক্রমমুক্তি বা অবান্তরমুক্তি**। ক্রমমুক্ত পুরুষের দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গতি, ঈশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্তি [সাযুজ্য—সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কারিত্বরূপ গুণত্রয় ব্যতিরিক্ত সমান গুণের অভিব্যক্তি।] এবং নানাপ্রকার ঐশ্বরীয় ঐশ্বর্য্যভোগান্তে (৪।৪।৭ অধিঃ) কল্পান্তে হিরণ্যগর্ভকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া নিগুর্ণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান লাভ করতঃ সদ্যোমুক্তি লব্ধ হয়। মহাপ্রলয়কালে স্বাধিকারশেষে পরমপদে প্রবিষ্ট হিরণ্যগর্ভের সহিতই ঈশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্ত সেই পুরুষও বিদেহমুক্তি লাভ করেন ; সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ তিনি আর জন্মমৃত্যুপ্রবাহে পতিত হন না। সগুণব্রহ্মবিদ্যার বলে উপাস্যসাক্ষাৎকারসমকালেই মুক্তিলাভ না হইয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি ও ঐশ্বর্য্যভোগের অনন্তর ক্রমশঃ তাহা লব্ধ হয় বলিয়া এইপ্রকার মুক্তিকে বলা হয়—ক্রমমুক্তি বা অবান্তরমুক্তি। পুরাণাদিতে কোন কোন স্থলে উপাস্যসাক্ষাৎকারদ্বারা সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে সিদ্ধ এতাদৃশ পুরুষকেও 'জীবন্মুক্ত' বলা হইয়াছে। সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি ও সারূপ্য নামধেয় আপেক্ষিক মুক্তি এবং সাযুজ্যমুক্তি বিষয়ে ৪।৪।১৭ সূত্রভাষ্যের ভাবদীপিকাতে আলোচনা করা হইবে। [বিভিন্ন আকরাবলম্বনে এই আলোচনা আমাদের]।

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১।১।১২॥

পদচ্ছেদ—আনন্দময়ঃ, অভ্যাসাৎ।

সূত্রার্থ—[তৈত্তিরীয়কে শ্রূয়তে—"অন্নময়ঃ" ইত্যাদ্যুপক্রম্য "অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ" (তৈঃ ২।৫।১) ইতি। তত্র কিম্ আনন্দময়শব্দেন 'সত্যং জ্ঞানম্' (তৈঃ ২।১) ইতি প্রকৃতং পরং ব্রহ্ম উচ্যতে, কিংবা অন্নময়াদিবৎ ব্রহ্মণঃ অর্থান্তরং জীবঃ ইতি বিশয়ে, 'অর্থান্তরম্' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **আনন্দময়ঃ** [পরমাত্মা এব, কুতঃ ?] **অভ্যাসাৎ**—আনন্দশব্দস্য ব্রহ্মণি এব বহুকৃত্বঃ অভিধানাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[তৈত্তিরীয় উপনিষদে "অন্নময়" ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া "বিজ্ঞানময় হইতে ভিন্ন, তাহারই অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা আনন্দময়", এইপ্রকার পঠিত হইতেছে। সেইস্থলে আনন্দময়-শব্দের দ্বারা কি " সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ", এইপ্রকারে প্রস্তাবিত পরব্রহ্ম কথিত হইতেছেন, কিংবা অন্নময়াদির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ জীব কথিত হইতেছে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে "ভিন্ন পদার্থ"—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **আনন্দময়ঃ**—আনন্দময় [হন পরমাত্মাই (—উপাস্য ব্রহ্মই), কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **অভ্যাসাৎ**—যেহেতু ব্রহ্মবিষয়েই আনন্দশব্দটীর বহুবার কথন হইয়াছে।

[২৭০ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

তৈত্তিরীয়কে অন্নময়ং প্রাণময়ং বিজ্ঞানময়ং চ অনুক্রম্য আম্নায়তে —"তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ" (তৈঃ ২।৫) ইতি।১ তত্র সংশয়ঃ—কিম্ ইহ আনন্দময়শব্দেন পরম্ এব ব্রহ্ম উচ্যতে, যৎ প্রকৃতং "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১) ইতি, কিংবা অন্নময়াদিবৎ ব্রহ্মণঃ অর্থান্তরম্ ইতি।২ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ?৩ ব্রহ্মণঃ অর্থান্তরম্ অমুখ্যঃ আত্মা আনন্দময়ঃ স্যাৎ।৪ কস্মাৎ ?৫ অন্নময়াদ্যমুখ্যাত্মপ্রবাহপতিতত্বাৎ।৬ অথাপি স্যাৎ—

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় ও শ্রুতিপ্রমাণানুগৃহীত প্রকরণপ্রমাণবলে আনন্দময়শব্দের অর্থ—জীব।]

তৈত্তিরীয়োপনিষদে অন্নময় প্রাণময় মনোময় এবং বিজ্ঞানময়ের অনুক্রমণ (—ক্রমশঃ বর্ণনা) করিয়া এইরূপ পঠিত হইতেছে—"সেই এই বিজ্ঞানময় হইতে ভিন্ন যে অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা, তাহা আনন্দময়", ইত্যাদি।১ সেইস্থলে সংশয় হয়—আনন্দময়শব্দের দ্বারা কি এখানে পরব্রহ্মের কথা বলা হইতেছে, যিনি "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ", এইরূপে প্রস্তাবিত হইয়াছেন ; কিম্বা অন্নময় প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন বস্তুর কথা বলা হইতেছে ?২ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ?৩ [পূর্ব্বপক্ষ—] আনন্দময় হইবে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অমুখ্য আত্মা (—জীব)।৪ তাহাতে হেতু কি ?৫ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু তাহা

শাঙ্করভাষ্যম্

সর্ব্বান্তরত্বাৎ আনন্দময়ঃ মুখ্যঃ এব আত্মা ইতি।৭ ন স্যাৎ, প্রিয়াদ্য-বয়বযোগাৎ শারীরত্বশ্রবণাৎ চ।৮ মুখ্যঃ চেৎ আত্মা আনন্দময়ঃ স্যাৎ, ন প্রিয়াদিসংস্পর্শঃ স্যাৎ।৯ ইহ তু তস্য "প্রিয়ম্ এব শিরঃ" (তৈঃ ২।৫) ইত্যাদি শ্রূয়তে।১০ শারীরত্বং চ শ্রূয়তে—"তস্য এষঃ এব শারীরঃ আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য" (তৈঃ ২।৫) ইতি।১১ তস্য পূর্ব্বস্য বিজ্ঞান-

ভাষ্যানুবাদ

অন্নময়াদি অমুখ্য আত্মার প্রবাহে (—তাহাদের বর্ণনার মধ্যে) পতিত হইয়াছে (৭)।৬

পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—আচ্ছা, এমনও তো হইতে পারে যে সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী (৮) হওয়ায় আনন্দময় হইবেন মুখ্য আত্মা (—পরমাত্মা)।৭

পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, না, তাহা হইতে পারে না, যেহেতু 'প্রিয়' প্রভৃতি অবয়বের সহিত সম্বন্ধ আছে এবং যেহেতু শারীরত্ব (—শরীর-বিশিষ্টতা) শ্রুত হইতেছে।৮ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] আনন্দময় যদি মুখ্য আত্মা (—পরমাত্মা) হইতেন, তাহা হইলে [তাঁহার সহিত] 'প্রিয়' প্রভৃতি অবয়বের সম্বন্ধ থাকিত না।৯ এখানে কিন্তু "প্রিয়ই তাঁহার মস্তক" (৯) ইত্যাদি শ্রুত হইতেছে।১০ আবার [তাঁহার] শরীরবিশিষ্টতাও শ্রুত হইতেছে; যথা— "ইহাই সেই পূর্ব্বোক্ত তাহার শরীরে অধিষ্ঠিত (১০) আত্মা, যাহা

ভাবদীপিকা

(৭) পূর্ব্বপক্ষী এখানে স্বপক্ষে সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। অন্নময়াদি অমুখ্য আত্মাসকলের সহিত একত্রে তাহাদের নিকটেই আনন্দময় আত্মাও পঠিত হওয়ায় 'সন্নিধি-পাঠরূপ' প্রমাণ আনন্দময়বাক্যস্থ আনন্দময়শব্দটীকে অমুখ্য আত্মা (—জীব) বোধনে নিয়মিত করিয়াছে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। অথবা অপরমতে—অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত আত্মাসকল 'একের অভ্যন্তরে অপরটী'—এইপ্রকারে পঠিত হওয়ায় 'কে আমার মধ্যে' এবং 'আমি কাহার মধ্যে', এইপ্রকারে তাহাদের মধ্যে পরস্পরাকাঙ্ক্ষা থাকায় এখানে 'প্রকরণপ্রমাণ' প্রদর্শিত হইল, বুঝিতে হইবে। সমানজাতীয়ের মধ্যেই পরস্পরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেইহেতু বিজ্ঞানময়-রূপ অমুখ্য আত্মার আকাঙ্ক্ষিত আনন্দময়ও হইবে অমুখ্য আত্মা, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

(৮) শঙ্কাকর্ত্তা এখানে 'সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তিত্বরূপ' পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। পরমাত্মা সকল প্রাণীর অভ্যন্তরে অবস্থিত যে মন প্রভৃতি, তাহাদেরও অভ্যন্তরে অবস্থিত হওয়ায় হন 'সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তী'। আনন্দময়ও অন্নময়াদি বিজ্ঞানময় পর্য্যন্ত সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী; সুতরাং "অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা" (তৈঃ ২।২,২।৩ ইত্যাদি) বাক্য হইতে লব্ধ 'সর্ব্বাভ্যন্তর' এই শব্দটীর অর্থগত সামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তী আনন্দময় যে পরমাত্মা, ইহাই নির্ণীত হয়।

(৯) পূর্ব্বপক্ষী এখানে 'সাবয়বত্ব'রূপ এবং (১০) এখানে 'শারীরত্ব'রূপ জীববোধক লিঙ্গ-প্রমাণদ্বয় প্রদর্শন করিলেন। অবয়বযুক্ত হওয়া এবং শরীরযুক্ত হওয়া জীবেরই ধর্ম্ম, পরমাত্মার

শাঙ্করভাষ্যম্

ময়স্য এষঃ এব শারীরঃ আত্মা যঃ এষঃ আনন্দময়ঃ ইত্যর্থঃ।১২ নচ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়সংস্পর্শঃ বারয়িতুং শক্যঃ।১৩ তস্মাৎ সংসারী এব আনন্দময়ঃ আত্মা ইতি।১৪ এবং প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে—"আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ"।১৫ পরঃ এব আত্মা আনন্দময়ঃ ভবিতুম্ অর্হতি।১৬ কুতঃ?১৭ অভ্যাসাৎ।১৮ পরস্মিন্ এব হি আত্মনি আনন্দশব্দঃ বহুকৃত্বঃ অভ্যস্যতে।১৯ আনন্দময়ং প্রস্তুত্য "রসঃ বৈ

ভাষ্যানুবাদ

আনন্দময়," ইত্যাদি।১১ [উক্ত শ্রুতিবাক্যটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন—] সেই পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানময়ের ইহাই শরীরাধিষ্ঠিত আত্মা, যিনি এই আনন্দময়, ইহাই অর্থ।১২ [কিন্তু শরীরে অধিষ্ঠিত হওয়ায় আনন্দময় পরমাত্মাও তো হইতে পারেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু সশরীর হইলে প্রিয় ও অপ্রিয়ের সংস্পর্শ নিবারণ করিতে পারা যায় না।১৩ সেইহেতু (—উক্ত সন্নিধিপাঠ প্রভৃতি প্রমাণ স্বপক্ষে (১১) থাকায়) আনন্দময় আত্মা সংসারীই (—জীবই) হইবে, ইত্যাদি।১৪

[সিঃ—আনন্দপদাভ্যাসরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে আনন্দময়ের পরমাত্মতা প্রতিপাদন।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে ইহা কথিত হইতেছে—"আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ" ইত্যাদি।১৫ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] পরমাত্মাই আনন্দময়, ইহাই সঙ্গত।১৬ তাহাতে হেতু কি?১৭ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু অভ্যাস (—পুনঃ পুনঃ বর্ণনা) আছে।১৮ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু পরমাত্মাতেই আনন্দশব্দটী বহুবার কথিত হইয়াছে।১৯ [কিন্তু আনন্দশব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ থাকিলেও 'আনন্দময়' পরমাত্মা হইবেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] অনন্দময়কে প্রস্তাব (—বর্ণিতব্য বিষয়রূপে উপস্থাপিত) করিয়া "তিনি রসস্বরূপ", এইপ্রকারে তাঁহার রসত্বের কথা বলিয়া [তদনন্তর] এইরূপ

ভাবদীপিকা

নহে। সেইহেতু "প্রিয়ই তাঁহার মস্তক", এইরূপে বর্ণিত যে সাবয়বত্ব এবং শরীরে অধিষ্ঠিতত্ব অর্থাৎ 'শারীরত্ব' (—শরীরযুক্ত হওয়া), ইহারা হইল জীববোধক অর্থগত সামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণ। এইরূপে এই লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়ের বলে আনন্দময়শব্দের অর্থ যে 'জীব', ইহা নিশ্চিত হইল।

(১১) পূর্ব্বপক্ষী পরে স্বপক্ষে 'বিকারার্থে ময়ট্‌প্রত্যয়রূপ' শ্রুতিপ্রমাণও প্রদর্শন করিবেন। ফলে পূর্ব্বপক্ষী স্বপক্ষে দুইটী লিঙ্গপ্রমাণ এবং একটী শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা অনুগৃহীত প্রকরণ [অথবা সন্নিধিপাঠ] প্রমাণবলে শঙ্কাকর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণটীকে বাধিত করিয়া জীবরূপ অর্থপ্রতিপাদনেই আনন্দময়বাক্যের অর্থপ্রত্যয়নাকাঙ্ক্ষাকে নিয়মিত করিলেন। পূর্ব্বপক্ষীর মতে—সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তিত্বশব্দের অর্থ—অন্নময়াদি কোশচতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তিত্ব, সুতরাং তাহা পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণই নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

সঃ" (তৈঃ২।৭) ইতি তস্য এব রসত্বম্ উক্ত্বা উচ্যতে—"রসং হি এব অয়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি", "কঃ হি এব অন্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদ্ এষঃ আকাশে আনন্দঃ ন স্যাৎ। এষঃ হি এব আনন্দয়াতি" (তৈঃ ২।৭), "সা এষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি" (তৈঃ ২।৮।৪), "এতম আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি" (তৈঃ ২।৮।৫), "আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি" কুতশ্চন ইতি" (তৈঃ ২।৯), "আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ" (তৈঃ ৩।৬) ইতি চ।২০ শ্রুত্যন্তরে চ "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ

ভাষ্যানুবাদ

বর্ণিত হইতেছে—"এই রসকেই লাভ করিয়া [লোকে] সুখী হয়," "যদি [হৃদয়] আকাশে এই আনন্দ (—পরমাত্মা) না থাকিতেন, তাহা হইলে কে অপান-ব্যাপার করিত, আর কেই বা প্রাণ-ব্যাপার করিত (—শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াদ্বারা জীবিত থাকিত), ইনিই [ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে] আনন্দ দান করেন," "আনন্দের সেই এই মীমাংসা (—তারতম্য বিচার) হইতেছে","এই আনন্দময় আত্মাকে উপসংক্রমণ (১২) করেন (—প্রাপ্ত হন"), "ব্রহ্মের (—ব্রহ্মাভিন্ন) আনন্দকে যিনি জানেন, তিনি কোন কিছু হইতে ভীত হন না, ইত্যাদি", এবং "আনন্দই ব্রহ্ম, ইহা অবগত হইলেন", ইত্যাদি (১৩)।২০ আর অন্য শ্রুতিতেও "ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ এবং

ভাবদীপিকা

(১২) একদেশী সিদ্ধান্তী বৃত্তিকারমতে' উপসংক্রমণ' শব্দের অর্থ 'প্রাপ্তি'। 'প্রাপ্তি'শব্দের এখানে পরিষ্কৃত অর্থ—'তদ্ব্যতিরিক্তরূপে না দেখা'। সুতরাং 'আনন্দময় আত্মাকে উপসংক্রমণ করেন', ইহার অর্থ—'আনন্দময় আত্মা ব্যতিরেকে কিছু দেখেন না'। **মুখ্যসিদ্ধান্তে** কিন্তু 'উপসংক্রমণ' শব্দের অর্থ—'বাধ'; অবিদ্যাবিভ্রমের বাধ (—নাশ) বশতঃ কোশকে প্রত্যগাত্মাতে বিলোপ করা'। কল্পিত সর্প যেমন বাধিত, অর্থাৎ অধিষ্ঠানভূত রজ্জুতে বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপ কল্পিত আনন্দময়কোশ অধিষ্ঠানভূত প্রত্যগাত্মাতে বিলুপ্ত হয়, ইহাই ভাব। 'বিবেকজ্ঞানদ্বারা তাহাতে আত্মাভিমান ত্যাগ', 'তাহাকে অতিক্রম করা', এইপ্রকার অর্থও সিদ্ধান্তপক্ষে পরিদৃষ্ট হয়। তাহাতেও তাৎপর্য্য থাকে একই। মুখ্যসিদ্ধান্তে 'প্রাপ্তি' অর্থও স্বীকৃত হইয়াছে, সেইস্থলে 'সোপাধিক ব্রহ্মপ্রাপ্তি', এইপ্রকার অর্থ পর্য্যবসিত হয়। ২ বর্ণকে ৯ এবং ১৮ সংখ্যক ভাবদীপিকা দ্রষ্টব্য।

(১৩ এখানে সিদ্ধান্ত্যেকদেশী বৃত্তিকার পক্ষের তাৎপর্য্য এই—জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের প্রকরণে পঠিত জ্যোতিঃশব্দটী যেমন লক্ষণাবৃত্তিবলে 'জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞকেই' বুঝায় (১।১।৫ অধিঃ ১৮ ভাবদীঃ), তদ্রূপ আনন্দময়ের প্রকরণে পঠিত আনন্দশব্দটীও আনন্দময়কেই বুঝাইবে। আর শ্রুতিতে বহুস্থলেই [যথা তৈঃ ৩।৬, বৃঃ ৩।৯।২১ ইত্যাদি] আনন্দশব্দটী ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রস্তাবিত আনন্দময়ের প্রকরণে পুনঃ পুনঃ শ্রুত ব্রহ্মবোধক আনন্দশব্দের প্রয়োগ বশতঃ আনন্দময় যে ব্রহ্ম, ইহাই নিশ্চিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

৩।১।২৮) ইতি ব্রহ্মণি এব আনন্দশব্দঃ দৃষ্টঃ।২১ এবম্ আনন্দশব্দস্য বহুকৃত্বঃ ব্রহ্মণি অভ্যাসাৎ আনন্দময়ঃ আত্মা ব্রহ্ম ইতি গম্যতে।২২ যৎ তু উক্তম্—অন্নময়াদ্যমুখ্যাত্মপ্রবাহপতিতত্বাৎ আনন্দময়স্যাপি অমুখ্যত্বম্ ইতি।২৩ ন অসৌ দোষঃ, আনন্দময়স্য সর্ব্বান্তরত্বাৎ।২৪ মুখ্যম্ এব হি আত্মানম্ উপদিদিক্ষু শাস্ত্রং লোকবুদ্ধিম্ অনুসরৎ, অন্নময়ম্ শরীরম অনাত্মানম্ অত্যন্তমূঢ়ানাম্ আত্মত্বেন প্রসিদ্ধম্ অনূদ্য, মূষানিষিক্তদ্রুততাম্রাদিপ্রতিমাবৎ ততঃ অন্তরং ততঃ

ভাষ্যানুবাদ

আনন্দস্বরূপ", এইপ্রকারে ব্রহ্মেই আনন্দশব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইয়াছে।২১ এই-প্রকারে আনন্দশব্দের ব্রহ্মে বহুবার অভ্যাস (১৪) থাকায় আনন্দময় আত্মা যে ব্রহ্ম, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।২২

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষিপ্রদর্শিত লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়ের অন্যথাসিদ্ধি প্রদর্শনদ্বারা স্বপ্রদর্শিত লিঙ্গপ্রমাণবলে সন্নিধিপাঠকে নিরাকরণ করতঃ আনন্দময়ের পরমাত্মতা প্রতিপাদন।]

আর যে বলা হইয়াছে—অন্নময়াদি অমুখ্য আত্মার প্রবাহে পতিত (—বর্ণিত) হওয়ায় আনন্দময়েরও অমুখ্যতা হইবে (৬ বাক্য) ইত্যাদি।২৩ [তদুত্তরে বলিব—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু আনন্দময় সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী (১৫)।২৪ মুখ্য আত্মাকেই উপদেশ করিতে ইচ্ছুক শাস্ত্র লোকবুদ্ধির অনুসরণ করতঃ অনাত্মা যে অন্নময় (—অন্নের বিকারভূত) শরীর, যাহা অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তিগণের নিকট আত্ম-রূপে প্রসিদ্ধ, তাহাকে উল্লেখ করিয়া মূষাতে (—ছাঁচে) নিক্ষিপ্ত গলিত তাম্রাদি নির্ম্মিত প্রতিমার ন্যায় তাহার অভ্যন্তরবর্ত্তী, তাহার অভ্যন্তরবর্ত্তী, এইরূপে (—অন্নময়কোশের মধ্যবর্ত্তী প্রাণময়কোশ, তাহার মধ্যবর্ত্তী মনোময়কোশ, ইত্যাদি এইরূপে) পূর্ব্ব পূর্ব্বের সহিত সমান যে পরবর্ত্তী পরবর্ত্তী [প্রাণময় মনোময়

ভাবদীপিকা

(১৪) সিদ্ধান্তী এখানে আনন্দপদাভ্যাসরূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। 'অভ্যাস' যে তাৎপর্য্যবোধক লিঙ্গসকলের মধ্যে একটী, ইহা সমন্বয়াধিকরণের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে। আনন্দশব্দের অর্থ ব্রহ্ম হওয়ায়. আনন্দপদের অভ্যাস (—পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ), যে আনন্দময়-পদবাচ্য ব্রহ্মেরই অভ্যাস, ইহা নির্ণীত হয়। সুতরাং আনন্দপদাভ্যাস হইল এখানে ব্রহ্মবোধক অর্থগত সামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণ।

(১৫) সিদ্ধান্তী এখানে ৭ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণকে [অথবা প্রকরণপ্রমাণকে] 'সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তিত্বরূপ' পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণদ্বারা বাধিত করিলেন। পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন—উহা পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণই নহে, মাত্র কোশচতুষ্টয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তিতাই উহার দ্বারা অবগত হওয়া যায় (১১ ভাবদীঃ) ইত্যাদি; তাহা নিরাকরণ করিতেছেন— **মুখ্যম্ এব**—'মুখ্য আত্মাকেই', ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্তরম্ ইতি এবং পূর্ব্বেণ পূর্ব্বেণ সমানম্ উত্তরম্ উত্তরম্ অনাত্মানম্ আত্মা ইতি গ্রাহয়ৎ, প্রতিপত্তিসৌকর্য্যাপেক্ষয়া সর্ব্বান্তরং মুখ্যম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপদিদেশ ইতি শ্লিষ্টতরম্।২৫ যথা অরুন্ধতী-নিদর্শনে বহ্বীষু অপি তারাসু অমুখ্যাসু অরুন্ধতীষু দর্শিতাসু, যা অন্ত্যা প্রদর্শ্যতে, সা মুখ্যা এব অরুন্ধতী ভবতি।২৬ এবম্ ইহাপি আনন্দময়স্য সর্ব্বান্তরত্বাৎ মুখ্যম্ আত্মত্বম্।২৭ যৎ তু ব্রূষে—প্রিয়াদীনাং শিরস্ত্বাদিকল্পনা অনুপপন্না মুখ্যস্য আত্মনঃ ইতি।২৮ অতীতানন্তরোপাধিজনিতা সা, ন স্বাভাবিকী ইতি অদোষঃ।২৯ শারীরত্বম্ অপি আনন্দময়স্য অন্নময়াদিশরীরপরম্পরয়া প্রদর্শ্য-

ভাষ্যানুবাদ

বিজ্ঞানময় কোশ প্রভৃতি] অনাত্মা, তাহাকে 'আত্মা' এইরূপে গ্রহণ করাইয়া বোধ-সৌকর্য্যের জন্য সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তী মুখ্য আনন্দময় আত্মাকে উপদেশ করিয়াছেন, ইহা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।২৫ যেমন অরুন্ধতী দৃষ্টান্তে অমুখ্য অরুন্ধতীরূপ বহু তারা প্রদর্শিত হইলে সকলের শেষে যাহা প্রদর্শিত হয়, তাহাই হয় মুখ্য অরুন্ধতী।২৬ এইপ্রকারে এখানেও সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী হওয়ায় আনন্দময়ের মুখ্য আত্মতা সিদ্ধ হয়। [সুতরাং 'সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তিত্ব'-শব্দে মাত্র কোশচতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তিত্বই বুঝায়, ইহা আর বলা যায় না বলিয়া ইহাকে মুখ্য আত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে।২৭ পূর্ব্বপক্ষী যে প্রকরণ অথবা সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণের পুষ্টিকারকরূপে 'সাবয়বত্ব' ও 'শারীরত্বরূপ' লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় (৯ ও ১০ ভাবদীঃ) প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিঘটন করিতেছেন—] আর যে বলিতেছ—প্রিয় প্রভৃতিকে মুখ্য আত্মার মস্তক প্রভৃতিরূপে কল্পনা করা অসঙ্গত (৮—১০ বাক্য) ইত্যাদি।২৮ [তাহা বলিতে পার না, যেহেতু] তাহা (— মস্তকাদি কল্পনা) অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ণিত [বিজ্ঞানময়কোশরূপ] উপাধি জনিত (—বিজ্ঞানময়কোশ-রূপ উপাধির মস্তকাদি কল্পিত হওয়ায় তন্মধ্যবর্ত্তী আনন্দময়েরও তাহা কল্পিত হইয়াছে, সেইহেতু] স্বাভাবিক নহে, অতএব দোষ হয় না। [এইরূপে মস্তকাদি অবয়ব কল্পিত হওয়ায় আনন্দময়ের সাবয়বত্ব নিরাকৃত হইল।২৯ তাঁহার সশরীরতাও নিরাকরণ করিতেছেন—] আনন্দময়ের শরীরবিশিষ্টতাও অন্নময়াদি শরীর পরম্পরাতে প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া (—অন্নময়াদি কোশরূপ শরীরাবলম্বনে আনন্দময়-আত্মার বিজ্ঞেয়তা প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া) সংসারীর (—জীবের) ন্যায় সাক্ষাদ্‌ভাবেই কিন্তু [তাঁহার শরীরবিশিষ্টতা) সিদ্ধ হয় না।৩০ সেইহেতু (—পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত সন্নিধিপাঠের, অথবা প্রকরণপ্রমাণের পুষ্টিকারক লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় অন্যথাসিদ্ধ

শাঙ্করভাষ্যম্

মানত্বাৎ, ন পুনঃ সাক্ষাদেব শারীরত্বম্ সংসারিবৎ।৩০ তস্মাৎ আনন্দময়ঃ পরঃ এব আত্মা।৩১॥১।১।১২॥

ভাষ্যানুবাদ

হইয়া পড়ায় এবং পূর্ব্বপক্ষীর অসহায় সন্নিধিপাঠ, অথবা প্রকরণপ্রমাণ, সিদ্ধান্তি-প্রদর্শিত সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তিত্বরূপ ও আনন্দপদাভ্যাসরূপ পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণবলে বাধিত হওয়ায়) আনন্দময় অবশ্যই পরমাত্মা (১৬) ॥৩১॥১।১।১২॥

বিকারশব্দান্নেতিচেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥১।১।১৩॥

পদচ্ছেদ—বিকারশব্দাৎ, ন, ইতি, চেৎ, ন, প্রাচুর্য্যাৎ।

সূত্রার্থ—ন—ন ব্রহ্ম আনন্দময়শব্দিতম্। [কুতঃ?] **বিকারশব্দাৎ**—বিকারার্থক-ময়ট্‌শব্দাৎ, [ব্রহ্মণশ্চ আনন্দবিকারত্বানুপপত্তিঃ], **ইতি চেৎ; ন,** [কস্মাৎ?] **প্রাচুর্য্যাৎ**—প্রাচুর্য্যার্থে অপি ময়ট্‌প্রত্যয়বিধানাৎ। [অতঃ আনন্দময়ঃ পরমাত্মা এব]।

অনুবাদ—ন—ব্রহ্ম আনন্দময়শব্দের বাচ্য নহেন। [কেন নহেন?] **বিকারশব্দাৎ**—যেহেতু বিকারার্থে ময়ট্‌প্রত্যয় হইয়াছে, [ব্রহ্মের কিন্তু আনন্দবিকারতা (—আনন্দের বিকার হওয়া) সঙ্গত নহে], **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয়; [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] **ন**—না, তাহা বলা চলে না, [কেন চলে না? তাহা বলিতেছেন—] **প্রাচুর্য্যাৎ**—যেহেতু প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্‌প্রত্যয়ের বিধান আছে। [অতএব আনন্দময় অবশ্যই পরমাত্মা]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অত্র আহ—ন আনন্দময়ঃ পরঃ আত্মা ভবিতুম্ অর্হতি।১ কস্মাৎ?২ বিকারশব্দাৎ।৩ প্রকৃতিবচনাৎ অয়ম্ অন্যঃ শব্দঃ বিকারবচনঃ সমধিগতঃ, আনন্দময়ঃ ইতি ময়টঃ বিকারার্থত্বাৎ।৪ তস্মাৎ অন্ন-

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—বিকারার্থে ময়ট্‌প্রত্যয়রূপ শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা পুষ্ট সন্নিধিপাঠ বা প্রকরণপ্রমাণবলে আনন্দময়ের পরমাত্মতা নিরাকরণ।]

[পূর্ব্বপক্ষী] এখানে বলেন—আনন্দময় পরমাত্মা হইতে পারে না।১ তাহাতে হেতু কি?২ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু বিকারবাচক শব্দ আছে।৩ [কোথায়? তাহা বলিতেছেন—] প্রকৃতিবচন (—'আনন্দ' এই প্রাতিপদিক) হইতে ভিন্ন যে এই [আনন্দময়] শব্দ, তাহা বিকারবাচক, ইহা সম্যগ্‌রূপে অবগত হওয়া

ভাবদীপিকা

(১৬) লক্ষ্য করিতে হইবে—১১ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রমাণ-সকলকে নিরাকরণ করিয়া সিদ্ধান্তী আনন্দপদাভ্যাস ও সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তিত্বরূপ পরমাত্মবোধক লিঙ্গ-প্রমাণদ্বয়বলে আনন্দময়পদঘটিত বাক্যের অর্থপ্রত্যয়নাকাঙ্ক্ষাকে নিয়মিত করিয়া আনন্দময়শব্দের অর্থ যে পরমাত্মা, ইহা প্রদর্শন করিলেন। পরবর্ত্তী সূত্রে পূর্ব্বপক্ষী যে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিবেন, সিদ্ধান্তী তাহাও সেইস্থলে নিরাকরণ করিবেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

ময়াদিশব্দবৎ বিকারবিষয়ঃ এব আনন্দময়শব্দঃ ইতি চেৎ ?৫ ন, প্রাচুর্য্যার্থে অপি ময়টঃ স্মরণাৎ ।৬ "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" (পাঃ সূঃ ৫।৪।২১) ইতি হি প্রচুরতায়াম্ অপি ময়ট্ স্মর্য্যতে ।৭ যথা 'অন্নময়ঃ যজ্ঞঃ' ইতি অন্নপ্রচুরঃ উচ্যতে, এবম্ আনন্দপ্রচুরং ব্রহ্ম আনন্দময়ঃ উচ্যতে ।৮ আনন্দপ্রচুরত্বং চ ব্রহ্মণঃ মনুষ্যত্বাৎ আরভ্য

ভাষ্যানুবাদ

যায়, যেহেতু 'আনন্দময়' এইস্থলে ময়ট্প্রত্যয়ের (১৭) অর্থ হয় বিকার ।৪ সেইহেতু (—শ্রুতিপ্রমাণ, সন্নিধিপাঠপ্রমাণের অথবা প্রকরণপ্রমাণের সহায়করূপে থাকায়) অন্নময়াদিশব্দের ন্যায় [বিকারের অর্থাৎ কার্য্যপদার্থের প্রকরণে পঠিত] আনন্দময়শব্দ অবশ্যই বিকারকে (—জীবরূপ কার্য্যবস্তুকে) বিষয় করে, [পরমাত্মাকে নহে], এইপ্রকার যদি বলা হয় ।৫

[সিঃ—প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্প্রত্যয়রূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে আনন্দময়ের পরমাত্মতা প্রতিপাদন ।]

সিদ্ধান্ত—না, তাহা বলা যায় না, কারণ প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্প্রত্যয়ের (১৮) স্মরণ আছে (—ব্যাকরণস্মৃতিতে বর্ণনা আছে) ।৬ যেহেতু "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" (১৯) এইস্থলে প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্প্রত্যয় স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে ।৭ [প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন অন্নপ্রচুর [যজ্ঞ], 'অন্নময় যজ্ঞ', এইরূপে বর্ণিত হয়, এইপ্রকারে আনন্দপ্রচুর (—যাঁহাতে প্রচুর আনন্দ আছে, এতাদৃশ) ব্রহ্ম 'আনন্দময়', এইরূপে বর্ণিত হইতেছেন ।৮ [কিন্তু কোন বস্তুর প্রাচুর্য্য কোনস্থলে থাকিলে, তাহার বিপরীত বস্তুর অল্পতাও বিজ্ঞাপিত

ভাবদীপিকা

(১৭) আনন্দশব্দের অর্থ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। "আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ ৩।৬) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, জীব এই আনন্দ (—ব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন ; সুতরাং তাহা ব্রহ্মের বিকার (—কার্য্য)। অতএব "আনন্দস্য বিকারঃ আনন্দময়ঃ", এই অর্থে আনন্দশব্দের উত্তর বিকারার্থে ময়ট্-প্রত্যয় হইয়াছে। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষী এখানে বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয়রূপ তদ্ধিতশ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। ফলে তাহার দ্বারা পুষ্ট পূর্ব্বপ্রদর্শিত (৭ ভাবদীঃ) সন্নিধি অথবা প্রকরণপ্রমাণ পুনঃ বলবান্ হইয়া আনন্দময়ের পরমাত্মতা নিরাকরণ করতঃ তাহার অমুখ্যাত্মতা (—জীবাত্মতা) প্রতিপাদন করিল।

(১৮) সিদ্ধান্তী এখানে স্বপক্ষে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্প্রত্যয়রূপ তদ্ধিতশ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। ফলে সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা পুষ্ট হইয়া বলবান্ হওয়ায় আনন্দময়ের পরমাত্মতাই প্রতিপাদন করিল।

(১৯) "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" (পাঃ সূঃ ৫।৪।২১) সূত্রটীর ভাবার্থ এই—যাহার প্রাচুর্য্য অভিপ্রেত, তাহাই 'প্রকৃত' শব্দটীর অর্থ। 'তৎ' এই প্রথমান্ত পদটীর সামর্থ্য হইতে

শাঙ্করভাষ্যম্

উত্তরস্মিন্ উত্তরস্মিন্ স্থানে শতগুণঃ। আনন্দঃ ইতি উক্ত্বা ব্রহ্মানন্দস্য নিরতিশয়ত্বাবধারণাৎ।৯ তস্মাৎ প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ ।১০॥১।১।১৩॥

ভাষ্যানুবাদ

হইয়া থাকে, সুতরাং আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দপ্রচুর ব্রহ্মে দুঃখের লেশও স্বীকার করিতে হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, তাহা বলা যায় না], যেহেতু মনুষ্যত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী স্থানে (—লোকসকলে) আনন্দ শতগুণ হইয়া থাকে [তৈঃ ২।৮।১-৪], ইহা বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মানন্দের নিরতিশয়তা অবধারিত হইয়াছে, ইহাই ব্রহ্মের আনন্দপ্রচুরতা (২০)।৯ সেইহেতু (—ব্রহ্ম নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ বলিয়া, আনন্দময়শব্দে] প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্‌প্রত্যয় হইয়াছে।১০॥১।১।১৩॥

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥১।১।১৪॥

পদচ্ছেদ—তদ্ধেতুব্যপদেশাৎ, চ।

সূত্রার্থ—ময়টঃ প্রাচুর্য্যার্থকত্বে হেত্বন্তরম্ আহ—] **চ** শব্দঃ—অনুক্তসমুচ্চয়ার্থঃ। [অনুক্তম্ এব স্পষ্টীকরোতি—"এষঃ হি এব আনন্দয়াতি" (তৈঃ ২।৭) ইত্যাদি শ্রুতৌ] **তদ্ধেতুব্যপদেশাৎ**—তস্য—আনন্দস্য, হেতুঃ—কারণম্ [ভাবপ্রধাননির্দ্দেশঃ অয়ম্, তথাচ—কারণত্বম্ ইত্যর্থঃ]। তস্য—কারণত্বস্য, **ব্যপদেশাৎ**—কথনাৎ, শ্রুতৌ ব্রহ্মণঃ এব আনন্দহেতুত্ব-কথনাৎ ইত্যর্থঃ। [অতঃ প্রাচুর্য্যার্থে এব ময়ট্‌প্রত্যয়ঃ যুক্তঃ। অতঃ আনন্দময়ঃ পরমাত্মা এব]।

অনুবাদ—[ময়ট্‌প্রত্যয় যে প্রাচুর্য্যার্থে হইয়াছে, সেই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] **চ**শব্দটী—যাহা বর্ণিত হয় নাই, তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য। [সেই অনুক্ত

ভাবদীপিকা

নিশ্চিত হয় যে—সেই 'প্রকৃত' বস্তুবাচক শব্দটী প্রথমাবিভক্তিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। প্রথমা-বিভক্তিযুক্ত সেই প্রকৃতের **বচনে**—প্রাচুর্য্য প্রতিপাদন অভিপ্রেত হইলে, সেই প্রথমান্ত পদের প্রাতিপদিকের উত্তর **ময়ট্**-প্রত্যয় হয়, ইহাই সূত্রার্থ। যেমন "অন্নময়ঃ যজ্ঞঃ" এইস্থলে "অন্নং প্রচুরম্ অস্মিন্", অত্রস্থ অন্নশব্দটী প্রথমাবিভক্তিযুক্ত, আর যজ্ঞে তাহারই প্রাচুর্য্য অভিপ্রেত হওয়ায়, তাহাই হয় 'প্রকৃত'। সুতরাং উক্ত প্রথমান্ত অন্নপদের প্রাতিপদিক যে "অন্ন" এই শব্দ, তাহার উত্তর ময়ট্‌প্রত্যয় হইয়া "অন্নময়ঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রস্তাবিত আনন্দময়স্থলেও তদ্রূপ, আনন্দের প্রাচুর্য্য অভিপ্রেত হওয়ায় 'আনন্দঃ প্রচুরঃ অস্মিন্', অত্রস্থ প্রথমান্ত 'আনন্দঃ' এই পদের প্রাতিপদিক যে আনন্দশব্দ, তাহার উত্তর ময়ট্‌প্রত্যয় হইয়াছে। ["প্রাচুর্য্যেণ প্রস্তুতং—প্রকৃতং, তস্য বচনম্—তৎপ্রতিপাদনম্, তত্র ময়ট্ ইত্যর্থঃ।—ভট্টোজীদীক্ষিতকৃত বৃত্তি]।

(২০) ভাব এই যে—পূর্ব্বে বর্ণিত মনুষ্যানন্দ হইতে প্রজাপতির আনন্দ (তৈঃ ২।৮।১-৪) পর্য্যন্ত আনন্দসকলে আনন্দের যে অল্পতা আছে, তাহাকে অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মে আনন্দের প্রাচুর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ নিরতিশয় আনন্দের তিনিই পরাকাষ্ঠা, দুঃখের লেশমাত্রও তাঁহাতে নাই। শ্রুতিও তাহাই বলেন, "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্" (ছাঃ ৭।২৩।১)। অতএব ব্রহ্ম যে আনন্দৈক-রস, ইহাই সিদ্ধ হয়।

বিস্পষ্টই স্পষ্ট করিতেছেন—"ইনিই আনন্দ দান করেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে] **তদ্ধেতু-ব্যপদেশাৎ**—তস্য—আনন্দের, হেতু—কারণ [ইহা ভাবপ্রধান নির্দ্দেশ; তাহাতে অর্থ হয়—কারণত্ব। অতএব] তাহার—সেই আনন্দকারণতার, ব্যপদেশাৎ—বর্ণনা থাকায়, অর্থাৎ ব্রহ্মেরই আনন্দহেতুতা শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় [এখানে প্রাচুর্য্য অর্থেই ময়ট্প্রত্যয় সঙ্গত। অতএব আনন্দময় অবশ্যই পরমাত্মা]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্, যস্মাৎ আনন্দহেতুত্বং ব্রহ্মণঃ ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ—"এষঃ হি এব আনন্দয়াতি" (তৈঃ ২।৭) ইতি ।১ আনন্দয়তি ইত্যর্থঃ।২ যঃ হি অন্যান্ আনন্দয়তি, সঃ প্রচুরানন্দঃ ইতি প্রসিদ্ধং ভবতি।৩ যথা লোকে যঃ অন্যেষাং ধনিকত্বম্ আপাদয়তি, সঃ প্রচুরধনঃ ইতি গম্যতে, তদ্বৎ।৪ তস্মাৎ প্রাচুর্য্যার্থে অপি ময়টঃ সম্ভবাৎ আনন্দময়ঃ পরঃ এব আত্মা।৫॥১।১।১৪॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'আনন্দদাতৃত্ব'রূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্-প্রত্যয়পক্ষের সমর্থন।]

[আচ্ছা, মনোময় ও প্রাণময়াদিস্থলে তো জীবে মনের ও প্রাণের প্রাচুর্য্য সম্ভব না হওয়ায় প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ স্বীকৃত হয় না। তৎপ্রবাহে পতিত আনন্দময়েই বা প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্প্রত্যয় হইবে কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এইহেতু-বশতঃ [আনন্দময়শব্দে] প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্প্রত্যয় স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু শ্রুতি ব্রহ্মের আনন্দহেতুতার কথা বর্ণনা করিতেছেন, যথা—"ইনিই [ধর্ম্মানুসারে] আনন্দ দান করেন" (২১), ইত্যাদি।১ ['আনন্দয়াতি' পদটী ছান্দস, তাহাকে] 'আনন্দয়তি' এইপ্রকার বুঝিতে হইবে।২ কিন্তু ব্রহ্ম লৌকিক আনন্দের হেতু হইলেও, আনন্দময়শব্দে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্প্রত্যয় হইবে কেন? তাহা বলিতেছেন—] দেখ, যিনি অন্যকে আনন্দ দান করেন, তিনি প্রচুর আনন্দযুক্ত, ইহা প্রসিদ্ধ।৩ যেমন লোকমধ্যে যিনি অপর সকলের ধনিকত্ব সম্পাদন করেন, তিনি যে প্রচুর ধনবিশিষ্ট, ইহা অবগত হওয়া যায়; তদ্রূপ 'সকলকে আনন্দদানকারি ব্রহ্ম অবশ্যই প্রচুর আনন্দবিশিষ্ট', ইহা নিশ্চিত হয়।৪ সেইহেতু (—প্রমাণান্তরের দ্বারাও সমর্থিত হয় বলিয়া) প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্প্রত্যয় সম্ভব হওয়ায় আনন্দময় অবশ্যই পরমাত্মা (—আনন্দপ্রচুর ব্রহ্ম আনন্দময়শব্দে অভিহিত হইতেছেন)।৫ ॥১।১।১৪॥

ভাবদীপিকা

(২১) সিদ্ধান্তী এখানে আনন্দময়পদে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্প্রত্যয়ের সমর্থকরূপে 'আনন্দ-দাতৃত্বরূপ' লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। ইহাকে অর্থগত সামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। কি প্রকার অর্থ তাহা দ্যোতন করে, তাহা পরবর্ত্তী ভাষ্যমধ্যে প্রদর্শিত হইতেছে।

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥১।১।১৫॥

পদচ্ছেদ—মান্ত্রবর্ণিকম্, এব, চ, গীয়তে।

সূত্রার্থ—[মধ্যে প্রসঙ্গান্তরব্যবধানাৎ প্রকরণবিচ্ছেদাশঙ্কানিরাসায় পূর্ব্বাপরানুসন্ধানং করোতি—ইতঃ অপি আনন্দময়ঃ পরমাত্মা এব, যস্মাৎ] **মান্ত্রবর্ণিকম্ এব**—"ব্রহ্মবিদ আপ্নোতি পরম্....সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১) ইতি অস্মিন্ মন্ত্রবর্ণে প্রতিপাদ্যং, [যৎ ব্রহ্ম] তদেব, ["অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ" (তৈঃ ২।৫) ইতি ব্রাহ্মণবাক্যে] **গীয়তে**—বর্ণ্যতে, [মন্ত্রব্রাহ্মণয়োঃ ঐকার্থ্যাৎ]। **চকারঃ**—সমুচ্চয়ার্থঃ।

অনুবাদ—[মধ্যে প্রাচুর্য্যার্থক তদ্ধিতশ্রুতিপ্রমাণের সমর্থনরূপ] অন্যপ্রসঙ্গের দ্বারা ব্যবহিত হওয়ায় প্রকরণবিচ্ছেদের আশঙ্কাকে নিরাকরণ করিবার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী গ্রন্থকে একীভূত করতঃ চিন্তা (—বিচার) করিতেছেন—আর এইহেতুবশতঃও আনন্দময় পরমাত্মাই; যেহেতু] **মান্ত্রবর্ণিকম্ এব**—"ব্রহ্মবিদ্ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন....ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ", ইত্যাদি এই মন্ত্রে প্রতিপাদ্য [যে ব্রহ্ম] তিনিই, ["অভ্যন্তর-বর্ত্তী অন্য আত্মা আনন্দময়", এই ব্রাহ্মণবাক্যে] **গীয়তে**—বর্ণিত হইতেছেন, [যেহেতু মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ হয় একই অর্থের প্রতিপাদক]। **চকারটী**—সমুচ্চয়ের জন্য (—আনন্দময়ের ব্রহ্মতা সিদ্ধির জন্য এই যুক্তিটীকেও গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা সূচিত করিবার জন্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ আনন্দময়ঃ পরঃ এব আত্মা।১ যস্মাৎ "ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্", ইতি উপক্রম্য "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১) ইতি অস্মিন্ মন্ত্রে যৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্তবিশেষণৈঃ নির্দ্ধারিতং, যস্মাৎ আকাশাদিক্রমেণ স্থাবরজঙ্গমানি ভূতানি অজায়ন্ত, যৎ চ ভূতানি সৃষ্ট্বা তানি অনুপ্রবিশ্য গুহায়াম্ অবস্থিতং,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের পরস্পরাকাঙ্ক্ষারূপ প্রকরণপ্রমাণ ও যথাসংখ্যাপাঠরূপ স্থানপ্রমাণের বলে আনন্দময়ের ব্রহ্মতা প্রতিপাদন।]

আর এই হেতুবশতঃও আনন্দময় পরমাত্মাই।১ যেহেতু "ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত-স্বরূপ", ইত্যাদি এই মন্ত্রে প্রস্তাবিত যে ব্রহ্ম সত্য,জ্ঞান ও অনন্তরূপ বিশেষণসকলের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছেন, যাঁহা হইতে আকাশাদিক্রমে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসকল জন্মলাভ করিয়াছে, আর যিনি প্রাণীসকলকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ

ভাবদীপিকা

এইপ্রকারে সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে প্রদর্শিত 'প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্' এই তদ্ধিতশ্রুতিপ্রমাণটীকে লিঙ্গ-প্রমাণরূপ একটী সহায়ক প্রদান করিলেন। ফলে পূর্ব্বপক্ষীর 'বিকারার্থে ময়ট্' এই তদ্ধিত-শ্রুতিপ্রমাণটী অসহায় হওয়ায় নিরাকৃত হইয়া পড়িল, অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত সন্নিধি-পাঠের, অথবা প্রকরণের সহায়ক হইয়া আকাঙ্ক্ষাকে স্বপক্ষানুকূল করিতে পারিল না।

শাঙ্করভাষ্যম্

সর্ব্বান্তরং, যস্য বিজ্ঞানায় 'অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা, অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা' ইতি প্রক্রান্তং, তৎ মান্ত্রবর্ণিকম্ এব ব্রহ্ম ইহ গীয়তে "অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ" (তৈঃ ২।৫) ইতি ।২ মন্ত্রব্রাহ্মণয়োঃ চ একার্থত্বং যুক্তম্, অবিরোধাৎ ।৩ অন্যথা হি প্রকৃতহানাপ্রকৃত-প্রক্রিয়ে স্যাতাম্ ।৪ ন চ অন্নময়াদিভ্যঃ ইব আনন্দময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা অভিধীয়তে।৫ এতন্নিষ্ঠা এব চ "সা এষা ভার্গবী

ভাষ্যানুবাদ

করতঃ [হৃদয়রূপ] গুহাতে অবস্থিত আছেন, যিনি সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী, যাঁহার (—যদ্বিষয়ক) বিজ্ঞানের জন্য 'তাহা হইতে ভিন্ন তাহার অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা', 'তাহা হইতে ভিন্ন তাহার অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা', এইপ্রকারে বর্ণনারম্ভ হইয়াছে, সেই মন্ত্রবর্ণে প্রতিপাদিত ব্রহ্মই ["বিজ্ঞানময় হইতে] ভিন্ন তন্মধ্যবর্ত্তী আত্মা আনন্দময়", ইত্যাদি এইস্থলে (—এই ব্রাহ্মণবাক্যে) গীত (—বর্ণিত) হইতে-ছেন (২২) ।২ আর অবিরোধবশতঃ (—বেদের ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যানস্বরূপ হওয়ায় তাহাদের মধ্যে ব্যাখ্যাতৃ-ব্যাখ্যেয়ভাববশতঃ) মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের একার্থ-প্রতিপাদকতা (—একবাক্যতা) যুক্তিসঙ্গত ।৩ অন্যথা (—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বিভিন্ন অর্থ প্রতিপাদন করিলে) প্রস্তাবিতের ত্যাগ এবং অপ্রস্তাবিতের প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে (—যাহা প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করা হইতেছে, তাহা প্রতিপাদিত হইবে না এবং যাহা প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করা হইতেছে না, তাহা প্রতিপাদন করা হইবে, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়িবে ।৪ আচ্ছা, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের একার্থপ্রতিপাদকতার বলে অন্নময় প্রভৃতিকেও ব্রহ্মরূপে স্বীকার করিতেছ না কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর অন্নময় প্রভৃতি হইতে যে প্রকার হইয়াছে (—তাহাদের বেলায় যে প্রকার তদ্ব্যতিরিক্ত অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা বর্ণিত হইয়াছেন), সেই প্রকারে আনন্দময় হইতে ভিন্ন অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা বর্ণিত হইতেছেন না, [সেইহেতু অন্নময় প্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা যায় না, কিন্তু সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী হওয়ায় আনন্দময়কে তদ্রূপে স্বীকার করিতে হয়] ।৫ আর "সেই এই ভৃগুকর্ত্তৃক বিজ্ঞাত

ভাবদীপিকা

(২২) সিদ্ধান্তী এখানে স্বপক্ষে প্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। বেদের মন্ত্রভাগে যাহা পঠিত হয়, ব্রাহ্মণভাগে তাহাই ব্যাখ্যাত ও বিনিযুক্ত হয় বলিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা থাকে। ফলে এইস্থলে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের পরস্পরাকাঙ্ক্ষারূপ প্রকরণপ্রমাণ আছে বুঝিতে হইবে। আর এই প্রকরণপ্রমাণটী হইল একবাক্যতাপুষ্ট, ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। এই একবাক্যতা পরে ভাষ্যমধ্যেই বর্ণিত হইতেছে। সিদ্ধান্তপক্ষের এই একবাক্যতাপুষ্ট প্রকরণপ্রমাণ পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রকরণপ্রমাণাপেক্ষা (৭ ভাবদীঃ) বলবান্ হইয়া পড়িল।

শাঙ্করভাষ্যম্

বারুণী বিদ্যা"(তৈঃ ৩।৬)।৬ তস্মাৎ আনন্দময়ঃ পরঃ এব আত্মা।৭॥১।১।১৫॥

ভাষ্যানুবাদ

ও বরুণকর্তৃক উপদিষ্ট বিদ্যা" ইহাতেই (—এই আনন্দময় আত্মাতেই) পরিসমাপ্ত হইয়াছে (২৩)।৬ সেইহেতু (—স্বপক্ষে একবাক্যতাপুষ্ট প্রকরণপ্রমাণ ও যথা-সংখ্যাপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ থাকায়) আনন্দময় অবশ্যই পরমাত্মা।৭॥১।১।১৫॥

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥১।১।১৬॥

পদচ্ছেদ—ন, ইতরঃ, অনুপপত্তেঃ।

সূত্রার্থ—[ইতশ্চ আনন্দময়ঃ পরঃ এব আত্মা, ন জীবঃ ইতি আহ—] **ইতরঃ**—ঈশ্বরাৎ ইতরঃ—ভিন্নঃ জীবঃ, **ন**—ন আনন্দময়ঃ [ভবতি। কুতঃ?] **অনুপপত্তেঃ**—"সঃ অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (তৈঃ ২।৬) ইতি শ্রূয়মাণস্য সৃষ্টেঃ প্রাক্ কাময়িতৃত্বাদেঃ অসম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[আর এইহেতুবশতঃও আনন্দময় পরমাত্মাই, জীব নহে, ইহা বলিতেছেন—] **ইতরঃ** ঈশ্বর হইতে ইতর—ভিন্ন জীব, **ন**—আনন্দময় নহে। [কেন নহে? তাহা বলিতেছেন—] **অনুপপত্তেঃ**—যেহেতু "তিনি কামনা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, উৎপন্ন হইব", এইপ্রকারে শ্রুতিতে বর্ণিত যে সৃষ্টির পূর্ব্বে কাময়িতৃত্ব (—কামনার কর্তৃত্ব) প্রভৃতি, তাহা [জীবে] সম্ভব নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ আনন্দময়ঃ পরঃ এব আত্মা, ন ইতরঃ।১ ইতরঃ ঈশ্বরাৎ অন্যঃ সংসারী জীবঃ ইত্যর্থঃ।২ ন জীবঃ আনন্দময়শব্দেন অভিধীয়তে।৩ কস্মাৎ?৪ অনুপপত্তেঃ।৫ আনন্দময়ং হি প্রকৃত্য শ্রূয়তে—"সঃ অকাময়ত, বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। সঃ তপঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—জীবে জগৎস্রষ্টৃত্বাদি সম্ভব না হওয়ায় জগৎস্রষ্টা আনন্দময় জীব নহে, কিন্তু পরমাত্মা।]

আর এইহেতুবশতঃও আনন্দময় অবশ্যই পরমাত্মা, কিন্তু ইতর নহে।১ 'ইতর' শব্দের অর্থ—ঈশ্বর হইতে ভিন্ন সংসারী জীব।২ [তাহাতে সূত্রের প্রথমাংশের অর্থ হইল—] আনন্দময়শব্দের দ্বারা জীব অভিহিত হইতেছে না।৩ তাহাতে হেতু কি?৪ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে।৫ [কেন নহে? তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু আনন্দময়কে প্রস্তাব করিয়া (—বর্ণনীয় বিষয়রূপে

ভাবদীপিকা

(২৩) সিদ্ধান্তী এখানে যথাসংখ্যাপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদে ব্রহ্মানন্দবল্লীতে পঞ্চম পর্য্যায়ে যে আনন্দময়রূপ পরমাত্মা বর্ণিত হইয়াছেন, ভৃগুবল্লীতেও পঞ্চম পর্য্যায়ে তাহাই বর্ণিত হওয়ায় 'যথাসংখ্যাপাঠ' সিদ্ধ হয়। ভৃগুবল্লীতে উক্তস্থলে (৩।৬) পঠিত আনন্দশব্দ যে আনন্দময়ের বোধক, ইহা ১৩ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতপ্যত, সঃ তপঃ তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত, যদ্ ইদং কিঞ্চ" (তৈঃ ২।৬) ইতি ।৬ তত্র প্রাক্ শরীরাদ্যুৎপত্তেঃ অভিধ্যানং, সৃজ্যমানানাং চ বিকারাণাং স্রষ্টুঃ অব্যতিরেকঃ, সর্ব্ববিকার-সৃষ্টিশ্চ ন পরস্মাৎ আত্মনঃ অন্যত্র উপপদ্যতে ।৭॥১।১।১৬॥

ভাষ্যানুবাদ

উপন্যস্ত করিয়া) শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে—"তিনি কামনা করিয়াছিলেন, 'আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব', তিনি তপস্যা (—সৃজ্যমান জগদ্রচনাবিষয়ে আলোচনাত্মক ঈক্ষণ) করিয়াছিলেন; তপস্যা করিয়া তিনি এই যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হইতেছে, এই সকলকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন", ইত্যাদি ।৬ সেইস্থলে (—উক্ত তৈঃ ২।৬ শ্রুতিতে, বর্ণিত] শরীর প্রভৃতির উৎপত্তির পূর্ব্বে অভিধ্যান (—সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তন), সৃজ্যমান বিকার (—কার্য্যবস্তু) সকলের স্রষ্টা হইতে অভিন্নতা, এবং যাবতীয় কার্য্যপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, ইত্যাদি এই সকল পরমাত্মা হইতে ভিন্নস্থলে (—জীবে) যুক্তিসঙ্গত হয় না ।৭॥১।১।১৬॥

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥১।১।১৭॥

পদচ্ছেদ—ভেদব্যপদেশাৎ, চ।

সূত্রার্থ—[ইতশ্চ ন আনন্দময়ঃ জীবঃ। কুতঃ? উচ্যতে—"রসঃ বৈ সঃ, রসং হি এব অয়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি" (তৈঃ ২।৭) ইতি শ্রুতৌ] **ভেদব্যপদেশাৎ**—লব্ধৃ-লব্ধব্যত্বেন জীবানন্দময়য়োঃ ভেদকথনাৎ। **চকারঃ**—সঙ্কোচানুপপত্ত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[আর এইহেতুবশতঃও আনন্দময় জীব নহে। কোন্ হেতুবশতঃ? তাহা বলা হইতেছে—"তিনি রসস্বরূপ, এই রসকে লাভ করিয়া ইহা (—এই জীব) আনন্দিত হয়", এই শ্রুতিতে] **ভেদব্যপদেশাৎ**—যেহেতু লব্ধা এবং লব্ধব্যরূপে জীব ও আনন্দময়ের মধ্যে ভেদ বর্ণিত হইতেছে। **চকারটী**—['ব্রহ্ম হইতে জীব পরমার্থতঃ ভিন্ন', অদ্বৈততত্ত্বের এতাদৃশ] সঙ্কোচের অনুপপত্তি প্রদর্শনের জন্য।

শাঙ্করভাষ্যম

ইতশ্চ ন আনন্দময়ঃ সংসারী ।১ যস্মাৎ আনন্দময়াধিকারে "রসঃ বৈ সঃ, রসং হি এব অয়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি" (তৈঃ ২।৭) ইতি জীবানন্দময়ৌ ভেদেন ব্যপদিশতি ।২ ন হি লব্ধা এব লব্ধব্যঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—লব্ধব্য আনন্দময় হইতে লব্ধা জীবের বিভিন্নতা শ্রুতিসিদ্ধ হওয়ায় আনন্দময় জীব নহে, পরন্তু ব্রহ্ম।]

আর এইহেতুবশতঃও আনন্দময় জীব নহেন।১ যেহেতু আনন্দময়ের অধিকারে (—প্রকরণে) "তিনি রসস্বরূপ, এই রসকে লাভ করিয়া ইহা (—জীব) আনন্দিত হয়", এইপ্রকারে [শ্রুতি] জীব ও আনন্দময়কে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিতেছেন।২

শাঙ্করভাষ্যম্

ভবতি।।৩ কথং তর্হি "আত্মা অন্বেষ্টব্যঃ" 'আত্মলাভাৎ ন পরং বিদ্যতে' ইতি শ্রুতিস্মৃতী, যাবতা 'ন লব্ধা এব লব্ধব্যঃ ভবতি' ইতি উক্তম্?৪ বাঢ়ম্, তথাপি আত্মনঃ অপ্রচ্যুতাত্মভাবস্য এব সতঃ তত্ত্বানববোধনিমিত্তঃ দেহাদিষু অনাত্মসু আত্মত্বনিশ্চয়ঃ লৌকিকঃ দৃষ্টঃ।৫ তেন দেহাদিভূতস্য আত্মনঃ অপি 'আত্মা অনন্বিষ্টঃ অন্বেষ্টব্যঃ', 'অলব্ধঃ লব্ধব্যঃ', 'অশ্রুতঃ শ্রোতব্যঃ', 'অমতঃ মন্তব্যঃ', 'অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞাতব্যঃ', ইত্যাদিভেদব্যপ-

ভাষ্যানুবাদ

দেখ, যিনি লাভকর্ত্তা, তিনিই আর লব্ধব্য বস্তু হইতে পারেন না।৩ [অতএব লব্ধা জীব হইতে ভিন্ন যে লব্ধব্য আনন্দময়, তাঁহার পরমাত্মতাই সিদ্ধ হয়]।

[শঙ্কা—তোমাদের অদ্বৈতবাদে লব্ধাই লব্ধব্য না হইলে, জীব স্বাভিন্ন পরমাত্মাকে কি প্রকারে লাভ করিবে ?]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—আচ্ছা, তাহা হইলে (—লব্ধাই লব্ধব্য বস্তু না হইলে) "আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে" (বৃঃ ২।৪।৫), 'আত্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই বিদ্যমান নাই' (গীতা ৬।২২), ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি কি প্রকারে উপপন্ন হইবে ? যেহেতু লাভকর্ত্তাই লব্ধব্য (—লাভক্রিয়ার কর্ম্ম) হইতে পারে না, ইহা বলা হইয়াছে।৪

[সিঃ—জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মাভিন্ন হইলেও অবিদ্যাকৃত দেহাদি-উপাধিসম্বন্ধরূপ ভ্রান্তিবশতঃ ব্রহ্ম হইতে যেন ভিন্নই হইয়া পড়ে বলিয়া জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে লব্ধৃ-লব্ধব্যভাব সম্ভব হওয়ায় অদ্বৈতবাদে কোনপ্রকার অসঙ্গতি নাই।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—সত্যই বলিয়াছ, কিন্তু তাহা হইলেও (—জীব ও ব্রহ্মরূপ লব্ধা ও লব্ধব্য অভিন্ন হইলেও) যাঁহার আত্মভাব (—অখণ্ডৈকরসস্বরূপতা) প্রচ্যুত (—বিনষ্ট) হয় নাই, এতাদৃশ যে সৎস্বরূপ আত্মা, তাঁহারই তত্ত্বের (—স্বস্বরূপের) অজ্ঞানরূপ নিমিত্তবশতঃ দেহাদি অনাত্মপদার্থসকলে লৌকিক (—লোকমধ্যে পারদৃষ্ট ভ্রমাত্মক) আত্মত্বনিশ্চয় পরিদৃষ্ট হয়।৫ সেইহেতু দেহাদিস্বরূপতাপ্রাপ্ত (—অজ্ঞানজনিত ভ্রমবশতঃ দেহ প্রভৃতিতে তাদাত্ম্যাভিমানসম্পন্ন) যে আত্মা (—জীব), তাহার পক্ষেও 'আত্মা (—নিজের যথার্থস্বরূপ) অন্বেষিত হয় নাই, সেইহেতু [দেহাদি-উপাধি হইতে ভিন্নরূপে তাহা হয়] অন্বেষণীয় (—জ্ঞেয়'); [দেহাদি হইতে ভিন্নরূপে] 'লব্ধ হয় নাই, সেইহেতু [বিবেকজ্ঞানের দ্বারা তাহা হয়] লব্ধব্য (—সাক্ষাৎকরণযোগ্য'); 'শ্রুত হন নাই, সেইহেতু [অপরোক্ষসাক্ষাৎকারের জন্য] শ্রোতব্য ; মত (—মননাত্মক বিচারের বিষয়ীভূত) হন নাই, সেইহেতু মন্তব্য ; বিজ্ঞাত (—নিদিধ্যাসনের বিষয়) হন নাই, সেইহেতু বিজ্ঞাতব্য ইত্যাদিপ্রকারে ভেদের কথন হয় যুক্তিসঙ্গত।৬ [আচ্ছা, এইপ্রকারে জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে অজ্ঞানকৃত কল্পিত ভেদ স্বীকার করতঃ লব্ধা ও লব্ধব্যভাব অঙ্গীকার করিবার আবশ্যকতা কি ? সেই ভেদ পারমার্থিকই হউক ? তদুত্তরে

শাঙ্করভাষ্যম্

দেশঃ উপপদ্যতে ।৬ প্রতিষিধ্যতে এব তু পরমার্থতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ পরমেশ্বরাৎ অন্যঃ দ্রষ্টা শ্রোতা বা, "ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা" (বৃঃ ৩।৭।২৩) ইত্যাদিনা ।৭ পরমেশ্বরস্তু অবিদ্যাকল্পিতাৎ শারীরাৎ কর্ত্তুঃ ভোক্তুঃ বিজ্ঞানাত্মাখ্যাৎ অন্যঃ ।৮ যথা মায়াবিনঃ চর্ম্ম-খড়্গধরাৎ সূত্রেণ আকাশম্ অধিরোহতঃ, সঃ এব মায়াবী পরমার্থ-

ভাষ্যানুবাদ

বলিতেছেন—] পরমার্থতঃ কিন্তু সর্ববিজ্ঞ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা অথবা শ্রোতা, "ইঁহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা কেহ নাই", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রতিষিদ্ধ হইতেছে।৭ [আচ্ছা, দ্রষ্টা জীব যদি পরমার্থতঃ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরও জীব হইতে ভিন্ন হইবেন না, ফলে তিনিও জীববৎ অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা হইয়া পড়িবেন। এতদুত্তরে বলিতেছেন—] পরমেশ্বর কিন্তু অবিদ্যাকল্পিত কর্ত্তা, ভোক্তা ও বিজ্ঞানাত্মা নামে অভিহিত জীব হইতে ভিন্ন (২৪)।৮ যেমন চর্ম্ম (—ঢাল) ও খড়্গধারী এবং সূত্রের দ্বারা আকাশে আরোহণকারী মায়াবী (—ইন্দ্রজালোৎপন্নপুরুষ) হইতে ভূমিতে অবস্থিত সেই যথার্থ মায়াবী হয় ভিন্ন।৯

ভাবদীপিকা

(২৪) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কল্পিত বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হয় না, কিন্তু কল্পিত বস্তুর সত্তা ব্যতিরেকেই তন্নিরপেক্ষভাবে অধিষ্ঠানের সত্তা সিদ্ধ হয়, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। অতএব অধিষ্ঠানব্যতিরেকে কল্পিত বস্তুর সত্তা না থাকায় অবিদ্যাকল্পিত জীব অধিষ্ঠান ব্রহ্ম হইতে অভিন্নই হইয়া থাকে। যেমন রজ্জুসর্পস্থলে কল্পিত সর্প অধিষ্ঠান রজ্জু হইতে হয় পরমার্থতঃ অভিন্নই। রজ্জুব্যতিরেকে সেই সর্পের পারমার্থিক কোন সত্তাই নাই। ["তে তৎ প্রত্যাখ্যানে ন স্তঃ এব ইতি", ইত্যাদি তৈঃ ২।৬ ভাষ্য দ্রষ্টব্য]। কিন্তু তাহা হইলেও রজ্জু সত্যই সর্প হইয়া পড়ে না, তাহা সেই কল্পিতসর্পনিরপেক্ষ হইয়া তাহা হইতে ভিন্নরূপেই অবস্থান করতঃ সেই কল্পিত সর্পের সত্তা ও প্রকাশ সম্পাদন করে। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ অধিষ্ঠান পরমেশ্বর, কল্পিত যে জীব, তন্নিরপেক্ষ হইয়া তাহা হইতে ভিন্নরূপে অবস্থান করতঃ তাহার সত্তা ও প্রকাশ সম্পাদন করেন, তিনি সত্যই জীব হইয়া পড়েন না। বিম্ব-প্রতিবিম্ব দৃষ্টান্তস্থলেও তদ্রূপ বিম্বব্যতিরেকে প্রতিবিম্বের কোনপ্রকার স্বাধীন সত্তা না থাকায় প্রতিবিম্ব বিম্ব হইতে অভিন্ন হইলেও, বিম্ব কিন্তু প্রতিবিম্ব হইয়া পড়ে না, কারণ তাহা প্রতিবিম্বনিরপেক্ষ, প্রতিবিম্ব না থাকিলেও বিম্ব বর্ত্তমান থাকেই। যেমন জলমধ্যগত প্রতিবিম্ব সূর্য্য থাকুক বা নাই থাকুক, আকাশস্থ সূর্য্য তন্নিরপেক্ষভাবে বর্ত্তমান থাকেই, তাহা কখনও জলমধ্যগত প্রতিবিম্বস্বরূপ হইয়া পড়ে না। এইরূপে দৃষ্টান্ত রজ্জুস্থানীয়, বা বিম্বস্থানীয় ঈশ্বর সত্যসত্যই জীবাভিন্ন হন না বলিয়া তাঁহার মিথ্যাত্বসম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। "ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থঃ" (গীতা ৯।৫) ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে এই তত্ত্বটী পরিস্ফুট হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—যথা—'যেমন' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

রূপঃ ভূমিষ্ঠঃ অন্যঃ।৯ যথা বা ঘটাকাশাৎ উপাধিপরিচ্ছিন্নাৎ অনুপাধিঃ অপরিচ্ছিন্নঃ আকাশঃ অন্যঃ।১০ ঈদৃশং চ বিজ্ঞানাত্ম-পরমাত্মভেদম্ আশ্রিত্য "নেতরোঽনুপপত্তেঃ"(১।১।১৬) "ভেদ-ব্যপদেশাচ্চ" (১।১।১৭) ইতি উক্তম্।১১ ॥১।১।১৭॥

ভাষ্যানুবাদ

[সূত্রারূঢ় মায়াবী যে প্রকার মিথ্যা, জীব কিন্তু সেই প্রকার মিথ্যা নহে (২৫), দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকের এইপ্রকার বিভিন্নতা থাকায় অন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] অথবা যেমন উপাধিপরিচ্ছিন্ন ঘটাকাশ হইতে উপাধিহীন অপরিচ্ছিন্ন আকাশ হয় ভিন্ন, 'প্রস্তাবিতস্থলে নিরুপাধিক পরমেশ্বরকেও তদ্রূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে'। [সুতরাং তিনি জীবের ন্যায় অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা হইয়া পড়িবেন না।১০ যদি বলা হয়—তুমি সূত্রের ব্যাখ্যাতে প্রবৃত্ত হইয়া সূত্রের বিরোধী ব্যাখ্যা করিতেছ, কারণ জীব ও পরমেশ্বরের পারমার্থিক বিভিন্নতাই সূত্রকারের অভিপ্রেত, ইহা সূত্র হইতেই অবগত হওয়া যায়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] বিজ্ঞানাত্মার (—জীবের) ও পরমাত্মার এইপ্রকার (—কল্পিত) ভেদকে অবলম্বন করিয়া "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" এবং "ভেদব্যপদেশাচ্চ", ইত্যাদি সূত্র উক্ত হইয়াছে।১১॥১।১।১৭॥

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥১।১।১৮॥

পদচ্ছেদ—কামাৎ, চ, ন, অনুমানাপেক্ষা।

সূত্রার্থ—[ননু তর্হি আনন্দময়শব্দেন আনন্দাত্মকসত্ত্বপ্রচুরং প্রধানম্ উচ্যতাম্। তত্র আহ—] **কামাৎ**—"সঃ অকাময়ত" (তৈঃ ২।৬) ইতি কাময়িতৃত্বশ্রবণাৎ, **অনুমানাপেক্ষা**—'অনুমীয়তে ইতি অনুমানম্', অনুমানৈকগম্যং প্রধানম্, তস্য 'অপেক্ষা'—আনন্দময়ত্বেন স্বীকারঃ, **ন**—ন সম্ভবতি। [ন হি অচেতনে প্রধানে কামঃ সম্ভবতি ইতি ভাবঃ]। চকারঃ—সঙ্কোচানুপপত্ত্যর্থঃ।

ভাবদীপিকা

(২৫) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—জীবকে যে অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা বলা হয়, তাহা তাহার শরীরেন্দ্রিয়াদি উপাধিকে অপেক্ষা করিয়া বলা হয়। যেমন ঘটরূপ উপাধিকে অপেক্ষা করিয়া ব্যাপক আকাশকে, অথবা দর্পণরূপ উপাধিকে অপেক্ষা করিয়া সুবৃহৎ সূর্য্যমণ্ডলকে পরিচ্ছিন্ন বলা হয়, তদ্রূপ। ঘটমধ্যগত হইলেও আকাশ এবং দর্পণমধ্যগত হইলেও সূর্য্যমণ্ডল কিন্তু স্বরূপতঃ যথাক্রমে অপরিচ্ছিন্ন ও সুবৃহৎ। জীবও তদ্রূপ স্বরূপতঃ ব্রহ্মস্বরূপ। শরীরেন্দ্রিয়াদি উপাধিপরিচ্ছিন্নরূপে যে জীব কল্পিত, তাহাই অধিষ্ঠান ব্রহ্মরূপে সত্য, তদ্রূপে তাহা কল্পিত নহে। তাহার যে শরীরাদিকৃত ব্রহ্মভিন্নতা, তাহাই কল্পিত, তাহাই অনির্ব্বচনীয়, তাহাই মিথ্যা। প্রস্তাবিত দৃষ্টান্তে ঐন্দ্রজালিক কর্তৃক মণি মন্ত্র ঔষধি ও কৌশলাদির দ্বারা প্রদর্শিত

অনুবাদ—[আচ্ছা, তাহা হইলে আনন্দাত্মক সত্ত্বগুণের প্রাচুর্য্যতাযুক্ত প্রধান আনন্দময়শব্দের দ্বারা অভিহিত হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন—] **কামাৎ**—"তিনি কামনা করিয়াছিলেন", এইপ্রকারে কাময়িতৃত্ব (— কামনাকারীতে আশ্রিত ধর্ম্ম—'কামনা') শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, **অনুমানাপেক্ষা**—'যাহাকে অনুমান করা হয়, তাহা অনুমান', অর্থাৎ একমাত্র অনুমান দ্বারা যাহাকে জানা যায়, সেই প্রধান, তাহার 'অপেক্ষা'—আনন্দময়রূপে স্বীকৃতি, **ন**—সম্ভব হয় না। [কারণ অচেতন প্রধানে কামনা সম্ভব নহে, ইহাই ভাব,]। চকারটী—আনন্দময়শব্দের অর্থ-সঙ্কোচের প্রতি এতাদৃশ অসঙ্গতি দ্যোতনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

আনন্দময়াধিকারে চ "সঃ অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (তৈঃ ২।৬) ইতি কাময়িতৃত্বনির্দ্দেশাৎ ন আনুমানিকম্ অপি সাংখ্যপরিকল্পিতম্ অচেতনং প্রধানম্ আনন্দময়ত্বেন কারণত্বেন বা অপেক্ষিতব্যম্।১ "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (১।১।৫) ইতি নিরাকৃতম্ অপি প্রধানং পূর্ব্বসূত্রোদাহৃতাং কাময়িতৃত্বশ্রুতিম্ আশ্রিত্য প্রসঙ্গাৎ পুনঃ নিরাক্রিয়তে গতিসামান্য প্রপঞ্চনায়।২॥১।১।১৮॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রসঙ্গতঃ পুনরায় প্রধানকারণবাদ নিরাকরণ ; আনন্দময় প্রধান নহে।]

আর আনন্দময়ের প্রকরণে "তিনি কামনা করিয়াছিলেন, বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব", এইপ্রকারে কামনার নির্দ্দেশ থাকায় অনুমানগম্য যে সাংখ্যগণকর্ত্তৃক পরিকল্পিত অচেতন প্রধান, তাহাকেও আনন্দময়রূপে বা [জগতের] কারণরূপে অপেক্ষা (—স্বীকার) করা উচিত নহে।১ [ঈক্ষত্যধিকরণে তো প্রধানকারণবাদ নিরাকৃত হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুক্তি করা হইতেছে কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] "ঈক্ষতের্নাশব্দম্", এই সূত্রে প্রধান নিরাকৃত হইলেও, পূর্ব্ববর্ত্তী [১।১।১৬] সূত্রে উদাহৃত [জগৎকারণের] কামনাপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যকে অবলম্বনকরতঃ গতিসামান্যকে (—চেতনই জগৎকারণ, সকল উপনিষদে সমানভাবে প্রতিপাদিত এতদ্বিষয়ক জ্ঞানকে) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার জন্য প্রসঙ্গবশতঃ [তাহা] পুনরায় নিরাকৃত হইতেছে।২॥১।১।১৮॥

ভাবদীপিকা

সূত্রারূঢ় পুরুষ কিন্তু স্বতঃই মিথ্যা, রজ্জুসর্পস্থলে রজ্জুর ন্যায় ঐন্দ্রজালিক তাহার অধিষ্ঠান* না হওয়ায় অধিষ্ঠানরূপেও তাহা সত্য নহে। ইহাই এইস্থলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের বিভিন্নতা।

* প্রস্তাবিতস্থলে কৌশলাদি দ্বারা অপর কোন বস্তু সূত্রারূঢ় মনুষ্যরূপে প্রদর্শিত হয় বলিয়া "চক্ষুসংসন্নিকৃষ্ট জপাকুসুম ও স্ফটিকস্থলে স্ফটিকের লৌহিত্যের ন্যায়" অন্যথাখ্যাতিই স্বীকার্য্য, অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি নহে। সুতরাং এখানে নিরধিষ্ঠানভ্রম স্বীকৃতিরূপ অপসিদ্ধান্ত হইতেছে না।

অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥১।১।১৯॥

পদচ্ছেদ—অস্মিন্, অস্য, চ, তদ্‌যোগম্, শাস্তি।

সূত্রার্থ—চকারঃ যুক্ত্যন্তরসমুচ্চয়ার্থঃ। ইতশ্চ ন আনন্দময়ঃ জীবঃ, প্রধানং বা ইত্যর্থঃ। [“যদা হি এব এষঃ এতস্মিন্…অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে” (তৈঃ ২।৭) ইত্যাদি শ্রুতিঃ] **অস্মিন্**—প্রকৃতে আনন্দময়ে আত্মনি, **অস্য**—প্রবুদ্ধস্য জীবস্য, **তদ্‌যোগম্**—তদাত্মনা যোগঃ, মুক্তিঃ তদ্ভাবাপত্তিঃ ইত্যর্থঃ, তম্, **শাস্তি**—উপদিশতি। [তস্মাৎ ন আনন্দময়ঃ জীবঃ প্রধানং বা, কিন্তু পরমাত্মা এব]।

অনুবাদ—চকারটী অন্য যুক্তি সমুচ্চয়ের জন্য। আর এইহেতুবশতঃও আনন্দময় জীব অথবা প্রধান নহেন, ইহাই তাহার অর্থ। [“যখনই ইনি (—সাধক জীব) ইঁহাতে (—ব্রহ্মবস্তুতে) প্রতিষ্ঠা লাভ করেন,” ইত্যাদি শ্রুতি] **অস্মিন্**—প্রস্তাবিত আনন্দময় আত্মাতে, **অস্য**—প্রবুদ্ধ জীবের, **তদ্‌যোগম্**—তদাত্মকরূপে সম্বন্ধ, অর্থাৎ মুক্তিলব্ধ হওয়ায় যে তৎস্বরূপতা প্রাপ্তি, তাহাকে, **শাস্তি**—উপদেশ করিতেছেন। [সেইহেতু আনন্দময় জীব অথবা প্রধান নহেন, কিন্তু পরমাত্মাই]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ ন প্রধানে জীবে বা আনন্দময়শব্দঃ, যস্মাৎ অস্মিন্ আনন্দময়ে প্রকৃতে আত্মনি প্রতিবুদ্ধস্য অস্য জীবস্য তদ্‌যোগং শাস্তি।১ তদাত্মনা যোগঃ—তদ্‌যোগঃ, তদ্ভাবাপত্তিঃ, মুক্তিঃ, ইত্যর্থঃ।২ তদ্‌যোগং শাস্তি শাস্ত্রম্ “যদা হি এব এষঃ এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সঃ অভয়ং গতঃ ভবতি। যদা হি এব এষঃ এতস্মিন্ উদ্ অরম্ অন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি” (তৈঃ ২।৭) ইতি।৩ এতদুক্তং ভবতি—যদা

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ— আনন্দময়স্বরূপতা প্রাপ্তির ফলে মোক্ষ হয় বলিয়া আনন্দময় পরমাত্মাই, জীব বা প্রধান নহে।]

আর এইহেতুবশতঃও প্রধানে অথবা জীবে আনন্দময়শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না, যেহেতু [শ্রুতি] প্রস্তাবিত এই আনন্দময়রূপ আত্মাতে প্রতিবুদ্ধ এই জীবের ‘তদ্‌যোগ’ উপদেশ করিতেছেন।১ [‘তদ্‌যোগ’ শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] তদাত্মকরূপে যে সম্বন্ধ, তাহাই ‘তদ্‌যোগ’, তৎস্বরূপতাপ্রাপ্তি, অর্থাৎ মুক্তি।২ শাস্ত্র ‘তদ্‌যোগকে’ উপদেশ করিতেছেন, যথা—“যখন ইনি (—সাধক জীব) অদৃশ্য (—স্থূলপ্রপঞ্চশূন্য, অবিকারী) অনাত্ম্য (—লিঙ্গশরীরশূন্য) অনিরুক্ত (—অবাচ্য, শব্দশক্তির অগম্য) এবং অনিলয়ন (—অনাধার, সর্ব্ববস্তুর নিঃশেষে লয়স্থান যে মায়া, তৎ-শূন্য) ইঁহাতে (—এই ব্রহ্মবস্তুতে) অভয়প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয়গত (—ব্রহ্মাত্মক স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত) হন। আর যখনই ইঁহাতে (—ব্রহ্মে) অল্পমাত্রও অন্তর (—ভেদদর্শন) করেন, তখন [সেই ভেদদর্শনবশতঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

এতস্মিন্ আনন্দময়ে অল্পম্ অপি অন্তরম্ অতাদাত্ম্যরূপং পশ্যতি, তদা সংসারভয়াৎ ন নিবর্ত্ততে; যদা তু এতস্মিন্ আনন্দময়ে নিরন্তরং তাদাত্ম্যেন প্রতিতিষ্ঠতি, তদা সংসারভয়াৎ নিবর্ত্ততে ইতি।৪ তচ্চ পরমাত্মপরিগ্রহে ঘটতে, ন প্রধানপরিগ্রহে জীবপরিগ্রহে বা।৫ তস্মাৎ আনন্দময়ঃ পরমাত্মা ইতি স্থিতম্।৬॥১।১।১৯॥ ইতি প্রথমবর্ণকম্। ইতি বৃত্তিকারমতম্।

ভাষ্যানুবাদ

তাঁহার ভয় হয়," ইত্যাদি।৩ এখানে তাৎপর্য্য এই—[জীব] যখন এই আনন্দময়ে অল্পমাত্রও অতাদাত্ম্যরূপ ভেদ (—ব্রহ্মস্বরূপতা হইতে এতটুকুও ভিন্নতা) দর্শন করে, তখন সংসারভয় হইতে নিবৃত্ত হয় না; কিন্তু যখন এই আনন্দময়ে নিরন্তর তদাত্মকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে (—তদভিন্নরূপে অবস্থান করে), তখন সংসারভয় হইতে নিবৃত্ত হয়।৪ আর তাহা (—সংসারভয় হইতে নিবৃত্তি, আনন্দময়শব্দে] পরমাত্মার পরিগ্রহ হইলে সম্ভব হয়, কিন্তু প্রধানের পরিগ্রহ হইলে, অথবা জীবের পরিগ্রহ হইলে সম্ভব হয় না।৫ সেইহেতু (—পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রমাণ ও যুক্তিসকল নিরাকৃত এবং স্বপক্ষে প্রদর্শিত সেইসকল প্রবল (২৬) হওয়ায়) আনন্দময় যে পরমাত্মা, ইহা সিদ্ধ হইল।৬ ॥১।১।১৯॥ আনন্দময়াধিকরণের প্রথম বর্ণকের ভাষ্যানুবাদ ও বৃত্তিকারমত (২৭) সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(২৬) পূর্ব্বপক্ষী স্বপক্ষে সাবয়বত্ব ও শারীরত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় (৯ এবং ১০ ভাবদীঃ) এবং বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয়রূপ শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা পুষ্ট (১৭ ভাবদীঃ) সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ, অথবা প্রকরণপ্রমাণের (৭ ভাবদীঃ) বলে আনন্দময়শব্দের অর্থ করিয়াছিলেন—'জীব'। সিদ্ধান্তী সাবয়বত্ব ও শারীরত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়ের অন্যথাসিদ্ধি প্রদর্শন (১।১।১২ সূত্রভাষ্যে ২৮—৩০ বাক্য) করতঃ স্বপক্ষে আনন্দপদাভ্যাস (১৪ ভাবদীঃ) এবং সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তিত্ব (১৫ ভাবদীঃ), এই লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় এবং আনন্দদাতৃত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণপুষ্ট (২১ ভাবদীঃ) প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয়রূপ শ্রুতিপ্রমাণ (১৮ ভাবদীঃ) দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর অসহায় ও দুর্ব্বল সন্নিধিপাঠকে [অথবা প্রকরণপ্রমাণকে) বাধিত করিয়া আনন্দময়শব্দের অর্থ করিলেন—'পরমাত্মা'। এই অর্থের সমর্থকরূপে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের পরস্পরাকাঙ্ক্ষারূপ প্রকরণপ্রমাণ (২২ ভাবদীঃ) এবং যথাসংখ্যাপাঠরূপ স্থানপ্রমাণও (২৩ ভাবদীঃ) প্রদর্শিত হইয়াছে। আনন্দময়শব্দে যে জীব বা প্রধান প্রতিপাদিত হয় নাই, এইবিষয়ে অন্যান্য যুক্তিসকলও ১।১।১৬ হইতে ১।১।১৯ পর্য্যন্ত সূত্রভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইপ্রকারে প্রবল প্রমাণ ও যুক্তিসকলের দ্বারা আকাঙ্ক্ষা নিয়মিত হওয়ায় "অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ" (তৈঃ ২।৫), এই বাক্যে পঠিত আনন্দময়শব্দের অর্থ যে পরমাত্মা এবং উক্ত আগমপ্রমাণদ্বারা প্রিয়শিরস্ত্বাদিগুণযুক্ত সগুণব্রহ্মের উপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহাই নির্ণীত হইল। অন্যান্য সগুণ ব্রহ্মোপাসনার ন্যায় ক্রমমুক্তিই এই উপাসনার ফল, ইহা এইপক্ষে সিদ্ধান্ত।

ভাবদীপিকা

(২৭) 'বার্ত্তিক' নামক টীকার রচয়িতা শ্রীমৎ নারায়ণানন্দ সরস্বতী ব্যতীত উপলব্ধ সকল টীকাকারের মতেই এই প্রথম বর্ণকে ভগবান্ ভাষ্যকার বৃত্তিকারের মত বর্ণনা করিয়াছেন। [এই বৃত্তিকার সম্ভবতঃ পূজ্যপাদ পাণিনির গুরু ভগবান্ উপবর্ষ]। পরবর্ত্তী বর্ণকে স্বমত ব্যক্ত করিবেন। 'বার্ত্তিক' নামক টীকার রচয়িতা কিন্তু বলেন—'এই প্রথম বর্ণকটীই ভগবান্ ভাষ্যকারের স্বমত, দ্বিতীয় বর্ণকটী বৃত্তিকারের মত'। তাঁহার মতে—'এই প্রথম বর্ণকে অবিকৃত জ্ঞেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন, উপাস্য ব্রহ্ম নহেন'। এই বিষয়ে তিনি নানা প্রবল যুক্তিসকলের অবতারণা করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু আকরে তাহা দেখিবেন। ভগবান্ ভাষ্যকারের সাক্ষাৎ শিষ্য পূজ্যপাদ সুরেশ্বরাচার্য্য-কর্তৃক তৈত্তিরীয়ভাষ্যবার্ত্তিকে 'পুচ্ছব্রহ্মবাদ' [ইহা পরবর্ত্তী বর্ণকে প্রতিপাদিত হইবে,] পরিগৃহীত হওয়ায় এবং অধিকসংখ্যক টীকাকার সমমতাবলম্বী হওয়ায় আমরা অধিকাংশের মতানুসরণকরতঃ এই প্রথম বর্ণককে 'বৃত্তিকারমতরূপে' এবং দ্বিতীয় বর্ণককে 'ভাষ্যকারমতরূপে' উল্লেখ করিতেছি। ভগবান্ ভাষ্যকার ও ভগবান্ বৃত্তিকারের ব্যাখ্যাতে যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার বীজ "প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ" ইত্যাদি ৩।৩।১২ সূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তত্রস্থ ভাবদীপিকা দ্রষ্টব্য।

প্রথম বর্ণক সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয় বর্ণকম্। [ভাষ্যকারমতম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্মই আনন্দময়রূপ জীবের অধিষ্ঠান।

অধিকরণসঙ্গতি—ঈক্ষত্যধিকরণে ঈক্ষণশব্দের মুখ্য প্রয়োগবশতঃ ব্রহ্মই জগৎকারণরূপে নিশ্চিত হওয়ায় "তত্তেজ ঐক্ষত" (ছাঃ ৬।২।৩) ইত্যাদি গৌণ ঈক্ষণবোধক বাক্যসকল যেমন প্রধানের জগৎকারণতার অনিশ্চায়ক হইয়াছে; প্রস্তাবিত অধিকরণে কিন্তু "ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।১।৩), "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।৫) ইত্যাদি বাক্যসকলে পঠিত পুচ্ছশব্দের বহুল প্রয়োগ ব্রহ্মের অবয়বতাবোধনের প্রতি তদ্রূপ অনিশ্চায়ক হইবে না (—ব্রহ্মশব্দটী আনন্দময়ের পুচ্ছরূপ অবয়বকে বুঝাইবে), কারণ পুচ্ছশব্দের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা আধার ও অবয়ব, এই উভয়প্রকার অর্থকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অন্যাঙ্গং স্বপ্রধানং বা ব্রহ্ম পুচ্ছমিতি শ্রুতম্।
স্যাদানন্দময়স্যাঙ্গং পুচ্ছেঽঙ্গত্বপ্রসিদ্ধিতঃ॥
লাঙ্গূলাসম্ভবাদত্র পুচ্ছেনাধারলক্ষণা।
আনন্দময়জীবোঽস্মিন্নাশ্রিতোঽতঃ প্রধানতা॥

অন্বয়—"ব্রহ্ম পুচ্ছম্" ইতি শ্রুতম্ অন্যাঙ্গং স্বপ্রধানং বা? পুচ্ছে অঙ্গত্বপ্রসিদ্ধতঃ আনন্দময়স্য অঙ্গং স্যাৎ। অত্র লাঙ্গূলাসম্ভবাৎ পুচ্ছেন আধারলক্ষণা। আনন্দময়জীবঃ অস্মিন্ আশ্রিতঃ, অতঃ প্রধানতা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।৫) ইতি বাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। তত্র পুচ্ছশব্দস্য শক্তিলক্ষণাবৃত্তিভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] 'ব্রহ্মপুচ্ছম্' ইতি [যৎ] শ্রুতং [ব্রহ্ম, তৎ কিম্] অন্যাঙ্গং স্বপ্রধানং বা (—তৎ কিম্ আনন্দময়স্য অঙ্গত্বেন নির্দ্দিশ্যতে, উত স্বয়ং প্রাধান্যেন প্রতিপাদ্যতে)?

পূর্ব্বপক্ষ—[পুচ্ছশব্দস্য শক্ত্যা বৃত্ত্যা অবয়বরূপঃ অর্থঃ লভ্যতে। অতঃ লোকমধ্যে] পুচ্ছে অঙ্গত্বপ্রসিদ্ধিতঃ [ব্রহ্ম] আনন্দময়স্য অঙ্গং স্যাৎ।

সিদ্ধান্ত—[ন পুচ্ছশব্দঃ অবয়ববাচী, কিন্তু লাঙ্গূলবাচী। লাঙ্গূলং তু গবাদিলক্ষণস্য অন্নময়-দেহস্য অবয়বঃ ভবতি। অতঃ] অত্র [আনন্দময়ে] লাঙ্গূলাসম্ভবাৎ [পুচ্ছশব্দস্য মুখ্যার্থতা ন সম্ভবতি। তস্মাৎ যোগ্যতাবশাৎ অত্র পঠিতেন] পুচ্ছেন [পদেন] আধারলক্ষণা [ভবতি]। আনন্দময়জীবঃ অস্মিন্ [স্বকল্পনাধিষ্ঠানে ব্রহ্মণি আধারে] আশ্রিতঃ। [ন চ আনন্দময়ঃ পরমাত্মা, প্রাচুর্য্যার্থস্বীকারে অপি অল্পদুঃখসদ্ভাবপ্রতীতেঃ]। অতঃ [আনন্দময়জীবাধারস্য ব্রহ্মণঃ] প্রধানতা [অত্র প্রতিপাদ্যতে। তথাচ—"অসন্নেব সঃ ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ" (তৈঃ ২।৬) ইত্যাদি ব্রহ্মাভ্যাসঃ, "ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্" (তৈঃ ২।১।৩) ইতি ব্রহ্মোপক্রমশ্চ অনুকূলঃ ভবতি। ইতি ভগবৎপাদীয়মতম্]।

অনুবাদ

সংশয়——["ব্রহ্ম তাঁহার প্রতিষ্ঠাভূত পুচ্ছ," এই বাক্যটী এখানে বিষয়। সেইস্থলে পুচ্ছ-শব্দের শক্তিবৃত্তি ও লক্ষণাবৃত্তির বলে সংশয় হয়—] "ব্রহ্মপুচ্ছ", এইপ্রকারে শ্রুত যে ব্রহ্ম, তিনি কি অন্যের অঙ্গ, অথবা স্বপ্রধান (—তিনি কি আনন্দময়ের অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন, অথবা স্বয়ং প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হইতেছেন) ?

পূর্ব্বপক্ষ—[পুচ্ছশব্দের শক্তিবৃত্তির দ্বারা অবয়বরূপ অর্থ লব্ধ হয়। সেইহেতু লোকমধ্যে] পুচ্ছে অঙ্গতার প্রসিদ্ধি থাকায় (—পুচ্ছশব্দে শরীরের অবয়ব জ্ঞাপিত হওয়ায়, ব্রহ্ম] আনন্দময়ের অঙ্গ হইবেন।

সিদ্ধান্ত—[পুচ্ছশব্দ অবয়ববাচী নহে (—পুচ্ছশব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ 'অবয়ব' নহে), কিন্তু তাহা লাঙ্গুলবাচী (—তাহার শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ হয়—'লাঙ্গুল')। লাঙ্গুল কিন্তু গোপ্রভৃতিরূপ অন্নময় দেহের অবয়ব। এইহেতু] এখানে (—আনন্দময়ে) লাঙ্গুল থাকা সম্ভব না হওয়ায় [পুচ্ছশব্দের মুখ্যার্থতা (—শক্তিবৃত্তির বলে লব্ধ অর্থের দ্বারা অর্থবান্ হওয়া) সম্ভব হয় না। সেইহেতু যোগ্যতা-বশতঃ এখানে] পুচ্ছপদের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা আধাররূপ অর্থকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আনন্দময়রূপ জীব ইহাতে (—নিজে যাহাতে কল্পিত হইয়াছে, সেই কল্পনাধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মরূপ আধারে) আশ্রিত। [আনন্দময় কিন্তু পরমাত্মা নহে, কারণ ময়ট্প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যরূপ অর্থ স্বীকার করিলেও অল্প-পরিমাণ দুঃখের অস্তিত্ব প্রতীত হয়]। সেইহেতু [আনন্দময়রূপ জীবের আধারভূত ব্রহ্মের] প্রধানতা (—মুখ্যতা) এখানে প্রতিপাদিত হইতেছে। [আর তাহা স্বীকার করিলেই—"ব্রহ্মকে যিনি অসৎ বলিয়া জানেন, তিনি অসৎই (—পুরুষার্থের সহিত সম্বন্ধশূন্য অসাধুই) হইয়া যান। আর ব্রহ্ম আছেন (—তিনি সৎ-স্বরূপ) ইহা যদি জানেন, তাহা হইলে [ব্রহ্মবিদ্গণ] তাঁহাকে সন্তরূপে বিদ্যমান (—পরব্রহ্মের সহিত একীভূত, সাধুমার্গে অবস্থিত) বলিয়া অবগত হন"—এইপ্রকারে ব্রহ্মশব্দের অভ্যাস (—একই অর্থে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) এবং "ব্রহ্মবিদ্ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন," এই-প্রকারে ব্রহ্মশব্দের দ্বারা বর্ণনারম্ভ হয় অনুকূল। ইহা ভগবৎপাদ আচার্য্য শঙ্করের অভিমত]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ব্রহ্মরূপ পুচ্ছবিশিষ্ট আনন্দময়রূপ সগুণব্রহ্মের উপাসনা। সিদ্ধান্তে—নির্গুণব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান।

[২৯১ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

ইদং তু ইহ বক্তব্যম্—"সঃ বৈ এষঃ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ (তৈঃ ২।১), "তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ অন্নরসময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা প্রাণময়ঃ" (তৈঃ ২।২), তস্মাৎ "অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ" (তৈঃ ২।৩), তস্মাৎ "অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" (তৈঃ ২।৪), ইতি চ বিকারার্থে ময়ট্প্রবাহে সতি, আনন্দময়ে এব অকস্মাৎ অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়েন কথমিব ময়টঃ প্রাচুর্য্যার্থত্বং ব্রহ্মবিষয়ত্বং চ আশ্রীয়তে ইতি ?১

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বৃত্তিকারমতে সংশয় উদ্ভাবন। আনন্দময়ের ব্রহ্মতাতে দোষ।]

সিদ্ধান্ত—কিন্তু এখানে ইহা বলিতে হইবে—"সেই এই পুরুষ অন্নরসময় (—অন্নের সারভূত বস্তুর পরিণাম"), "সেই এই অন্নরসময় হইতে ভিন্ন, অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা প্রাণময়", তাহা হইতে "ভিন্ন অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা মনোময়" এবং তাহা হইতে "ভিন্ন অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা বিজ্ঞানময়", ইত্যাদি স্থলে ময়ট্প্রত্যয়ের প্রবাহ বিকারার্থে হইলে (১), অকস্মাৎ (—অকারণে) অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়ে (২) আনন্দময়েই বা কি প্রকারে ময়ট্প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যার্থতা এবং ব্রহ্মবিষয়তা আশ্রয় করা হইতেছে ?১

ভাবদীপিকা

(১) জীবের কারণশরীরকে আনন্দময়কোশ* বলা হয়। শুদ্ধচৈতন্যে অনাদি অজ্ঞানের (—অবিদ্যার) অনাদি অধ্যাসপ্রযুক্ত এই আনন্দময়কোশ নিষ্পন্ন হয়। লৌহ ও বহ্নি অত্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ হইলেও, একত্র সমাবেশবশতঃ 'তপ্তলোহিতলৌহপিণ্ডাত্মক' একপ্রকার বিশেষ পরিণাম যেমন তাহাদের হইয়া পড়ে। তদ্রূপ অবিদ্যা ও চিৎপ্রতিবিম্বের একপ্রকার আধ্যাসিক সম্বন্ধবশতঃ আনন্দময়কোশাত্মক একপ্রকার বিশেষ পরিণাম অর্থাৎ বিকার হইয়া পড়ে। সেইহেতু ভগবান্ ভাষ্যকার আনন্দময়শব্দে বিকারার্থে ময়ট্প্রত্যয় অঙ্গীকার করিতেছেন। এই বিকারার্থক ময়ট - তদ্ধিতপ্রত্যয়টী হইল এখানে ভাষ্যকারপক্ষে একটী শ্রুতিপ্রমাণ। সেই শ্রুতিপ্রমাণের পুষ্টির জন্য ভাষ্যকারপক্ষে 'অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা.' "অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা" এইপ্রকারে পঠিত বাক্যসকলে একটী প্রকরণপ্রমাণও প্রদর্শিত হইল, বুঝিতে হইবে। অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত কোশসকলের মধ্যে সিদ্ধান্তসম্মত পরস্পরাকাঙ্ক্ষা কি প্রকার, তাহা ৯ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বর্ণিত হইবে। অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত সকল স্থলেই বিকারার্থে ময়ট্প্রত্যয় হওয়ায় এখানে বিকারার্থে ময়ট্প্রত্যয়ের প্রবাহ চলিতেছে। সুতরাং ইহা বিকারার্থক ময়ট্প্রত্যয়ের প্রকরণ। সেইহেতু বিকারার্থক ময়ট্শ্রুতিপ্রমাণটী প্রকরণপ্রমাণদ্বারা অনুগৃহীত হইল।

* জীবের স্থূলশরীরকে বলে—'অন্নময়কোশ'। কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চক ও পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট মুখ্যপ্রাণের সমষ্টিকে বলে—'প্রাণময়-কোশ'। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, ইহাদের মিলিতাবস্থাকে বলা হয়—'মনোময়কোশ'। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মিলিতাবস্থাকে বলা হয়—'বিজ্ঞানময়কোশ'। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়—এই কোশত্রয়ের সমষ্টিকে বলা হয়—'লিঙ্গশরীর'। আর মলিনসত্ত্বগুণপ্রধান অজ্ঞানরূপ উপাধি এবং তৎপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য, এই উভয়ের তপ্তায়ঃপিণ্ডের ন্যায় মিলিতাবস্থাকে বলা হয়—'আনন্দময়কোশ'। ইহারই অপর নাম—'কারণশরীর'। কোশ (—খাপ) যেমন অসিকে আচ্ছাদন করিয়া তাহার 'অসিত্ব' সম্পাদন করে, তদ্রূপ ইহারা শুদ্ধচৈতন্যকে আচ্ছাদন করিয়া তাহার জীবত্ব সম্পাদন করে বলিয়া 'কোশ' নামে অভিহিত হয়। বিস্তৃত বেদান্তসারাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

মান্ত্রবর্ণিকব্রহ্মাধিকারাৎ ইতি চেৎ ?২ ন, অন্নময়াদীনাম্ অপি তর্হি ব্রহ্মত্বপ্রসঙ্গঃ।৩ অত্রাহ—যুক্তম্ অন্নময়াদীনাম্ অব্রহ্মত্বং, তস্মাৎ-তস্মাৎ আন্তরস্য আন্তরস্য অন্যস্য অন্যস্য আত্মনঃ উচ্যমানত্বাৎ।৪ আনন্দময়াৎ তু ন কশ্চিৎ অন্যঃ আন্তরঃ আত্মা উচ্যতে, তেন আনন্দ-ময়স্য ব্রহ্মত্বম্।৫ অন্যথা প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গাৎ ইতি।৬

ভাষ্যানুবাদ

বৃত্তিকারপক্ষ যদি বলেন—[১।১।১৫ সূত্রে ব্যাখ্যাত-প্রকারে] মন্ত্রবর্ণে প্রতিপাদিত ব্রহ্মের অধিকার (—ব্রহ্মবর্ণনার প্রকরণ) হওয়ায় ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যার্থতা স্বীকার করা হইয়াছে, ইত্যাদি (৩)।২ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] না, তাহা বলিতে পার না, কারণ তাহা হইলে অন্নময় প্রভৃতিও ব্রহ্ম হইয়া পড়িবে (৪)।৩

[পুঃ—লিঙ্গপ্রমাণবলে আনন্দময় হয় ব্রহ্মই, অন্যথা প্রস্তাবিতের পরিত্যাগাদি দোষ।]

[বৃত্তিকারপক্ষ] এইস্থলে বলেন—অন্নময় প্রভৃতির অব্রহ্মতা যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু 'তাহার অভ্যন্তরবর্ত্তী' 'তাহার অভ্যন্তরবর্ত্তী' ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বর্ণিত হইতেছে।৪ কিন্তু আনন্দময় হইতে অভ্যন্তরবর্ত্তী অন্য কোন আত্মা বর্ণিত হইতেছে না, সেইহেতু আনন্দময়ের ব্রহ্মতা সিদ্ধ হয় (৫)।৫ অন্যথা (—ইহা স্বীকার না করিলে) প্রস্তাবিত বিষয়ের পরিত্যাগ এবং অপ্রস্তাবিত বিষয়ের প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে (—ব্রহ্ম-বোধক প্রকরণে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত না হইয়া অপ্রতিপাদ্য যে জীব, তাহা প্রতিপাদিত হইয়া পড়িবে)।৬

ভাবদীপিকা

(২) **অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়**—কোন ব্যক্তির অর্দ্ধশরীর জরাজীর্ণ, অপরার্দ্ধ যুবার ন্যায় স্বাস্থ্যসম্পন্ন, এইপ্রকার যে অবস্থা, তাহাকে বলে 'অর্দ্ধজরত'। বস্তুতঃ অর্দ্ধজরতাবস্থা কোন শরীর-ধারীর পক্ষে সম্ভব নহে। বিচারকালে বাদী বা প্রতিবাদীর উক্তিসকলের কতকাংশের গ্রহণ ও কতকাংশের অগ্রহণ হইলে, তাদৃশ পরিস্থিতির অযৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্য এই ন্যায় প্রযুক্ত হয়। বৃত্তিকারপক্ষে অন্নময়াদি স্থলচতুষ্টয়ে বিকারার্থে ময়ট্প্রত্যয় স্বীকৃত হইয়া, মাত্র আনন্দময়স্থলেই প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ স্বীকৃত হওয়ায় এই ন্যায়ের প্রাপ্তি হইতেছে।

(৩) বৃত্তিকারপক্ষ এখানে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্প্রত্যয়রূপ শ্রুতিপ্রমাণের সমর্থকরূপে প্রথমবর্ণকে ২২ ভাবদীপিকাতে বর্ণিত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের পরস্পরাকাঙ্ক্ষারূপ প্রকরণপ্রমাণকে স্থাপন করিলেন।

(৪) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—উক্ত প্রকরণপ্রমাণবলে ময়ট্প্রত্যয়কে প্রাচুর্য্যার্থে নিয়মন করিলে সমান যুক্তিবলে প্রাচুর্য্যার্থক ময়ট্প্রত্যয়যুক্ত অন্নময়কেও ব্রহ্ম বলিতে হইবে। তাহা বৃত্তিকারপক্ষ স্বীকার করিতে পারেন না। সেইহেতু তৎপ্রদর্শিত প্রকরণপ্রমাণ বিঘটিত হইয়া পড়িল, কারণ ব্রহ্ম ও অব্রহ্ম একই প্রকরণের প্রতিপাদ্য হইতে পারে না।

(৫) বৃত্তিকারপক্ষ এইস্থলে প্রথম বর্ণকে ১৫ ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত আনন্দময়ের ব্রহ্মতাবোধক

শাঙ্করভাষ্যম্

অত্র উচ্যতে—যদ্যপি অন্নময়াদিভ্যঃ ইব আনন্দময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা ইতি ন শ্রূয়তে, তথাপি ন আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বম্।৭ যতঃ আনন্দময়ং প্রকৃত্য শ্রূয়তে—"তস্য প্রিয়ম্ এব শিরঃ, মোদঃ দক্ষিণপক্ষঃ, প্রমোদঃ উত্তরপক্ষঃ, আনন্দঃ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।৫)

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতিপ্রমাণদ্বয়, লিঙ্গ ও প্রকরণপ্রমাণদ্বয়বলে শুদ্ধব্রহ্মই আনন্দময়বাক্যের প্রতিপাদ্য, উপাস্য ব্রহ্ম নহেন।]

সিদ্ধান্তী—এই বিষয়ে বলা হইতেছে—যদিও অন্নময়াদি হইতে যেপ্রকার হইতেছে (—সেই সকল হইতে ভিন্ন তদভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা যেমন শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে), এইপ্রকারে আনন্দময় হইতে ভিন্ন অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে না, তাহা হইলেও আনন্দময়ের ব্রহ্মতা সিদ্ধ হয় না। ৭ যেহেতু আনন্দময়ের প্রস্তাব করিয়া শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে, যথা—"প্রিয়ই (—অভিলষিত বস্তুর দর্শন জন্য সুখই) তাহার মস্তক, মোদ (—অভিলষিত বস্তুর লাভজন্য সুখ) তাহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ (—অভিলষিত বস্তুর ভোগজন্য উৎকৃষ্টতরসুখ, অথবা সেই বস্তুর স্মৃতিজন্য সুখ) তাহার বামপক্ষ, আনন্দ (—সুখসামান্যরূপ বিম্বচৈতন্য) তাহার আত্মা (—(৬) দেহমধ্যভাগ) এবং [শুদ্ধ] ব্রহ্ম তাহার প্রতিষ্ঠার হেতুভূত

ভাবদীপিকা

'সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তিত্বরূপ' লিঙ্গপ্রমাণটীকে স্মরণ করাইলেন। অন্নময়াদি সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তী না হওয়ায় ব্রহ্ম নহে; সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তী হওয়ায় আনন্দময় হন ব্রহ্ম, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। এই লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা বৃত্তিকারপক্ষের প্রকরণপ্রমাণটী (৩ ভাবদীঃ) সহায়তাপ্রাপ্ত হইল; ফলে বৃত্তিকারপক্ষের প্রাচুর্য্যার্থক ময়ট্‌শ্রুতিপ্রমাণটী প্রকরণ ও লিঙ্গপ্রমাণদ্বারা পুষ্ট হইল।

(৬) অপর আচার্য্যগণ বলেন—তমোগুণপ্রধান সত্ত্বগুণ হইতে উত্থিত সুখই 'প্রিয়'। রজঃপ্রধান সত্ত্বগুণ হইতে উত্থিত সুখই 'মোদ'। সত্ত্বগুণপ্রধান রজঃ ও তমোগুণ হইতে উত্থিত সুখই 'প্রমোদ,' এবং কেবল সত্ত্বগুণ হইতে উত্থিত সুখই 'আনন্দ' (ব্রহ্মসূত্র, নির্ণয়সাগর, ন্যায়নির্ণয় ১২৮ পৃঃ)। যাহাহউক, সিদ্ধান্তী এখানে আনন্দময়ের অব্রহ্মতাবোধক 'প্রিয়শিরস্ত্বাদিরূপ অবয়বযুক্ততা' অর্থাৎ 'সাবয়বত্বরূপ' একটী লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। যাহা মস্তকাদি অবয়বযুক্ত, তাহা ব্রহ্ম হইতে পারে না। ফলে এই লিঙ্গপ্রমাণটীর দ্বারা বৃত্তিকারপক্ষকর্ত্তৃক প্রদর্শিত আনন্দময়ের ব্রহ্মতাবোধক 'সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তিত্বরূপ' লিঙ্গপ্রমাণটীকে (৫ ভাবদীঃ) সৎপ্রতিপক্ষিত (—বাধাদান) করা হইল। তাহার ফলে বৃত্তিকারপক্ষের প্রকরণপ্রমাণটী (৩ ভাবদীঃ) অসহায় হইয়া পড়ায় তৎপক্ষে প্রদর্শিত প্রাচুর্য্যার্থক ময়ট্‌ শ্রুতিপ্রমাণটীকে সহায়তাদান করিতে পারিল না। ফলে বৃত্তিকারপক্ষের প্রাচুর্য্যার্থক ময়ট্‌ শ্রুতিপ্রমাণ এবং সিদ্ধান্তীর বিকারার্থক ময়ট্‌ শ্রুতিপ্রমাণ আপাততঃ সমবল হইয়া পড়িল।

বৃত্তিকারপক্ষ যদি বলেন—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১) এইরূপে ব্রহ্মই এই প্রকরণে

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি ।৮ তত্র যদ্ ব্রহ্ম মন্ত্রবর্ণে প্রকৃতং—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১) ইতি, তদ্ ইহ "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।৫) ইতি উচ্যতে ।৯ তদ্বিজিজ্ঞাপয়িষয়া এব অন্নময়াদয়ঃ আনন্দময়পর্য্যন্তাঃ পঞ্চকোশাঃ কল্প্যন্তে ।১০ তত্র কুতঃ প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গঃ ?১১ ননু

ভাষ্যানুবাদ

পুচ্ছ (—আধার) ইত্যাদি । ৮ সেইস্থলে যে ব্রহ্ম, "ব্রহ্ম (৭) সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ", এই মন্ত্রবর্ণে প্রস্তাবিত হইয়াছেন, তিনিই এখানে "ব্রহ্ম (৮) তাহার প্রতিষ্ঠার (—অবস্থিতির) হেতুভূত পুচ্ছ". এইপ্রকারে বর্ণিত হইতেছেন। ৯ তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত করিবার ইচ্ছাবশতঃই অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত পাঁচটী

ভাবদীপিকা

প্রস্তাবিত হইয়াছেন। আনন্দময় যদি ব্রহ্ম না হন, তাহা হইলে উপক্রমে ব্রহ্মের প্রস্তাব বিফল হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—তত্র যদ্ ব্রহ্ম—'সেইস্থলে যে ব্রহ্ম', ইত্যাদি।

(৭) সিদ্ধান্তী এখানে শুদ্ধব্রহ্মবোধক ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ এবং (৮) এইস্থলে 'শ্রুতি-প্রত্যভিজ্ঞা' প্রদর্শন করিলেন। এই শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা 'সেই উপক্রমস্থ ব্রহ্মই এই ব্রহ্ম,' ইহা প্রদর্শিত হইল। তাহার ফলে ব্যাপারটী এইপ্রকার পর্য্যবসিত হইতেছে—শব্দের মুখ্যবৃত্তিই গ্রহণীয়, আর ব্রহ্মশব্দের মুখ্যবৃত্তিলভ্য অর্থ—'শুদ্ধ ব্রহ্ম'। সুতরাং উপক্রমে "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি বাক্যে যে শুদ্ধ ব্রহ্ম প্রস্তাবিত হইয়াছেন, তিনিই উপসংহারস্থ পুচ্ছবাক্যে পঠিত ব্রহ্মশব্দের দ্বারা বর্ণিত হইলেন। এইরূপে উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা সিদ্ধ হইল। তাহার ফলে সিদ্ধান্তপক্ষে প্রদর্শিত ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণটী একবাক্যতার দ্বারা পুষ্ট হইল। আর উপক্রমে যে শুদ্ধ ব্রহ্মবস্তু বর্ণিত হইয়াছেন, উপসংহারেও তিনিই বর্ণিত হওয়ায় ইহাই নির্ণীত হয় যে ইহা শুদ্ধ ব্রহ্মের প্রকরণ, উপাস্য ব্রহ্মের নহে। তাহার ফলে বৃত্তিকারপক্ষকর্ত্তৃক প্রদর্শিত 'মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের পরস্পরাকাঙ্ক্ষারূপ প্রকরণপ্রমাণটী (৩ ভাবদীঃ), যাহা বৃত্তিকারপক্ষে অসহায় হইয়া পড়িয়াছিল (৬ ভাবদীঃ), তাহা শুদ্ধব্রহ্মবোধকরূপে সিদ্ধান্তপক্ষের অনুকূল হইয়া পড়িল। এইরূপে পরিস্থিতি এইপ্রকার পর্য্যবসিত হইল—বৃত্তিকারপক্ষকর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রাচুর্য্যার্থক ময়ট্শ্রুতি-প্রমাণের (১ম বর্ণক, ১৮ ভাবদীঃ) সহায়ক প্রকরণপ্রমাণটী (৩ ভাবদীঃ) সিদ্ধান্তীর অনুকূল হওয়ায়, 'সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তিত্বরূপ' লিঙ্গপ্রমাণটী (৬ ভাবদীঃ) সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত 'সাবয়বত্বরূপ' লিঙ্গ-প্রমাণের দ্বারা বাধিত হওয়ায়, বৃত্তিকারপক্ষকর্ত্তৃক প্রদর্শিত অসহায় প্রাচুর্য্যার্থক ময়ট্শ্রুতিপ্রমাণটী আর সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত বিকারার্থক ময়ট্শ্রুতিপ্রমাণের সমবল হইতে পারিল না। উপরন্তু সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত একবাক্যতাপুষ্ট ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ, প্রকরণপ্রমাণানুগৃহীত বিকারার্থক ময়ট্শ্রুতিপ্রমাণ (১ ভাবদীঃ), সাবয়বত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণ (৬ ভাবদীঃ) এবং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের পরস্পরাকাঙ্ক্ষারূপ প্রকরণপ্রমাণ (৩ ভাবদীঃ), এইসকলের বলে তাহা বাধিত হইয়া পড়িল; কারণ একটী শ্রুতিপ্রমাণ হইতে শ্রুতি, লিঙ্গ ও প্রকরণপ্রমাণ হয় বলবান্। [বৃত্তিকারপক্ষের প্রাচুর্য্যার্থক ময়ট্শ্রুতিপ্রমাণ ব্রহ্মবোধক শ্রুতিপ্রমাণই নহে, ১৪ সংখ্যক ভাবদীঃ দ্রঃ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

আনন্দময়স্য অবয়বত্বেন "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি উচ্যতে, অন্নময়াদীনাম্ ইব "ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।১।৩) ইত্যাদি।১২ তত্র কথং ব্রহ্মণঃ স্বপ্রধানত্বং শক্যং বিজ্ঞাতুম্?১৩ প্রকৃতত্বাৎ ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[৩০০ পৃঃ]

কোশ কল্পনা করা হইতেছে (৯)। ১০ তাহাতে (—উপক্রমে যে স্বপ্রধান শুদ্ধ ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, উপসংহারস্থ পুচ্ছবাক্যেও শ্রুতিপ্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা তাঁহারই পরিগ্রহ হয় বলিয়া) কি প্রকারে প্রস্তাবিত বিষয়ের পরিত্যাগ এবং অপ্রস্তাবিত বিষয়ের গ্রহণ হইবে? ১১

[সিঃ—"ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এইবাক্যে স্বপ্রধান শুদ্ধব্রহ্মের প্রতিপাদ্যত্ব প্রদর্শনদ্বারা ইহার বিষয়বাক্যতা নিরূপণ। আনন্দময়বাক্যে তাহা নিরাকরণ।]

যদি বলা হয়—আনন্দময়ের অবয়বরূপে "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা," ইহা বলা হইয়াছে, যেমন অন্নময় প্রভৃতির বেলায় "ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (—ইহা অর্থাৎ নাভির অধোভাগে অবস্থিত পদদ্বয় ইহার অবস্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ"), ইত্যাদি বলা হইয়াছে।১২ তাহাতে ব্রহ্ম যে স্বপ্রধান (—অন্যের অবয়ব নহেন), ইহা কি প্রকারে জানিতে পারা যায়?১৩

ভাবদীপিকা

(৯) ১ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে সিদ্ধান্তপক্ষে বিকারার্থক ময়ট্‌শ্রুতির সমর্থক যে প্রকরণ-প্রমাণের বিষয় বলা হইয়াছে, এইস্থলে সেই প্রমাণটী বর্ণিত হইল। একই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যাহারা বর্ণিত হয়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সাহচর্য্য থাকেই। আর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অপেক্ষা (—আকাঙ্ক্ষা) থাকিলেই সেই সাহচর্য্য হয় সম্ভব। প্রস্তাবিতস্থলে অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত পাঁচটী কোশ নির্ব্বিশেষব্রহ্মবোধনরূপ একই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সাহচর্য্য ও আকাঙ্ক্ষা আছে, ইহা নিশ্চিত হয়। এখানে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের দিক্ হইতে 'কি প্রকারে আমি বোধিত হইব' এবং কোশপঞ্চকের দিক্ হইতে 'কি প্রকারে আমি বা আমরা বোধিত করিব.' এইপ্রকার পরস্পরাকাঙ্ক্ষা আছে বুঝিতে হইবে। আচ্ছা, পঞ্চকোশের দ্বারা কি প্রকারে ব্রহ্ম বোধিত হন? বলিতেছি—

[পঞ্চকোশবিবেকদ্বারা শুদ্ধব্রহ্মবোধের প্রক্রিয়া]

অবিবেকী ব্যক্তি প্রথমতঃ এই স্থূলশরীররূপ অন্নময়কোশকে আত্মরূপে গ্রহণ করে। সেই ব্যক্তি যখন মোক্ষাকাঙ্ক্ষী হয়, তখন বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া শরীরের ষড়বিকার (১০২ পৃঃ) ও জন্মমৃত্যু প্রভৃতি দর্শনকরতঃ ইহার আত্মত্বকে বাধিত করে (—শরীরে আত্মাভিমান ত্যাগ করে) এবং সেই অন্নময়কোশের নিয়ামক যে ক্রিয়াশক্তিযুক্ত প্রাণময়কোশ, তাহাকে আত্মরূপে গ্রহণ করে। তখন সে মনে করে—'মৃত্যুকালে প্রাণই শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, সুতরাং আমি প্রাণস্বরূপ'। বিচার আরও পরিপক্ব হইলে সে মনে করে—যাহা ক্রিয়াশীল, তাহা বিনাশী, সুতরাং আত্মা নহে। এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়া সেই প্রাণময়কোশেরও নিয়ামক যে জ্ঞানশক্তিপ্রধান মন সেই মনঃপ্রধান মনোময়কোশকে আত্মরূপে গ্রহণ করে। তদনন্তর বিচারের আরও পরিপক্ব-

ভাবদীপিকা

বস্থাতে, 'যাহা সঙ্কল্পবিকল্পবান্, তাহা বিকারী সুতরাং বিনাশী, অতএব আত্মা নহে', ইহা অবধারণকরতঃ মনোময়কোশকে বাধিত (—তাহাতে আত্মবুদ্ধিত্যাগ) করিয়া তাহারও নিয়ামিকা যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিপ্রধান বিজ্ঞানময়কোশকে আত্মরূপে নিশ্চয় করে। কিন্তু বিচারের আরও পরিপক্কাবস্থাতে 'বুদ্ধিও সুখাকাঙ্ক্ষী এবং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিযুক্ত, সেইহেতু তাহা আত্মা হইতে পারে না', এইরূপ নির্ণয়করতঃ তাহাকে বাধিত করিয়া তাহাও বিশ্রান্তিসুখ অনুভব করিবার জন্য সুষুপ্তিকালে যাহাতে বিলীন হয়, সেই আনন্দময়কোশকে আত্মরূপে গ্রহণ করে। কিন্তু আনন্দময়কোশে আত্মাভিমানবশতঃ যে সুখ লব্ধ হয়, তাহা স্থায়ী নহে, সুষুপ্তির বিচ্ছেদেই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। আর তাহা সুষুপ্তি-অন্তে অহরহঃ সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীররূপে (—অন্নময় হইতে বিজ্ঞানময় পর্য্যন্ত কোশচতুষ্টয়রূপে) পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সুষুপ্তিতে সেই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পুনঃ তাহাতে বিলীন হইয়া যায়, এই সকল উপলব্ধিকরতঃ যাহা অনিত্য সুখপ্রদ ও পরিণামী, তাহা নিত্যসুখস্বরূপ ও অপরিণামী আত্মা হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয় করিয়া তাহাতে আত্মাভিমান ত্যাগ করে এবং তাহারও যাহা অধিষ্ঠান, যে রজ্জুস্থানীয় প্রত্যগাত্মরূপ অধিষ্ঠানে সর্পস্থানীয় আনন্দময়কোশরূপ জীবের কারণশরীর কল্পিত হইয়াছে, সেই পুচ্ছভূত (—আধারভূত) শুদ্ধ প্রত্যগাত্মাকে (—জীবসাক্ষীকে) আত্মরূপে নিশ্চয় করিয়া তাহাতে স্থিতিলাভ করে। এই অবস্থাতে উপনীত পদার্থবিবেককুশল জিজ্ঞাসু সাধকের ত্বংপদার্থের শোধন পরিসমাপ্ত হইল বুঝিতে হইবে।* অনন্তর শোধিততৎপদার্থ ও নিবৃত্তপ্রতিবন্ধক সেই সাধকের 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানের উদয় হয়। তখন ধ্বস্তাবিদ্য সেই কৃতকৃত্য সাধক নির্ভয় ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন। এই যে এক একটী কোশকে বাধিত করিয়া কোশান্তরে আত্মবুদ্ধি এবং চরমে সকল কোশকে বাধিত করিয়া অধিষ্ঠানভূত প্রত্যগাত্মাতে আত্মবুদ্ধি, ইহাই সিদ্ধান্তে উপসংক্রমণ শব্দের অর্থ (১ম বর্ণক, ১২ ভাবদীঃ)। যাহাহউক পঞ্চকোশবিবেকবিষয়ে ইহা অতিস্থূল দিগ্দর্শনমাত্র, বিস্তৃত তৈত্তিরীয়ভাষ্যবার্ত্তিক, তৈত্তিরীয়বিদ্যাপ্রকাশ ও পঞ্চদশী প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য।

অপরে বলেন—অন্নময়াদি বিজ্ঞানময়ান্ত কোশচতুষ্টয়ের উপাসনার (—তাহাতে আত্মবুদ্ধিকরতঃ চিন্তনের) ফলে সর্ব্ব-অন্নপ্রাপ্তি, সম্যগ্ আয়ুপ্রাপ্তি, ভয়হীনতা, সর্ব্বপাপনাশ ও সর্ব্বকামপ্রাপ্তি ইত্যাদি বিভিন্ন ফলসকল লব্ধ হয়, ইহা শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সকাম উপাসক তত্তৎ অন্নময়াদিকোশের উপাসনার ফলে তত্তৎ ফল লাভ করেন। উক্ত সকল উপাসনাই তত্তৎ ফলপ্রাপ্তি ও চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদনদ্বারা সাক্ষাৎ ও পরম্পরাভাবে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিবন্ধকসকলকে নিরাকরণকরতঃ সাধককে তদভিমুখে পরিচালিত করে। আনন্দময়কোশের বর্ণনাতে কিন্তু কোনপ্রকার ফল বর্ণিত হয় নাই, সুতরাং উক্তস্থলে উপাসনা বিবক্ষিত নহে। আনন্দময়কোশে আত্মবুদ্ধি ত্যাগকরতঃ পুচ্ছভূত (—আধারভূত) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে তাদাত্ম্যবুদ্ধি অবলম্বনে নিদিধ্যাসনের ফলে নির্ব্বিশেষব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তি হয়, ইহাই তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে ব্রহ্মানন্দবল্লীর পঞ্চম পর্য্যায়স্থ বাক্যসকলের তাৎপর্য্য। [ব্রহ্মবিদ্যাভরণাবলম্বনে]।

* শোধিতত্বংপদার্থব্যক্তির অবস্থা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"দেহ আলাদা, আর আত্মা আলাদা। নারকেলের জল সব শুকিয়ে গেলে মালা অলাদা, শাঁস আলাদা হয়ে যায়। তখন নারকেল টের পাওয়া যায়। চপর চপর করছে"। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪।২৭।৩)।

[২৯৮ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

ক্রমঃ।:৪ ননু আনন্দময়াবয়বত্বেন অপি ব্রহ্মণি বিজ্ঞায়মানে ন প্রকৃতত্বং হীয়তে, আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বাৎ ইতি।১৫ অত্র উচ্যতে— তথা সতি তদেব ব্রহ্ম আনন্দময়ঃ আত্মা অবয়বী, তদেব চ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠাবয়বঃ ইতি অসামঞ্জস্যং স্যাৎ।১৬ অন্যতরপরিগ্রহে তু যুক্তং

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তী—[তদুত্তরে আমরা বলিব, যেহেতু [স্বপ্রধান ব্রহ্ম তৈত্তিরীয়কের এই প্রকরণে প্রতিপাদ্যরূপে] প্রস্তাবিত হইয়াছেন (১০)।১৪ [বৃত্তিকারপক্ষ যদি বলেন— আনন্দময়ের অবয়বরূপে ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলেও তাঁহার প্রকৃতত্ব (—প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে প্রস্তাবিত হওয়া) ত্যক্ত হয় না, যেহেতু আনন্দময় হন ব্রহ্ম ইত্যাদি। ১৫

সিদ্ধান্তী—এই বিষয়ে বলা হইতেছে, ["অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ," এই বাক্য এবং "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা," এই বাক্য, এই উভয় বাক্যেই কি ব্রহ্ম প্রস্তাবিত হইয়াছেন, অথবা উহাদের মধ্যে একটীতে ? প্রথম পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—] তাহা হইলে সেই ব্রহ্মই হইবেন আনন্দময় আত্মা অবয়বী এবং সেই ব্রহ্মই হইবেন

ভাবদীপিকা

(১০) এইস্থলে গূঢ়াভিপ্রায় এই—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১), এইস্থলে যে ব্রহ্ম প্রস্তাবিত হইয়াছেন, বক্ষ্যমাণ অসংজাতবিরোধিন্যায়ে তিনি হন স্বপ্রধান, কাহারও অঙ্গ নহেন। প্রস্তাবিত "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্যে পঠিত ব্রহ্মশব্দের দ্বারা 'ইনি সেই ব্রহ্ম,' এইপ্রকারে সেই স্বপ্রধান, ব্রহ্মেরই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। সুতরাং পুচ্ছবাক্যে পঠিত ব্রহ্মশব্দের বাচ্য ব্রহ্ম হন স্বপ্রধান, অপরের অবয়ব নহেন, ইহাই ভাব।

অসংজাতবিরোধিন্যায়—যাহার বিরোধী কেহ সংজাত অর্থাৎ উৎপন্ন হয় নাই, তাহা অসংজাতবিরোধী। কোন শব্দ প্রথমে পঠিত হইলে তাহার মুখ্যার্থগ্রহণের প্রতিবন্ধকীভূত কোন পদার্থের তখনও উপস্থিতি হয় নাই বলিয়া সেই শব্দটী হয় 'অসংজাতবিরোধী'। সেইহেতু তাহার মুখ্যার্থ (—শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ) গৃহীত হয়। এই যে যুক্তি, ইহাকে বলে 'অসংজাতবিরোধিন্যায়'।

প্রস্তাবিতস্থলে 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মশব্দটী প্রথমে পঠিত হওয়ায় উক্ত ন্যায়বলে তাহার শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ মুখ্যার্থই গৃহীত হইবে। শুদ্ধ নির্লেপ ব্রহ্মবস্তু আর কোন কিছুর অবয়ব (—অঙ্গ) হইতে পারেন না। পুচ্ছবাক্যে সেই স্বপ্রধান ব্রহ্মেরই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। সুতরাং স্বপ্রধান ব্রহ্মই যে উক্তবাক্যের প্রতিপাদ্য, ইহাই নিশ্চিত হয়। উক্ত পুচ্ছবাক্যে 'পুচ্ছ' শব্দটী পরে পঠিত হওয়ায় হয় 'সংজাতবিরোধী,' কারণ শুদ্ধব্রহ্মবোধক ব্রহ্মশব্দ তাহার পূর্ব্বেই সংজাত (—পঠিত) হইয়াছে ; সেইহেতু তাহা হয় দুর্ব্বল। দুর্ব্বল আর প্রবলকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারে না, পরন্তু স্বয়ং তাহার অধীন হইয়া পড়ে। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ সংজাতবিরোধী পুচ্ছশব্দ লাঙ্গুলরূপ মুখ্যার্থ প্রতিপাদন করিতে পারিবে না, পরন্তু তদপেক্ষা প্রবল অসংজাতবিরোধী ব্রহ্মশব্দের অনুকূল অন্য অর্থ লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা প্রতিপাদন করিবে, ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি অত্রৈব ব্রহ্মনির্দ্দেশঃ আশ্রয়িতুম্, ব্রহ্মশব্দসংযোগাৎ।১৭ ন আনন্দময়বাক্যে, ব্রহ্মশব্দসংযোগাভাবাৎ ইতি।১৮ অপিচ "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি উক্ত্বা ইদম্ উচ্যতে—"তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি, অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ, সন্তমেনং ততো বিদুঃ" ॥ (তৈঃ ২।৬) ইতি।১৯ অস্মিংশ্চ শ্লোকে অননুকৃষ্য আনন্দময়ং, ব্রহ্মণঃ এব ভাবাভাববেদনয়োঃ গুণদোষাভিধানাৎ গম্যতে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি অত্র ব্রহ্মণঃ এব স্বপ্রধানত্বম্ ইতি।২০ ন চ আনন্দময়স্য আত্মনঃ ভাবাভাবশঙ্কা যুক্তা, প্রিয়মোদাদিবিশেষস্য আনন্দময়স্য

ভাষ্যানুবাদ

প্রতিষ্ঠার (—স্থিতির) হেতুভূত পুচ্ছরূপ অবয়ব (—ব্রহ্ম নিজেই নিজের অবয়ব হইবেন), এইপ্রকার অসামঞ্জস্য হইয়া পড়িবে।১৬ [দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন —] অন্যতরের পরিগ্রহ হইলে (—উক্ত বাক্যদ্বয়ের মধ্যে একটীতে ব্রহ্ম প্রস্তাবিত হইয়াছেন, ইহা স্বীকার করিলে) কিন্তু "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা," এই বাক্যেই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ আশ্রয় করা (—ব্রহ্ম প্রস্তাবিত হইয়াছেন বলিয়া ইহাকেই বিষয়বাক্যরূপে গ্রহণ করা) যুক্তিসঙ্গত, কারণ ব্রহ্মশব্দের সংযোগ (—প্রয়োগ) আছে।১৭ আনন্দময়বাক্যে তাহা স্বীকার করা সঙ্গত নহে, কারণ ব্রহ্মশব্দের সংযোগ নাই।১৮ [বাক্যশেষ প্রদর্শনদ্বারা পুচ্ছবাক্যেই যে স্বপ্রধান ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তাহাই এই অধিকরণের বিষয়বাক্য, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন —] আর দেখ, [শ্রুতি] "ব্রহ্ম তাহার প্রতিষ্ঠার হেতুভূত পুচ্ছ", ইহা বলিয়া বলিতেছেন—"সেই [ব্রহ্ম] বিষয়ে এইপ্রকার শ্লোকও আছে—ব্রহ্ম অসৎ (—বিদ্যমান নাই), ইহা যদি [কেহ] জানে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অসৎই (—পুরুষার্থের সহিত সম্বন্ধশূন্য অসাধুই) হইয়া যায়। আর ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন, ইহা যদি কেহ জানেন, তাহা হইলে [ব্রহ্মবিদ্গণ] ইহাকে সন্তরূপে বিদ্যমান (—পরব্রহ্মের সহিত একীভূত, সাধুমার্গে অবস্থিত) বলিয়া অবগত হন"।১৯ এই শ্লোকে আনন্দময়কে আকর্ষণ না করিয়া ব্রহ্মেরই সত্তার ও অসত্তার জ্ঞানে যে গুণ ও দোষ হয়, তাহার বর্ণনা থাকায় "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা," এইস্থলে ব্রহ্মেরই স্বপ্রধানতা অবগত হওয়া যাইতেছে।২০ [কিন্তু উক্ত শ্লোকে তো আনন্দময়ব্রহ্মেরই সত্তা ও অসত্তার জ্ঞানে গুণ ও দোষের কথা বলা হইয়াছে। এইপ্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—] আর আনন্দময় আত্মার সত্তা ও অসত্তা বিষয়ে আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ প্রিয় এবং মোদ প্রভৃতি বিশেষযুক্ত যে আনন্দময়, তাহা লোকসকলের মধ্যে প্রসিদ্ধ।২১

শাঙ্করভাষ্যম্

সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ।২১ কথং পুনঃ স্বপ্রধানং সৎ ব্রহ্ম আনন্দময়স্য পুচ্ছত্বেন নির্দ্দিশ্যতে—"ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।৫) ইতি।২২ নৈষঃ দোষঃ, পুচ্ছবৎ পুচ্ছং, প্রতিষ্ঠা পরায়ণম্ একনীড়ং লৌকিকস্য আনন্দজাতস্য ব্রহ্মানন্দঃ ইতি এতৎ অনেন বিবক্ষ্যতে; ন অবয়বত্বং, "এতস্য এষ আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রাম্

ভাষ্যানুবাদ

[এইপ্রকারে বাক্যশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারাও আনন্দময় যে স্বপ্রধান ব্রহ্ম নহে, ইহা নিশ্চিত হয় বলিয়া "অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ", এই বাক্যটী এই অধিকরণের বিষয়বাক্য হইতে পারে না]।

[সিঃ—পুচ্ছব্রহ্মবাক্যে পঠিত 'পুচ্ছ' শব্দের শুদ্ধব্রহ্মরূপ লাক্ষণিকার্থ গ্রহণে যুক্তি।]

[বৃত্তিকারপক্ষ বলিতেছেন—] আচ্ছা, ব্রহ্ম স্বপ্রধান হইলে (—আনন্দময়ের অঙ্গ না হইলে) "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা," এইপ্রকারে আনন্দময়ের পুচ্ছরূপে কেন নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন? [ব্রহ্ম কখনও আনন্দময়ের পুচ্ছ হইতে পারেন না]।২২

[তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] ইহা দোষ নহে, পুচ্ছশব্দের অর্থ 'পুচ্ছবৎ' (—পুচ্ছসদৃশ, সেই সাদৃশ্য কি, তাহা বলিতেছেন—] প্রতিষ্ঠা, [ইহার অর্থ—] পরম আশ্রয় (—একমাত্র আধার, কাহার? তাহা বলিতেছেন—] ব্রহ্মানন্দ লৌকিক আনন্দসমূহের একনীড় (—একমাত্র অধিষ্ঠান), ইহাই ইহার (—পুচ্ছশব্দের) দ্বারা বলিবার ইচ্ছা করা হইতেছে (১১), কিন্তু অবয়বতা (—ব্রহ্ম যে আনন্দময়ের পুচ্ছরূপ অবয়ব, ইহা) বলিবার ইচ্ছা করা হইতেছে না, যেহেতু "অন্য প্রাণিগণ এই আনন্দেরই অল্প অংশ উপভোগকরতঃ জীবন ধারণ করে,"

ভাবদীপিকা

(১১) এইস্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—পুচ্ছশব্দের লাঙ্গুলরূপ মুখ্য অর্থ তুমিও গ্রহণ করিতে পার না, কারণ তোমার অভিপ্রেত আনন্দময়রূপ ব্রহ্মের গোপ্রভৃতির ন্যায় একটী লাঙ্গুল থাকা সম্ভব নহে। আর ব্রহ্মের পক্ষে তাদৃশ লাঙ্গুলরূপ অবয়ব হওয়াও সম্ভব নহে। সুতরাং তোমাকেও অবশ্যই পুচ্ছশব্দের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি বলিবে—পুচ্ছশব্দের লাক্ষণিকার্থ—'পুচ্ছদৃষ্টি,' অর্থাৎ আনন্দময়রূপ যে সবিশেষ ব্রহ্ম, শুদ্ধ ব্রহ্মকে তাঁহার পুচ্ছরূপে চিন্তাকরতঃ উপাসনা করিতে হইবে। কিন্তু "শুদ্ধ বিশিষ্ট হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে," এই ন্যায়বলে 'একই ব্রহ্মবস্তু অবয়ব ও অবয়বী উভয়ই হইতে পারেন না', ইহা ভাষ্যমধ্যে বলা হইয়াছে। আর যাঁহার কোনপ্রকার বিশেষই নাই. সেই নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্ম, অপরের অবয়বরূপ বিশেষ অর্থাৎ পুচ্ছরূপ গুণ (—অঙ্গ), হইবেন, ইহা সঙ্গত নহে। কিন্তু উপাসনাকালে তো এইপ্রকার চিন্তার ব্যবস্থা বহুভাবে বহুস্থলে পরিদৃষ্ট হয়। তদুত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন—এই পঞ্চম পর্য্যায়ে কোনপ্রকার ফলশ্রুতি না থাকায় এইস্থলে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, এইপ্রকার নির্ণয়ই হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে—

শাঙ্করভাষ্যম্

উপজীবন্তি" (বৃঃ ৪।৩।৩২) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ।২৩ অপিচ আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বে প্রিয়াদ্যবয়বত্বেন সবিশেষং ব্রহ্ম অভ্যুপগন্তব্যম্।২৪ নির্বিশেষং তু ব্রহ্ম বাক্যশেষে শ্রূয়তে, বাঙ্মনসয়োঃ অগোচরত্বাভিধানাৎ—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" (তৈঃ ২।৯) ইতি।২৫ অপিচ

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকার অন্য শ্রুতি আছে। [যাঁহার অংশাবলম্বনে অপরে জীবিত থাকে, তিনি আর কাহারও অংশ (—অবয়ব) হইতে পারেন না]।২৩

[সিঃ—বাক্যশেষবলে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা", এই বাক্যের বিষয়বাক্যতা সমর্থন।]

(১২) আবার দেখ, আনন্দময়ের ব্রহ্মতা সিদ্ধ হইলে, 'প্রিয়' প্রভৃতি তাঁহার অবয়ব হওয়ায় [তাঁহাকে] সবিশেষ ব্রহ্মরূপে স্বীকার করিতে হইবে।২৪ [হউক্, তাহাই তো বৃত্তিকারপক্ষের অভিপ্রেত। তদুত্তরে বলিতেছেন—] বাক্যশেষে কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম শ্রুত হইতেছেন, কারণ বাক্য ও মনের অগোচরতার কথা বর্ণিত হইতেছে, যথা—"মনের সহিত বাক্যসকল [যাঁহাকে] প্রাপ্ত না হইয়া (—প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া) যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, ব্রহ্মের (—ব্রহ্মাভিন্ন) সেই আনন্দকে যিনি জানেন, তিনি কোন কিছু হইতে ভীত হন না," ইত্যাদি (১৩)।২৫

ভাবদীপিকা

তোমার (—বৃত্তিকারের) মতে শ্রুতির উপাসনাপর অর্থই সিদ্ধ হইতেছে না। সুতরাং লাক্ষণিক অর্থ যখন তোমাকেও গ্রহণ করিতেই হইতেছে, তখন পুচ্ছশব্দের 'পুচ্ছদৃষ্টি'রূপ লাক্ষণিকার্থ গ্রহণ না করিয়া 'আধার'রূপ লাক্ষণিকার্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত, কারণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই এই আনন্দময়রূপ জীবের আধার অর্থাৎ অধ্যাসাধিষ্ঠান। সেই বিম্বভূত নির্বিশেষ ব্রহ্মকে অবলম্বন করতঃই প্রতিবিম্বভূত জীব অবস্থান করে। আর শুধু জীবই বা কেন, সমগ্র জগৎ এই নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে অবস্থিত, তিনিই জীব ও জগতের অধ্যাসাধিষ্ঠান। শ্রুতিরও যে এইপ্রকার অর্থ অভিপ্রেত, তাহা 'প্রতিষ্ঠা' (—অবলম্বন, পর্য্যবসান, স্থিতি) এই পদপ্রয়োগ হইতে অবগত হওয়া যায়। আর পুচ্ছশব্দের এই আধাররূপ লাক্ষণিকার্থ গ্রহণ করিলেই উক্ত বাক্যে পঠিত ব্রহ্মশব্দটীর মুখ্যার্থ লব্ধ হয়, কারণ নির্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুই জগদাধার (—জগতের অধ্যাসাধিষ্ঠান, বিবর্ত্তোপাদান)।

(১২) কিন্তু বৃত্তিকারপক্ষও তো তৈত্তিরীয়ক বাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন, সুতরাং "অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ" এই বাক্যকে পরিত্যাগ করিয়া "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।৫), এই বাক্যকে এই অধিকরণের বিষয়বাক্যরূপে গ্রহণ করিতেছ কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—**অপিচ আনন্দময়স্য**—'আবার দেখ, আনন্দময়ের,' ইত্যাদি।

(১৩) এইস্থলে ভাব এই—যাহা সবিশেষ, তাহাই হয় বাক্যমনের বিষয়। এখানে বাক্যশেষে ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অবিষয়রূপে বর্ণিত হইতেছেন। সেইহেতু বাক্য ও মনের বিষয় যে সবিশেষ

শাঙ্করভাষ্যম্

আনন্দপ্রচুরঃ ইতি উক্তে দুঃখাস্তিত্বম্ অপি গম্যতে, প্রাচুর্য্যস্য লোকে প্রতিযোগ্যল্পত্বাপেক্ষত্বাৎ।২৬ তথাচ সতি "যত্র ন অন্যৎ পশ্যতি, ন অন্যৎ শৃণোতি, ন অন্যৎ বিজানাতি, সঃ ভূমা" (ছাঃ ৭।২৪।১) ইতি ভূম্নি ব্রহ্মণি তদ্ব্যতিরিক্তাভাবশ্রুতিঃ উপ-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'আনন্দময়পদে' প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্প্রত্যয়ের শ্রুতিপ্রমাণতা নিরাকরণকরতঃ আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব নিরাকরণ।]

আর এক কথা, 'আনন্দপ্রচুর' এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগ করিলে দুঃখের অস্তিত্বও অবগত হওয়া যায়, কারণ লোকমধ্যে প্রাচুর্য্য (—অল্পত্বাভাব), তাহার প্রতিযোগী অল্পত্বকে অপেক্ষা করে (১৪)।২৬ [তাহা করুক্, ক্ষতি কি? তাহা বলিতেছেন—] আর তাহা হইলে "যাঁহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানিতে পারে না, তাহা ভূমা," এই যে ভূমাত্মক ব্রহ্মে তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তুর অভাবপ্রতিপাদনকারিণী শ্রুতি, তিনি বাধিতা হইয়া পড়িবেন।২৭ [কিন্তু

ভাবদীপিকা

ব্রহ্ম, তিনি শ্রুতির এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য নহেন, ইহাই নিশ্চিত হয়। আর এক কথা, যাহা বিশেষযুক্ত, তাহা মিথ্যা, যথা কম্বুগ্রীবাদিযুক্ত ঘট (ছাঃ ৬।১।৪)। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রিয়শিরস্ত্বাদি বিশেষসমূহ অবিদ্যাবশতঃ কল্পিত। যাহা অবিদ্যাজন্য, তাহা আর অভয়প্রাপ্তির হেতু হইতে পারে না। সেইহেতু "অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ" ইত্যাদি বাক্যে পঠিত আনন্দময়ব্রহ্ম অভয়প্রাপ্তির হেতু নহেন। অতএব অভয়প্রাপ্তির হেতুভূত, বাক্য ও মনের অগোচর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে বাক্যে পঠিত হইয়াছেন, সেই পুচ্ছবাক্যকেই বিষয়বাক্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে ইহাও সিদ্ধ হইল যে "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১) ইত্যাদি মন্ত্রে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রস্তাব হইয়াছে, "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।৫) ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যে তিনিই সমর্পিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। সুতরাং শেষোক্ত বাক্যটারই বিষয়বাক্যতা সঙ্গত। লক্ষ্য করিতে হইবে—বৃত্তিকারপক্ষ যে প্রকরণ-প্রমাণ (১ বর্ণক, ২২ ভাবদীঃ) প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ত্রই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতি-পাদিত হওয়ায়, সেই প্রমাণটী সিদ্ধান্তপক্ষের অনুকূল হইয়া পড়িল।

(১৪) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—'কোথাও কোন বস্তুর প্রাচুর্য্য আছে,' এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগ করিলে, সেই স্থলে অল্প পরিমাণে অন্য বস্তুও আছে, এইপ্রকার অর্থই প্রতিভাত হয়। সেই অল্প-পরিমিত বস্তুকে অপেক্ষা করিয়াই প্রথমোক্ত বস্তুর প্রাচুর্য্যের কথা বলা হয়। যেমন 'বিপ্রময় (—বিপ্র+ময়ট্ = ব্রাহ্মণপ্রচুর) গ্রাম,' এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিলে উক্ত গ্রামে ব্রাহ্মণের প্রাচুর্য্য (—প্রাধান্য, সংখ্যাধিক্য) থাকিলেও, তাহা হইতে ভিন্ন (—ব্রাহ্মণত্বের বিরোধী) অন্য জাতির অস্তিত্বও অবগত হওয়া যায়। প্রস্তাবিত আনন্দময়স্থলেও তদ্রূপ, সিদ্ধান্তে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে প্রত্যয়ের অর্থই প্রধানরূপে পরিগৃহীত হয় বলিয়া, ময়ট্প্রত্যয়ের অর্থই হইবে প্রধান। সেই ময়ট্-প্রত্যয়ের অর্থ—'প্রাচুর্য্য'। কাহার প্রাচুর্য্য? প্রকৃতি যে আনন্দ, তাহার। যেমন দৃষ্টান্তে প্রকৃতি যে 'বিপ্র,' তাহার। সুতরাং ব্রাহ্মণের প্রাচুর্য্য বিবক্ষিত হইলে অব্রাহ্মণের অস্তিত্বের ন্যায়, আনন্দের

শাঙ্করভাষ্যম্

রুধ্যেত।২৭ প্রতিশরীরং চ প্রিয়াদিভেদাৎ আনন্দময়স্যাপি ভিন্নত্বম্।২৮ ব্রহ্ম তু ন প্রতিশরীরং ভিদ্যতে, "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং

ভাষ্যানুবাদ

আমরা তো বলিয়াছি—আনন্দের নিরতিশয়তাই উক্তস্থলে বিবক্ষিত হওয়ায় অল্প দুঃখও সেইস্থলে নাই (১ বর্ণক, ২০ ভাবদীঃ), ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন —] প্রিয় প্রভৃতি প্রত্যেক শরীরে বিভিন্ন হওয়ায় আনন্দময়ও হইবে বিভিন্ন, [সুতরাং বিভিন্ন ঘটবৎ পরিচ্ছিন্ন তাহা নিরতিশয় আনন্দের আশ্রয়, বা আনন্দৈকরসস্বরূপ ব্রহ্ম

ভাবদীপিকা

প্রাচুর্য্য থাকিলে, তাহার প্রতিযোগী (—বিরোধী) যে দুঃখ, তাহার অস্তিত্বও আনন্দময়ে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে আনন্দময়ের ব্রহ্মতা আর সিদ্ধ হয় না; ফলে বৃত্তিকারপক্ষকর্তৃক প্রদর্শিত প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্‌প্রত্যয়রূপ ব্রহ্মবোধক ময়ট্‌তদ্ধিতশ্রুতিপ্রমাণটী (১ বর্ণক, ১৮ ভাবদীঃ) তদ্বোধক শ্রুতিপ্রমাণই হইতে না পারিয়া নিরাকৃত হইয়া পড়িল।

বৃত্তিকারপক্ষ যদি বলেন—প্রকৃতি যে আনন্দশব্দ, তাহার অর্থকেই আমরা প্রধানভাবে গ্রহণ করিব; তাহা হইলে আনন্দময়ে দুঃখের অল্পমাত্র অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে না। যেমন "প্রচুর-প্রকাশ সবিতা", এই স্থলে প্রধান যে সবিতা, তাহাতে অন্ধকারের লেশমাত্রও নাই। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—প্রত্যয়ার্থের প্রাধান্যরূপ শক্যার্থকে পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত্যর্থের প্রাধান্য স্বীকার করিলে লক্ষণাদোষ হইয়া পড়িবে। কিন্তু "শক্যার্থের গ্রহণ সম্ভব হইলে লক্ষ্যার্থের গ্রহণ ন্যায্য নহে"। প্রস্তাবিত স্থলে বিকারার্থেও ময়ট্ প্রত্যয় সম্ভব বলিয়া তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি না হওয়ায় লক্ষণাবৃত্তির প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী (—বৃত্তিকারপক্ষ) বলেন—প্রত্যয়ার্থের প্রাধান্য, তোমাদের সাম্প্রদায়িক স্বীকৃতিমাত্র। আমরা তাহা স্বীকার করিব না। আমরা বলিব—প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে প্রকৃতির অর্থই প্রধান, তাহাই শক্যার্থ। সুতরাং উক্ত লক্ষণাদোষ আমাদিগের উপর আপতিত হয় না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—প্রকৃতির অর্থকেই প্রধানরূপে (—বিশেষ্যরূপে) গ্রহণ করিলে, প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন 'আনন্দময়'শব্দের অর্থ হইবে—'প্রাচুর্য্যবিশিষ্ট আনন্দ'। তাহাতে কিন্তু আনন্দময়শব্দের শক্যার্থরূপে ব্রহ্মবস্তুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—'প্রচুর প্রকাশ যাঁহাতে, তিনিই তো সবিতা,' তদ্ব্যতীত সবিতা নামক পদার্থ আর কি হইবে? তদ্রূপ 'প্রাচুর্য্যবিশিষ্ট যে আনন্দ, তাহাই তো ব্রহ্ম'। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—এইপ্রকার অর্থ স্বীকার করিলে তাহা হইবে আনন্দময়শব্দের যৌগিকার্থ। আর তাহা স্বীকার করিলে 'আনন্দময়' এই শব্দটী হইবে যৌগিকশব্দ, অর্থাৎ 'সমাখ্যাপ্রমাণ'; 'শ্রুতি-প্রমাণ' নহে। বিবেচক ব্যক্তিগণ যৌগিকার্থকে লাক্ষণিকার্থ বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন। যে পদ লক্ষণাবৃত্তিবলে স্বার্থ সমর্পণ করে, তাহা শ্রুতিপ্রমাণ নহে, ইহাই বস্তুস্থিতি। সুতরাং প্রকৃত্যর্থকে প্রধানভাবে গ্রহণ করিলেও বৃত্তিকারপক্ষে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয়টী ব্রহ্মবোধক শ্রুতি-প্রমাণই হইতে না পারিয়া নিরাকৃত হইয়া পড়িল। ফলে কোনপ্রকারেই প্রাচুর্য্যার্থক ময়ট্‌শ্রুতিবলে আনন্দময়ের ব্রহ্মতা সিদ্ধ হইল না।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্ম" (তৈ: ২।১) ইতি আনন্ত্যশ্রুতেঃ।২৯ "একঃ দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (শ্বে: ৬।১১) ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ।৩০ ন চ আনন্দময়স্য অভ্যাসঃ শ্রূয়তে।৩১ প্রাতিপদিকার্থমাত্রম্ এব হি সর্ব্বত্র অভ্যস্যতে—"রসঃ বৈ সঃ, রসং হি এব অয়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি। কঃ হি এব অন্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ যদ্ এষঃ আকাশে আনন্দঃ ন স্যাৎ" (তৈ: ২।৭), "সা এষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি" (তৈ: ২।৮), "আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ইতি" (তৈ: ২।৯), "আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ" (তৈ: ৩।৬) ইতি চ।৩২ যদি চ আনন্দ-

ভাষ্যানুবাদ

হইতে পারে না]।২৮ ব্রহ্ম কিন্তু প্রতিশরীরে বিভিন্ন নহেন, যেহেতু "ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ," এইপ্রকার অনন্ততার বোধ উৎপাদনকারিণী শ্রুতি আছেন।২৯ আর যেহেতু "এক দেবতা সর্ব্ব প্রাণীতে গূঢ়রূপে অবস্থিত, [তিনি] সর্ব্বব্যাপী এবং সকল ভূতের অন্তরাত্মা", এইপ্রকার অন্য শ্রুতিও আছেন।৩০ [সুতরাং প্রত্যেক শরীরে বিভিন্ন আনন্দময় ব্রহ্ম নহে, পরন্তু তাহা হইতে ভিন্ন সর্ব্বানুগত অন্য পদার্থই ব্রহ্ম, ইহাই সিদ্ধ হইল]।

[সি:—আনন্দশব্দের অভ্যাস, আনন্দময়ের অভ্যাস নহে, ইহা প্রদর্শনদ্বারা বৃত্তিকারপ্রদর্শিত 'আনন্দ-পদাভ্যাস' লিঙ্গপ্রমাণের নিরাকরণ করতঃ আনন্দময়ের ব্রহ্মতা নিরাকরণ।]

[আনন্দপদের অভ্যাসবশতঃ আনন্দময়ের ব্রহ্মতা বৃত্তিকার কর্তৃক নির্ণীত হইয়াছে (১ বর্ণক, ১৪ ভাবদী:), তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] আর আনন্দ-ময়ের অভ্যাস (—পুনঃ পুনঃ কথন) শ্রুত হইতেছে না।৩১ [কি শ্রুত হইতেছে? তাহা বলিতেছেন—আনন্দশব্দরূপ] প্রাতিপদিকের (১৫) অর্থমাত্রই সর্ব্বস্থলে পুনঃ পুনঃ পঠিত হইতেছে, যথা—"তিনি রসস্বরূপ, এই রসকে লাভ করিয়া [লোক-সকল] আনন্দী (—সুখী) হয়, যদি আকাশে (—হৃদয়াকাশে) এই আনন্দ (—পরব্রহ্ম) না থাকিতেন, তাহা হইলে কেই বা অপানব্যাপার সম্পাদন করিত, কেই বা প্রাণব্যাপার সম্পাদন করিত (—প্রাণাপানক্রিয়াবলম্বনে জীবিত থাকিত"), "আনন্দের সেই এই মীমাংসা (—তারতম্যবিচার) হইতেছে", "ব্রহ্মের (—ব্রহ্মা-ভিন্ন) আনন্দকে যিনি জানেন, তিনি কোন কিছু হইতে ভীত হন না" এবং "আনন্দই ব্রহ্ম, ইহা অবগত হইলেন," ইত্যাদি। [সুতরাং আনন্দময়শব্দের অভ্যাস শ্রুতিতে নাই, পরন্তু 'আনন্দ' শব্দের অভ্যাস আছে, ইহা পরিদৃষ্ট হইতেছে।৩২ কিন্তু জ্যোতি-

ভাবদীপিকা

(১৫) "অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্" (পা: সূ: ১।২।৪৫)—'যাহা ধাতু নহে, প্রত্যয় নহে, অথচ অর্থযুক্ত, তাহাকে বলে—**প্রাতিপদিক**। প্রস্তাবিত আনন্দময়শব্দে 'আনন্দ' এই শব্দটী ধাতু নহে, প্রত্যয়ও নহে, অথচ সুখরূপ অর্থের বোধক। সেইহেতু তাহা হইল 'প্রাতিপদিক'।

শাঙ্করভাষ্যম্

ময়শব্দস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বং নিশ্চিতং ভবেৎ, ততঃ উত্তরেষু আনন্দমাত্র-প্রয়োগেষু অপি আনন্দময়াভ্যাসঃ কল্প্যেত।৩৩ নতু আনন্দ-ময়স্য ব্রহ্মত্বম্ অস্তি, প্রিয়শিরস্ত্বাদিভিঃ হেতুভিঃ ইতি অবোচাম।৩৪ তস্মাৎ শ্রুত্যন্তরে "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ ৩।৯।২৮) ইতি আনন্দ-প্রাতিপদিকস্য ব্রহ্মণি প্রয়োগদর্শনাৎ "যদ্ এষঃ আকাশে আনন্দঃ ন স্যাৎ" (তৈঃ ২।৭) ইত্যাদিঃ ব্রহ্মবিষয়ঃ প্রয়োগঃ, নতু আনন্দময়াভ্যাসঃ

ভাষ্যানুবাদ

ষ্টোমে জ্যোতিঃশব্দবৎ আনন্দের অভ্যাসই আনন্দময়ের অভ্যাস, ইহা তো বলা হইয়াছে (১ বর্ণক, ১৩ ভাবদীঃ)। তদুত্তরে বলিতেছেন—জ্যোতিষ্টোমে জ্যোতিঃ-শব্দের ন্যায়] যদি আনন্দময়শব্দের ব্রহ্মবিষয়তা (—তাহার অর্থ 'ব্রহ্ম', ইহা) নিশ্চিত হইত, তাহা হইলে পরবর্তী মাত্র আনন্দপদের প্রয়োগস্থলসকলেও আনন্দ-ময়শব্দের অভ্যাস কল্পনা করা চলিত (১৬)।৩৩ কিন্তু প্রিয়শিরস্ত্ব (—প্রিয়ই তাঁহার মস্তক) ইত্যাদি হেতুসকলবশতঃ আনন্দময়ের ব্রহ্মতা সিদ্ধ হয় না, ইহা আমরা বলিয়াছি (৬ ভাবদীঃ)।৩৪ সেইহেতু (-আনন্দপদের অভ্যাসদ্বারা আনন্দময়ের ব্রহ্মতা সিদ্ধ না হওয়ায়) অন্য শ্রুতিতে "ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ", এইপ্রকারে 'আনন্দ' এই প্রাতিপদিকের ব্রহ্মে প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া "যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকিতেন", ইত্যাদি [বাক্যে আনন্দশব্দের] প্রয়োগ হয় ব্রহ্মবিষয়ক, কিন্তু তাহা আনন্দময়ের অভ্যাস নহে, ইহা অবগত হইতে হইবে।৩৫ [সুতরাং আনন্দময়ের অভ্যাসই সিদ্ধ হয় না বলিয়া "আনন্দপদাভ্যাস" (১ বর্ণক, ১৪ ভাবদীঃ) আর আনন্দময়ের ব্রহ্মতাবোধক লিঙ্গপ্রমাণই হইতে পারিল না। ফলে আনন্দময়ের ব্রহ্মতা নিরাকৃত হইয়া পড়িল]।

ভাবদীপিকা

(১৬) এইস্থলে অভিপ্রায় এই—জ্যোতিঃশব্দের লক্ষণাবৃত্তিবলে যে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের বোধ হয়, শ্রুত্যুক্ত তদ্বিষয়ক অর্থবাদই তাহার হেতু, ইহা ১।১।৫ অধিকরণে ১৮ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বর্ণিত হইয়াছে। আনন্দশব্দ যে আনন্দময়কে বুঝাইবে, এইপ্রকার কোন শ্রুতিবাক্য কিন্তু পরিদৃষ্ট হয় না। সেইহেতু লক্ষণাবৃত্তিবলেও আনন্দশব্দের আনন্দময়রূপ অর্থ গৃহীত হইতে পারে না। অতএব আনন্দশব্দের অভ্যাস আনন্দময়ের অভ্যাস নহে, আর সেইহেতু আনন্দময় ব্রহ্মও নহে। আর দেখ, 'আনন্দময়ের ব্রহ্মতা সিদ্ধ হইলে আনন্দপদের অভ্যাসদ্বারা আনন্দময়ের অভ্যাস সিদ্ধ হয় এবং আনন্দপদের অভ্যাসদ্বারা আনন্দময়ের অভ্যাস সিদ্ধ হইলে আনন্দময়ের ব্রহ্মতা সিদ্ধ হয়'—এই-প্রকারে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া আনন্দপদের অভ্যাসদ্বারাও আনন্দময়ের অভ্যাস সিদ্ধ হয় না এবং তাহার ব্রহ্মতাও সিদ্ধ হয় না। আনন্দময়ের ব্রহ্মতা যে সিদ্ধ হয় না, সেইবিষয়ে অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—নতু—'কিন্তু প্রিয়শিরস্ত্ব' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি অবগন্তব্যম্।৩৫ যস্তু অয়ং ময়ড়ন্তস্য এব আনন্দশব্দস্য অভ্যাসঃ —"এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি" (তৈঃ ২।৮।৫) ইতি, ন তস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বম্ অস্তি, বিকারাত্মনাম্ এব অন্নময়াদীনাম্ অনাত্মনাম্ উপসংক্রমিতব্যানাং প্রবাহে পঠিতত্বাৎ।৩৬ ননু আনন্দময়স্য উপসংক্রমিতব্যস্য অন্নময়াদিবৎ অব্রহ্মত্বে সতি, নৈব বিদুষঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলং নির্দ্দিষ্টং ভবেৎ।৩৭ নৈষঃ দোষঃ, আনন্দময়োপসংক্রমণনির্দ্দেশেন এব পুচ্ছপ্রতিষ্ঠাভূতব্রহ্মপ্রাপ্তেঃ ফলস্য নির্দ্দিষ্ট-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আনন্দময়শব্দের পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, তাহার উপসংক্রমণের (—বাধের) জ্ঞাপক, ব্রহ্মতাজ্ঞাপক নহে।]

[কিন্তু ময়ট্‌প্রত্যয়ান্ত আনন্দময়শব্দের অভ্যাস তো শ্রুত হইতেছে, সুতরাং তাহার অভ্যাস শ্রুতিতে নাই, ইহা বলা চলে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু "এই আনন্দময় আত্মাকে উপসংক্রমণ করে" (১৭), ইত্যাদিস্থলে এই যে ময়ট্-প্রত্যয়ান্ত আনন্দশব্দের অভ্যাস (—পুনঃ পুনঃ শ্রবণ), তাহা ব্রহ্মকে বিষয় করে না, কারণ বিকারাত্মক যে অন্নময় প্রভৃতি উপসংক্রমণীয় (—বাধযোগ্য) অনাত্ম-বস্তুসকল, তাহাদের প্রবাহে পঠিত হইয়াছে।৩৬

[বৃত্তিকারপক্ষ] যদি বলেন—উপসংক্রমিতব্য (—প্রাপ্তব্য) আনন্দময়, অন্নময় প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্ম না হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তির ["সঃ যঃ এবংবিদ্ অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য" (তৈঃ ২।৮।৫), "আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্" (তৈঃ ২।৯) ইত্যাদি প্রকারে বর্ণিত] ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল নিশ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট হইত না।৩৭

[সিঃ—আনন্দময়ের উপসংক্রমণই (—প্রাপ্তি, অথবা বাধই) ব্রহ্মপ্রাপ্তি।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, ইহা দোষ নহে, যেহেতু আনন্দময়ে উপসংক্রমণের নির্দ্দেশদ্বারাই পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠাভূত যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১৮)।৩৮ আর যেহেতু সেই বিষয়ে এই শ্লোকও আছে—

ভাবদীপিকা

(১৭) উপসংক্রমণশব্দের সিদ্ধান্তসম্মত ও পূর্ব্বপক্ষসম্মত অর্থ প্রথম বর্ণকে ১২ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৮) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—উপসংক্রমণশব্দের অর্থ 'প্রাপ্তি,' ইহা স্বীকার করিলেও প্রিয়াদি নানা অবয়ববিশিষ্ট আনন্দময়ের প্রাপ্তির ফলে তাঁহার পুচ্ছভূত (আধারভূত) শুদ্ধ ব্রহ্মের প্রাপ্তি ফলতঃ সিদ্ধই হয়, কারণ বিশিষ্টের প্রাপ্তি হইলে, বিশেষণের প্রাপ্তি অবশ্যই হইয়া থাকে। আর উপসংক্রমণশব্দের অর্থ—'অতিক্রমণ,' ইহা স্বীকার করিলে শুদ্ধব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অর্থ মুখ্যতঃই সিদ্ধ হয়, কারণ নদী অতিক্রম করিলে পর তীর প্রাপ্তি যেমন অর্থসিদ্ধ, আনন্দময়কোশকে অতিক্রম (—তাহাতে আত্মাভিমানত্যাগ) করিলে তদধিষ্ঠানভূত শুদ্ধব্রহ্মপ্রাপ্তিও তদ্রূপ অর্থতঃই সিদ্ধ হয়। আবার উক্ত শব্দের 'বাধ'রূপ অর্থ স্বীকার করিলে শুদ্ধ ব্রহ্মাত্মবোধরূপ অর্থ অতি স্পষ্ট-

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্বাৎ।৩৮ "তদপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি" (তৈঃ ২।৮।৫), "যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে" (তৈঃ ২।৯), ইত্যাদিনা চ প্রপঞ্চ্যমানত্বাৎ।৩৯ যা তু আনন্দময়সন্নিধানে "সঃ অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (তৈঃ ২।৬) ইতি ইয়ং শ্রুতিঃ উদাহৃতা, সা "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।৫) ইতি অনেন সন্নিহিততরেণ ব্রহ্মণা সম্বধ্যমানা ন আনন্দময়স্য ব্রহ্মতাং প্রতিবোধয়তি।৪০ তদপেক্ষত্বাৎ চ উত্তরস্য গ্রন্থস্য "রসঃ বৈ সঃ" (তৈঃ ২।৭) ইত্যাদেঃ ন আনন্দময়বিষয়তা।৪১

ভাষ্যানুবাদ

"যাঁহা হইতে বাক্যসকল (—'ইহা এইপ্রকার', এইরূপে বিষয়ের সমর্পক শব্দসকল) নিবৃত্ত হয়", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। [সুতরাং আনন্দময় ব্রহ্ম না হইলেও পুচ্ছবাক্যে পঠিত যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তৎপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয় বলিয়া শ্রুতিতে ফলনির্দেশ সঙ্গতই হইয়াছে]।৩৯

[সিঃ—শ্রুতিবাক্যের সান্নিধ্যবিচার দ্বারা ১।১।১৬-১৭ সূত্রে প্রতিপাদিত আনন্দময়ের ব্রহ্মতাজ্ঞাপক বৃত্তিকারমত নিরাকরণ।]

[প্রথম বর্ণকে ১।১।১৬ সূত্রভাষ্যে "সঃ অকাময়ত" (তৈঃ ২।৬) ইত্যাদি শ্রুতি-বচনবলে 'আনন্দময়ের ব্রহ্মতা অবধারিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] আর যে আনন্দময়ের সন্নিধানে "তিনি কামনা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, উৎপন্ন হইব", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদাহৃত হইয়াছে, তাহা "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্যের দ্বারা সমর্পিত যে সন্নিহিততর (—অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী স্থলে পঠিত) ব্রহ্ম, তাঁহার সহিত সম্বদ্ধ হইয়া [তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্থলে পঠিত] আনন্দময়ের ব্রহ্মতাবোধন করে না।৪০ [১।১।১৭ সূত্রভাষ্যে "রসঃ বৈ সঃ" ইত্যাদি বাক্যবলে যে আনন্দময়ের জীবত্ব নিরাকরণদ্বারা পরমাত্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] আর "রসঃ বৈ সঃ", ইত্যাদি পরবর্ত্তী গ্রন্থ তদপেক্ষ

ভাবদীপিকা

ভাবেই সিদ্ধ হয়, কারণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের ফলে কল্পিত আনন্দময়কোশের বাধ হইলে, তাহার অধি-ষ্ঠানভূত যে শুদ্ধ ব্রহ্ম, যিনি পুচ্ছ অর্থাৎ অধিষ্ঠানরূপে বর্ণিত হইতেছেন, তদাত্মভাবপ্রাপ্তিই সিদ্ধ হয়, যেহেতু 'কল্পিত বস্তুর যে নাশ (—বাধ), তাহা অধিষ্ঠানস্বরূপ'। লক্ষ্য করিতে হইবে—বৃত্তিকার-মতে উপসংক্রমণশব্দের 'প্রাপ্তি' ব্যতিরেকে অন্য কোনপ্রকার অর্থই সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তমতে—সকলপ্রকার অর্থই উপপন্ন হয়। তবে প্রাপ্তিরূপ অর্থ স্বীকৃত হইলে বিশিষ্টের অর্থাৎ সোপা-ধিক ব্রহ্মের প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হয় বলিয়া প্রস্তাবিত স্থলে তৈঃ ভাষ্যবার্ত্তিক (২।৮।৪৭-৪৮) প্রভৃতিতে এই অর্থ গৃহীত হয় নাই। যাহাহউক্ আনন্দময়কোশের প্রাপ্তি অথবা বাধ হইলে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল সিদ্ধ হয়, তাহা শ্রুতি স্বয়ং বলিতেছেন। হেতুমুখে সেই শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিতেছেন—**তদপি এষঃ**—'আর যেহেতু সেই বিষয়ে,' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

ননু "সঃ অকাময়ত" (তৈঃ ২।৬) ইতি ব্রহ্মণি পুংলিঙ্গনির্দ্দেশঃ ন উপপদ্যতে।৪২ নায়ং দোষঃ, "তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১) ইতি অত্র পুংলিঙ্গেন অপি আত্মশব্দেন ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বাৎ।৪৩ যাতু ভার্গবী বারুণী বিদ্যা "আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ" (তৈঃ ৩।৬) ইতি, তস্যাং ময়ডশ্রবণাৎ, প্রিয়শিরস্ত্বাদ্য-

ভাষ্যানুবাদ

বলিয়া (—নিকটে পঠিত কাময়িতা (তৈঃ ২।৬) এবং পুচ্ছভূত (তৈঃ ২।৫) শুদ্ধ ব্রহ্মকে অপেক্ষা করে বলিয়া) আনন্দময়কে বিষয় করে না (১৯)।৪১ [অতএব আনন্দময় ব্রহ্ম নহে]।

[সিঃ—উপসংহারে পুংলিঙ্গ 'তদ্'শব্দের প্রয়োগবলেও আনন্দময়ের ব্রহ্মতা সিদ্ধ হয় না, কারণ উপক্রমে পুংলিঙ্গ আত্মশব্দের প্রয়োগ আছে।]

যদি বলা হয়—"সঃ অকাময়ত", এইস্থলে ['সঃ' এই পদে] যে পুংলিঙ্গের নির্দ্দেশ (—প্রয়োগ), তাহা ব্রহ্মে সঙ্গত হয় না, [কারণ ব্রহ্মশব্দটী ক্লীবলিঙ্গ শব্দ]।৪২ [সুতরাং "সঃ অকাময়ত" এইস্থলে পুংলিঙ্গ আনন্দময়শব্দের প্রতিপাদ্য আনন্দময়কেই ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করিতে হইবে]। তদুত্তরে [সিদ্ধান্তী] বলেন—ইহা দোষ নহে, যেহেতু "তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি এইস্থলে (—উপক্রমে) পুংলিঙ্গ আত্মশব্দের দ্বারা ব্রহ্ম প্রস্তাবিত হইয়াছেন। [সেই-হেতু উপসংহারে 'তদ্' এই পুংলিঙ্গ সর্ব্বনামশব্দের ব্রহ্মবিষয়ে প্রয়োগ অসঙ্গত হয় নাই।৪৩ অতএব পুংলিঙ্গ তদ্‌শব্দের বলেও আনন্দময়ের ব্রহ্মতা সিদ্ধ হয় না।]

[সিঃ—যথাসংখ্যাপাঠ সিদ্ধ না হওয়ায় আনন্দেরই ব্রহ্মতা সিদ্ধ হয়, আনন্দময়ের নহে।]

[১।১।১৫ সূত্রভাষ্যে বৃত্তিকারপক্ষ যে পঞ্চম স্থানে পঠিত হওয়ারূপ 'যথাসংখ্যা-পাঠাত্মক স্থানপ্রমাণবলে আনন্দময়ের ব্রহ্মতা নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] আর "আনন্দই ব্রহ্ম, ইহা অবগত হইলেন", ইত্যাদি এই যে বরুণকর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং ভৃগুকর্ত্তৃক বিজ্ঞাত বিদ্যা, তাহাতে [প্রযুক্ত আনন্দপদে] ময়ট্‌প্রত্যয় শ্রুত হয় নাই বলিয়া এবং প্রিয়শিরস্ত্ব (—"প্রিয়ই তাঁহার মস্তক", তৈঃ ২।৫) প্রভৃতি [সেইস্থলে] শ্রুত হয় নাই বলিয়া আনন্দেরই ব্রহ্মতা

ভাবদীপিকা

(১৯) বৃত্তিকারপক্ষ ১।১।১৪ সূত্রভাষ্যে আনন্দদাতৃত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণটীকে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্‌প্রত্যয়ের সমর্থকরূপে উপন্যস্ত করিয়া আনন্দময়ের ব্রহ্মতাবোধনে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন. সিদ্ধান্তী এখানে তাহাকে নিকটবর্ত্তী পুচ্ছবাক্যে পঠিত শুদ্ধব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণরূপে বিনিয়োগ করিলেন বুঝিতে হইবে, কারণ "এষঃ হি এব আনন্দয়াতি" (তৈঃ ২।৭), এই বাক্যপঠিত সমীপবর্ত্তী বস্তুর বোধক "এষঃ" এই সর্ব্বনামপদটী নিকটবর্ত্তী পুচ্ছবাক্যে পঠিত শুদ্ধ ব্রহ্মেরই বোধক, দূরবর্ত্তী আনন্দময়ের নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রবণাৎ চ যুক্তম্ আনন্দস্য ব্রহ্মত্বম্।৪৪ তস্মাৎ অণুমাত্রম্ অপি বিশেষম্ অনাশ্রিত্য ন স্বতঃ এব প্রিয়শিরস্ত্বাদি ব্রহ্মণঃ উপপদ্যতে।৪৫ ন চ ইহ সবিশেষং ব্রহ্ম প্রতিপিপাদয়িষিতং, বাঙ্মনসগোচরাতিক্রমশ্রুতেঃ।৪৬ তস্মাৎ অন্নময়াদিষু ইব আনন্দময়ে অপি বিকারার্থঃ এব ময়ট্ বিজ্ঞেয়ঃ, ন প্রাচুর্য্যার্থঃ।৪৭
[৩১৩পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

হয় সঙ্গত (২০)।৪৪ সেইহেতু (—সর্ব্বপ্রকার বিশেষবর্জ্জিত আনন্দপদার্থই ব্রহ্ম হওয়ায়) অল্পমাত্রও বিশেষকে (—উপাধিকে) অবলম্বন না করিয়া স্বরূপতঃ ব্রহ্মের প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি যুক্তিসঙ্গত হয় না।৪৫ [অতএব প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি বিশেষযুক্ত আনন্দময় ব্রহ্ম নহে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

[সিঃ—প্রসঙ্গের উপসংহার ! নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মই তৈত্তিরীয়কের প্রতিপাদ্য। আনন্দময়শব্দের অর্থ 'আনন্দময়কোশরূপ' জীবোপাধি।]

[আচ্ছা, সবিশেষ ব্রহ্মই এখানে প্রতিপাদ্য, ইহা স্বীকার করিতেছ না কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এখানে সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করা হইতেছে না, যেহেতু ["যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"(তৈঃ ২।৯) ইত্যাদি] বাক্য ও মনের অবিষয়তা প্রতিপাদনকারিণী শ্রুতি আছে।৪৬ সেইহেতু (—এইপ্রকারে বৃত্তিকারপক্ষ কর্ত্তৃক সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদনের জন্য প্রদর্শিত প্রমাণ ও যুক্তিসকল নিরাকৃত (২১) হওয়ায়) অন্নময় প্রভৃতি সকল স্থলে যে প্রকার

ভাবদীপিকা

(২০) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—তৈত্তিরীয়োপনিষদে ব্রহ্মানন্দবল্লীতে পঞ্চম পর্য্যায়ে (২।৫) ময়ডন্ত আনন্দপদের প্রয়োগ এবং প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি শ্রুত হইলেও, ভৃগুবল্লীতে পঞ্চম পর্য্যায়ে (৩।৬) ময়ট্প্রত্যয়ান্ত আনন্দশব্দ (—'আনন্দময়' পদ) পঠিত হয় নাই এবং 'প্রিয়শিরস্ত্ব' প্রভৃতিও শ্রুত হয় নাই। সেইহেতু তাহা যথাসংখ্যাপাঠরূপে গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং ১ম বর্ণক ২৩ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত বৃত্তিকারপক্ষের যথাসংখ্যাপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ বিঘটিত হইয়া পড়িল, অর্থাৎ তাহা আর স্থানপ্রমাণই হইতে পারিল না। [জ্যোতিঃশব্দ-ঘটিত বৃত্তিকারপক্ষীয় যুক্তি অত্রস্থ ১৬ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে নিরাকৃত হইয়াছে]। আর ব্রহ্মানন্দবল্লীতে পঠিত আনন্দময়শব্দে বিকারার্থে ময়ট্প্রত্যয়রূপ শ্রুতিপ্রমাণ এবং প্রিয়-শিরস্ত্বাদির দ্বারা সূচিত সাবয়বত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণের বলে আনন্দময়ের অব্রহ্মতাই সিদ্ধ হয়। উক্ত হেতুসকল না থাকায় ভৃগুবল্লীতে পঠিত আনন্দশব্দ কিন্তু ব্রহ্মবোধক। বৃত্তিকারপক্ষ স্বীয় যথাসংখ্যাপাঠবিষয়ে আগ্রহ করিলে, আনন্দময়ের অব্রহ্মতাবোধক এই শ্রুতি ও লিঙ্গ-প্রমাণের বলে, দুর্ব্বল সেই [তন্মতে ব্রহ্মবোধক] যথাসংখ্যাপাঠ বাধিত হইবে।

(২১) অত্রস্থ ৭ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে ভাষ্যকারপক্ষে প্রদর্শিত প্রমাণসকল কি প্রকারে বৃত্তিকারপক্ষে প্রদর্শিত প্রমাণসকলকে নিরাকরণ করে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভাবদীপিকা

তদ্ব্যতীত বৃত্তিকারপক্ষে যে আনন্দধাতৃত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণ (১ম বর্ণক, ২১ ভাবদীঃ) প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাকে অত্রস্থ ১৯ ভাবদীপিকাতে স্বানুকূল করা হইয়াছে। বৃত্তিকারপক্ষ "আনন্দপদাভ্যাসরূপ" (১ বর্ণক, ১৪ ভাবদীঃ) যে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অত্রস্থ ১৬ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে তাহা নিরাকৃত হইয়াছে। বৃত্তিকারপক্ষ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের পরস্পরাকাঙ্ক্ষারূপ যে প্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন (১ বর্ণক, ২২ ভাবদীঃ), অত্রস্থ ১৩ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত প্রকারে পুচ্ছবাক্যে পঠিত শুদ্ধ ব্রহ্মই প্রকরণপ্রতিপাদ্য হওয়ার সেই প্রকরণপ্রমাণটী সিদ্ধান্তপক্ষেরই অনুকূল হইয়াছে। বৃত্তিকারপক্ষ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত যথাসংখ্যাপাঠরূপ স্থানপ্রমাণও (১ বর্ণক, ২৩ ভাবদীঃ), অত্রস্থ ২০ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে নিরাকৃত হইয়াছে। বৃত্তিকারপক্ষের অন্যান্য যুক্তিসকলও ভাষ্যমধ্যে তত্তৎস্থলে নিরাকৃত হইয়াছে এবং স্বপক্ষে অন্যান্য যুক্তিসকল প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—১।১।১৪ এবং ১৭ সূত্রভাষ্যে তাঁহারা যে আনন্দময়ের জীবত্ব নিরাকরণকরতঃ তাহার ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, তাহা অত্রস্থ ২৬ হইতে ৩০ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যে নিরাকৃত হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় তত্তৎস্থলে আলোচনা করতঃ অবগত হইতে হইবে। আমরা দিগ্দর্শন মাত্র করিলাম।

পূজ্যপাদ ভামতীকার একটী শ্লোকদ্বারা বৃত্তিকারমত হইতে ভাষ্যকারমতের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—"**প্রায়পাঠপরিত্যাগো মুখ্যত্রিতয়লঙ্ঘনম্। পূর্ব্বস্মিন্নুত্তরে পক্ষে প্রায়পাঠস্যবাধনম্।** ইহার তাৎপর্য্য এই—১। অন্নময়াদিশব্দে বিকারার্থে ময়ট্প্রত্যয় চলিতেছে, আনন্দময়শব্দে অকস্মাৎ প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্প্রত্যয় স্বীকার করিলে প্রায়পাঠের (—বিকারার্থে ময়ট্প্রত্যয়ের যে প্রবাহ চলিতেছে, তাহার) পরিত্যাগ হইবে। ২। তিনটী মুখ্যার্থের পরিত্যাগ হইবে, যথা—(ক) ময়ট্প্রত্যয় বিকারার্থে মুখ্য, প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ স্বীকার করিলে তাহা ত্যক্ত হইবে। (খ) ব্রহ্মশব্দটী পরব্রহ্মরূপ অর্থে মুখ্য, তাহাকে আনন্দময়ের অবয়বরূপে স্বীকার করিলে, সেই মুখ্যার্থ ত্যক্ত হইবে। (গ) যাহার পুনঃ পুনঃ অভ্যাস শ্রুত হইতেছে, সেই আনন্দশব্দটী 'সুখ'-অর্থে মুখ্য, তাহার আনন্দময়রূপ অর্থ স্বীকার করিলে, সেই মুখ্যার্থ ত্যক্ত হইবে। পূর্ব্বপক্ষে অর্থাৎ বৃত্তিকারপক্ষে এই তিনটী দোষ হয়। উত্তরপক্ষে (—ভাষ্যকারপক্ষে) প্রায়পাঠের বাধরূপ একটী মাত্র দোষ হয়, যথা—"তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" (তৈঃ ২।৫) ইত্যাদি প্রকারে অবয়বের বর্ণনাপ্রবাহে পঠিত যে পুচ্ছশব্দ, তাহার লাঙ্গুলরূপ মুখ্য অর্থ গৃহীত না হইয়া লক্ষণাবৃত্তিবলে 'আধাররূপ' অর্থ গৃহীত হইতেছে। এইপ্রকারে ভগবান্ ভাষ্যকারের পক্ষে একটী মাত্র দোষ হয় বলিয়া, এই পক্ষই শ্রেষ্ঠ ও গ্রহণীয়, ইহাই তাৎপর্য্য।

যাহাহউক, এইপ্রকারে শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রবল প্রমাণ ও যুক্তিসকলের বলে নিয়মিত যে আকাঙ্ক্ষা এবং উপক্রম ও উপসংহাররূপ (৭ ভাবদীঃ) তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গের বলে নিয়মিত যে তাৎপর্য্য, তাহাদের উভয়ের বলে নিয়মিত "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।৫) এই শ্রুতিবাক্যটি, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই যে তৈত্তিরীয়কের উক্তস্থলে পঠিত হইয়াছেন, ইহা প্রতিপাদন করিল। তাহার সেই তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ অন্য প্রমাণ ও যুক্তিসকলের দ্বারা বাধিত হইল না, সেইহেতু উক্ত শ্রুতিবাক্যটী হইল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবোধক আগমপ্রমাণ। পক্ষান্তরে "অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ" (তৈঃ ২।৫) এই বাক্যটী ব্রহ্মবোধক আগমপ্রমাণ হইতে পারিল না। কারণ, তাহার

[৩১১ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

সূত্রাণি তু এবং ব্যাখ্যেয়ানি—"ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যত্র কিম্ আনন্দময়াবয়বত্বেন ব্রহ্ম বিবক্ষ্যতে, উত স্বপ্রধানত্বেন ইতি।৪৮ পুচ্ছশব্দাৎ অবয়বত্বেন ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (১।১।১২)।৪৯ আনন্দময়ঃ আত্মা ইতি অত্র "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।৫) ইতি স্বপ্রধানম্ এব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে, অভ্যাসাৎ।৫০ "অসন্নেব সঃ ভবতি" (তৈঃ ২।৬) ইতি অস্মিন্ নিগমনশ্লোকে ব্রহ্মণঃ এব কেবলস্য অভ্যস্যমানত্বাৎ।৫১ "বিকার-

ভাষ্যানুবাদ

হইয়াছে, সেই প্রকারে আনন্দময়েও ময়ট্‌প্রত্যয়কে বিকারার্থক বলিয়া বুঝিতে হইবে, প্রাচুর্য্যার্থক নহে। [অতএব আনন্দময়শব্দের অর্থ হইল—আনন্দের বিকার (১ ভাবদীঃ) অর্থাৎ আনন্দময়কোশরূপ জীবোপাধি]।৪৭

[সিঃ—ভাষ্যকারমতে সূত্রযোজনা।]

[শ্রুতি ও সূত্রের বিরোধে শ্রুতিই প্রবল হওয়ায় সূত্রসকলকে তদনুকূলভাবে যোজনা করিতে হইবে, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন—] সূত্রসকলকে কিন্তু এই-প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে—[সংশয়] "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা", এই স্থলে কি আনন্দময়ের অবয়বরূপে ব্রহ্ম বিবক্ষিত হইতেছেন, অথবা স্বপ্রধানভাবে ?৪৮ পুচ্ছশব্দের প্রয়োগ থাকায় অবয়বরূপে বিবক্ষিত হইতেছেন, এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে, [সিদ্ধান্ত] বর্ণিত হইতেছে—"আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ" ।৪৯ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] 'আনন্দময় আত্মা', এইস্থলে (—"অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ" (তৈঃ ২।৫) ইত্যাদিস্থলে) "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা", এইরূপে স্বপ্রধান ব্রহ্মই উপদিষ্ট হইতেছেন, যেহেতু [ব্রহ্মশব্দের] পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইয়াছে।৫০ [প্রয়োগ কোথায় ? তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু "অসন্নেব সঃ ভবতি", ইত্যাদি এই উপসংহারশ্লোকে কেবল (—স্বপ্রধান) ব্রহ্ম পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইতেছেন।৫১ "বিকারশব্দাৎ নেতি চেৎ, ন প্রাচুর্য্যাৎ" ।৫২ [ইহার অর্থ বর্ণনা করিতেছেন—]

ভাবদীপিকা

তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত অর্থ অন্য প্রমাণ ও যুক্তিসকলের দ্বারা বাধিত হইয়া পড়িল (১।১।৫ অধিঃ ৫ ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বিকারার্থে ময়ট্‌প্রত্যয়রূপ শ্রুতিপ্রমাণ (১ ভাবদীঃ) সাবয়বত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণ (৮ ভাবদীঃ) বিকারার্থক ময়ট্‌শ্রুতির সমর্থক প্রকরণপ্রমাণ (৯ ভাবদীঃ) ইত্যাদির বলে ইহার আকাঙ্ক্ষা নিয়মিত হওয়ায় এই বাক্যটী হয় জীবের আনন্দময়কোশরূপ উপাধির বোধক, অর্থাৎ জীববোধক আগমপ্রমাণ। অতঃপর পরবর্ত্তী অধিকরণসকলে আমরা পূর্ব্বপক্ষে ও সিদ্ধান্তপক্ষে প্রযুক্ত শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণসকল ও যুক্তিসকলমাত্র প্রদর্শন করিব। তাহাদের প্রাবল্য, দৌর্ব্বল্য ও নিয়ামকতা প্রভৃতি স্বয়ং এইপ্রকারে বুঝিয়া লইতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

শব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ" (১।১।১৩)।৫২ বিকারশব্দেন অবয়বশব্দঃ অভিপ্রেতঃ।৫৩ 'পুচ্ছম্' ইতি অবয়বশব্দাৎ ন স্বপ্রধানত্বং ব্রহ্মণঃ ইতি যদুক্তং, তস্য পরিহারঃ বক্তব্যঃ।৫৪ অত্র উচ্যতে—নায়ং দোষঃ, প্রাচুর্য্যাৎ অপি অবয়বশব্দোপপত্তেঃ।৫৫ প্রাচুর্য্যং প্রায়াপত্তিঃ, অবয়বপ্রায়ে বচনম্ ইত্যর্থঃ।৫৬ অন্নময়াদীনাং হি শিরআদিষু পুচ্ছান্তেষু অবয়বেষু উক্তেষু আনন্দময়স্যাপি শিরআদীনি অবয়বান্তরাণি উক্ত্বা অবয়বপ্রায়াপত্ত্যা "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি আহ, ন অবয়ববিবক্ষয়া।৫৭ যৎকারণম্ অভ্যাসাৎ

ভাষ্যানুবাদ

'বিকার', এই শব্দের দ্বারা অবয়ববোধক শব্দ অভিপ্রেত হইয়াছে (—'বিকার' এই শব্দের দ্বারা অবয়বকে বুঝিতে হইবে)।৫৩ 'পুচ্ছ' এই অবয়ববোধক শব্দ থাকায় ব্রহ্ম স্বপ্রধান নহেন, ইত্যাদি যাহা [পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক] কথিত হইয়াছে, তাহার পরিহার বলিতে হইবে।৫৪ এই বিষয়ে [সিদ্ধান্ত] বর্ণিত হইতেছে—ইহা দোষ নহে, যেহেতু প্রাচুর্য্যরূপ অর্থবশতঃও অবয়ববোধকশব্দের প্রয়োগ হয় সঙ্গত।৫৫ [কি প্রকারে ? তাহা বলিতেছেন—] প্রাচুর্য্যশব্দের অর্থ—প্রায়াপত্তি, অর্থাৎ অবয়বপ্রায়ে বচন (—অন্নময়াদি কোশসকলের অবয়ব-বর্ণনার বাহুল্যবশতঃ অবয়বের বর্ণনাই বুদ্ধিতে প্রাধান্যলাভ করায় অবয়ববোধক শব্দাবলম্বনে বর্ণনা)।৫৬ [ইহাই বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—] দেখ, অন্নময় প্রভৃতির মস্তক প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুচ্ছ পর্য্যন্ত অবয়বসকল বর্ণিত হইলে, আনন্দময়েরও মস্তক প্রভৃতি অন্যান্য অবয়বসকলের বর্ণনা করিয়া অবয়বের প্রায়াপত্তিবশতঃ (—অবয়ববর্ণনার প্রাচুর্য্যবশতঃ তাহার ক্রমটী বুদ্ধিতে আরূঢ় থাকায়) "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা", ইহা বলিতেছেন, কিন্তু [লাঙ্গুলরূপ] অবয়ব বর্ণনার ইচ্ছায় বলিতেছেন না (২২)।৫৭ [আচ্ছা, ব্রহ্ম সত্যই আনন্দময়ের অবয়ব নহেন, ইহাই যে ভগবান্ সূত্রকারের অভিমত, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু 'অভ্যাসাৎ', এইপ্রকারে ব্রহ্মের স্বপ্রধানতা (—তিনি অন্যের অবয়ব নহেন, ইহা)

ভাবদীপিকা

(২২) তৈত্তিরীয়কের এই প্রকরণে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানোৎপাদনের জন্য অন্নময়াদি কোশসকলকে পক্ষিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সেইস্থলে পক্ষীর অবয়ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে আনন্দময়কোশের অন্যান্য অবয়ব বর্ণনা করিয়া পুচ্ছের বর্ণনাকালে সমস্ত আনন্দের একমাত্র আশ্রয় এবং আনন্দময়রূপ জীবেরও অধ্যাসাধিষ্ঠান যে শুদ্ধ ব্রহ্ম, তাঁহাকেই পুচ্ছরূপে (—আধাররূপে) বর্ণনা করিতেছেন। ব্রহ্ম যে সত্যই আনন্দময়ের পুচ্ছ অর্থাৎ লাঙ্গুলরূপ অবয়ব, ইহা শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি স্বপ্রধানত্বং ব্রহ্মণঃ সমর্থিতম্ ।৫৮ "তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ" (১।১।১৪) ।৫৯ সর্ব্বস্য [হি] বিকারজাতস্য সানন্দময়স্য কারণত্বেন ব্রহ্ম ব্যপদিশ্যতে—"ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত, যদিদং কিঞ্চ" (তৈঃ ২।৬) ইতি ।৬০ ন চ কারণং সৎ ব্রহ্ম স্ববিকারস্য আনন্দময়স্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যা অবয়বঃ উপপদ্যতে ।৬১ অপরাণি অপি সূত্রাণি যথাসম্ভবং পুচ্ছবাক্যনির্দ্দিষ্টস্য এব ব্রহ্মণঃ উপপাদকানি দ্রষ্টব্যানি ।৬২॥১।১।১২—১৯॥ ইতি দ্বিতীয়বর্ণকম্ ভাষ্যকারমতম্। ইতি ষষ্ঠম্ আনন্দময়াধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

সমর্থিত হইয়াছে ।৫৮ [আর এইহেতুবশতঃও পুচ্ছশব্দে অবয়ব বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু আধার লক্ষিত হইয়াছে। সেই হেতুটী বলিতেছেন—] "তদ্ধেতুব্যপদেশাৎ চ" ।৫৯ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু আনন্দময়সহ সমস্ত বিকারজাতের (—সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের) কারণরূপে ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইতেছেন, যথা—"এই সমস্ত যাহা কিছু সেই সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন", ইত্যাদি ।৬০ আর ব্রহ্ম কারণ হইয়া নিজের কার্য্যভূত আনন্দময়ের মুখ্যবৃত্তিতে (—কোনপ্রকার কল্পনাদিকৃত না হইয়া) অবয়ব হইবেন, ইহা সঙ্গত নহে ।৬১ অপর সূত্র সকলকেও পুচ্ছবাক্যে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মের উপপাদকরূপে যথাসম্ভব বুঝিয়া লইতে হইবে (২৩)। ৬২॥১।১।১২-১৯॥ আনন্দময়াধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকের ভাষ্যানুবাদ ও ভাষ্যকারমত সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(২৩) আমরা 'ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা' প্রভৃতি অবলম্বনে সমস্ত সূত্রগুলির দ্বিতীয় বর্ণকানুযায়ী অর্থ প্রদর্শন করিতেছি—

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১।১।১২॥ সূত্রার্থ—["ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।৫), এই বাক্যে কি আনন্দময়ের অবয়বরূপে ব্রহ্ম বর্ণিত হইতেছেন, অথবা স্বপ্রধানভাবে বর্ণিত হইতেছেন, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, অবয়বরূপে বর্ণিত হইতেছেন, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **আনন্দময়ঃ**—সূত্রস্থ 'আনন্দময়' এই শব্দের দ্বারা "অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ" (তৈঃ ২।৫) ইত্যাদি বাক্যপ্রবাহে পঠিত "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা", এই বাক্যস্থ 'ব্রহ্ম' শব্দটী উপলক্ষিত হইতেছে। সেই ব্রহ্মশব্দটী স্বপ্রধান ব্রহ্মের বোধক। [তাহাতে হেতু কি? তাহা বলিতেছেন—] **অভ্যাসাৎ**—যেহেতু "অসন্নেব সঃ ভবতি" (তৈঃ ২।৬), ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মশব্দটী পুনঃ পুনঃ পঠিত হইতেছে।

বিকারশব্দান্নেতিচেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥১।১।১৩॥ সূত্রার্থ—**বিকারশব্দাৎ**—অবয়ববোধক পুচ্ছশব্দের প্রয়োগ থাকায় [তাহার সহিত সমানবিভক্তিযুক্ত ব্রহ্মশব্দ স্বপ্রধান ব্রহ্মের বোধ উৎপাদন করিতে পারিবে না], **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয়; [তদুত্তরে বলিতেছেন—] **ন**—না, তাহা বলিতে পার না, **প্রাচুর্য্যাৎ**—যেহেতু অবয়বপ্রায়ের প্রয়োগ রহিয়াছে, অর্থাৎ যেহেতু অবয়বসকলের বহুলভাবে বর্ণনাপ্রসঙ্গে—

ভাবদীপিকা

অবয়বের বর্ণনাই বুদ্ধিতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সেইহেতু ব্রহ্মকে 'পুচ্ছ' বলা হইতেছে; কিন্তু তিনি যে 'অবয়ব', ইহা বলিবার ইচ্ছায় তাহা বলা হইতেছে না। [অতএব প্রতিষ্ঠা-শব্দের সহিত একত্রে পঠিত হওয়ায় পুচ্ছশব্দের লাক্ষণিকার্থ হইবে—'আধার'। স্বপ্রধান ব্রহ্মই সেই আধাররূপে (—অধ্যাসাধিষ্ঠানরূপে) বর্ণিত হইতেছেন]।

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥১।১।১৪॥ সূত্রার্থ—**চ**—আর, **তদ্ধেতুব্যপদেশাৎ**—তস্য—ব্রহ্মের, [নিজের কার্য্যসমুদায়ের প্রতি] **হেতুত্বেন**—কারণরূপে, **ব্যপদেশাৎ**—["ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত" (তৈ ২।৬), ইত্যাদিবাক্যে] বর্ণনা থাকায় [পুচ্ছশব্দের আধাররূপ লাক্ষণিকার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। যেহেতু যাহা অধ্যাসাধিষ্ঠানভূত বিবর্ত্তকারণ, তাহা পরিণামী কারণের ন্যায় স্বীয় কার্য্যের অবয়ব হইতে পারে না]।

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥১।১।১৫॥ সূত্রার্থ—**মান্ত্রবর্ণিকম্ এব**—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১), ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণে প্রকাশিত যে ব্রহ্ম, তিনিই, **গীয়তে** "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈ ২।৫), এই ব্রাহ্মণবাক্যে স্বপ্রধানভাবে গীত (—বর্ণিত) হইতেছেন। [যেহেতু মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ একই বিষয় প্রতিপাদন করে। অতএব পুচ্ছবাক্যে পঠিত ব্রহ্ম কাহারও অবয়ব নহেন]।

[আচ্ছা, পুচ্ছবাক্যে আনন্দময়ই স্বপ্রধানভাবে প্রতিপাদিত হইতেছেন, ইহা স্বীকার করিতেছ না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **নেতরোঽনুপপত্তেঃ** ॥১।১।১৬॥ সূত্রার্থ—**ইতরঃ**—আনন্দময়, [এখানে] **ন**—প্রতিপাদ্য নহে, [কেন নহে? তাহা বলিতেছেন—] **অনুপপত্তেঃ**—যেহেতু প্রিয়াদি অবয়বযুক্ত হওয়ায় "ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত" (তৈঃ ২।৬) ইত্যাদি অগ্রিম বাক্যে বর্ণিত স্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না।

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥১।১।১৭॥ সূত্রার্থ—**চ**—আর এই হেতুবশতঃ আনন্দময় এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য নহে। [কোন্ হেতুবশতঃ? তাহা বলিতেছেন—] **ভেদব্যপদেশাৎ**—যেহেতু "রসং হি এব অয়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি" (তৈঃ ২।৭) এইপ্রকারে আনন্দময়রূপ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে লব্ধৃ ও লব্ধব্যরূপে ভেদ বর্ণিত হইতেছে।

[যদি বলা হয়—"আনন্দঃ ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (তৈঃ ৩।৬), এই স্থলে প্রযুক্ত আনন্দশব্দ ব্রহ্মের বোধক হওয়ায় আনন্দময়েরও ব্রহ্মতা অনুমিত হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] **কামাচ্চনানুমানাপেক্ষা** ॥১।১।১৮॥ সূত্রার্থ—**চ**—আর, **কামাৎ**—যাহাকে কামনা করা যায়, তাহা কাম, অর্থাৎ আনন্দ, তাহার ব্রহ্মরূপে বর্ণনা পরিদৃষ্ট হইতেছে বলিয়া, **ন অনুমানাপেক্ষা**—অনুমানের দ্বারা আনন্দময়েরও ব্রহ্মত্ব আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নহে, [কারণ ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থেই মুখ্য]।

অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি ॥১।১।১৯॥ সূত্রার্থ—**চ**—আর এই হেতুবশতঃও আনন্দময় এখানে প্রতিপাদ্য নহে। [সেই হেতুটী কি? তাহা বলিতেছেন—"যদা হি....এতস্মিন্ অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে" (তৈঃ ২।৭), ইত্যাদি এই শাস্ত্র] **অস্মিন্**—পুচ্ছবাক্যে পঠিত ব্রহ্মে, **অস্য**—এই প্রবুদ্ধ আনন্দময়রূপ জীবের, **তদ্যোগম্**—তদাত্মকরূপে সম্বন্ধ (—তৎস্বরূপতা প্রাপ্তি) **শাস্তি**—উপদেশ করিতেছেন। [অতএব এখানে আনন্দময়

৭। অন্তরধিকরণম্ [২০—২১ সূত্র]

[অন্তস্তদ্ধর্ম্মাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ছান্দোগ্যে আদিত্য ও চক্ষুর অভ্যন্তরবর্ত্তী হিরণ্ময় পুরুষের ঈশ্বরত্ব।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে ব্রহ্মপদ, আনন্দপদের অভ্যাস এবং বিকারার্থে ময়ট্-প্রত্যয়যুক্ত আনন্দময়পদ প্রভৃতি নির্ণায়কের বাহুল্য থাকায় যেমন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নির্ণীত হইয়াছেন। প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ মর্য্যাদা, আধার, রূপবত্তা প্রভৃতি বহু নির্ণায়ক থাকায় কর্ম্মবলে উৎকৃষ্টতাপ্রাপ্ত কোন জীবই আদিত্যস্থ হিরণ্ময় পুরুষ হইবেন। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

হিরণ্ময়ো দেবতাত্মা কিংবাঽসৌ পরমেশ্বরঃ।
মর্য্যাদাধাররূপোক্তের্দেবতাত্মৈব নেশ্বরঃ॥
সার্ব্বাত্ম্যাৎ সর্ব্বদুরিতরাহিত্যাচ্চেশ্বরো মতঃ।
মর্য্যাদাদ্যা উপাস্ত্যর্থমীশেঽপি স্যুরুপাধিগাঃ॥

অন্বয়—অসৌ হিরণ্ময়ঃ দেবতাত্মা, কিংবা পরমেশ্বরঃ? মর্য্যাদাধাররূপোক্তেঃ দেবতাত্মা এব, ন ঈশ্বরঃ। সার্ব্বাত্ম্যাৎ সর্ব্বদুরিতরাহিত্যাৎ চ ঈশ্বরঃ মতঃ। উপাধিগাঃ মর্য্যাদাদ্যাঃ উপাস্ত্যর্থম্ ঈশে অপি স্যুঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ছান্দোগ্যস্য প্রথমাধ্যায়ে উদ্গীথোপাসনায়াম্ উপসর্জ্জনানি উপাস্যানি অভিধায় প্রধানম্ উপাস্যম্ অভিধাতুম্ ইদম্ আম্নায়তে—"অথ যঃ এষঃ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ দৃশ্যতে" (ছাঃ ১।৬।৬) ইতি। ইদং বাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। তত্র রূপবত্ত্বশ্রবণাৎ সর্ব্বপাপাসংস্পর্শশ্রবণাৎ চ অয়ং সংশয়ঃ ভবতি —] অসৌ হিরণ্ময়ঃ [বিদ্যাকর্ম্মাতিশয়বশাৎ জগদধিকারং নিষ্পাদয়ন্ বর্ত্তমানঃ কশ্চিৎ] দেবতাত্মা [স্যাৎ], কিংবা [সর্ব্বগতত্বাৎ আদিত্যমণ্ডলেঽপি বর্ত্তমানঃ] পরমেশ্বরঃ [স্যাৎ] ?

পূর্ব্বপক্ষ—["যে চ অমুষ্মাৎ পরাঞ্চঃ লোকাঃ তেষাং চ ঈষ্টে দেবকামানাং চ" (ছাঃ ১।৬।৮),

ভাবদীপিকা

প্রতিপাদ্য না হওয়ায় পুচ্ছবাক্যে স্বপ্রধান নির্ব্বিশেষ জ্ঞেয় ব্রহ্ম (—যে ব্রহ্মকে বৃত্তিব্যাপ্যরূপে (১৬৮ পৃঃ) অবগত হইলে মূলাবিদ্যা ধ্বস্ত হইয়া যায়, তিনি) পঠিত হইতেছেন, ইহা সিদ্ধ হইল]।

যাহাহউক, এইরূপে এই অধিকরণে ব্রহ্ম যে আনন্দস্বরূপ, ইহা প্রতিপাদিত হইল। কারণ সুষুপ্তি অবস্থাতে যে আনন্দময়কোশে প্রবিষ্ট হইলে জীব বাধাবিমুক্ত একরস আনন্দ অনুভব করে, সেই আনন্দময়কোশেরও যাহা অধিষ্ঠান, যে অধিষ্ঠানের প্রতিবিম্বপাত বশতঃ আনন্দময়কোশে আনন্দ সিদ্ধ হয়, সেই পুচ্ছবাক্যোক্ত ব্রহ্ম যে স্বয়ং আনন্দস্বরূপ, ইহাই সিদ্ধ হয় (৪।১।৩ অধিঃ ৫ ভাবদীঃ দ্রঃ)। শ্রুতি স্বয়ংই সেই অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্মকে "রসস্বরূপ" (তৈঃ ২।৭) এবং "আনন্দ" (তৈঃ ২।৭, ৩।৬) এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আর ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ হওয়ায় এই শাস্ত্রের আরম্ভও হইল সঙ্গত; কারণ, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ না হইলে পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ (—মোক্ষরূপ) প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না, ফলে শাস্ত্রের আরম্ভ ব্যর্থ হইয়া পড়িত।

আনন্দময়াধিকরণ সমাপ্ত

ইতি ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদোক্তিঃ, "অন্তরাদিত্যে" ইতি আধারোক্তিঃ, "হিরণ্ময়ঃ" ইতি রূপোক্তিঃ। এবম্প্রকারেণ] মর্য্যাদাধাররূপোক্তেঃ [অসৌ পুরুষঃ] দেবতাত্মা এব, ন ঈশ্বরঃ; [ন হি সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বাধারস্য নীরূপস্য পরমেশ্বরস্য ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদাধাররূপাণি সম্ভবন্তি ইতি ভাবঃ]।

সিদ্ধান্ত—["সা এব ঋক্, তৎ সাম" (ছাঃ ১।৭।৫) ইতি বাক্যে হিরণ্ময়স্য পুরুষস্য ঋক্-সামাদ্যশেষজগদাত্মকত্বরূপাৎ] সার্ব্বাত্ম্যাৎ, ["সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিতঃ" (ছাঃ ১।৬।৭) ইতি উক্তাৎ] সর্ব্বদুরিতরাহিত্যাৎ চ [অসৌ হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ] ঈশ্বরঃ মতঃ। উপাধিগাঃ মর্য্যাদাদ্যাঃ উপাস্ত্যর্থং [সোপাধিকে] ঈশে অপি স্যুঃ।

অনুবাদ

সংশয়—[ছান্দোগ্যের প্রথমাধ্যায়ে উদ্গীথোপাসনাতে অপ্রধান উপাস্যসকলের কথা বলিয়া প্রধান উপাস্যের কথা বলিবার জন্য এইপ্রকার পঠিত হইতেছে—"এই যে সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে সুবর্ণময় পুরুষ পবিদৃষ্ট হইতেছেন," ইত্যাদি। এই বাক্যটী এখানে বিষয়। সেই স্থলে রূপবিশিষ্টতা এবং সর্ব্বপাপরাহিত্য শ্রুত হইতেছে বলিয়া এইপ্রকার সংশয় হয়—] ঐ হিরন্ময় পুরুষ [উপাসনা ও কর্ম্মের উৎকর্ষবলে জগদধিকার নির্ব্বাহ করতঃ বর্ত্তমান কোন] দেবতা হইবেন, অথবা [সর্ব্বগত হওয়ায় আদিত্যমণ্ডলেও বর্ত্তমান] পরমেশ্বর হইবেন ?

পূর্ব্বপক্ষ—["ঐ সূর্য্য হইতে ঊর্দ্ধবর্ত্তী যে লোকসকল, তাহাদিগকে শাসন ও ধারণ করেন এবং দেবগণের অভিলষিত বিষয় বিধান করেন," এইপ্রকারে ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা কথিত হইয়াছে (—নিখিল জগতের শাসনকর্ত্তা না হইয়া মাত্র সূর্য্যলোকের উপরিস্থ লোকসকলের শাসক হওয়ায় এবং সমস্ত প্রাণীর অভিলষিত বিষয়ের বিধায়ক না হইয়া মাত্র দেবগণের অভিলষিত বিষয়ের বিধান করায় ঐশ্বর্য্যের সসীমতা কথিত হইয়াছে), "আদিত্যের অভ্যন্তরে", এইপ্রকারে আধার কথিত হইয়াছে, "হিরণ্ময়" এইপ্রকারে রূপ বর্ণিত হইয়াছে। এইপ্রকারে] সসীমতা, রূপ এবং আধার বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া [ঐ পুরুষ] দেবতাই হইবেন, ঈশ্বর নহেন; [কারণ সকলের অধিপতি, সকলের অধিষ্ঠান ও রূপবিহীন যে পরমেশ্বর, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সসীমতা, অধিষ্ঠান ও রূপবিশিষ্টতা সম্ভব নহে]।

সিদ্ধান্ত—["তিনিই ঋক্, তিনিই সাম", এইপ্রকারে হিরণ্ময় পুরুষের ঋক্ ও সামাদি-আত্মক অশেষজগদাত্মকতারূপ] সর্ব্বস্বরূপতা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এবং "সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ", এইপ্রকারে] সকল প্রকার পাপরাহিত্য বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া [ঐ হিরণ্ময় পুরুষ] হন ঈশ্বর, ইহা যুক্তিসঙ্গত। উপাধিগত সসীমতা প্রভৃতি উপাসনার জন্য [সোপাধিক] পরমেশ্বরেও বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, অপরব্রহ্মের (—কার্য্যব্রহ্মের, হিরণ্যগর্ভের) উপাসনা। সিদ্ধান্তে—পরব্রহ্মের (—সগুণ পরব্রহ্মের) উপাসনা। [৩।৩।৩৬ অধিকরণের শেষে উপাসনার বিভাগচিত্র দ্রঃ]।

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥১।১।২০॥

পদচ্ছেদ—অন্তঃ, তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ।

সূত্রার্থ—[ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে—"অথ যঃ এষঃ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ" (ছাঃ ১।১।৬) ইত্যাদি। তত্র কিম্ অয়ম্ পুরুষঃ বিদ্যাকর্ম্মাতিশয়বশাৎ প্রাপ্তোৎকর্ষঃ কশ্চিৎ সংসারী, উত নিত্যসিদ্ধ

পরমেশ্বরঃ ইতি সন্দেহে, সংসারী ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] অন্তঃ—"যঃ এষঃ অন্তরাদিত্যে" (ছাঃ ১।১।৬), "যঃ এষঃ অন্তরক্ষিণি" (ছাঃ ১।৭।৫) ইতি অত্র যঃ শ্রূয়মাণঃ, [সঃ পরমেশ্বরঃ এব, ন সংসারী]; **তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ**—তস্য পরমেশ্বরস্য যে সর্ব্বপাপরাহিত্যাদিধর্ম্মাঃ, তেষাম্ অস্মিন্ বাক্যে উপদেশাৎ।

অনুবাদ—[ছান্দোগ্যে পঠিত হইতেছে—"আর সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তরবর্ত্তী এই যে হিরণ্ময় পুরুষ", ইত্যাদি। সেই স্থলে এই পুরুষ কি বিদ্যা ও কর্ম্মের আতিশয্যবলে উৎকৃষ্টতাপ্রাপ্ত কোন জীব, অথবা নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বর, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, সংসারী (—জীব), ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অন্তঃ**—"এই যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে", "এই যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে" ইত্যাদি-স্থলে যিনি শ্রুত হইতেছেন, [তিনি পরমেশ্বরই, জীব নহেন]; **তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ**—যেহেতু সেই পরমেশ্বরের যে নিখিল পাপরাহিত্য প্রভৃতি ধর্ম্মসকল, তাহাদের এই বাক্যে উপদেশ হইয়াছে।

[৩১৫ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

ইদম্ আম্নায়তে—"অথ যঃ এষঃ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ দৃশ্যতে, হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশঃ আপ্রণখাৎ সর্ব্বঃ এব সুবর্ণঃ" (ছাঃ ১।৬।৬), **"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকম্ এবম্ অক্ষিণী, তস্য উৎ ইতি নাম, সঃ এষঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিতঃ, উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ যঃ এবং বেদ"** (ছাঃ ১।৬।৭) **"ইতি অধিদৈবতম্"** (ছাঃ ১।৬।৮)।১ **"অথ অধ্যাত্মম্"** (ছাঃ ১।৭।১), **"অথ যঃ এষঃ অন্তরক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে"** (ছাঃ ১।৭।৫) **ইত্যাদি।২ তত্র সংশয়ঃ—কিং বিদ্যাকর্ম্মাতিশয়বশাৎ প্রাপ্তোৎকর্ষঃ কশ্চিৎ সংসারী সূর্য্যমণ্ডলে চক্ষুষি চ উপাস্যত্বেন শ্রূয়তে, কিংবা নিত্যসিদ্ধঃ পরমেশ্বরঃ ইতি।৩ কিং তাবৎ**

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য ও সংশয়। পূঃ—বহু লিঙ্গপ্রমাণবলে আদিত্যে ও চক্ষুতে হিরণ্যগর্ভরূপ প্রথম শরীরী উপাস্যরূপে গ্রহণীয়।]

শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে—"আর সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী এই যে সুবর্ণবর্ণ পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, যাঁহার শ্মশ্রু সুবর্ণবর্ণ, কেশ সুবর্ণবর্ণ এবং নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সমগ্র শরীরই সুবর্ণবর্ণ," "মর্কটের পৃষ্ঠান্ত ভাগের ন্যায় অরুণবর্ণ যে পুণ্ডরীক (—পদ্ম), তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় এইরূপ (—অরুণবর্ণপদ্মসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট), তাঁহার নাম 'উৎ', [যেহেতু] সেই এই দেবতা সকল প্রকার পাপ হইতে উদিত (—মুক্ত), যিনি এই প্রকার জানেন (—উপাসনা করেন), তিনি সকল পাপ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হন," ইহা দেবতাবিষয়ক উদ্গীথ উপাসনার স্বরূপ কথিত হইল।১ "এক্ষণে অধ্যাত্ম (—শরীরসম্বন্ধী) উদ্গীথ উপাসনার স্বরূপ কথিত হইতেছে," "চক্ষুর মধ্যে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন," ইত্যাদি।২ এই স্থলে সংশয় হয়—বিদ্যা (—উপাসনা) ও কর্ম্মের উৎকর্ষবশতঃ শ্রেষ্ঠতাপ্রাপ্ত কোন জীব কি সূর্য্যমণ্ডলে এবং চক্ষুর মধ্যে উপাস্যরূপে শ্রুত হইতেছেন, কিম্বা নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরই উপাস্যরূপে শ্রুত হইতেছেন? ৩

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাপ্তম্?৪ সংসারী ইতি।৫ কুতঃ?৬ রূপবত্ত্বশ্রবণাৎ।৭ আদিত্যপুরুষে তাবৎ "হিরণ্যশ্মশ্রুঃ" ইত্যাদি রূপম্ উদাহৃতম্।৮ অক্ষিপুরুষে অপি তদেব অতিদেশেন প্রাপ্যতে—"তস্য এতস্য তদেব রূপং যদ্ অমুষ্য রূপম্" (ছাঃ ১।৭।৫) ইতি।৯ নচ পরমেশ্বরস্য রূপবত্ত্বং যুক্তম্, "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" (কঠঃ ১।৩।১৫) ইতি শ্রুতেঃ।১০ আধারশ্রবণাৎ চ—"যঃ এষঃ অন্তরাদিত্যে", "যঃ এষঃ অন্তরক্ষিণি" ইতি।১১ নহি অনাধারস্য স্বমহিমপ্রতিষ্ঠস্য সর্ব্বব্যাপিনঃ পরমেশ্বরস্য আধারঃ উপদিশ্যেত।১২ "সঃ ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি, স্বে মহিম্নি" (ছাঃ ৭।২৪।১) ইতি, "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" (শাণ্ডিল্য উঃ ২।২, অংশমাত্র), ইতি

ভাষ্যানুবাদ

তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? ৪ [পূর্ব্বপক্ষ—] জীব উপাস্যরূপে শ্রুত হইতেছে ?৫ কোন হেতুবলে ইহা বলিতেছ ? ৬ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু শ্রুতিতে রূপবত্তা (—আদিত্যস্থ এবং অক্ষিস্থ পুরুষের রূপ আছে, ইহা) বর্ণিত হইতেছে। ৭ আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষে "সুবর্ণবর্ণ শ্মশ্রু" (১) ইত্যাদি রূপ উদাহৃত হইয়াছে। ৮ চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী পুরুষেও সেই রূপকেই অতিদেশ দ্বারা (২) প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, যথা— "সেই ইহার (—চক্ষুস্থ পুরুষের) তাহাই রূপ, যাহা ইহার (—আদিত্যস্থ পুরুষের) রূপ," ইত্যাদি।৯ কিন্তু পরমেশ্বরের রূপ থাকা সঙ্গত নহে, যেহেতু ["এই পরমেশ্বর] শব্দহীন, স্পর্শহীন,, রূপহীন এবং ক্ষয়বিহীন," এইপ্রকার শ্রুতি রহিয়াছে।১০ আর যেহেতু শ্রুতিতে আধারও বর্ণিত হইতেছে, যথা—"এই যিনি আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী," "এই যিনি চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী" (৩) ইত্যাদি।১১ আধাররহিত এবং নিজ মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত যে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর, তাঁহার আধার (—আশ্রয়স্থল) উপদিষ্ট হওয়া নিশ্চয়ই সঙ্গত নহে। ১২ [কেন সঙ্গত নহে, তদুত্তরে শ্রুতিদ্বয় উদ্ধৃত করিতেছেন—] "হে ভগবন্, তাহা (—ভূমা) কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? নিজ মহিমাতে" ইত্যাদি এবং ["পরমেশ্বর] আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী এবং নিত্য", ইত্যাদি শ্রুতিদ্বয় রহিয়াছে।১৩ [সেইহেতু এখানে পরমেশ্বর উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হন নাই, পরন্তু

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষী এখানে 'রূপবত্তা', এই জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। সুবর্ণশ্মশ্রু প্রভৃতি রূপ জীবেরই হওয়া সম্ভব, নিরাকার ও রূপবিহীন পরমেশ্বরের নহে।

(২) অতিদেশ—১।১।৬ আনন্দময়াধিকরণের পূর্ব্বে "শ্রুতিলিঙ্গাদিপ্রমাণের পরিচয়" শীর্ষক ভাবদীপিকাতে সন্নিধিপাঠের পাদটীকাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষী 'আধারবত্তারূপ' অব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। জীবই কোন কিছু আধারে অবস্থান করে, সুতরাং ইহা হইল এখানে জীববোধক লিঙ্গ।

শাঙ্করভাষ্যম্

চ শ্রুতী ভবতঃ।১৩ ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদাশ্রুতেশ্চ।১৪"সঃ এষঃ যে চ অমুষ্মাৎ পরাঞ্চঃ লোকাঃ তেষাং চ ঈষ্টে দেবকামানাং চ" (ছাঃ ১।৬।৮) ইতি আদিত্যপুরুষস্য ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদা।১৫ "সঃ এষঃ যে চ এতস্মাৎ অর্ব্বাঞ্চঃ লোকাঃ তেষাং চ ঈষ্টে মনুষ্যকামানাং চ" (ছাঃ ১।৭।৬) ইতি অক্ষিপুরুষস্য।১৬ নচ পরমেশ্বরস্য মর্য্যাদাবৎ ঐশ্বর্য্যং যুক্তম্, এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ এষঃ ভূতাধিপতিঃ এষঃ ভূতপালঃ এষঃ সেতুঃ বিধরণঃ এষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইতি অবিশেষশ্রুতেঃ।১৭ তস্মাৎ ন অক্ষ্যাদিত্যয়োঃ অন্তঃ পরমেশ্বরঃ ইতি।১৮ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

ভাষ্যানুবাদ

যাহার আধার থাকা সম্ভব, সেই জীবই উপদিষ্ট হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা (—সসীমতা) শ্রুত হইতেছে বলিয়াও 'জীবই এখানে উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছে'।১৪ [সেই শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] "সেই ইনি ঐ সূর্য্যলোক হইতে উর্দ্ধবর্ত্তী যে লোকসকল, তাহাদিগকে শাসন ও ধারণ করেন এবং দেবগণের কাম্যবিষয়সকল বিধান করেন" (৪), ইহা আদিত্যস্থ পুরুষের ঐশ্বর্য্যের সীমা (—সীমাবোধক শ্রুতিবাক্য)।১৫ "যে লোকসকল ইহা (—এই শরীরসম্বন্ধী আত্মা) হইতে অধোদিকে অবস্থিত, সেই ইনি (—চক্ষুস্থ পুরুষ) তাহাদের শাসন করেন এবং মনুষ্যগণের কাম্যবিষয়সকল বিধান করেন", ইহা অক্ষিস্থ পুরুষের ঐশ্বর্য্যের সীমা (—সীমাবোধক শ্রুতিবাক্য)।১৬ পরমেশ্বরের কিন্তু সসীম ঐশ্বর্য্য সঙ্গত নহে, যেহেতু "ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি প্রাণিগণের অধিপতি, ইনি প্রাণিবর্গের পালনকর্ত্তা এবং এই লোকসকলের অসংভেদের জন্য (—ভূরাদি ব্রহ্মলোকান্ত লোকসকল যাহাতে বিনষ্ট না হইয়া যায়, তজ্জন্য) ধারণকর্ত্তা সেতুস্বরূপ (—বাঁধস্বরূপ"), ইত্যাদি অবিশেষ শ্রুতি রহিয়াছে (—পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য যে বিশেষযুক্ত অর্থাৎ সসীম নহে, তৎপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে)।১৭ সেইহেতু (—রূপবত্তা, আধারবত্তা এবং ঐশ্বর্য্যের সসীমতা প্রভৃতি বশতঃ) চক্ষু এবং আদিত্যের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরমেশ্বর নহে, ইত্যাদি।১৮

ভাবদীপিকা

(৪) পূর্ব্বপক্ষী এইস্থলে 'ঐশ্বর্য্যের সসীমতারূপ' অব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। সেই অব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভরূপ জীবই হইবেন, ইহাই অভিপ্রায়; কারণ অন্যান্য লোকসকলের ঐশ্বর্য্য বিধান করা সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। আবার এই জীবকে পরমেশ্বরও বলা যায় না, কারণ পরমেশ্বর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় প্রাণীকে শাসন ও ধারণ করেন এবং তাহাদের কাম্যবস্তুসকলের বিধান করেন, মাত্র সূর্য্যলোকের উর্দ্ধদেশবর্ত্তী বা অধোদেশবর্ত্তী লোকসকলের শাসক, ধারক ও কাম্যবস্তু বিধায়ক তিনি নহেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

"অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" ইতি।১৯ "যঃ এষঃ অন্তরাদিত্যে" (ছাঃ ১।৬।৬), "যঃ এষঃ অন্তরক্ষিণি" (ছাঃ ১।৭।৫) ইতি চ শ্রূয়মাণঃ পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ এব, ন সংসারী।২০ কুতঃ? "তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ"—তস্য হি পরমেশ্বরস্য ধর্ম্মাঃ ইহ উপদিষ্টাঃ।২২ তদ্ যথা—"তস্য উৎ ইতি নাম" (ছাঃ ১।৬।৭) ইতি শ্রাবয়িত্বা অস্য আদিত্যপুরুষস্য নাম, "সঃ এষঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিতঃ" (ছাঃ ১।৬।৭) ইতি সর্ব্বপাপ্মাপগমেন নির্ব্বক্তি।২৩

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—তাৎপর্য্যবান্ ও সর্ব্বপাপরাহিত্যরূপ সফল লিঙ্গপ্রমাণ এবং অন্যান্য বহু লিঙ্গপ্রমাণবলে আদিত্যে ও চক্ষুতে পরমেশ্বরই উপাস্যরূপে গ্রহণীয়।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—"অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ", ইত্যাদি।১৯ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] "এই যিনি আদিত্য-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী" এবং "এই যিনি চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী", এইরূপে যে পুরুষ শ্রুত হইতেছেন, তিনি পরমেশ্বরই, কিন্তু জীব নহেন।২০ কেন নহেন?২১ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] "তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ"—যেহেতু সেই পরমেশ্বরের ধর্ম্মসকল এখানে উপদিষ্ট হইতেছে।২২ তাহা এইপ্রকার—"তাঁহার নাম উৎ", এইরূপে এই আদিত্যস্থ পুরুষের নাম শ্রবণ করাইয়া "সেই ইনি সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত"(৫), এইরূপে সকল পাপের নিরাকরণদ্বারা ['উৎ' এই নামের অর্থ] নির্ব্বচন করিতেছেন।২৩ আবার যাহার নির্ব্বচন করা হইয়াছে, সেই নামকেই অক্ষিস্থ পুরুষেও অতিদেশ করিতেছেন, যথা—["আদিত্যপুরুষের] যাহা নাম, [অক্ষিপুরুষেরও] তাহাই

ভাবদীপিকা

(৫) সিদ্ধান্তী এখানে স্বপক্ষে 'সর্ব্বপাপরাহিত্য' রূপ, পরমেশ্বরবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। এই লিঙ্গপ্রমাণটী হইল পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত 'রূপবত্তারূপ' জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণাপেক্ষা বলবান। যদিও ছাঃ ১।৬।৬ বাক্যে প্রথমে শ্রুত "হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদির" দ্বারা সূচিত "রূপবত্তা-রূপ" লিঙ্গপ্রমাণটীর, অসংজাতবিরোধিত্বায় চরমে শ্রুত "সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিতঃ" (ছাঃ ১।৬.৭) ইত্যাদির দ্বারা সূচিত 'সর্ব্বপাপরাহিত্য'রূপ লিঙ্গপ্রমাণাপেক্ষা বলবান্ হওয়া উচিত; তাহা কিন্তু সম্ভব হইতেছে না, যেহেতু 'সর্ব্বপাপরহিত হওয়া', ইহা সফল লিঙ্গ; কারণ পাপরহিত হওয়া উপাসনার অন্যতম ফল বা প্রয়োজন, 'তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি" (শতঃ ব্রাঃ ১০।২।২০) ইত্যাদি শ্রুতি ইহাই বলেন। অপর পক্ষে "রূপবত্তা" এই লিঙ্গটী নিষ্ফল, ধ্যানের জন্য ঈশ্বরে রূপের আরোপ করা হয় মাত্র। 'সারূপ্যমুক্তি' ইত্যাদি ফলের কথা মনে উদিত হওয়া উচিত নহে, কারণ 'সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত' না হইলে তাদৃশ মুক্তিলাভও অসম্ভব। আর এই 'সর্ব্বপাপরাহিত্যরূপ' লিঙ্গটীকে জীবপক্ষে যোজনা করা অসম্ভব, কারণ দেবাদি অন্য জীবের কা কথা, প্রথম জীব হিরণ্যগর্ভেও সার্ব্বকালিক পাপরাহিত্য নাই, কারণ উপাসকাবস্থাতে তাঁহাতেও পাপসংস্পর্শ ছিল। পরমেশ্বর কিন্তু সর্ব্বকালেই 'সর্ব্বপাপ-রহিত'। সুতরাং এই 'পাপরাহিত্য'রূপ পরমেশ্বরবোধক লিঙ্গপ্রমাণটী সপ্রয়োজন (—সফল), আর সেইহেতু তাৎপর্য্যবান্ হওয়ায়, তাহাই হইল 'রূপবত্তারূপ' লিঙ্গপ্রমাণাপেক্ষা বলবান্।

শাঙ্করভাষ্যম্

তদেব চ কৃতনির্ব্বচনং নাম অক্ষিপুরুষস্য অপি অতিদিশতি—"যন্নাম তন্নাম" (ছাঃ১।৭।৫) ইতি।২৪ সর্ব্বপাপ্মাপগমশ্চ পরমাত্মনঃ এব শ্রূয়তে —"যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।৭।১) ইত্যাদৌ।২৫ তথা চাক্ষুষে পুরুষে "সা এব ঋক্, তৎ সাম, তৎ উক্থং, তৎ যজুঃ, তৎ ব্রহ্ম" (ছাঃ ১।৭।৫, ইতি ঋক্সামাদ্যাত্মকতাং নির্দ্ধারয়তি।২৬ সা চ পরমেশ্বরস্য উপপদ্যতে, সর্ব্বকারণত্বাৎ সর্ব্বাত্মকত্বোপপত্তেঃ।২৭ পৃথিব্যগ্ন্যাদ্যাত্মকে চ অধিদৈবতং ঋক্সামে, বাক্প্রাণাদ্যাত্মকে চ অধ্যাত্মম্ অনুক্রম্য আহ—"তস্য ঋক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ", "ইতি অধিদৈবতম্"

ভাষ্যানুবাদ

নাম", ইত্যাদি। [সুতরাং অক্ষিস্থ পুরুষও যে সর্ব্বপাপরহিত, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।২৪ সর্ব্বপাপরাহিত্য যে পরমেশ্বরেই সম্ভব, তাহা বলিতেছেন—] আর "যে আত্মা সর্ব্বপাপরহিত", ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মারই সর্ব্বপাপনিবৃত্তি শ্রুত হইতেছে।২৫ তদ্রূপ তিনিই ঋক্ (৬), তিনিই সাম, তিনিই উক্থ, তিনিই যজুঃ এবং তিনিই ব্রহ্ম (—বেদ) ইত্যাদি প্রকারে [শ্রুতি] চাক্ষুষ পুরুষে ঋক্সামাদ্যাত্মকতা (৭) নির্দ্ধারণ করিতেছেন।২৬ আর তাহা (—তাদৃশ সর্ব্বাত্মকতা) পরমেশ্বরেরই হয় সঙ্গত, যেহেতু সকলের কারণ হওয়ায় [তাঁহার] সর্ব্বাত্মকতা (—সর্ব্বস্বরূপতা) হয় যুক্তিসঙ্গত।২৭ [আর এইহেতুবশতঃও আদিত্য ও অক্ষিস্থ পুরুষকে পরমেশ্বররূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—] পৃথিবী এবং অগ্নি প্রভৃতিরূপ যে দেবতাসম্বন্ধী ঋক্ ও সাম (ছাঃ ১।৬।১) এবং বাক্ ও প্রাণাদিস্বরূপ যে শরীরসম্বন্ধী ঋক্ ও সাম (ছাঃ ১।৭।১), তাহাদিগকে অনুক্রম (—বর্ণনীয় বিষয়রূপে গ্রহণ) করিয়া

ভাবদীপিকা

(৬) পাদবদ্ধ শ্রুতিপঠিত বর্ণসকলকে বলে 'ঋক্'। যে সকল ঋক্কে গান করা হয়, তাহাদিগকে বলে 'সাম', অর্থাৎ গেয় স্তোত্রসকলকেই 'সাম' বলা হয়। যে সকল বেদবাক্যে পাদ ও অক্ষরসকল অনিয়ত, তাহাদিগকে বলে "যজুঃ"। স্বাহা, স্বধা, বষট্কার ইত্যাদি এই সকলকেও 'যজুঃ' বলা হয়। 'উক্থ' একপ্রকার শাস্ত্রের নাম। যে ঋগ্মন্ত্র গীত হয় না, অথচ যাহাতে স্তোত্রের ন্যায় দেবতার গুণবর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাকে বলে 'শস্ত্র'। [পরে এই শস্ত্রবিষয়ে আলোচনা করা হইবে]। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ—বেদত্রয়,।

(৭) সিদ্ধান্তী এইস্থলে—ঋক্সামাদ্যাত্মকতা অর্থাৎ 'সর্ব্বাত্মকতা'-রূপ পরমেশ্বরবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। এই 'সর্ব্বাত্মকত্ব' লিঙ্গপ্রমাণটীকেও জীবপক্ষে সংঘটিত করিতে পারা যায় না। হিরণ্যগর্ভও ঋগাদ্যাত্মক নহেন, কারণ ঈশ্বরেচ্ছায় ঋগাদি তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হয় মাত্র। সেইহেতু তাঁহার যে ঋগাদ্যাত্মকতা, তাহা গৌণ। পরমেশ্বরেই তাহা মুখ্য। "মুখ্যের গ্রহণ সম্ভব হইলে অমুখ্যের গ্রহণ অন্যায্য"। সুতরাং উপপত্তির (—যুক্তির) বলে পরমাত্মপ্রতিপাদনেই এই লিঙ্গপ্রমাণটী তাৎপর্য্যবান্ হইল বুঝিতে হইবে। তাহাই বলিতেছেন—সা চ পরমেশ্বরস্য—'আর তাহা' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

(ছাঃ ১৷৬৷৮)।২৮ তথা অধ্যাত্মম্ অপি—"যৌ অমুষ্য গেষ্ণৌ, তৌ গেষ্ণৌ" (ছাঃ ১৷৭৷৫) ইতি।২৯ তৎ চ সর্ব্বাত্মনঃ এব উপপদ্যতে।৩০ "তদ্ যে ইমে বীণায়াং গায়ন্তি, এতং তে গায়ন্তি, তস্মাৎ তে ধনসনয়ঃ" (ছাঃ ১৷৭৷৬) ইতি চ লৌকিকেষু অপি গানেষু অস্য এব গীয়মানত্বং দর্শয়তি।৩১ তৎ চ পরমেশ্বরপরিগ্রহে ঘটতে. "যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্"॥ (গীতা ১০৷৪১) ইতি ভগবদ্গীতাদর্শনাৎ।৩২ লোককামেশিতৃত্বম্ অপি নিরঙ্কুশং শ্রূয়মাণং পরমেশ্বরং গময়তি।৩৩ যত্

ভাষ্যানুবাদ

[শ্রুতি] বলিতেছেন-"ঋক্ ও সাম তাঁহার দুইটী গেষ্ণ (—(৮) শরীরের দুইটী পর্ব্ব"), ইহা [উদ্গীথোপাসনার] দেবতাসম্বন্ধী স্বরূপ।২৮ এইপ্রকারে শরীরসম্বন্ধী উদ্গীথোপাসনাও শ্রুত হইতেছে, যথা—"যে দুইটী উহার (—আদিত্যপুরুষের) গেষ্ণ, সেই দুইটীই ইহারও (—অক্ষিপুরুষেরও) গেষ্ণ", ইত্যাদি।২৯ আর তাহা (—ঋক্-সামগেষ্ণতা অর্থাৎ ঋক্ ও সাম শরীরের পর্ব্ব (—গ্রন্থি, গাঁইট) হয়, ইহা) যিনি সর্ব্বাত্মক, তাঁহার পক্ষেই হয় সঙ্গত।৩০ [পরমাত্মবোধক অন্য লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] "সেইহেতু এই যাঁহারা বীণাযন্ত্রদ্বারা গান করেন, তাঁহারা ইহার (—এই পরমেশ্বরের) বিষয়েই গান (৯) করেন, সেইহেতু তাঁহারা ধনলাভ করেন", এইপ্রকারে লৌকিক গানসমূহেও ইহারই গীয়মানতা (—পরমেশ্বরই যে লৌকিক গানেরও বিষয়, ইহা) প্রদর্শন করিতেছেন।৩১ [কিন্তু নৃপতি প্রভৃতি ধনবান্ গণই তো লৌকিক গানের বিষয় হন, তুমি ইহার মধ্যে পরমেশ্বরকে আনিতেছ কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর তাহা (—গানের দ্বারা ধনাদিলাভ) পরমেশ্বর গৃহীত হইলেই হয় ঘটিত (—সঙ্গত), যেহেতু "যে যে প্রাণী ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সমৃদ্ধিযুক্ত এবং উর্জ্জিত (—প্রভাব ও বলাদিগুণযুক্ত), সেই সেই প্রাণীকে তুমি আমার তেজের অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে", এইপ্রকার ভগবদ্গীতাবচন পরিদৃষ্ট হইতেছে।৩২ আর লোকসকলের এবং কাম্যবিষয়সকলের উপর যে নিরঙ্কুশ শাসনকর্তৃত্ব [ছাঃ ১৷৬৷৮ এবং ১৷৭৷৬ ইত্যাদি] শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে (১০), তাহাও পরমেশ্বরকেই বোধ করাইতেছে।৩৩

ভাবদীপিকা

(৮) এইস্থলে সিদ্ধান্তপক্ষে পরমাত্মবোধক "ঋক্সামগেষ্ণতা"রূপ অন্য একটী লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

(৯) এইস্থলে সিদ্ধান্তপক্ষে 'সর্ব্বগানগেয়ত্বরূপ' পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। ইহা কি প্রকারে লিঙ্গপ্রমাণ হইবে, তাহা ভাষ্যমধ্যেই বলা হইতেছে।

(১০) "অমুষ্মাৎ পরাঞ্চঃ লোকাঃ তেষাং চ ঈষ্টে দেবকামানাং চ" (ছাঃ ১৷৬৷৮) ইত্যাদি হইতে "লোককামেশিতৃত্ব"-রূপ পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

উক্তং—হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিরূপশ্রবণং পরমেশ্বরে ন উপপদ্যতে ইতি।৩৪ অত্র ব্রূমঃ—স্যাৎ পরমেশ্বরস্য অপি ইচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্।৩৫ "মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং মৈবং মাং জ্ঞাতুমর্হসি" (মহাভাঃ শাঃ ৩৩৯।৪৫-৪৬) ইতি স্মরণাৎ।৩৬ অপি চ যত্র তু নিরস্তসর্ববিশেষং পারমেশ্বরং রূপম্ উপদিশ্যতে, ভবতি তত্র শাস্ত্রম্—"অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্" (কঠ ৩।১৫) ইত্যাদি।৩৭ সর্বকারণত্বাৎ তু বিকারধর্ম্মৈঃ অপি কৈশ্চিৎ বিশিষ্টঃ পরমেশ্বরঃ উপাস্যত্বেন নির্দ্দিশ্যতে—"সর্বকর্ম্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদিনা।৩৮ তথা হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিনির্দ্দেশঃ অপি ভবিষ্যতি।৩৯ যদপি আধারশ্রবণাৎ ন

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত 'রূপবত্তা' লিঙ্গপ্রমাণের অন্যথাসিদ্ধি প্রদর্শন। সাধককে অনুগ্রহ করিবার জন্য পরমেশ্বরের মায়াময়রূপ পরিগ্রহ সম্ভব।]

আর যে বলা হইয়াছে—সুবর্ণবর্ণশ্মশ্রুত্ব প্রভৃতি রূপের যে শ্রবণ (—শ্রুতিতে বর্ণনা), তাহা পরমেশ্বরে সঙ্গত হয় না, ইত্যাদি।৩৪ এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—সাধককে অনুগ্রহ করিবার জন্য পরমেশ্বরেরও ইচ্ছাবশতঃ মায়াময়রূপ হয় সম্ভব।৩৫ যেহেতু "হে নারদ, সকল ভূতের গুণসকলের দ্বারা যুক্তরূপে তুমি যে আমাকে দেখিতেছ, ইহা মৎকর্ত্তৃক সৃষ্টা মায়ামাত্র, এইপ্রকারে তুমি আমাকে [সম্যগ্‌রূপে] জানিতে পারিবে না, [কারণ তত্ত্বতঃ আমি মায়াতীত নির্গুণস্বরূপ], এই প্রকার স্মৃতিবাক্য আছে।৩৬ [কিন্তু তাঁহার যে মায়াতীত নির্গুণস্বরূপ আছে, ইহা কি প্রকারে অবগত হওয়া যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর দেখ, যেখানে পরমেশ্বরের সকল-প্রকার বিশেষবিবর্জ্জিতরূপ উপদিষ্ট হয়, সেই স্থলে এইপ্রকার শাস্ত্রবচন আছে, যথা—"তিনি শব্দরহিত, স্পর্শরহিত রূপবিহীন ও ক্ষয়শূন্য", ইত্যাদি।৩৭ [কিন্তু উপাসনার জন্য হইলেও পরমেশ্বরে অত্যন্ত অসৎ রূপাদির আরোপ হওয়া উচিত নহে, তদুত্তরে বলিতেছেন—] পরন্তু সকল বস্তুর কারণ হন বলিয়া "সমস্ত জগৎ যাঁহার কর্ম্ম, যিনি সকলপ্রকার বিশুদ্ধ কামনাযুক্ত, যিনি সকলপ্রকার সুখকর গন্ধের আশ্রয়, যিনি সকলপ্রকার উত্তম রসের ভোক্তা", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য কর্ত্তৃক কোন কোন কার্য্যবস্তুনিষ্ঠ ধর্ম্মসকলের দ্বারাও বিশেষিত পরমেশ্বর উপাস্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন, [সুতরাং কার্য্যপদার্থের ধর্ম্মই কারণ তাঁহাতে উপাসনার জন্য আরোপিত হইতেছে, অত্যন্ত অসৎ কিছুই আরোপিত হয় নাই]।৩৮ সুবর্ণবর্ণশ্মশ্রুত্বাদির নির্দ্দেশও তদ্রূপ [উপাসনার জন্যই] হইবে।৩৯ [অতএব 'রূপবত্তারূপ' লিঙ্গ-প্রমাণ (১ ভাবদীঃ) উপাস্য পরমেশ্বরেরই বোধক, জীববোধক নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরমেশ্বরঃ ইতি ।৪০ অত্র উচ্যতে—স্বমহিমপ্রতিষ্ঠস্য অপি আধারবিশেষোপদেশঃ উপাসনার্থঃ ভবিষ্যতি, সর্ব্বগতত্বাৎ ব্রহ্মণঃ ব্যোমবৎ সর্ব্বান্তরত্বোপপত্তেঃ ।৪১ ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদাশ্রবণম্ অপি অধ্যাত্মাধিদৈবতবিভাগাপেক্ষম্ উপাসনার্থম্ এব ।৪২ তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ এব অক্ষ্যাদিত্যয়োঃ অন্তঃ উপদিশ্যতে ।৪৩॥১।১।২০॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষী কর্তৃক প্রদর্শিত 'আধারবত্তা' ও 'ঐশ্বর্য্যের সসীমতা'রূপ লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়ের অন্যথাসিদ্ধি প্রদর্শন। আধারবিশেষের ও ঐশ্বর্য্যের সসীমতার উপদেশ পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য।]

আর যে বলা হইয়াছে—আধার শ্রুত হয় বলিয়া [আদিত্য ও অক্ষিস্থ পুরুষ] পরমেশ্বর নহেন; (১১-১৩ ভাষ্যবাক্য) ইত্যাদি ।৪০ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—স্বমহিমাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেও [পরমেশ্বরের] আধারবিশেষের যে উপদেশ, তাহা উপাসনার জন্য হইবে, যেহেতু আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত হন বলিয়া ব্রহ্মের সর্ব্বান্তরতা (—সকল বস্তুর মধ্যে অবস্থিতি) হয় যুক্তিসঙ্গত ।৪১ আর শ্রুতিতে যে ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদার (—সসীমতার) বর্ণনা (১৪-১৬ ভাষ্যবাক্য), তাহাও অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত বিভাগকে অপেক্ষা করিয়া উপাসনার জন্যই বর্ণিত হইয়াছে ।৪২ সেইহেতু (—এইপ্রকারে পূর্ব্বপক্ষে প্রদর্শিত 'আধারবত্তা' ও 'ঐশ্বর্য্যের সসীমতা'রূপ অব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় (৩ এবং ৪ ভাবদীঃ) উপাস্য পরমেশ্বরেরই বোধক হয় বলিয়া) পরমেশ্বরই চক্ষু এবং আদিত্যমণ্ডলের মধ্যে উপদিষ্ট হইতেছেন [ইহা সিদ্ধ হইল]। ৪৩॥১।১।২০॥

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥১।১।২১॥

পদচ্ছেদ—ভেদব্যপদেশাৎ, চ, অন্যঃ।

সূত্রার্থ—[কিঞ্চ "যঃ আদিত্যে তিষ্ঠন্" (বৃঃ ৩।৭।৯) ইতি অন্তর্যামিব্রাহ্মণে আদিত্যশরীরাভিমানিনঃ জীবাৎ অন্যস্য পরমাত্মনঃ অন্তর্যামিতয়া] **ভেদব্যপদেশাৎ**—ভেদেন কথনাৎ, **চ**—অপি, **অন্যঃ**—আদিত্যাক্ষোরন্তঃ শ্রূয়মাণঃ পুরুষঃ আদিত্যশরীরাভিমানিনঃ জীবাৎ ভিন্নঃ। [অতঃ পরমেশ্বরঃ এব অক্ষ্যাদিত্যয়োঃ উপাস্যঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[আর এক কথা. "যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে অবস্থান করতঃ", ইত্যাদি এই অন্তর্যামিব্রাহ্মণে, আদিত্যশরীরাভিমানী জীব হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মা, অন্তর্যামিরূপে তাঁহার] **ভেদব্যপদেশাৎ চ**—বিভিন্নতার বর্ণনা আছে বলিয়াও, **অন্যঃ**—সূর্য্য ও চক্ষুর মধ্যে শ্রূয়মাণ যে পুরুষ, তিনি আদিত্যশরীরে অভিমানকারী জীব হইতে ভিন্ন হইবেন। [অতএব চক্ষু এবং আদিত্যের মধ্যে পরমেশ্বরই উপাস্য, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্—অস্তি চ আদিত্যাদিশরীরাভিমানিভ্যঃ জীবেভ্যঃ

[সিঃ—অন্তর্যামিব্রাহ্মণবলে আদিত্য ও অক্ষিস্থ পুরুষের পরমাত্মতা প্রতিপাদন।]

ভাষ্যানুবাদ—আদিত্যাদি শরীরাভিমানী জীবসকল হইতে ভিন্ন অন্তর্যামী ঈশ্বর

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্যঃ ঈশ্বরঃ অন্তর্যামী, "যঃ আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাৎ অন্তরঃ, যম্ আদিত্যঃ ন বেদ, যস্য আদিত্যঃ শরীরং, যঃ আদিত্যম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ" (বৃঃ ৩।৭।৯) ইতি শ্রুত্যন্তরে ভেদব্যপদেশাৎ।১ তত্র হি 'আদিত্যাৎ অন্তরঃ, যম্ আদিত্যঃ, ন বেদ' ইতি বেদিতুঃ আদিত্যাৎ বিজ্ঞানাত্মনঃ অন্যঃ অন্তর্যামী স্পষ্টং নির্দ্দিশ্যতে।২ সঃ এব ইহাপি।অন্তরাদিত্যে পুরুষঃ ভবিতুম্ অর্হতি, শ্রুতিসামান্যাৎ।৩ তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ এব ইহ উপদিশ্যতে ইতি সিদ্ধম্।৪॥১।১।২১॥ ইতি সপ্তমম্ অন্তরধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

আছেন, যেহেতু "যিনি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থান করেন, আদিত্যমণ্ডল হইতে অভ্যন্তরবর্ত্তী, আদিত্য (—আদিত্যমণ্ডলাভিমানিনী দেবতা) যাঁহাকে জানেন না, আদিত্যমণ্ডল যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আদিত্যাভিমানিনী দেবতাকে নিয়মন করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা", এইরূপে অন্য শ্রুতিতে [আদিত্যাভিমানী জীব হইতে অন্তর্যামী পরমাত্মার] ভেদের কথন আছে।১ যেহেতু সেই স্থলে 'আদিত্যমণ্ডল হইতে অভ্যন্তরবর্ত্তী, আদিত্যাভিমানিনী দেবতা যাঁহাকে জানেন না'—এইপ্রকারে জ্ঞাতা যে আদিত্যরূপ বিজ্ঞানাত্মা (—জীব), তাঁহা হইতে অন্তর্যামী যে ভিন্ন, ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।২ তিনিই (—সেই অন্তর্যামীই) এখানেও আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরবর্ত্তী পুরুষ হইবেন, ইহা সঙ্গত ; যেহেতু শ্রুতির সাদৃশ্য রহিয়াছে।৩ সেইহেতু (—শ্রুতির সাদৃশ্য বশতঃ সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বরেরই প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া) পরমেশ্বরই এখানে উপদিষ্ট হইতেছেন, ইহা সিদ্ধ হইল (১১)।৪॥১।১।২১॥ অন্তরধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

(১১) এইরূপে এই অধিকরণে পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ উভয়ত্রই স্বস্বপক্ষ সমর্থনের জন্য লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইলেও, পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত লিঙ্গপ্রমাণসকল অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়ায় এবং সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত অনন্যথাসিদ্ধ লিঙ্গপ্রমাণের সংখ্যাধিক্য ও তাৎপর্য্যবত্তা (৫ ভাবদীঃ) সিদ্ধ হওয়ায় সিদ্ধান্তপক্ষের লিঙ্গপ্রমাণসকল হইল বলবান্। সেইহেতু তাহাদের বলেই সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইল ।

অন্তরধিকরণ সমাপ্ত।

৮। আকাশাধিকরণম। [২২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—১।৯।১ ছান্দোগ্যবাক্যপঠিত আকাশশব্দের অর্থ 'পরব্রহ্ম'।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন 'সর্ব্বপাপরাহিত্য' প্রভৃতি অব্যভিচারী ও তাৎপর্য্যবান্ প্রবল লিঙ্গপ্রমাণের বলে 'রূপবত্তা' প্রভৃতি দুর্ব্বল লিঙ্গপ্রমাণ অন্যথাসিদ্ধ (—অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যাত) হইয়াছে, প্রস্তাবিত অধিকরণে কিন্তু সেইরূপে লিঙ্গপ্রমাণের বলে 'আকাশশব্দরূপ' শ্রুতিপ্রমাণের অন্যথাসিদ্ধি হইবে না, কারণ শ্রুতিপ্রমাণ লিঙ্গপ্রমাণাপেক্ষা বলবান্। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

আকাশ ইতি হোবাচেত্যত্র খং ব্রহ্ম বাঽত্র খম্।
শব্দস্য তত্র রূঢ়ত্বাদ্বায়্বাদেঃ সর্জ্জনাদপি ॥
সাকাশজগদুৎপত্তিহেতুত্বাচ্ছ্রৌতরূঢ়িতঃ।
এবকারাদিনা চাত্র ব্রহ্মৈবাকাশশব্দিতম্ ॥

অন্বয়—"আকাশঃ ইতি হোবাচ", ইতি অত্র খং, ব্রহ্ম বা? শব্দস্য তত্র রূঢ়ত্বাৎ, বায়্বাদেঃ সর্জ্জনাৎ অপি অত্র খম্। সাকাশজগদুৎপত্তিহেতুত্বাৎ শ্রৌতরূঢ়িতঃ এবকারাদিনা চ অত্র ব্রহ্ম এব আকাশশব্দিতম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[শালাবত্যেন মহর্ষিণা সর্ব্বলোকাধারবস্তুনি পৃষ্টে সতি প্রবাহণো রাজা উত্তরম্ আহ—"আকাশঃ ইতি হ উবাচ, সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব সমুৎপদ্যন্তে" (ছাঃ ১।৯।১) ইত্যাদি। ইদমেব অত্র বিষয়বাক্যম্। আকাশশব্দস্য ভূতাকাশে ব্রহ্মণি চ প্রয়োগদর্শনাৎ ভবতি অত্র সংশয়ঃ—] "আকাশঃ ইতি হ উবাচ", ইতি অত্র [আকাশশব্দেন] খং [বোধ্যতে], ব্রহ্ম বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[আকাশ-] শব্দস্য তত্র [ভূতাকাশে] রূঢ়ত্বাৎ, ["আকাশাৎ বায়ুঃ" (তৈঃ ২।১) ইতি শ্রুতস্য চ] বায়্বাদেঃ [আকাশাৎ] সর্জ্জনাৎ অপি, অত্র [আকাশঃ] খং [স্যাৎ]।

সিদ্ধান্ত—["সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি" ইত্যত্র পঠিতেন অসঙ্কুচিতসর্ব্বশব্দেন অত্র শ্রুতস্য আকাশস্য] সাকাশজগদুৎপত্তিহেতুত্বাৎ ; [রূঢ়িস্তু লৌকিকী বিয়তি এব অস্তু, পরন্তু "আকাশঃ বৈ নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা" (ছাঃ ৮।১৪।১) ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মণি এব আকাশশব্দস্য] শ্রৌতরূঢ়িতঃ ; [কিঞ্চ "আকাশাৎ এব" ইতি অত্রস্থ 'এবকারঃ' কারণান্তরং ব্যুদস্যতি। ন চ এতৎ ভূতাকাশপক্ষে সম্ভবতি, ঘটাদিষু আকাশব্যতিরিক্তানাং মৃদাদিকারণানাম্ অপি উপলম্ভাৎ। ব্রহ্মপক্ষে তু ব্রহ্মণঃ সদ্রূপস্য সর্ব্বানুগততয়া কারণান্তরব্যুদাসঃ উপপদ্যতে। অতঃ "আকাশাৎ এব" ইতি অত্র পঠিতেন] এবকারাদিনা চ [কারণান্তরব্যুদাসনাভাৎ] অত্র ব্রহ্ম এব আকাশশব্দিতং [ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[মহর্ষি শালাবত্য কর্ত্তৃক সর্ব্বলোকের আধারভূত বস্তু জিজ্ঞাসিত হইলে, রাজা প্রবাহণ উত্তর দিতেছেন, "বলিলেন—আকাশ, এই নিখিল ভূতবর্গ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়", ইত্যাদি। ইহাই এখানে বিষয়বাক্য। ভূতাকাশে এবং ব্রহ্মবস্তুতে আকাশশব্দের

প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া এইস্থলে সংশয় হয়—] "আকাশঃ ইতি হ উবাচ", এইস্থলে [আকাশ-শব্দের দ্বারা] ভূতাকাশ বোধিত হইতেছে, অথবা ব্রহ্ম বোধিত হইতেছেন ?

পূর্ব্বপক্ষ—আকাশশব্দটী তাহাতে (—ভূতাকাশে) রূঢ় হওয়ায় [এবং "আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল", এইপ্রকারে শ্রুত] বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টি [আকাশ হইতে] হয় বলিয়া এইস্থলে [আকাশ] ভূতাকাশই হইবে।

সিদ্ধান্ত—["সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি", এইস্থলে পঠিত অসঙ্কুচিত সর্ব্বশব্দটীর বলে এখানে শ্রুত আকাশের] ভূতাকাশের সহিত জগতের উৎপত্তির প্রতি হেতুতা থাকায়; [আকাশশব্দের লৌকিক রূঢ়ি ভূতাকাশেই থাকুক; কিন্তু "আকাশই নাম ও রূপের অভিব্যক্তি-কর্ত্তা", ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মেই আকাশশব্দের] শ্রৌতরূঢ়ি থাকায়; [আবার "আকাশাৎ এব" অংশে 'এব'কারটী অন্য কারণের নিরাকরণ করিতেছে। ইহা কিন্তু ভূতাকাশের পক্ষে সম্ভব হয় না, কারণ ঘট প্রভৃতিতে আকাশ ভিন্ন মৃত্তিকাদি কারণসকলও উপলব্ধ হয়। ব্রহ্মপক্ষে কিন্তু (—আকাশশব্দের অর্থ 'ব্রহ্ম' হইলে) সৎস্বরূপ ব্রহ্ম সকল বস্তু হইতে অভিন্ন হওয়ায় অন্য কারণের নিরাকরণ হয় যুক্তিসঙ্গত। এইহেতু "আকাশাৎ এব", এইস্থলে পঠিত] 'এব'কার প্রভৃতির দ্বারা [অন্য কারণের নিরাকরণ লব্ধ হয় বলিয়া] এখানে ব্রহ্মই আকাশশব্দের দ্বারা বর্ণিত হইতেছেন।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ভূতাকাশ দৃষ্টিতে উদ্গীথোপাসনা। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মদৃষ্টিতে উদ্গীথোপাসনা।

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥১।১।২২॥

পদচ্ছেদ—আকাশঃ, তল্লিঙ্গাৎ।

সূত্রার্থ—[ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে—"অস্য লোকস্য কা গতিঃ ইতি, আকাশঃ ইতি হ উবাচ" (ছাঃ ১।৯।১) ইত্যাদি। তত্র কিম্ আকাশশব্দেন ভূতাকাশঃ অভিধীয়তে, উত পরং ব্রহ্ম ইতি বিশয়ে, ভূতাকাশঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **আকাশঃ** ব্রহ্মৈব। [কুতঃ ?] **তল্লিঙ্গাৎ**—তস্য ব্রহ্মণঃ যৎ লিঙ্গং মহাভূতস্রষ্টৃত্বাদিকং, তস্য অস্মিন্ বাক্যে দৃষ্টত্বাৎ।

অনুবাদ—[ছান্দোগ্যে পঠিত হইতেছে, "এই লোকের আশ্রয় কি ? তদুত্তরে বলিলেন—আকাশ", ইত্যাদি। সেইস্থলে আকাশশব্দের দ্বারা কি ভূতাকাশ বর্ণিত হইতেছে, অথবা পরব্রহ্ম, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'ভূতাকাশ'—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **আকাশঃ**—আকাশ ব্রহ্মই। [তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—] **তল্লিঙ্গাৎ**—যেহেতু সেই ব্রহ্ম-বিষয়ে মহাভূতের স্রষ্টৃত্বাদিবিষয়ক যে লিঙ্গপ্রমাণ আছে, তাহা এই বাক্যে পরিদৃষ্ট হইতেছে।

[৩২৭পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

ইদম্ আমনন্তি—"অস্য লোকস্য কা গতিঃ ইতি ? আকাশঃ ইতি হ উবাচ, সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য, আকাশশব্দের ব্রহ্ম ও ভূতাকাশরূপ উভয়ার্থতাবশতঃ সংশয়।]

শ্রুতিতে ইহা পঠিত হইতেছে—[শালাবত্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] "এই লোকের (—পৃথিবীর) গতি (—আশ্রয়) কি ? [জৈবলি] বলিলেন—আকাশ, এই

শাঙ্করভাষ্যম্

আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি, আকাশঃ হি এব এভ্যঃ জ্যায়ান্, আকাশঃ পরায়ণম্" (ছাঃ ১৷৯৷১) ইতি।১ তত্র সংশয়ঃ—কিম্ আকাশশব্দেন পরং ব্রহ্ম অভিধীয়তে, উত ভূতাকাশম্ ইতি।২ কুতঃ সংশয়ঃ ?৩ উভয়ত্র প্রয়োগদর্শনাৎ।৪ ভূতবিশেষে তাবৎ সুপ্রসিদ্ধঃ লোকবেদয়োঃ আকাশশব্দঃ।৫ ব্রহ্মণি অপি ক্বচিৎ প্রযুজ্যমানঃ দৃশ্যতে, যত্র বাক্যশেষবশাৎ অসাধারণগুণশ্রবণাৎ বা নির্দ্ধারিতং ব্রহ্ম ভবতি, যথা—"যদ্ এষঃ আকাশে আনন্দঃ ন স্যাৎ" (তৈঃ ২৷৭) ইতি, "আকাশঃ বৈ নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা, তে

ভাষ্যানুবাদ

সমস্ত ভূতবর্গ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়, আকাশে অস্তগমন করে (—প্রলয়কালে বিলীন হয়), যেহেতু আকাশ এই সকল [ভূতবর্গ] হইতে মহত্তর, [অতএব] আকাশ [ভূতবর্গের] পরম আশ্রয়", ইত্যাদি।১ সেইস্থলে সংশয় হয়—আকাশশব্দের দ্বারা কি পরব্রহ্ম অভিহিত হইতেছেন, অথবা ভূতাকাশ অভিহিত হইতেছে?২ আচ্ছা, সংশয় হইতেছে কেন ?৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু উভয়ত্র প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়।৪ [তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন—] আকাশশব্দটী লোকমধ্যে ও বেদে ভূতবিশেষে (—ভূতাকাশে) সুপ্রসিদ্ধ।৫ যেখানে বাক্যশেষ বশতঃ, অথবা অসাধারণগুণের শ্রবণ বশতঃ ব্রহ্ম নির্দ্ধারিত হন, [সেখানে আকাশশব্দটীকে] কখন কখনও ব্রহ্মেও প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, যথা—"যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকিতেন"(১) ইত্যাদি এবং "আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহকর্ত্তা (—অভিব্যক্তি ও স্থিতির হেতু), তাহারা (—সেই নাম ও রূপ) যাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, তিনি ব্রহ্ম"(২), ইত্যাদি এই সকল 'শ্রুতিবাক্যে পরিদৃষ্ট হইতেছে'।৬ এইহেতু

ভাবদীপিকা

(১) এইটী অসাধারণ গুণ শ্রবণের দৃষ্টান্ত। আনন্দই সেই অসাধারণ গুণ। তাহার আশ্রয় হওয়ায় আকাশ শব্দটী হইল ব্রহ্মবোধক। রত্নপ্রভাকার ও আনন্দগিরি এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় ২৷৭ ভাষ্যে কিন্তু ঠিক এইপ্রকার ব্যাখ্যা পরিদৃষ্ট হইতেছে না। তত্রস্থ ব্যাখ্যার সহিত একবাক্যতা করিতে হইলে "আকাশঃ আনন্দঃ ন স্যাৎ" (তৈঃ ২৷৭) এইপ্রকারে প্রথমাবিভক্তি স্বীকার করতঃ তাহাদের সামানাধিকরণ্য বলে বাক্যটীর অর্থ হইবে —"আকাশস্বরূপ আনন্দ যদি না থাকিতেন", ইত্যাদি। "আনন্দঃ ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (তৈঃ ৩৷৬), এই বাক্যানুসারে 'আনন্দ'শব্দের অর্থ 'ব্রহ্ম', ইহা আনন্দময়াধিকরণে ২য় বর্ণকে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব 'আকাশ'শব্দের অর্থ হইল 'ব্রহ্ম'।

(২) এইটী বাক্যশেষের দৃষ্টান্ত। এই বাক্যের শেষভাগে "তদ্ ব্রহ্ম" এইপ্রকারে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ থাকায় আকাশশব্দের অর্থ হইল 'ব্রহ্ম'।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৮।১৪।১) ইতি চ এবমাদৌ।৬ অতঃ সংশয়ঃ।৭ কিং পুনঃ অত্র যুক্তম্?৮ ভূতাকাশম্ ইতি।৯ কুতঃ?১০ তৎ হি প্রসিদ্ধতরেণ প্রয়োগেণ শীঘ্রং বুদ্ধিম্ আরোহতি।১১ ন চ অয়ম্ আকাশশব্দঃ উভয়োঃ সাধারণঃ শক্যঃ বিজ্ঞাতুম্, অনেকার্থত্ব-প্রসঙ্গাৎ।১২ তস্মাৎ ব্রহ্মণি গৌণঃ আকাশশব্দঃ ভবিতুম্ অর্হতি, বিভুত্বাদিভিঃ হি বহুভিঃ ধর্ম্মৈঃ সদৃশম্ আকাশেন ব্রহ্ম ভবতি।১৩ ন চ মুখ্যসম্ভবে গৌণঃ অর্থঃ গ্রহণম্ অর্হতি।১৪ সম্ভবতি চ ইহ মুখ্যস্য এব আকাশস্য গ্রহণম্।১৫ ননু ভূতাকাশ-পরিগ্রহে বাক্যশেষঃ ন উপপদ্যতে—"সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি

ভাষ্যানুবাদ

(—আকাশশব্দটী এইভাবে রূঢ়িবৃত্তিতে ভূতাকাশে এবং যৌগিকবৃত্তিতে ব্রহ্মে প্রযুক্ত হয় বলিয়া) সংশয় হয়।৭ আচ্ছা, তাহা হইলে এখানে কি সঙ্গত?৮

[পূঃ—অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণবলে এখানে আকাশশব্দে ভূতাকাশ গ্রহণীয়।]

পূর্ব্বপক্ষ—['আকাশ'শব্দের অর্থ—] ভূতাকাশ ইহাই সঙ্গত।৯ কোন প্রমাণবলে ইহা বলিতেছ?১০ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু প্রসিদ্ধতর (—রূঢ়) প্রয়োগের দ্বারা তাহা (—ভূতাকাশ) শীঘ্রমধ্যে বুদ্ধিতে আরোহণ করে (৩)।১১ [কিন্তু আকাশশব্দের দ্বারা তো ব্রহ্মরূপ অর্থেরও বোধ হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই আকাশশব্দ যে [ভূতাকাশ ও ব্রহ্ম, এই] উভয়ত্র সাধারণ (—উভয়কেই বুঝায়), ইহা জানিতে (—স্বীকার করিতে) পারা যায় না, কারণ [তাহা হইলে একই শব্দের] অনেকপ্রকার [মুখ্য] অর্থ হইয়া পড়িবে। [তাহা সঙ্গত নহে]।১২ সেইহেতু আকাশশব্দটী ব্রহ্মে গৌণ হওয়া উচিত, কারণ বিভুত্ব প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্ম হন আকাশের সদৃশ।১৩ কিন্তু মুখ্য (—শক্তিবৃত্তিলভ্য) অর্থ গ্রহণ সম্ভব হইলে গৌণ (—লক্ষণাবৃত্তিলভ্য) অর্থ গ্রহণ সঙ্গত নহে।১৪ এখানে কিন্তু মুখ্য আকাশের (—আকাশশব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ ভূতাকাশের) গ্রহণ সম্ভব হইতেছে।১৫

পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—যদি বলা হয়, [অত্রস্থ আকাশশব্দের দ্বারা] ভূতাকাশের গ্রহণ হইলে

ভাবদীপিকা

(৩) লোকমধ্যে আকাশশব্দের শক্তিবৃত্তিবলে ভূতাকাশরূপ অর্থই প্রথমে বুদ্ধিতে আরূঢ় হয়, সেইহেতু "আকাশঃ ইতি হ উবাচ" (ছাঃ ১।৯।১) ইত্যাদি বাক্যস্থ 'আকাশ'শব্দটী হইল এখানে পূর্ব্বপক্ষে অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ। বাক্যের উপক্রমে পঠিত হওয়ায় অসংজাত-বিরোধিন্যায়ে (১।১।৬ অধিঃ ২ বর্ণক, ১০ ভাবদীঃ) তদনুসারেই অর্থ নিরূপণ করিতে হইবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

আকাশাৎ এব সমুৎপদ্যন্তে" (ছাঃ ১।৯।১) ইত্যাদিঃ ।১৬ নৈষঃ দোষঃ, ভূতাকাশস্য অপি বায্বাদিক্রমেণ কারণত্বোপপত্তেঃ ।১৭ বিজ্ঞায়তে হি—"তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মানঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োঃ অগ্নিঃ" (তৈঃ ২।১) ইত্যাদি ।১৮ জ্যায়স্ত্ব-পরায়ণত্বে অপি ভূতান্তরাপেক্ষয়া উপপদ্যেতে ভূতাকাশস্য অপি ।১৯ তস্মাৎ আকাশশব্দেন ভূতাকাশস্য গ্রহণম্ ইতি ।২০ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" ।২১ আকাশশব্দেন ব্রহ্মণঃ গ্রহণং যুক্তম্ ।২২ কুতঃ ?২৩ তল্লিঙ্গাৎ ।২৪ পরস্য হি ব্রহ্মণঃ ইদং লিঙ্গম্ —"সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব সমুৎপদ্যন্তে" (ছাঃ ১।৯।১) ইতি ।২৫ পরস্মাৎ হি ব্রহ্মণঃ ভূতানাম্ উৎপত্তিঃ ইতি

ভাষ্যানুবাদ

"এই সমস্ত ভূতবর্গ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়", ইত্যাদি বাক্যশেষ সঙ্গত হয় না।১৬

পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, ইহা দোষ নহে, যেহেতু ভূতাকাশেরও বায়ু আদিক্রমে কারণতা হয় সঙ্গত (—ভূতাকাশও বায়ু প্রভৃতির কারণ)।১৭ যেহেতু "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি", ইত্যাদি ইহা অবগত হওয়া যায়।১৮ [কিন্তু "এভ্যঃ জ্যায়ান্ "(ছাঃ ১।৯।১) ইত্যাদি বাক্যশেষ ভূতাকাশপক্ষে কি প্রকারে সঙ্গত হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] ভূতাকাশের জ্যায়স্ত্ব (—অন্য ভূতসকল হইতে মহত্তরতা) এবং পরায়ণত্ব (—অন্য ভূতসকলের আশ্রয় হওয়াও) অন্য ভূতকে অপেক্ষা করিয়া উপপন্ন হয় [যেহেতু কারণ যে ভূতাকাশ, তাহা কার্য্য বায়ু প্রভৃতি হইতে মহৎপরিমাণযুক্ত ও তাহাদের আশ্রয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ]।১৯ সেইহেতু (—ভূতাকাশপক্ষেও বাক্যশেষ উপপন্ন হয় বলিয়া) আকাশশব্দের দ্বারা ভূতাকাশের গ্রহণ হয়, ইত্যাদি।২০

[সিঃ—'এব'কার ও সর্ব্বশব্দের দ্বারা পুষ্ট 'সর্ব্বভূতোৎপাদকত্ব' প্রভৃতি তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণসকলের বলে অত্রস্থ আকাশশব্দে পরব্রহ্ম গ্রহণীয়।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ"।২১ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আকাশশব্দের দ্বারা ব্রহ্মের গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত।২২ তাহাতে হেতু কি ?২৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] "তল্লিঙ্গাৎ", যেহেতু তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের বোধক লিঙ্গপ্রমাণ আছে।২৪ [সেই লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু "এই সমস্ত ভূতবর্গ (—মহাভূতপঞ্চক ও প্রাণিসমুদায়) আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়"(৪) ইত্যাদি ইহা পরব্রহ্মের লিঙ্গ (—জ্ঞাপকপ্রমাণ)।২৫ [কিন্তু এইপ্রকার বহু বাদী আছেন, যাঁহারা পরমেশ্বরকে জগৎকারণরূপে স্বীকার করেন

ভাবদীপিকা

(৪) সিদ্ধান্তী এইস্থলে "সর্ব্বভূতোৎপাদকত্বরূপ" ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

বেদান্তেষু মর্য্যাদা।২৬ ননু ভূতাকাশস্য অপি বায়্বাদিক্রমেণ কারণত্বং দর্শিতম ।২৭ সত্যং দর্শিতম্, তথাপি মূলকারণস্য ব্রহ্মণঃ অপরিগ্রহাৎ "আকাশাৎ এব" ইতি অবধারণম্, "সর্ব্বাণি" ইতি চ ভূতবিশেষণং ন অনুকূলং স্যাৎ।২৮ তথা "আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি" (ছাঃ ১।৯।১) ইতি ব্রহ্মলিঙ্গম্, "আকাশঃ হি এব এভ্যঃ

ভাষ্যানুবাদ

না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] পরব্রহ্ম হইতেই ভূতসমূহের উৎপত্তি হয়, ইহা সকল উপনিষদে চরম সিদ্ধান্ত।২৬

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—কিন্তু ভূতাকাশেরও তো বায়ু-আদিক্রমে কারণতা প্রদর্শিত হইয়াছে (১৭ ভাষ্যবাক্য)।২৭

সিদ্ধান্তীর সমাধান—হাঁ সত্য, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও মূলকারণস্বরূপ ব্রহ্মের অপরিগ্রহ বশতঃ "আকাশাৎ এব" (—ভূতাকাশ হইতেই), এইপ্রকার যে অবধারণ(৫) এবং "সর্ব্বাণি" (—(৬) সমস্ত), এই যে ভূতের বিশেষণ, তাহারা [ভূতাকাশপক্ষে] অনুকূল হইবে না।২৮ এইরূপেই ["প্রলয়কালে] আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়"(৭), এই যে ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ এবং "আকাশই এই সকল [ভূতবর্গ হইতে] মহত্তর (৮), [সুতরাং] আকাশ [ভূতবর্গের] পরম আশ্রয়" (৯), ইত্যাদি এইপ্রকার যে মহত্তরত্ব ও পরমাশ্রয়ত্ব,

ভাবদীপিকা

(৫) "আকাশাৎ এব", অত্রস্থ 'এব'কার একটী শ্রুতিপ্রমাণ, ইহার অর্থ 'অবধারণ'। বায়ু হইতে তেজের, তেজঃ হইতে জলের এবং জল হইতে ক্ষিতির—এইপ্রকারে তত্তৎ ভূত হইতে তত্তৎ ভূতের উৎপত্তি হয় বলিয়া ভূতাকাশ হইতেই অবিশেষভাবে সকল ভূতের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। সেইহেতু অবধারণার্থক 'এব'কার শ্রুতিটী বাধিত হইয়া পড়ে বলিয়া ভূতাকাশকেই সকল ভূতের কারণ বলা যায় না, ইহাই তাৎপর্য্য।

(৬) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—ভূতাকাশও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত। সেইহেতু "সর্ব্বাণি.... ভূতানি", বলিলে সেই ভূতাকাশও পরিগৃহীত হয়। কিন্তু ভূতাকাশকে সর্ব্বভূতের কারণরূপে গ্রহণ করিলে, "সর্ব্বাণি....ভূতানি আকাশাৎ এব সমুৎপদ্যন্তে", এইস্থলে 'ভূতাকাশ হইতেই ভূতাকাশের উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় সর্ব্ব শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। ফলে "সর্ব্বাণি ভূতানি" ইহার অর্থ হইবে—"ভূতাকাশব্যতিরিক্ত সর্ব্ব ভূত"। এইপ্রকার অর্থগ্রহণ সমীচীন নহে। সুতরাং 'এব'কার ও 'সর্ব্ব'শব্দের দ্বারা পুষ্ট "সর্ব্বভূতোৎপাদকত্ব" লিঙ্গপ্রমাণটী অব্যভিচরিত ও স্পষ্টভাবেই ব্রহ্মকে সমর্পণ করিতেছে, বুঝিতে হইবে।

সিদ্ধান্তী—(৭) এইস্থলে 'সর্ব্বলয়াধারত্ব,' (৮) এইস্থলে 'নিরতিশয়মহত্ত্ব' এবং (৯) এইস্থলে [স্থিতিকালেও] 'পরমাশ্রয়ত্ব'রূপ ব্রহ্মবোধক স্পষ্ট লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। আকাশশব্দের অর্থ পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়ানুসারে 'ভূতাকাশ' হইলে এই সমস্ত লিঙ্গপ্রমাণ উপপন্ন হয় না। সেইহেতু এই সমস্ত লিঙ্গপ্রমাণ অব্যভিচরিতভাবে ব্রহ্মবস্তুকেই সমর্পণ করে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

জ্যায়ান্, আকাশঃ পরায়ণম" (ছাঃ ১।৯।১) ইতি চ জ্যায়স্ত্ব-পরায়ণত্বে।২৯ জ্যায়স্ত্বং হি অনাপেক্ষিকং পরমাত্মনি এব একস্মিন্ আম্নাতম্—"জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ, জ্যায়ান্ দিবঃ, জ্যায়ান্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ" (ছাঃ ৩।১৪।৩) ইতি।৩০ তথা পরায়ণত্বম্ অপি পরমকারণত্বাৎ পরমাত্মনি এব উপপন্নতরম্।৩১ শ্রুতিশ্চ ভবতি—"বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম রাতের্দাতুঃ পরায়ণম্" (বৃঃ ৩।৯।২৮) ইতি।৩২ অপিচ অন্তবত্ত্বদোষেণ শালাবত্যস্য পক্ষং নিন্দিত্বা, অনন্তং কিঞ্চিৎ বক্তুকামেন জৈবলিনা আকাশঃ পরিগৃহীতঃ।৩৩ তং চ আকাশম্ উদ্গীথে সম্পাদ্য উপসংহরতি—"সঃ এষঃ পরোবরীয়ান্ উদ্গীথঃ, সঃ এষঃ অনন্তঃ" (ছাঃ ১।৯।২) ইতি।৩৪

ভাষ্যানুবাদ

তাহারাও [ভূতাকাশ পক্ষে] অনুকূল হয় না।২৯ যেহেতু অনাপেক্ষিক (—অন্য-নিরপেক্ষ) যে মহত্ত্ব, তাহা একমাত্র পরমাত্মবিষয়েই শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে, যথা—"পৃথিবী হইতে বৃহত্তর, অন্তরিক্ষ হইতে মহত্তর, দ্যুলোক হইতে বিশালতর এবং এই সমস্ত লোক হইতে মহত্তম," ইত্যাদি।৩০ এইরূপেই পরায়ণত্বও (—পরমাশ্রয়তাও) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ হওয়ায় পরমাত্মাতেই হয় অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।৩১ আর [কেবল যুক্তিসঙ্গতই নহে, এই পরায়ণত্ববিষয়ে] শ্রুতিও আছে, যথা—"ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ, তিনি ধনদানকারীর (—কর্ম্মানুষ্ঠানকারী যজমানের) পরম আশ্রয়, ইত্যাদি।৩২

[সিঃ—'অনন্ততারূপ' তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণদ্বারা স্বপক্ষ সমর্থন।]

[অত্রস্থ আকাশশব্দের অর্থ যে ব্রহ্ম, এই বিষয়ে সিদ্ধান্তী পুনরায় অন্য লিঙ্গ-প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার দেখ, অন্তবত্ত্বরূপ (—বিনাশিত্ব বা সসীমত্ব-রূপ) দোষদ্বারা শালাবত্যের পক্ষকে নিন্দা করিয়া (ছাঃ ১।৮।৮) কোন এক অনন্ত (—অবিনাশী, অসীম) বস্তুবিষয়ে বলিতে অভিলাষী জৈবিলি কর্তৃক আকাশ পরি-গৃহীত হইয়াছে।৩৩ আর সেই আকাশকে উদ্গীথে সম্পাদন করিয়া (—'উদ্গীথ আকাশস্বরূপ', এইরূপে উদ্গীথাবয়বভূত ওঁকারে আকাশদৃষ্টির দ্বারা তাহাদের অভেদ চিন্তনের উপদেশ করিয়া) উপসংহার করিতেছেন—"সেই এই [আকাশাত্মক] শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ উদ্গীথ, সেই এই উদ্গীথ অনন্ত," ইত্যাদি।৩৪ আর সেই 'অনন্ততা' হয় ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ (১০)।৩৫

ভাবদীপিকা

(১০) "অন্তবৎ বৈ কিল তে শালাবত্য সাম" (ছাঃ ১।৮।৮), এইপ্রকারে শালাবত্যের পক্ষকে নিন্দা করিয়া 'অনন্ত' কোন বস্তুবিষয়ে বলিবার উপক্রম করা হইয়াছে। আর উপসংহারে "সঃ এষঃ পরোবরীয়ান্ উদ্গীথঃ, সঃ এষঃ অনন্ত" (ছাঃ ১।৯।২), ইত্যাদিস্থলে 'পর' শব্দের দ্বা

শাঙ্করভাষ্যম্

তৎ চ আনন্ত্যং ব্রহ্মলিঙ্গম্।৩৫ যৎ পুনঃ উক্তম্—ভূতাকাশং প্রসিদ্ধিবলেন প্রথমতরং প্রতীয়তে ইতি।৩৬ অত্র ব্রূমঃ—প্রথমতরং প্রতীতমপি সৎ বাক্যশেষগতান্ ব্রহ্মগুণান্ দৃষ্ট্বা ন পরিগৃহ্যতে।৩৭ দর্শিতশ্চ ব্রহ্মণি অপি আকাশশব্দঃ,—"আকাশঃ বৈ নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা" (ছাঃ ৮।১৪।১) ইত্যাদৌ।৩৮ তথা আকাশপর্য্যায়বাচিনাম্ অপি ব্রহ্মণি প্রয়োগঃ দৃশ্যতে—"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবাঃ অধিবিশ্বে নিষেদুঃ" (ঋক্ সং ১।১৬৪।৩৯), "সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা" (তৈঃ ৩।৬), "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৪।১০।৪), "খং পুরাণম্" (বৃঃ ৫।১) ইতি চ এবমাদৌ।৩৯ বাক্যোপক্রমে

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রেত উপক্রমের অব্যভিচরিত প্রাবল্য নিরাকরণ। তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণ শ্রুতিপ্রমাণাপেক্ষা বলবান্ হওয়ায় এবং অন্যত্র প্রসিদ্ধ প্রয়োগসকল থাকায় আকাশশব্দের অর্থ 'ব্রহ্ম']।

আর যে বলা হইয়াছে—[লোকমধ্যে] প্রসিদ্ধিবলে ভূতকাশই অন্যাপেক্ষা প্রথমে প্রতীত হয় (১১ ভাষ্যবাক্য) ইত্যাদি।৩৬ এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—[ভূতাকাশ] অন্যাপেক্ষা প্রথমে প্রতীত হইলেও, বাক্যশেষগত (—বাক্যের শেষভাগে বর্ণিত, পরোবরীয়স্ত্ব, অনন্ততা প্রভৃতি] ব্রহ্মের গুণসকল দর্শন করিয়া [তাহা আর ভূতাকাশরূপে] গৃহীত হয় না।৩৭ [আর 'আকাশ' শব্দের দ্বারা যে ভূতাকাশেরই প্রথম প্রতীতি হয়, এই বিষয়ে কোন নিয়ম নাই ; এই বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "আকাশই নাম ও রূপের অভিব্যক্তির হেতু," ইত্যাদিস্থলে ব্রহ্মে আকাশশব্দের প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে (৬ ভাষ্যবাক্য)।৩৮ [মাত্র 'আকাশ'শব্দের নহে, তৎপর্য্যায়ভূত অন্য শব্দসকলেরও ব্রহ্মে প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপে আকাশের পর্য্যায়বাচিশব্দসকলেরও ব্রহ্মে প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইতেছে, যথা—"অক্ষর পরম ব্যোমে (—কূটস্থ পরব্রহ্মে) ঋক্ (—বেদ) সকল অবস্থিত, যাহাতে (—যে পরব্রহ্মে) বিশ্বদেবগণ অধিষ্ঠিত আছেন," "সেই এই বরুণ কর্ত্তৃক প্রোক্তা এবং ভৃগুকর্ত্তৃক লব্ধা বিদ্যা পরম ব্যোমে (—পরব্রহ্মে) প্রতিষ্ঠিতা," "সুখ ব্রহ্মস্বরূপ, আকাশ ব্রহ্মস্বরূপ," এবং "আকাশস্বরূপ পরমাত্মা চিরন্তন," ইত্যাদি এই সকল।৩৯ [কোনপ্রকার বাধা না থাকিলেই উপক্রমানুসারে অর্থ

ভাবদীপিকা

দেশতঃ অনন্ততা, 'বরীয়' শব্দের দ্বারা গুণতঃ উৎকৃষ্টতা এবং 'অনন্ত' শব্দের দ্বারা কালতঃ ও বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্নতার কথা বলা হইয়াছে। দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ—এই যে ত্রিবিধ অনন্ততা, তাহা অব্রহ্মবিষয়ে সঙ্গত হয় না। সুতরাং এই 'অনন্ততা' হইল ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ। আর উপক্রম ও উপসংহারাত্মক তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গের দ্বারা পুষ্ট হওয়ায় তাহা হইল তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণ, ইহাই এইস্থলে গূঢ়ার্থ।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি বর্ত্তমানস্য আকাশশব্দস্য বাক্যশেষবশাৎ যুক্তা ব্রহ্মবিষয়ত্বাবধারণা।৪০ "অগ্নিঃ অধীতে অনুবাকম্," ইতি হি বাক্যোপক্রমগতঃ অপি অগ্নিশব্দঃ মানবকবিষয়ঃ দৃশ্যতে।৪১ তস্মাৎ আকাশশব্দং ব্রহ্ম ইতি সিদ্ধম্।৪২॥১।১।২২॥ ইতি অষ্টমম্ আকাশাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

নির্ণীত হয়, কিন্তু বাধা থাকিলে উপসংহারানুসারেও অর্থ নির্ণীত হয়, ইহাই নিয়ম, ইহা বলিতেছেন—] বাক্যের উপক্রমে আকাশশব্দ বর্ত্তমান থাকিলেও, বাক্যশেষ (—উপসংহার) বশতঃ তাহার ব্রহ্মবিষয়তা অবধারণ করা (—তাহা যে ব্রহ্মের বোধক, ইহা নির্ণয় করা) যুক্তিসঙ্গত (১১)।৪০ [সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] "অগ্নি অনুবাক্ (—বেদের অংশবিশেষ) পাঠ করিতেছে," এইস্থলে অগ্নিশব্দটী বাক্যের উপক্রমগত (—প্রারম্ভে পঠিত) হইলেও, [বেদপাঠরূপ বাক্যশেষ বশতঃ] মানবককে (—বালক ব্রহ্মচারীকে) বিষয় করে (—অগ্নিশব্দের অর্থ হয় বালক ব্রহ্মচারী), ইহা পরিদৃষ্ট হয়।৪১ সেইহেতু (—পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রমাণ ও যুক্তিসকল বশতঃ) আকাশশব্দটী যে ব্রহ্মবাচক, ইহা সিদ্ধ হইল।৪২ ॥১।১।২২॥ আকাশাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা [উপক্রমের প্রাবল্য ও দৌর্ব্বল্যের কারণ]

(১১) পূর্ব্বপক্ষী শ্রুতিপ্রমাণবলে আকাশশব্দের অর্থ করিয়াছিলেন,—'ভূতাকাশ'। যদিও ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল আছে, তাহাদের বলে অত্রস্থ আকাশশব্দের ব্রহ্মরূপ অর্থ নিরূপিত হইতে পারে না, কারণ দুর্ব্বল লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা প্রবল শ্রুতিপ্রমাণের বাধ হয় না। আর প্রথমে (—উপক্রমে) পঠিত হওয়ায় আকাশশব্দটী হয় অসংজাতবিরোধী। সুতরাং অসংজাতবিরোধিন্যায়পুষ্ট (৩০০ পৃঃ) এই শ্রুতিপ্রমাণবলে ভূতাকাশরূপ অর্থ ই গ্রহণীয়, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিলেন—প্রথমে পঠিত হইলেই যে তাহা অসংজাতবিরোধী হইবে, এইপ্রকার কোন অব্যভিচারী নিয়ম নাই। প্রথমে পঠিত বিষয়টী যদি অবাধিত হয়, তাহার কোন বিরোধী না থাকে, তবেই তাহার অসংজাতবিরোধিত্ব সিদ্ধ হয় ও তদনুকূলভাবে অর্থ নির্ণীত হয়। অন্যথা বাক্যশেষ (—উপসংহার) বলেই তাহা নিরূপিত হয়। প্রস্তাবিতস্থলে 'এব'কার ও সর্ব্বশব্দের দ্বারা (৫ এবং ৬ ভাবদীঃ) অনুগৃহীত 'সর্ব্বভূতোৎপাদকত্বরূপ' লিঙ্গপ্রমাণ, 'অনন্ততারূপ' (১০ ভাবদীঃ) তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণ এবং স্পষ্টভাবে ব্রহ্মবোধক অন্য বহু লিঙ্গপ্রমাণ উপক্রমে পঠিত আকাশশব্দের 'ভূতাকাশরূপ' অর্থগ্রহণের প্রতি বাধক হইতেছে। সেইহেতু "ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে"—'বংশকে রক্ষা করিবার জন্য একজনকে পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ', এই ন্যায়ানুসারে একটী শ্রুতিপ্রমাণের বাধই যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় ব্রহ্মবোধক বহু স্পষ্ট লিঙ্গপ্রমাণ এবং 'অনন্ততারূপ' তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণের বলে অত্রস্থ 'আকাশ' শব্দের অর্থ হইবে 'ব্রহ্ম'। লক্ষ্য করিতে হইবে, এখানে শ্রুতিপ্রমাণ ও তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণের বিরোধে তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণই হইল বলবান্। - আকাশাধিকরণ সমাপ্ত।

৯। প্রাণাধিকরণম্। [সূত্র ২৩]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—১।১।১৫ ছান্দোগ্যবাক্যপঠিত প্রাণশব্দের অর্থ 'ব্রহ্ম'।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে অব্যভিচারী লিঙ্গপ্রমাণসকলের দ্বারা আকাশশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণের বাধ হইয়াছে, অর্থাৎ আকাশশব্দের ভূতাকাশপ্রতিপাদকতা নিরাকৃত হইয়াছে। সেইস্থলে তাহা যুক্তিসঙ্গত হইলেও, প্রস্তাবিত স্থলে কিন্তু তাহা সঙ্গত হইবে না; কারণ প্রস্তাবিত অধিকরণে শ্রূয়মাণ 'প্রাণে লীন হওয়া'রূপ লিঙ্গটী মুখ্যপ্রাণেও হয় সম্ভব। সেইহেতু উক্ত লিঙ্গ-প্রমাণটী মুখ্যপ্রাণ ও ব্রহ্ম, এই উভয়সাধারণ হয় বলিয়া তাহা আর ব্রহ্মবোধক অব্যভিচারী লিঙ্গপ্রমাণ হইবে না। ফলে তাহার দ্বারা মুখ্যপ্রাণবোধক প্রাণশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণের বাধ যুক্তিসঙ্গত নহে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

মুখস্থো বায়ুরীশো বা প্রাণঃ প্রস্তাবদেবতা।
বায়ুর্ভবেত্তত্রসুপ্তৌ ভূতসারেন্দ্রিয়ক্ষয়াৎ ॥
সঙ্কোচোঽক্ষপরত্বে স্যাৎ সর্ব্বভূতলয়শ্রুতেঃ।
আকাশশব্দবৎ প্রাণশব্দস্তেনেশবাচকঃ ॥

অন্বয়—প্রস্তাবদেবতা প্রাণঃ মুখস্থঃ বায়ুঃ, ঈশঃ বা? সুপ্তৌ তত্র ভূতসারেন্দ্রিয়ক্ষয়াৎ বায়ুঃ ভবেৎ। অক্ষপরত্বে সর্ব্বভূতলয়শ্রুতেঃ সঙ্কোচঃ স্যাৎ। তেন আকাশশব্দবৎ প্রাণশব্দঃ ঈশবাচকঃ

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[প্রস্তাবনাম্নঃ সামভাগস্য দেবতায়াং প্রস্তোত্রা পৃষ্টায়াম্ উষস্তিঃ উত্তরং দদৌ — "প্রাণঃ ইতি হ উবাচ, সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি প্রাণম্ এব অভিসংবিশন্তি", (ছাঃ ১।১১।৫) ইত্যাদি। ইদং বাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। অত্র প্রাণশব্দস্য মুখ্যপ্রাণে ব্রহ্মণি চ প্রয়োগদর্শনাৎ সংশয়ঃ ভবতি—] প্রস্তাবদেবতা প্রাণঃ মুখস্থঃ বায়ুঃ, ঈশঃ বা [স্যাৎ] ?

পূর্ব্বপক্ষ—["যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি, প্রাণং তর্হি বাগ্ অপ্যেতি" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৩।৩।৬) ইত্যাদি শ্রুতৌ সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়াদীনাং মুখবিলান্তর্বর্ত্তিনি প্রাণবায়ৌ লয়ঃ বর্ণ্যতে। অতঃ] সুপ্তৌ তত্র [প্রাণবায়ৌ] ভূতসারেন্দ্রিয়ক্ষয়াৎ [প্রস্তাবদেবতা প্রাণঃ মুখবিলান্তর্বর্ত্তী] বায়ুঃ ভবেৎ।

সিদ্ধান্ত—[বিলয়স্য অস্য] অক্ষপরত্বে [ব্যখ্যায়মানে, "সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি প্রাণম্ এব অভিসংবিশন্তি", (ছাঃ ১।১১।৫) ইতি] সর্ব্বভূতলয়শ্রুতেঃ সঙ্কোচঃ স্যাৎ। [অপিচ অস্তি হি প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মণি শ্রৌতরূঢ়িঃ, "প্রাণস্য প্রাণঃ" (কেন ২) ইত্যত্র ব্রহ্মবিবক্ষয়া দ্বিতীয়প্রাণশব্দস্য প্রয়োগাৎ। "প্রাণম্ এব" (ছাঃ ১।১১।৫) ইত্যত্র পঠিতেন চ 'এব'-কারেণ লয়াধারান্তরং ব্যুদস্যতে]। তেন [পূর্ব্বাধিকরণন্যায়েন] আকাশশব্দবৎ প্রাণশব্দঃ ঈশবাচকঃ।

অনুবাদ

সংশয়—[প্রস্তোতা কর্ত্তৃক প্রস্তাব নামক সামভাগের দেবতা জিজ্ঞাসিত হইলে উষস্তি উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন—"তিনি বলিলেন, 'প্রাণ,' [স্থাবরজঙ্গমাত্মক] এই ভূতসকল প্রাণেই সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে", ইত্যাদি। এই বাক্যটী এখানে বিষয়। এইস্থলে মুখ্যপ্রাণে ও ব্রহ্মে প্রাণশব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইতেছে বলিয়া সংশয় হয়—] প্রস্তাবের দেবতা যে প্রাণ, তিনি কি মুখবিবরস্থ বায়ু, অথবা পরমেশ্বর ?

পূর্ব্বপক্ষ—["পুরুষ যখন সুষুপ্ত হয়, বাগিন্দ্রিয় তখন প্রাণে বিলীন হয়", ইত্যাদি শ্রুতিতে সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয় প্রভৃতির মুখবিবরান্তর্গত প্রাণবায়ুতে লয় বর্ণিত হইয়াছে। সেইহেতু] সুষুপ্তিতে সেখানে (—প্রাণবায়ুতে) ক্ষিত্যাদি ভূতসকলের সারভূত ইন্দ্রিয়সকলের লয় হয় বলিয়া [প্রস্তাবের দেবতা প্রাণ মুখবিবরান্তর্বর্ত্তী] বায়ুই হইবে।

সিদ্ধান্ত—[এই যে বিলয়, তাহা] ইন্দ্রিয়পররূপে [ব্যাখ্যাত হইলে, "এই ভূতসকল প্রাণেই সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে", এই] সর্ব্বভূতের লয়প্রতিপাদিকা যে শ্রুতি, তাহার সঙ্কোচ হইয়া পড়িবে। [আর দেখ, প্রাণশব্দের ব্রহ্মে শ্রৌতরূঢ়িও আছে, কারণ "প্রাণের প্রাণ", এই স্থলে দ্বিতীয় প্রাণশব্দটী ব্রহ্মকে বলিবার ইচ্ছায় প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার "প্রাণম্ এব", এইস্থলে পঠিত "এব"কারটীর দ্বারা লয়ের অন্য অধিকরণও নিরাকৃত হইতেছে। সেইহেতু [পূর্ব্বাধিকরণে প্রদর্শিত ন্যায়ানুসারে] আকাশশব্দের ন্যায় প্রাণশব্দও হইবে ঈশ্বরের বাচক।

ফলভেদ – পূর্ব্বপক্ষে, মুখ্যপ্রাণদৃষ্টিতে এবং সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মদৃষ্টিতে প্রস্তাবের উপাসনা।

অতএব প্রাণঃ ॥১।১।২৩॥

পদচ্ছেদ—অতঃ, এব, প্রাণঃ।

সূত্রার্থ—[ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে—"প্রাণঃ ইতি হ উবাচ" (ছাঃ ১।১১।৫) ইত্যাদি। তত্র কিং প্রাণশব্দেন ব্রহ্ম অভিধীয়তে, উত বায়ুবিকারঃ ইতি সংশয়ে, বায়ুবিকারঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অতঃ এব**—সর্ব্বভূতোৎপত্তিলয়হেতুত্বাদিব্রহ্মলিঙ্গাৎ এব, **প্রাণঃ**—"প্রাণঃ ইতি হ উবাচ", ইতি শ্রুত্যুক্তঃ প্রাণঃ, [ব্রহ্ম এব ভবতি, ন প্রাণবায়ুঃ]।

অনুবাদ—[ছান্দোগ্যোপনিষদে পঠিত হইতেছে—"তিনি বলিলেন, 'প্রাণ', ইত্যাদি। সেইস্থলে প্রাণশব্দটীর দ্বারা কি ব্রহ্ম অভিহিত হইতেছেন, অথবা বায়ুর কার্য্য (—মুখ্যপ্রাণ) অভিহিত হইতেছে, এইপ্রকার সংশয় হইলে; পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বায়ুর কার্য্য। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অতঃ এব** –সর্ব্বভূতের উৎপত্তি এবং লয় প্রভৃতি ব্রহ্মবোধকলিঙ্গপ্রমাণ বশতঃই, **প্রাণঃ**—"তিনি বলিলেন, প্রাণ", ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণিত 'প্রাণ' [হন ব্রহ্মই, কিন্তু প্রাণবায়ু নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

[৩৩৬ পৃঃ]

উদ্গীথে –"প্রস্তোতঃ যা দেবতা প্রস্তাবম্ অন্বায়ত্তা" (ছাঃ ১।১১।৪), ইতি উপক্রম্য শ্রূয়তে—"কতমা সা দেবতা ইতি" (ঐ)। "প্রাণঃ ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য। মুখ্যপ্রাণে ও ব্রহ্মে প্রাণশব্দের প্রয়োগদৃষ্টে সংশয়।]

উদ্গীথ প্রকরণে (১)—"হে প্রস্তাবপাঠক, প্রস্তাবে যে দেবতা অনুগত আছেন," এইরূপে আরম্ভ করিয়া শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে—[প্রস্তোতা জিজ্ঞাসা করিলেন—] "সেই দেবতাটী কে"? [উষস্তি] "বলিলেন, প্রাণই সেই দেবতা, এই সমস্ত

ভাবদীপিকা

(১) জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে সাম গান করা হয়। সেই সামের সাতটী অবয়ব (—অংশ), যথা—হিঙ্কার, উদ্গীথ, প্রতিহার, প্রস্তাব, উপদ্রব, নিধন ও আদি। এই অবয়বগুলিকে সামের ভক্তি বা ভাগ বলা হয়। 'প্রস্তাব' নামক সামভাগের গান যিনি করেন, তাঁহাকে বলা হয়

শাঙ্করভাষ্যম্

হ উবাচ। সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি প্রাণম্ এব অভিসংবিশন্তি, প্রাণম্ অভ্যুজ্জিহতে, সা এষা দেবতা প্রস্তাবম্ অন্বায়ত্তা" (ছাঃ ১।১১।৫) ইতি।১ তত্র সংশয়নির্ণয়ৌ পূর্ব্ববৎ এব দ্রষ্টব্যৌ।২ "প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ" (ছাঃ ৬।৮।২), "প্রাণস্য প্রাণম্" (বৃঃ ৪।৪।১৮) ইতি চ এবমাদৌ ব্রহ্মবিষয়ঃ প্রাণশব্দঃ দৃশ্যতে।৩ বায়ুবিকারে তু প্রসিদ্ধতরঃ লোক-বেদয়োঃ।৪ অতঃ ইহ প্রাণশব্দেন কতরস্য উপাদানং যুক্তম্ ইতি ভবতি সংশয়ঃ।৫ কিং পুনঃ অত্র যুক্তম্?৬ বায়ুবিকারস্য পঞ্চবৃত্তেঃ প্রাণস্য উপাদানং যুক্তম্।৭ তত্র হি প্রসিদ্ধতরঃ প্রাণশব্দঃ ইতি

ভাষ্যানুবাদ

ভূত [প্রলয়কালে] প্রাণেই সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে, [উৎপত্তিকালে] প্রাণ হইতেই উদ্‌গত হয়, সেই এই দেবতা প্রস্তাবে অনুস্যূত হইয়া আছেন," ইত্যাদি।১ সেইস্থলে সংশয় ও সমাধান পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায়ই বুঝিতে হইবে।২ [কিন্তু পূর্ব্বাধিকরণে বিচারিত আকাশশব্দ ভূতাকাশ ও ব্রহ্ম উভয়েই প্রযুক্ত হয় বলিয়া সংশয় হইয়াছিল, প্রাণশব্দ তো তদ্রূপ নহে, সুতরাং সংশয়াদি পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় কি প্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] "হে প্রিয়দর্শন, যেহেতু মন (—তদুপলক্ষিত জীব) প্রাণবন্ধন (—প্রাণোপলক্ষিত ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে") এবং "তিনি প্রাণবায়ুরও প্রাণস্বরূপ," ইত্যাদি এই সকল শ্রুতিতে প্রাণশব্দ ব্রহ্মকে বিষয় করে (—ব্রহ্মে প্রযুক্ত হয়), ইহা পরিদৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু লোকমধ্যে ও বেদে [প্রাণশব্দ] বায়ুর কার্য্যভূত বস্তুতে (২) অধিকতর প্রসিদ্ধ, ইহা দেখা যায়।৪ সেই-হেতু এখানে (—এই প্রস্তাববাক্যে) প্রাণশব্দের দ্বারা দুইটীর মধ্যে কোনটীর গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত, এইপ্রকার সংশয় হয়।৫ আচ্ছা, এখানে কি যুক্তিসঙ্গত? ৬

[পূঃ—প্রাণশব্দরূপ অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণবলে মুখ্যপ্রাণই প্রাণশব্দের অর্থ।]

পূর্ব্বপক্ষ—বায়ুর বিকার যে পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ, [এখানে] তাহারই গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত।৭ যেহেতু তাহাতেই প্রাণশব্দ (৩) প্রসিদ্ধতর, ইহা আমরা বলিয়াছি।৮

ভাবদীপিকা

'প্রস্তোতা'। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রারম্ভেই 'উদ্গীথ' নামক সামাবয়বকে (—উদ্গীথের অবয়বভূত ওঁকারকে) অবলম্বন করিয়া কতকগুলি উপাসনা বিহিত হইয়াছে। উদ্গীথপ্রকরণ বলিতে ছান্দোগ্যের উক্ত প্রকরণকে বুঝিতে হইবে। উদ্গীথ ইত্যাদি সামাবয়বসকলের বিশেষ পরিচয় ৩।৩।৩ অন্বয়াধিকরণে "ষোড়শ ঋত্বিকের ও সামের সপ্তভক্তির পরিচয়" শীর্ষক ভাবদীপিকা দ্রষ্টব্য।

(২) এইস্থলে পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক মুখ্যপ্রাণের কথা বলা হইতেছে। সেই মুখ্যপ্রাণ পঞ্চতন্মাত্রার মিলিত রজোগুণ হইতে উৎপন্ন। তাহাকে কেন বায়ুর কার্য্য বলা হইতেছে, সেই বিষয়ে বিচার ২।৪।৫ বায়ুক্রিয়াধিকরণের ভাবদীপিকাতে দ্রষ্টব্য।

(৩) পূর্ব্বপক্ষী এখানে পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক মুখ্যপ্রাণবোধক 'প্রাণশব্দ'-রূপ অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ

শাঙ্করভাষ্যম্

অবোচাম।৮ ননু পূর্ব্ববৎ ইহাপি তল্লিঙ্গাৎ ব্রহ্মণঃ এব গ্রহণং যুক্তম্।৯ ইহাপি বাক্যশেষে ভূতানাং সংবেশনোদ্গমনং পারমেশ্বরং কর্ম্ম প্রতীয়তে।১০ ন, মুখ্যে অপি প্রাণে ভূতসংবেশনোদ্গমনস্য দর্শনাৎ।১১ এবং হি অম্নায়তে—"যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি, প্রাণং তর্হি বাগ্ অপ্যেতি, প্রাণং চক্ষুঃ, প্রাণং শ্রোত্রং, প্রাণং মনঃ; সঃ যদা প্রবুধ্যতে, প্রাণাৎ এব অধি পুনঃ জায়ন্তে" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৩।৩।৬) ইতি।১২ প্রত্যক্ষং চ এতৎ স্বাপকালে প্রাণবৃত্তৌ অপরিলুপ্যমানায়াম্ ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ পরিলুপ্যন্তে, প্রবোধকালে চ প্রাদুর্ভবন্তি ইতি।১৩

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—যদি বলা হয়, পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় এখানেও তদ্বোধক লিঙ্গপ্রমাণ থাকায় ব্রহ্মেরই গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত।৯ [কি সেই ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ, তাহা বলিতেছেন—] এখানেও বাক্যের শেষভাগে ভূতসকলের সংবেশন ও উদ্গমনরূপ (—প্রলয়কালে সম্যগ্রূপে প্রবেশ এবং উৎপত্তিকালে তাহা হইতে আবির্ভাবরূপ) পরমেশ্বরসম্বন্ধি কর্ম্ম (৪) প্রতীত হইতেছে।১০

পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, না, তাহা বলা যায় না; যেহেতু মুখ্যপ্রাণেও ভূতসকলের সম্যগ্রূপে প্রবেশ এবং [তাহা হইতে] আবির্ভাব পরিদৃষ্ট হয়।১১ [কোথায় পরিদৃষ্ট হয়, তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে—"পুরুষ যখন সুপ্ত হয়, তখন [তাহার] বাগিন্দ্রিয় প্রাণে লয়প্রাপ্ত হয়, চক্ষু প্রাণে লয়প্রাপ্ত হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয় এবং মন প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়; সেই পুরুষ যখন জাগরিত হয়, তখন [সেই ইন্দ্রিয়সকল] প্রাণ হইতেই পুনরায় উৎপন্ন হয়," ইত্যাদি (৫)।১২ [কিন্তু সুষুপ্তিকালে মন প্রভৃতির ন্যায় মুখ্যপ্রাণেরও তো লয় হইয়া যায়, সুতরাং মুখ্যপ্রাণ ভূতসকলের লয়স্থান কি প্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ইহা প্রত্যক্ষ যে সুষুপ্তিকালে প্রাণের বৃত্তি (—শ্বাসপ্রশ্বাসাদি) লুপ্ত না হইলেও [শ্রবণ ও দর্শনাদি] ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল

ভাবদীপিকা

প্রদর্শন করিলেন। লোকমধ্যে প্রাণশব্দের শক্তিবৃত্তিতে মুখ্যপ্রাণের বোধ হয়, ইহাই অভিপ্রায়।

(৪) শঙ্কাকর্ত্তৃরূপে সিদ্ধান্তী এখানে বাক্যশেষে পঠিত "ইমানি ভূতানি প্রাণম্ এব অভিসংবিশন্তি, প্রাণম্ অভ্যুজ্জিহতে" (ছাঃ ১।১১।৫) ইত্যাদি বাক্যে পঠিত "প্রলয়কালীন সর্ব্বভূতাধারত্ব" এবং "সর্ব্বভূতোৎপাদকত্ব"-রূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় প্রদর্শন করিলেন।

(৫) পূর্ব্বপক্ষী এখানে ৪ ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত সর্ব্বভূতাধারত্ব ও সর্ব্বভূতোৎপাদকত্বরূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়ের অন্যথাসিদ্ধি প্রদর্শন করিলেন; যেহেতু সেইপ্রকার ভূতাধারত্ব ও ভূতোৎপাদকতা মুখ্যপ্রাণেও শ্রুতিকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইন্দ্রিয়সারত্বাৎ চ ভূতানাম্, অবিরুদ্ধঃ মুখ্যে প্রাণে অপি ভূতসংবেশ-নোদ্‌গমনবাদী বাক্যশেষঃ ।১৪ অপি চ আদিত্যঃ অন্নং চ উদ্‌গীথ-প্রতিহারয়োঃ দেবতে প্রস্তাবদেবতায়াঃ প্রাণস্য অনন্তরং নির্দ্দিশ্যেতে ।১৫ ন চ তয়োঃ ব্রহ্মত্বম্ অস্তি ।১৬ তৎসামান্যাৎ চ প্রাণস্যাপি ন ব্রহ্মত্বম্ ইতি ।১৭ এবং প্রাপ্তে সূত্রকারঃ আহ—"অতএব প্রাণঃ"

ভাষ্যানুবাদ

সর্ব্বতোভাবে বিলুপ্ত হয় এবং জাগ্রতকালে প্রাদুর্ভূত হয় ।১৩ [কিন্তু অত্রস্থ 'ভূত'-শব্দের অর্থ প্রাণিসমূহ ও ক্ষিত্যাদি মহাভূত, ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়বৃত্তি নহে। সুতরাং "ইমানি ভূতানি প্রাণম্ এব অভিসংবিশন্তি" (ছাঃ ১।১১।৫) এই বাক্যশেষগত যে ভূতলয়, তাহা উদ্ধৃত শতপথবাক্যানুসারে মুখ্যপ্রাণে কি প্রকারে উপপন্ন হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ক্ষিত্যাদি ভূতসকলের ইন্দ্রিয়সারতা আছে বলিয়া মুখ্যপ্রাণেও ভূতসকলের বিলয় ও উৎপত্তিবোধক বাক্যশেষ হয় অবিরুদ্ধ (৬) ।১৪

[পূঃ—সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণবলে প্রাণের অব্রহ্মতা নিরূপণ।]

আর এক কথা, 'আদিত্য' (ছাঃ ১।১১।৭) এবং 'অন্ন' (ছাঃ ১।১১।৯) যথাক্রমে উদ্‌গীথ ও প্রতিহারের দেবতা, তাঁহারা প্রস্তাবের দেবতা যে 'প্রাণ', তাঁহার অব্যবহিত পরে নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন ।১৫ সেই দুইটী (—আদিত্য ও অন্ন) কিন্তু ব্রহ্ম নহে ।১৬ তাহাদের সমানতা (—সন্নিধান) বশতঃ (৭) প্রাণেরও ব্রহ্মতা সিদ্ধ হইবে না, [কারণ সামভক্তির দেবতারূপে সকলেই সমান], ইত্যাদি ।১৭

[সিঃ—লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়বলে প্রাণের ব্রহ্মতা প্রতিপাদন।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [ভগবান্] সূত্রকার বলিতেছেন —"অতএব প্রাণঃ" ইত্যাদি ।১৮ "তল্লিঙ্গাৎ" (—যেহেতু ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ

ভাবদীপিকা

(৬) এইস্থলে 'ইন্দ্রিয় হইয়াছে সার (—কার্য্য) যাহাদের (—যে ভূতসকলের), তাহারা ইন্দ্রিয়-সার'—এইপ্রকার বহুব্রীহিসমাসদ্বারা অর্থবোধ করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়সারের ভাব—ইন্দ্রিয়সারতা। তাহাতে এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য হয় এইপ্রকার—ইন্দ্রিয়সকল অপঞ্চীকৃত তত্তৎ ক্ষিত্যাদি ভূতসকল হইতে উৎপন্ন বলিয়া দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ঘৃতের ন্যায় তাহারা হয় ভূতসকলের সারাংশভূত কার্য্য। তাহাতে ইন্দ্রিয়সকল বস্তুতঃ ক্ষিত্যাদি তত্তৎ ভূতই হইল। কারণ ভূতের কার্য্য ভূতই হয়, যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট বস্তুতঃ মৃত্তিকাই। অতএব ইন্দ্রিয়গণের যে মুখ্যপ্রাণে লয়, তাহা ফলতঃ হইল ভূতসকলেরই মুখ্যপ্রাণে লয়। সুতরাং বাক্যশেষগত যে মুখ্যপ্রাণে ভূতলয়, তাহা উপপন্ন হয়।

(৭) প্রাণ এখানে আদিত্য ও অন্নরূপ অব্রহ্মের সন্নিধিতে পঠিত হওয়ায় সন্নিধিপাঠরূপ স্থান-প্রমাণবলে তাহারও অব্রহ্মতা সিদ্ধ হইল। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষী সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণের দ্বারা অনুগৃহীত (—সহায়তাপ্রাপ্ত) উপক্রমে শ্রুত প্রাণশব্দরূপ অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণের (৩ ভাবদীঃ) বলে পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক মুখ্যপ্রাণই যে এখানে প্রাণশব্দের অর্থ, ইহা নিরূপণ করিলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি ।১৮ "তল্লিঙ্গাৎ" ইতি পূর্ব্বসূত্রে নির্দ্দিষ্টম্ ।১৯ অতএব তল্লিঙ্গাৎ প্রাণশব্দমপি পরং ব্রহ্ম ভবিতুম্ অর্হতি ।২০ প্রাণস্যাপি হি ব্রহ্মলিঙ্গসম্বন্ধঃ শ্রূয়তে—"সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি প্রাণম্ এব অভিসংবিশন্তি, প্রাণম্ অভ্যুজ্জিহতে" (ছাঃ ১।১১।৫) ইতি ।২১ প্রাণনিমিত্তৌ সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ উৎপত্তিপ্রলয়ৌ উচ্যমানৌ প্রাণস্য ব্রহ্মতাং গময়তঃ ।২২ ননু উক্তং মুখ্যপ্রাণপরিগ্রহে অপি সংবেশনোদ্গমনদর্শনম্ অবিরুদ্ধং, স্বাপপ্রবোধয়োঃ দর্শনাৎ ইতি ।২৩ অত্র উচ্যতে—স্বাপপ্রবোধয়োঃ ইন্দ্রিয়াণাম্ এব কেবলানাং প্রাণাশ্রয়ং সংবেশনোদ্গমনং দৃশ্যতে, ন সর্ব্বেষাং

ভাষ্যানুবাদ

আছে), ইহা পূর্ব্বসূত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ।১৯ [সূত্রস্থ] 'অতএব' শব্দের অর্থ— 'যেহেতু তদ্বোধক (—ব্রহ্মবোধক) লিঙ্গপ্রমাণ আছে', [সেইহেতু] প্রাণশব্দও পরব্রহ্মবোধক হইবে, ইহা সঙ্গত ।২০ প্রাণেরও ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণের সহিত সম্বন্ধ শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, যথা—"এই সমস্ত ভূত (—যাহা কিছু ভবনধর্ম্মক, অর্থাৎ উৎপন্ন কার্য্যবস্তু, সেই সকলই, প্রলয়কালে] প্রাণেই সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে, [সৃষ্টিকালে] প্রাণ হইতেই উদ্গত হয়" (৮) ইত্যাদি ।২১ প্রাণরূপ নিমিত্ত বশতঃ সকল ভূতের (—উৎপন্ন কার্য্যমাত্রের) যে উৎপত্তি এবং প্রলয় বর্ণিত হইতেছে, তাহারা প্রাণের ব্রহ্মতা বোধ করাইতেছে ।২২

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষী কর্তৃক প্রদর্শিত লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়ের অন্যথাসিদ্ধি নিরাকরণ ।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—কিন্তু ইহা তো বলা হইয়াছে যে—মুখ্যপ্রাণকে গ্রহণ করিলেও [ভূতসকলের] প্রলয় ও উৎপত্তিদর্শন হয় অবিরুদ্ধ, যেহেতু সুষুপ্তিকালে ও জাগ্রদবস্থাতে তাহা পরিদৃষ্ট হয় (১১ এবং ১২ বাক্য), ইত্যাদি ।২৩

সিদ্ধান্তীর সমাধান—এই বিষয়ে বলা হইতেছে, সুষুপ্তিকালে এবং জাগ্রদবস্থাতে কেবল ইন্দ্রিয়গণেরই মুখ্যপ্রাণাশ্রিত প্রলয় ও উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু সমস্ত ভূতের (—যাবতীয় কার্য্যবস্তুর) তাহা পরিদৃষ্ট হয় না ।২৪ এখানে কিন্তু ইন্দ্রিয় ও শরীরসহ

ভাবদীপিকা

(৮) সিদ্ধান্তী এইস্থলে প্রলয়ান্তে "সর্ব্বোভূতোৎপাদকত্ব" এবং 'প্রলয়কালীন সর্ব্বভূতাধারত্বরূপ' ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় প্রদর্শন করিলেন, (৪ ভাবদীঃ) । "ভবন্তি ইতি ভূতানি" অর্থাৎ যা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহাই ভূত", এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিদ্বারা যাহা কিছু ভবনধর্ম্মক পদার্থ, অর্থাৎ উৎপন্ন কার্য্যবস্তু, তাহাই এখানে "ভূত" শব্দটীর দ্বারা পরিগৃহীত হইতেছে । সুতরাং কার্য্যবস্তুমাত্রের উৎপাদকত্ব ও লয়াধারত্ব একমাত্র পরব্রহ্মেই সম্ভব বলিয়া তাহারা হইল পরব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ ।এই লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়কে প্রাণে যোজনা করিতেছেন—প্রাণনিমিত্তৌ—'প্রাণরূপ নিমিত্ত হেতু'

শাঙ্করভাষ্যম্

ভূতানাম্।২৪ ইহ তু সেন্দ্রিয়াণাং সশরীরাণাং চ জীবাবিষ্টানাং ভূতানাং, "সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি" '(ছাঃ ১।১১।৫), ইতি শ্রুতেঃ।২৫ যদাপি ভূতশ্রুতিঃ মহাভূতবিষয়া পরিগৃহ্যতে, তদাপি ব্রহ্মলিঙ্গত্বম্ অবিরুদ্ধম্।২৬ ননু সহাপি বিষয়ৈঃ ইন্দ্রিয়াণাং স্বাপ-প্রবোধয়োঃ প্রাণে অপ্যয়ং, প্রাণাৎ চ প্রভবং শৃণুমঃ—"যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি, অথ অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি, তদা এনং বাক্ সর্বৈঃ নামভিঃ সহ অপ্যেতি" (কৌঃ ৩।৩) ইতি।২৭ তত্রাপি

ভাষ্যানুবাদ

জীবকর্ত্তৃক আবিষ্ট যে ভূতবর্গ, তাহাদের প্রাণাশ্রিত প্রলয় ও উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে, যেহেতু "সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি", এইপ্রকার শ্রুতি আছে। [সুতরাং মুখ্যপ্রাণে ইন্দ্রিয়বৃত্তির লয়মাত্র প্রতিপাদক ত্বৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত শতপথবাক্যের দ্বারা প্রস্তাবিত ছান্দোগ্য শ্রুতিপঠিত ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়ের অন্যথাসিদ্ধি হইতে পারে না।২৫ আর "ভবন্তি ইতি ভূতানি" এইপ্রকার যৌগিকার্থ গ্রহণ না করিয়া] যদি ভূতশ্রুতি মহাভূতবিষয়করূপে পরিগৃহীত হয় (— ভূতশব্দের ক্ষিত্যাদি মহাভূত-রূপ রূঢ় অর্থ মাত্র গৃহীত হয়), তাহা হইলেও ["সর্ব্বভূতোৎপাদকত্ব" প্রভৃতির] ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ হওয়া হয় অবিরুদ্ধ (৯)।২৬

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, সুষুপ্তি এবং জাগ্রদবস্থাতে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-গণের প্রাণে লয় এবং প্রাণ হইতে উৎপত্তি আমরা শ্রবণ করিতেছি, যথা—"যখন সুপ্ত হইয়া [জীব] কোন প্রকার স্বপ্নদর্শন করে না, তখন এই প্রাণেই একীভূত হয়, তখন নামসকলের সহিত বাগিন্দ্রিয় ইঁহাতে বিলীন হয়," ইত্যাদি। [সুতরাং ভৌতিক মুখ্যপ্রাণ হইতে ভূতসকলের উৎপত্তি এবং তাহাতেই তাহাদের লয় বর্ণিত হওয়ায় শ্রুতির প্রামাণ্যবলে উক্ত লিঙ্গপ্রমাণসকল মুখ্যপ্রাণেরই বোধক হইবে]।২৭

ভাবদীপিকা

(৯) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—অত্রস্থ 'ভূত' শব্দের অর্থ যদি ক্ষিত্যাদি মহাভূতই হয়, তাহা হইলেও মুখ্যপ্রাণে তাহাদের লয় ও মুখ্যপ্রাণ হইতে তাহাদের উৎপত্তি উপপন্ন হয় না, কারণ মুখ্যপ্রাণও মহা-ভূত হইতেই উৎপন্ন কার্য্য বিশেষ (২।৪।৫ অধিঃ দ্রষ্টব্য)। কার্য্য হইতে কারণের উৎপত্তি অসম্ভব প্রলাপ মাত্র। আর মুখ্যপ্রাণে এই লয়াদি স্বীকার করিলে "সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি", অত্রস্থ 'সর্ব্ব' শব্দটীর অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, কারণ মুখ্যপ্রাণও ভূতোৎপন্ন, সুতরাং সর্ব্বভূতের অন্তর্গত ভূতমাত্র। তাহা আর নিজে নিজেতে বিলীন হইতে পারে না। মুখ্যপ্রাণ হইতে উৎপত্তিস্থলেও এই প্রকারে 'সর্ব্ব' শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। সুতরাং "সর্ব্বভূতোৎপাদকত্ব" এবং "সর্ব্বভূতা-ধারত্বরূপ" লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়কে ব্রহ্মবোধকরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। ২৫ ভাষ্যবাক্যে "জীবাবিষ্টানাম্" এই পদটী প্রয়োগের তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী কৌষীতকী বাক্যের বিচারকালে পরিস্ফুট হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

তল্লিঙ্গাৎ প্রাণশব্দং ব্রহ্ম এব।২৮ যৎ পুনঃ অন্নাদিত্যসন্নিধানাৎ প্রাণস্য অব্রহ্মত্বম্ ইতি।২৯ তদযুক্তম্; বাক্যশেষবলেন প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মবিষয়তায়াং প্রতীয়মানায়াং সন্নিধানস্য অকিঞ্চিৎকরত্বাৎ।৩০

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, সেইস্থলেও তদ্বোধক (—ব্রহ্মবোধক) লিঙ্গপ্রমাণ থাকায় প্রাণশব্দ ব্রহ্মেরই বোধক হইবে (১০)।২৮

[সিঃ—বলবান্ লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর সন্নিধিপাঠের নিরাকরণদ্বারা প্রাণের অব্রহ্মতা নিরাকরণ।]

আর যে অন্ন ও আদিত্যের সন্নিধান বশতঃ প্রাণের অব্রহ্মত্ব কথিত হইয়াছে (১৫-১৭ বাক্য), ইত্যাদি।২৯ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু বাক্যশেষবলে (—উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতার (১১) দ্বারা পুষ্ট লিঙ্গপ্রমাণের বলে) প্রাণশব্দের ব্রহ্মবিষয়তা প্রতীয়মান হইলে সন্নিধান (—সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ) হয় অকিঞ্চিৎকর (—তাহা প্রাণের অব্রহ্মতারূপ স্বার্থ সমর্পণ করিতে পারে না, কারণ সন্নিধিপাঠাপেক্ষা লিঙ্গপ্রমাণ হয় বলবান্]।৩০

ভাবদীপিকা

(১০) উক্ত কৌষীতকীবাক্যেও সিদ্ধান্তী "জীবকর্ত্তৃক স্বাভিন্নরূপে প্রাপ্যত্ব" এবং "অশেষবিকারলয়াধারত্ব"রূপ দুইটী ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। "তদা অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি", এই বাক্যে প্রথমোক্ত লিঙ্গপ্রমাণটীকে এবং "বাক্ সর্ব্বৈঃ নামভিঃ" ইত্যাদি তত্রস্থ এইজাতীয় অন্যান্য শ্রুতিবাক্যসকলের দ্বারা শেষোক্ত লিঙ্গপ্রমাণটীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চেতন জীব স্বাভিন্নরূপে স্বস্বরূপভূত চেতন ব্রহ্মবস্তুকেই প্রাপ্ত হইতে পারে, জড় মুখ্যপ্রাণকে নহে। আর স্বয়ং বিকার (—কার্য্যবস্তু) হওয়ায় মুখ্যপ্রাণ "অশেষবিকারলয়াধার" অর্থাৎ যাবতীয় কার্য্যবস্তুর লয়াধার হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত কৌষীতকীবাক্যে মুখ্যপ্রাণ প্রতিপাদিত হয় নাই, পরন্তু ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা সিদ্ধ হইল। ফলে সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ব্রহ্মবোধক "সর্ব্বভূতোৎপাদকত্ব" প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গপ্রমাণসকল অন্যথাসিদ্ধ হইল না। সুষুপ্তিকালে উপাধির বিলয় বশতঃ জীব যেমন ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়, প্রলয়কালেও তদ্রূপ সমস্ত ক্ষিত্যাদি ভূত এবং তদুত্থ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যখন ব্রহ্মে বিলীন হয়, সেই ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সমষ্টিভূত লিঙ্গশরীরে অভিমানসম্পন্ন জীবও তখন ব্রহ্মে বিলীন হয়, আবার জাগ্রতের ন্যায় প্রলয়ান্তে যখন সেই ভূতসকল ও লিঙ্গশরীর ব্রহ্ম হইতে নির্গত হয়, তখন সেই লিঙ্গশরীরাভিমানী জীবেরও উৎপত্তি হয়, ইহাই ২৫ ভাষ্যবাক্যে "জীবাবিষ্টানাম" ইত্যাদি পদপ্রয়োগের তাৎপর্য্য। "এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়" (বৃঃ ২।৪।১২) ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য।

(১১) "প্রস্তোতঃ যা দেবতা প্রস্তাবম্ অন্বায়ত্তা" (ছাঃ ১।১০।৯) ইত্যাদি প্রকারে যে দেবতা উপক্রমে প্রস্তাবিত হইয়াছেন, "প্রস্তোতা উপসসাদ, প্রস্তোতঃ যা দেবতা" (ছাঃ১।১১।৪) ইত্যাদিরূপে সেই দেবতাকে অনুকর্ষণ করতঃ বাক্যশেষে "প্রাণঃ ইতি হ উবাচ" (ছাঃ ১।১১।৫) ইত্যাদি বাক্যে সেই প্রসঙ্গের উপসংহার করা হইয়াছে। আর সেই উপসংহারবাক্যে "প্রাণম্ এব অভিসংবিশন্তি" এইপ্রকারে "প্রলয়কালীন সর্ব্বভূতাধারত্ব" এবং "প্রাণম্ অভ্যুজ্জিহতে", এইপ্রকারে "সর্ব্বভূতোৎপাদকত্বরূপ" লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় (৮ ভাবদীঃ) প্রদর্শিত হইয়াছে। এইপ্রকারে তাৎপর্য্য-

শাঙ্করভাষ্যম্

যৎ পুনঃ প্রাণশব্দস্য পঞ্চবৃত্তৌ প্রসিদ্ধতরত্বং, তৎ আকাশশব্দস্য ইব প্রতিবিধেয়ম্ ৩১ তস্মাৎ সিদ্ধং প্রস্তাবদেবতায়াঃ প্রাণস্য ব্রহ্মত্বম্ ।৩২

অত্র কেচিৎ উদাহরন্তি—"প্রাণস্য প্রাণম্" (বৃঃ ৪।৪।১৮), "প্রাণবন্ধনং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'সর্ব্বশব্দ' এবং 'এবকার' দ্বারা পুষ্ট তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর শ্রুতিপ্রমাণকে নিরাকরণ করতঃ প্রাণশব্দের ব্রহ্মরূপ অর্থ প্রতিপাদন।]

[ভাল, সন্নিধিপাঠদ্বারা না হয় প্রাণের অব্রহ্মতা সিদ্ধ হইল না। কিন্তু শ্রুতি-প্রমাণের (৩ ভাবদীঃ) দ্বারা প্রাণের অব্রহ্মতা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যে প্রাণশব্দ পঞ্চবৃত্তিতে (—পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক মুখ্যপ্রাণে) প্রসিদ্ধতর, ইহা বলা হইয়াছে, তাহাকে [পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণে প্রদর্শিত] আকাশশব্দের ন্যায় প্রতিবিধান করিতে হইবে (১২)।৩১ সেইহেতু (—প্রদর্শিত এই সকল প্রমাণ ও যুক্তি বলবান্ হওয়ায়) প্রস্তাবের দেবতা যে প্রাণ, তাহার ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল ।৩২

[সিঃ—সংশয়ের উদয় সম্ভব হয় না বলিয়া বৃত্তিকারসম্মত বিষয়বাক্যের নিরাকরণ।]

এখানে কেহ কেহ (—বৃত্তিকার) "প্রাণেরও প্রাণস্বরূপ" এবং "হে সোম্য, মনঃ

ভাবদীপিকা

গ্রাহকলিঙ্গ যে উপক্রম ও উপসংহার, তাহাদের দ্বারা পুষ্ট হওয়ায় উক্ত লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় তাৎপর্য্যবান্ হইয়া পড়িল, বুঝিতে হইবে। ফলে "আদিত্যঃ ইতি হ উবাচ" (ছাঃ ১।১১।৭) "অন্নম্ ইতি হ উবাচ" (ছাঃ ১।১১।৯) ইত্যাদি দূরবর্ত্তী অন্য বাক্যের দ্বারা সমর্পিত যে সন্নিধিপাঠ, তদপেক্ষা স্ববাক্যে (—যে বাক্যটী বিচারণীয় বিষয়বাক্যরূপে গৃহীত হইয়াছে, সেইবাক্যে) পঠিত তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণ হইল বলবান্। সেই বলবান্ লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা বাধিত হওয়ায় সন্নিধিপাঠ, প্রাণশব্দের যাহা প্রতিপাদ্য অর্থ, তাহার অব্রহ্মতা প্রতিপাদন করিতে পারিল না, ইহাই এখানে বিচারশৈলী। আমরা ন্যায়-নির্ণয়, ভাষ্যরত্নপ্রভা, শারীরকন্যায়সংগ্রহ এবং তদ্দীপিকাবলম্বনে এই পরিস্কৃতি দিলাম। পূজ্যপাদ ভামতীকার এখানে বাক্যপ্রমাণদ্বারা সন্নিধিপ্রমাণের বাধ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষ অনুসন্ধিৎসু আকরে আলোচনা করুন।

(১২) "প্রাণঃ ইতি হ উবাচ" (ছাঃ ১।১১।৫) অত্রস্থ প্রাণশব্দে যদি মুখ্যপ্রাণ গৃহীত হয়, তাহা হইলে "সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি" (ঐ) অত্রস্থ 'সর্ব্ব'শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে, ইহা ৯ ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার "প্রাণম্ এব অভিসংবিশন্তি" (ঐ), এইস্থলে অবধারণার্থক 'এব'কার শ্রুতির প্রয়োগ হইয়াছে। প্রাণশব্দে যদি মুখ্যপ্রাণ গৃহীত হয়, তাহা হইলে এই 'এব'কার শ্রুতিটী বাধিত হইয়া পড়িবে, কারণ মুখ্যপ্রাণ আর নিজে নিজেতে বিলীন হইতে পারে না। অতএব এই 'সর্ব্ব'শব্দ এবং 'এব'কার শ্রুতির দ্বারা অনুগৃহীত "সর্ব্বভূতাধারত্ব" এবং "সর্ব্বভূতোৎপাদকত্ব-রূপ" তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণের (১১ ভাবদীঃ) দ্বারা পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত 'প্রাণ'শব্দরূপ শ্রুতি-প্রমাণ (৩ ভাবদীঃ) বাধিত হইবে, এবং 'প্রাণ'শব্দের দ্বারা মুখ্যপ্রাণেরও কারণভূত যে ব্রহ্ম, তিনিই লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা লব্ধ হইবেন, ইহাই এইস্থলে তাৎপর্য্য। ১।১।৮ আকাশাধিকরণেও এইপ্রকার যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইহেতু ভগবান্ ভাষ্যকার বলিলেন—"আকাশশব্দস্য ইব প্রতিবিধেয়ম্"।

শাঙ্করভাষ্যম্

হি সোম্য মনঃ" (ছাঃ ৬।৮।২) ইতি চ।৩৩ তৎ অযুক্তং, শব্দভেদাৎ প্রকরণাৎ চ সংশয়ানুপপত্তেঃ।৩৪ যথা 'পিতুঃ পিতা' ইতি প্রয়োগে অন্যঃ পিতা ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টঃ, অন্যঃ প্রথমানির্দ্দিষ্টঃ পিতুঃ পিতা ইতি গম্যতে; তদ্বৎ "প্রাণস্য প্রাণম্" ইতি শব্দভেদাৎ প্রসিদ্ধাৎ প্রাণাৎ অন্যঃ'প্রাণস্য প্রাণঃ' ইতি নিশ্চীয়তে।৩৫ নহি 'সঃ এব তস্য' ইতি ভেদ-নির্দ্দেশার্হঃ ভবতি*।৩৬ যস্য চ প্রকরণে যঃ নির্দ্দিশ্যতে, নামান্তরেণাপি সঃ এব তত্র প্রকরণী নির্দ্দিষ্টঃ ইতি গম্যতে।৩৭ যথা জ্যোতিষ্টোমাধিকারে "বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত", ইতি অত্র জ্যোতিঃশব্দঃ জ্যোতিষ্টোমবিষয়ঃ ভবতি, তথা পরস্য ব্রহ্মণঃ

* "নহি অন্যেতি ষষ্ঠ্যন্তস্য সঃ এব ভেদনির্দ্দেশার্হঃ ভবতি" ইত্যত্র পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

(—মনোপলক্ষিত জীব) প্রাণবন্ধন (—প্রাণোপলক্ষিত) ব্রহ্মে আশ্রিত", এই দুইটী শ্রুতিবাক্যকে উদাহরণরূপে (—এই অধিকরণের বিষয়বাক্যরূপে) গ্রহণ করেন।৩৩ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু শব্দের বিভিন্নতা এবং প্রকরণ বশতঃ সংশয় উপপন্ন হয় না।৩৪ ['শব্দভেদের' ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেমন "পিতার পিতা", এইরূপ প্রয়োগে [পিতুঃ এইরূপে] ষষ্ঠীবিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে পিতা, তিনি হন ভিন্ন ব্যক্তি এবং [পিতা, এইরূপে] প্রথমাবিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে পিতা, তিনি হন ভিন্ন ব্যক্তি, এইরূপে 'পিতার পিতা', ইহার অর্থ অবগত হওয়া যায়; তদ্রূপ, "প্রাণের প্রাণস্বরূপ", এইপ্রকার শব্দের ভেদ আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ [মুখ্য] প্রাণ হইতে "প্রাণের প্রাণ" (—মুখ্যপ্রাণেরও যিনি প্রাণস্বরূপ, তিনি) যে ভিন্ন, ইহা নিশ্চিত হয়, [কিন্তু সংশয় হয় না।৩৫ যদি বলা হয়—রাহু মস্তকমাত্র হইলেও যেমন 'রাহুর শির', এইপ্রকার গৌণ প্রয়োগ হয়, প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ গৌণ-প্রয়োগশঙ্কা হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহাও বলা যায় না]; যেহেতু "তিনিই তাঁহার", এইপ্রকার ভেদ নির্দ্দেশের যোগ্য নহে (—'তিনি তাঁহার', 'ঘটের ঘট', ইত্যাদি সদৃশ শব্দপ্রয়োগের দ্বারা গৌণ প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং এতাদৃশ শব্দপ্রয়োগের দ্বারা সংশয়ের উদয়ই হয় না বলিয়া তাদৃশ বাক্য বিষয়বাক্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না।৩৬ এক্ষণে প্রকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যাহার প্রকরণে যিনি নির্দ্দিষ্ট হন, অন্য নামের দ্বারা [বর্ণিত] হইলেও তিনিই সেখানে প্রকরণিরূপে (—প্রকরণের প্রতিপাদ্যরূপে) নির্দ্দিষ্ট হন, ইহা অবগত হওয়া যায়।৩৭ যেমন জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের প্রকরণে "প্রত্যেক বসন্ত ঋতুতে জ্যোতিঃ দ্বারা যজ্ঞ করিবে (—জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে"), ইত্যাদি এইস্থলে "জ্যোতিঃ" এই শব্দটী জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞকেই বিষয় করে। তদ্রূপ পরব্রহ্মের প্রকরণে

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রকরণে "প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ", ইতি শ্রুতঃ প্রাণশব্দঃ বায়ু-বিকারমাত্রং কথম্ অবগময়েৎ ?৩৮ অতঃ সংশয়াবিষয়ত্বাৎ ন এতৎ উদাহরণং যুক্তম্ ।৩৯ প্রস্তাবদেবতায়াং তু প্রাণে সংশয়পূর্ব্বপক্ষ-নির্ণয়াঃ উপপাদিতাঃ ।৪০ ॥১।১।২৩॥ ইতি নবমং প্রাণাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

"প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ", এইরূপে শ্রুত যে প্রাণশব্দ, তাহা [পরব্রহ্মকে বিষয় না করিয়া] কি প্রকারে বায়ুর বিকারমাত্রকে (—মুখ্যপ্রাণকে) বুঝাইবে ?৩৮ সেইহেতু (—প্রস্তাবিতস্থলে বাক্যদ্বয় নিশ্চিতার্থক হওয়ায়) সংশয়ের বিষয় হয় না বলিয়া এই উদাহরণ (—প্রাণস্য প্রাণম্" এবং "প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ", এই বাক্যদ্বয়কে বিষয়বাক্যরূপে গ্রহণ করা) যুক্তিসঙ্গত নহে, [কারণ সন্দিগ্ধার্থক বাক্যই বিষয়বাক্যরূপে পরিগৃহীত হয়] ।৩৯ [পক্ষান্তরে] প্রস্তাবের দেবতা যে প্রাণ, তাঁহাতে সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্ত উপপাদিত হইয়াছে ।৪০॥১।১।২৩॥

প্রাণাধিকরণ সমাপ্ত

১০ । জ্যোতিশ্চরণাধিকরণম্ । [২৪-২৭ সূত্র]

[জ্যোতিরধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—৩।১৩।৭ ছান্দোগ্যবাক্যে পরব্রহ্মই জ্যোতিঃশব্দবাচ্য ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণের সদ্ভাব বশতঃ যেমন "প্রাণ"-শব্দের ব্রহ্মপরতা নিশ্চিত হইয়াছে, প্রস্তাবিত অধিকরণে কিন্তু জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্মপরতা সেইরূপে নির্ণীত হইবে না ; কারণ এখানে ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ নাই । এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি সিদ্ধ হয় ।

ন্যায়মালা

কার্য্যং জ্যোতিরুত ব্রহ্ম জ্যোতির্দীপ্যত ইত্যদঃ ।
ব্রহ্মণোঽসন্নিধেঃ কার্য্যং তেজোলিঙ্গবলাদপি ॥
চতুষ্পাৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম যচ্ছব্দেনানুবর্ত্ততে ।
জ্যোতিঃ স্যাদ্ভাসকং ব্রহ্ম লিঙ্গং তূপাধিযোগতঃ ॥

অন্বয়—"জ্যোতিঃ দীপ্যতে", ইতি কার্য্যজ্যোতিঃ, উত ব্রহ্ম ? ব্রহ্মণঃ অসন্নিধেঃ লিঙ্গবলাৎ অপি অদঃ কার্য্যং তেজঃ। প্রকৃতং চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম যৎ-শব্দেন অনুবর্ত্ততে, ভাসকং ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্যাৎ। লিঙ্গং তু উপাধিযোগতঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ছান্দোগ্যস্য তৃতীয়াধ্যায়ে আম্নায়তে—"যদতঃ পরঃ দিবঃ জ্যোতিঃ দীপ্যতে" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইত্যাদি। ইদমত্র বিষয়বাক্যম্। লোকে জ্যোতিঃশব্দস্য আদিত্যাদি তেজসি, তথা জাঠর-তেজসি প্রয়োগাৎ, "আত্মা এব অস্য জ্যোতিঃ" (বৃঃ ৪।৩।৬) ইত্যাদি শ্রুতৌ আত্মনি চ প্রয়োগাৎ অত্র ভবতি সংশয়ঃ—] "জ্যোতিঃ দীপ্যতে" (ছাঃ ৩।১৩।৭), ইতি [শ্রুতং যৎ দ্যুলোকাৎ পরং দীপ্যমানং বস্তু, তৎ কিং নেত্রাদ্যনুগ্রাহকং] কার্য্যজ্যোতিঃ, উত ব্রহ্ম ?

পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্মণঃ অসন্নিধেঃ [আম্নাতস্য অস্য বাক্যস্য ব্রহ্মপরত্বাযোগাৎ, "যৎ ইদম্ অস্মিন্ অন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইতি চ শ্রূয়মাণাৎ জাঠরাগ্ন্যভেদরূপাৎ] লিঙ্গবলাৎ অপি অস্য কার্য্যং তেজঃ [ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—[যদুক্তম্ -অসন্নিধিঃ ইতি, তৎ অসিদ্ধম্। কুতঃ ? উচ্যতে—পূর্ব্বস্মিন্ গায়ত্রীবাক্যে "পাদঃ অস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (ছাঃ ৩।১২।৬) ইতি] প্রকৃতং চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম [অত্র পঠিতেন] যৎ-শব্দেন অনুবর্ত্ততে। [ন চ জ্যোতিঃশব্দস্য ব্রহ্মণি বৃত্ত্যনুপপত্তিঃ, জগদ্ভাসকত্বাৎ তৎ] ভাসকং ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্যাৎ। ["অন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ" (ছাঃ (৩।১৩।৭) ইতি জাঠরাগ্ন্যভেদরূপং] লিঙ্গং তু উপাধিযোগতঃ [ব্রহ্মণি অবকল্পতে। তস্মাৎ অত্র জ্যোতিঃ ব্রহ্ম এব]।

অনুবাদ

সংশয়—[ছান্দোগ্যের তৃতীয়াধ্যায়ে পঠিত হইতেছে—"এই দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে যে জ্যোতিঃ প্রকাশিত আছেন," ইত্যাদি। ইহাই এখানে বিষয়বাক্য। লোকমধ্যে আদিত্যাদি তৈজস পদার্থে ও জাঠরাগ্নিতে জ্যোতিঃশব্দের প্রয়োগ থাকায় এবং "আত্মাই ইহার জ্যোতিঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মাতেও প্রযুক্ত হওয়ায় এইস্থলে সংশয় হয়—] "জ্যোতিঃ প্রকাশিত আছেন", এইস্থলে [শ্রুত যে দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে প্রকাশমান বস্তু, তাহা কি চক্ষুরাদির অনুগ্রাহক] কার্য্যজ্যোতিঃ (—আদিত্য ও বহ্নি ইত্যাদি), অথবা ব্রহ্ম ?

পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্মের সন্নিধি না থাকায় (—শ্রুতিতে এই বাক্যটীর নিকটবর্ত্তিস্থলে ব্রহ্ম বর্ণিত না হওয়ায়, পঠিত এই বাক্যটীর ব্রহ্ম প্রতিপাদকতা সঙ্গত হয় না বলিয়া এবং "এই পুরুষের শরীরের মধ্যে এই যে জ্যোতিঃ" , এইপ্রকারে শ্রূয়মাণ জাঠরাগ্নি হইতে অভিন্নতারূপ] লিঙ্গপ্রমাণ থাকায় তাহার বলেও উহা কার্য্য তেজঃ হইবে।

সিদ্ধান্ত—[এই যে বলা হইয়াছে—'সন্নিধি নাই' ইত্যাদি, তাহা সিদ্ধ হয় না। কেন ? তাহা বলা হইতেছে—পূর্ব্ববর্ত্তী গায়ত্রীর উপাসনাবিধায়ক বেদভাগে "সকল ভূত ইঁহার একটী পাদ, ইঁহার অমৃতস্বরূপ তিনটী পাদ দ্যুলোকে (—প্রকাশাত্মক স্বস্বরূপে) অবস্থিত", এইপ্রকারে] প্রস্তাবিত চারিটী পাদবিশিষ্ট ব্রহ্ম [এখানে পঠিত] 'যৎ'-শব্দটীর দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছেন। [আর জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্মে বৃত্তি (—ব্রহ্মবিষয়ক বোধ উৎপাদন) অনুপপন্ন নহে, জগতের প্রকাশক হন বলিয়া সেই] প্রকাশক ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দবাচ্য হইবেন। ["পুরুষের শরীরমধ্যে জ্যোতিঃ এই যে জাঠরাগ্নির সহিত অভিন্নতাবোধক] লিঙ্গপ্রমাণ, তাহা কিন্তু উপাধির সহিত সম্বন্ধ বশতঃ [ব্রহ্মে সঙ্গত হয়। সেইহেতু এখানে জ্যোতিঃশব্দে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে।]

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, জাঠরাগ্নিতে আদিত্যাদিদৃষ্টির দ্বারা উপাসনা। সিদ্ধান্তে—জাঠরাগ্নিতে ব্রহ্মদৃষ্টির দ্বারা উপাসনা।

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥১।১।২৪॥

পদচ্ছেদ—জ্যোতিঃ, চরণাভিধানাৎ।

সূত্রার্থ—[ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে—"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইত্যাদি। তত্র কিং জ্যোতিঃশব্দেন আদিত্যাদিকং তেজঃ অভিধীয়তে, উত ব্রহ্ম ইতি সংশয়ে আদিত্যাদিকম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **জ্যোতিঃ**—জ্যোতিঃশব্দগ্রাহ্যং [ব্রহ্ম এব

কুতঃ ?] চরণাভিধানাৎ—জ্যোতির্বাক্যাৎ পূর্ব্ববাক্যে "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (ছাঃ ৩।১২।৬) ইতি পাদানাম্ উক্তত্বাৎ।

অনুবাদ—[ছান্দোগ্যে পঠিত হইতেছে—"আর এই দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে যে জ্যোতিঃ প্রকাশিত আছেন," ইত্যাদি। সেইস্থলে জ্যোতিঃশব্দটীর দ্বারা কি আদিত্যাদি তৈজস পদার্থ অভিহিত হইতেছে, অথবা ব্রহ্ম অভিহিত হইতেছেন, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'আদিত্য প্রভৃতি', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] জ্যোতিঃ—জ্যোতিঃ এই শব্দের দ্বারা গ্রহণযোগ্য বস্তু [ব্রহ্মই। তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—] চরণাভিধানাৎ—যেহেতু জ্যোতিঃশব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে "ভূতসকল ইঁহার একটী পাদ, ইঁহার অমৃতস্বরূপ তিনটী পাদ দ্যুলোকে (—প্রকাশাত্মক স্বস্বরূপে) অবস্থিত", এইপ্রকারে পাদসকল বর্ণিত হইয়াছে।

[৩৪৭ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

ইদম্ আমনন্তি—"অথ যদতঃ পরঃ দিবঃ জ্যোতিঃ দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষু উত্তমেষু লোকেষু ইদং বাব তৎ, যৎ ইদম্ অস্মিন্ অন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইতি ।১ তত্র সংশয়ঃ—কিম্ ইহ জ্যোতিঃশব্দেন আদিত্যাদিজ্যোতিঃ অভিধীয়তে, কিংবা পরমাত্মা ইতি ।২ অর্থান্তরবিষয়স্যাপি শব্দস্য তল্লিঙ্গাৎ ব্রহ্মবিষয়ত্বম্ উক্তম্ ।৩ ইহ তু তল্লিঙ্গম্ এব অস্তি নাস্তি ইতি বিচার্য্যতে।৪ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ?৫ আদিত্যাদিকম্ এব জ্যোতিঃশব্দেন পরিগৃহ্যতে ইতি ।৬ কুতঃ ?৭ প্রসিদ্ধেঃ ।৮ তমঃ জ্যোতিঃ ইতি হি ইমৌ

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য, ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণের ভাবাভাবপ্রযুক্ত সংশয়।]

শ্রুতিতে ইহা পঠিত হইতেছে—"আর এই দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে, সমস্ত প্রাণীর উপরে এবং ভূরাদি সমস্ত লোকের উপরে যে অনুত্তম (—সর্ব্বোৎকৃষ্ট) উত্তম [সত্যাদি] লোকসমূহ, তাহাতে যে জ্যোতিঃ প্রকাশিত আছেন, তিনিই ইহা, যাহা এই পুরুষের [শরীরের] মধ্যে জ্যোতিঃ", ইত্যাদি।১ সেইস্থলে সংশয় হয়—এখানে কি জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বর্ণিত হইতেছে, অথবা পরমাত্মা বর্ণিত হইতেছেন ?২ যে শব্দ অন্য অর্থকে বিষয় করে, তাহাও ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণবশতঃ ব্রহ্মবিষয়ক হয় (—ব্রহ্মকে সমর্পণ করে), ইহা [পূর্ব্বাধিকরণদ্বয়ে] বলা হইয়াছে ।৩ এখানে কিন্তু [ব্রহ্মবোধক] সেই লিঙ্গপ্রমাণই আছে, অথবা নাই, ইহা বিচার করা হইতেছে ।৪ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ?৫

[পূঃ—শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণবলে জ্যোতিঃশব্দে সূর্য্যাদি জড় জ্যোতিঃই গ্রহণীয়।]

পূর্ব্বপক্ষ—জ্যোতিঃশব্দের দ্বারা আদিত্য প্রভৃতিই পরিগৃহীত হয় ।৬ কোন্ হেতুর বলে ইহা বলিতেছ ?৭ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু প্রসিদ্ধি (১) আছে ।৮

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষী এখানে জড়জ্যোতিঃবোধক জ্যোতিঃশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। কারণ জ্যোতিঃশব্দটী লোকমধ্যে আদিত্য ও অগ্নি ইত্যাদি জড় জ্যোতিতেই রূঢ়।

শাঙ্করভাষ্যম্

শব্দৌ পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বিবিষয়ৌ প্রসিদ্ধৌ।৯ চক্ষুর্বৃত্তেঃ নিরোধকং শার্ব্বরাদিকং তমঃ উচ্যতে।১০ তস্যা এব অনুগ্রাহকম্ আদিত্যাদিকং জ্যোতিঃ।১১ তথা 'দীপ্যতে' ইতি ইয়ম্ অপি শ্রুতিঃ আদিত্যাদিবিষয়া প্রসিদ্ধা।১২ নহি রূপাদিহীনং ব্রহ্ম 'দীপ্যতে' ইতি মুখ্যাং শ্রুতিম্ অর্হতি।১৩ দ্যুমর্যাদত্বশ্রুতেশ্চ।১৪ নহি চরাচরবীজস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মকস্য দ্যৌঃ মর্যাদা যুক্তা।১৫ কার্য্যস্য তু জ্যোতিষঃ পরিচ্ছিন্নস্য দ্যৌঃ মর্যাদা স্যাৎ।১৬ "পরঃ দিবঃ জ্যোতিঃ", ইতি চ ব্রাহ্মণম্।১৭ ননু কার্য্যস্যাপি জ্যোতিষঃ সর্ব্বত্র গম্যমানত্বাৎ দ্যুমর্যা-

ভাষ্যানুবাদ

[তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু 'তমঃ' এবং 'জ্যোতিঃ', এই দুইটী শব্দ পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, ইহা [লোকমধ্যে] প্রসিদ্ধ।৯ [কিন্তু অজ্ঞানাত্মক যে তমঃ, তাহার বিরোধী হওয়ায় ব্রহ্মই জ্যোতিঃশব্দবাচ্য হউন্? তদুত্তরে বলিতেছেন—] চক্ষুর বৃত্তির প্রতিবন্ধক যে রাত্রি প্রভৃতিতে বর্ত্তমান [নীলতার আশ্রয়ভূত] বস্তু, তাহাকে 'তমঃ' বলা হয়।১০ আর তাহারই (—সেই চক্ষুর্বৃত্তিরই) অনুগ্রাহক আদিত্য প্রভৃতিকে বলা হয়—জ্যোতিঃ। [ইহাই লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ। সুতরাং অপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মবস্তুকে জ্যোতিঃশব্দে গ্রহণ করা যায় না]।১১ এইরূপেই "প্রকাশিত আছেন" (২) ইত্যাদি এই যে শ্রুতি, ইহা আদিত্য প্রভৃতিকে বিষয় করে, ইহা প্রসিদ্ধ।১২ [কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তুরও প্রকাশমানতা সম্ভব। তদুত্তরে বলিতেছেন—] রূপাদিবিহীন ব্রহ্মবস্তু "প্রকাশিত আছেন", ইহা নিশ্চয়ই মুখ্য শ্রুতি হইতে পারে না (—এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগ করিলে শ্রুতির মুখ্য অর্থ প্রকাশিত হয় না, কারণ রূপাদিযুক্ত সাবয়ব বস্তুই প্রকাশ প্রাপ্ত হয়)।১৩ আর দ্যুলোকের সীমাত্ববোধক (—(৩) দ্যুলোকই এই জ্যোতির অধোদিকের সীমা, তদ্বোধক) শ্রুতি থাকায় 'জ্যোতিঃশব্দে আদিত্যাদিই গ্রহণীয়'।১৪ যেহেতু স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের বীজস্বরূপ যে সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্ম, দ্যুলোক তাঁহার সীমা হইবে, ইহা সঙ্গত নহে।১৫ কিন্তু কার্য্যভূত এবং সসীম যে জ্যোতিঃ, দ্যুলোক তাহার সীমা হইতে পারে।১৬ আর "দ্যুলোকের উর্দ্ধে অবস্থিত জ্যোতিঃ" এই ব্রাহ্মণবাক্যটী 'সেই সীমার কথাই বলিতেছে'।১৭ [অতএব সূর্য্যাদি জড় জ্যোতিঃই এইস্থলে গ্রহণীয়]।

ভাবদীপিকা

(২) পূর্ব্বপক্ষী এখানে "প্রকাশমানত্বরূপ" জড়জ্যোতিঃবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন।

(৩) এখানেও পূর্ব্বপক্ষী 'দ্যুমর্য্যাদাত্বরূপ' জড়জ্যোতিঃবোধক লিঙ্গপ্রমাণান্তর প্রদর্শন করিলেন। উভয়ত্রই এইগুলি কেন জড়জ্যোতিঃবোধক লিঙ্গ হইবে, তাহা মূলেই স্পষ্ট আছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

দাবত্ত্বম্ অসমঞ্জসম্ ।১৮ অস্তু তর্হি অত্রিবৃৎকৃতং তেজঃ প্রথমজম্ ।১৯ ন, অত্রিবৃৎকৃতস্য তেজসঃ প্রয়োজনাভাবাৎ ইতি ।২০ ইদম্ এব প্রয়োজনং যৎ উপাস্যত্বম্ ইতি চেৎ ?২১ ন, প্রয়োজনান্তরপ্রযুক্তস্য এব আদিত্যাদেঃ উপাস্যত্বদর্শনাৎ ।২২ "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং একৈকাং করবাণি" (ছাঃ ৬।৩।৩) ইতি চ অবিশেষশ্রুতেঃ ।২৩ নচ অত্রিবৃৎকৃতস্য অপি তেজসঃ দ্যুমর্যাদত্বং প্রসিদ্ধম্ ।২৪ অস্তু তর্হি ত্রিবৃৎকৃতম্ এব তৎ তেজঃ জ্যোতিঃশব্দম্ ।২৫ ননু উক্তম্ অর্বাক্ অপি দিবঃ

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—তেজঃশব্দে অত্রিবৃৎকৃত তেজের বা ব্রহ্মের গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায়, জড় তেজঃই গৃহীত হইবে।]

পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—যদি বলা হয়, সর্ব্বত্র উপলব্ধ হয় বলিয়া কার্য্যভূত জ্যোতিরও দ্যুমর্য্যাদাবিশিষ্ট হওয়া (—দ্যুলোক তাহার সীমা হইবে, ইহা) সমঞ্জস হয় না, [কারণ দ্যুলোকের নিম্নে এই ভূলোকেও তাহা পরিদৃষ্ট হয় ; সুতরাং "পরঃ দিবঃ জ্যোতিঃ", এই ব্রাহ্মণটী নিরর্থক হইয়া পড়ে] ।১৮

পূর্ব্বপক্ষীর সমর্থক একদেশীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, [দ্যুলোক যাহার সীমা সেই কার্য্য তেজঃ, দ্যুলোকের উর্দ্ধবর্ত্তী দেশে অবস্থিত] প্রথমে উৎপন্ন অত্রিবৃৎকৃত (—ক্ষিতি ও জলের সহিত অমিশ্রিত, অতীন্দ্রিয়] তেজঃই হউক্, [কারণ শ্রুতিবাক্যের আনর্থক্য হইতে পারে না] ।১৯

শঙ্কা—না, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু অত্রিবৃৎকৃত তেজের কোন প্রয়োজন নাই, [সেইহেতু তাদৃশ তেজঃ কল্পনা করা সঙ্গত নহে ; যেহেতু জীবাদৃষ্ট বশতঃ সৃষ্ট কোন বস্তুই নিষ্ফল নহে এবং বেদ কোন নিষ্প্রয়োজন বস্তু প্রতিপাদনও করেন না] ।২০

একদেশীর সমাধান—যদি বলি, [না, নিষ্প্রয়োজন হইবে কেন ?] ইহাই তাহার প্রয়োজন যে তাহা হইবে উপাস্য ।২১

শঙ্কাকর্ত্তা—না, তাহাও বলিতে পার না, কারণ [তমোনাশাদি] অন্য প্রয়োজনে প্রযুক্ত যে আদিত্য প্রভৃতি, তাহাদেরই উপাস্যতা পরিদৃষ্ট হয়, [যে বস্তু কোন প্রয়োজন সম্পাদন করে না, তাহার উপাসনা সম্ভব নহে] ২২ আর [অত্রিবৃৎকৃত তেজঃই সিদ্ধ হয় না, যাহা উপাস্য হইবে], যেহেতু "সেই তিনটী দেবতার প্রত্যেকটীকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (—তিন তিন গুণ, ত্র্যাত্মক) করিব", এইপ্রকার অবিশেষ শ্রুতি (—নিঃশেষে সমস্ত ভূতেরই ত্রিবৃৎকরণ প্রতিপাদিকা শ্রুতি) আছে ।২৩ আবার [যদি অত্রিবৃৎকৃত তেজঃ-পদার্থ কোথাও থাকেই, তাহা হইলেও] দ্যুলোক যে অত্রিবৃৎকৃত তেজের সীমা হইবে, ইহা [শাস্ত্রে বা লোকমধ্যে] প্রসিদ্ধ নহে ।২৪

[এইপ্রকারে একদেশিমত নিরাকৃত হইলে পূর্ব্বপক্ষী স্বয়ং বলিতেছেন—] আচ্ছা, তাহা হইলে সেই ত্রিবৃৎকৃত তেজঃই জ্যোতিঃশব্দের বাচ্য হউক্ ।২৫

শাঙ্করভাষ্যম্

অবগম্যতে অগ্ন্যাদিকম্ জ্যোতিঃ ইতি।২৬ নৈষঃ দোষঃ, সর্ব্বত্রাপি গম্যমানস্য জ্যোতিষঃ "পরঃ দিবঃ" ইতি উপাসনার্থঃ প্রদেশবিশেষ-পরিগ্রহঃ ন বিরুধ্যতে।২৭ নতু নিষ্প্রদেশস্য অপি ব্রহ্মণঃ প্রদেশ-বিশেষকল্পনা ভাগিনী।২৮ "সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষু উত্তমেষু লোকেষু" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইতি চ আধারবহুত্বশ্রুতিঃ কার্য্যে জ্যোতিষি উপপদ্যতেতরাম্।২৯ "ইদং বাব তৎ, যদ্ ইদম্ অস্মিন্ অন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইতি চ কৌক্ষেয়ে জ্যোতিষি পরং জ্যোতিঃ অধ্যস্যমানং দৃশ্যতে।৩০ সারূপ্যনিমিত্তাশ্চ অধ্যাসাঃ ভবন্তি, যথা—"তস্য ভূঃ ইতি শিরঃ, একং শিরঃ একম্ এতৎ অক্ষরম্" (বৃঃ ৫।৫।৩)

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কাকর্ত্তা—কিন্তু [১৮ সংখ্যক বাক্যে] ইহা তো বলা হইয়াছে যে দ্যুলোকের নিম্নেও অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিঃ উপলব্ধ হয়, ইত্যাদি।২৬

পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, ইহা দোষ নহে; সর্ব্বত্র উপলভ্যমান যে জ্যোতিঃ (—সূর্য্যাদির তেজঃ), উপাসনার জন্য "দ্যুলোকের উর্দ্ধে"—এইভাবে তাহার প্রদেশবিশেষের (—অংশবিশেষের) পরিগ্রহ বিরুদ্ধ নহে।২৭ [যদি বলা হয়—ধ্যানের জন্য ব্রহ্মেরই কোন বিশেষ দেশে অবস্থিত অবয়ববিশেষের গ্রহণ করিতেছ না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু নিষ্প্রদেশ (—নিরবয়ব) যে ব্রহ্ম, তাঁহারও অবয়ব কল্পনা ভাগিনী (—যুক্তিসঙ্গত) নহে।২৮ আর "ভূরাদি সকল লোকের উপরে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট [সত্যাদি] উত্তম লোকসমূহ, সেই সকলে"; ইত্যাদি যে আধারের বহুত্ব প্রতিপাদকা শ্রুতি, তাহা হয় [সূর্য্যাদি] কার্য্যজ্যোতিতে অধিকতর উপপন্ন। [সুতরাং জ্যোতিঃশব্দে সূর্য্যাদি জড় জ্যোতিঃই গ্রহণীয়]।২৯

(পূঃ—জাঠরাগ্নিতে আরোপিত হয় বলিয়া প্রস্তাবিত সেই জ্যোতিঃ ব্রহ্ম নহে।)

[প্রস্তাবিত জ্যোতিঃ যে ব্রহ্ম নহে, সেই বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষী অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "তিনিই ইহা, যাহা এই পুরুষের [দেহ] মধ্যে জ্যোতিঃ", এইরূপে কৌক্ষেয় জ্যোতিঃতে (—জাঠরাগ্নিতে) পরম জ্যোতিকে (—ব্রহ্মবস্তুকে) আরোপিত হইতে দেখা যাইতেছে। [সুতরাং আরোপিত সেই দ্যুলোকের উর্দ্ধস্থিত পরম জ্যোতিঃ ব্রহ্ম নহে; যেমন আরোপিত সিংহ, সিংহ নহে।৩০ যদি বলা হয়—অন্যত্র আরোপিত হইলেও সেই জ্যোতির ব্রহ্মত্ব অব্যাহতই থাকে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর অধ্যাসসকল (—আরোপসকল) সাদৃশ্যরূপ নিমিত্তবশতঃই হইয়া থাকে, যথা—"তাঁহার (—ব্যাহৃতি-অবয়ববিশিষ্ট সত্যাখ্য ব্রহ্মের) "ভূঃ" এই ব্যাহৃতিটী মস্তক, [যেহেতু] মস্তক হয় একটী এবং [ভূঃ] এই অক্ষরও একটী", ইত্যাদি। [প্রস্তাবিতস্থলে কিন্তু অব্রহ্ম জাঠরাগ্নি ও ব্রহ্মের মধ্যে এতাদৃশ কোন

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি ।৩১ কৌক্ষেয়স্য তু জ্যোতিষঃ প্রসিদ্ধম্ অব্রহ্মত্বম্, "তস্য এষা দৃষ্টিঃ", "তস্য এষা শ্রুতিঃ" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইতি চ ঔষ্ণ্যঘোষবিশিষ্টত্বস্য শ্রবণাৎ ।৩২ "তদেতৎ দৃষ্টং চ শ্রুতং চ ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইতি চ শ্রুতেঃ,"চাক্ষুষ্যঃ শ্রুতঃ ভবতি যঃ এবং বেদ" (ঐ) ইতি চ অল্প-ফলশ্রবণাৎ অব্রহ্মত্বম্ ।৩৩ মহতে হি ফলায় ব্রহ্মোপাসনম্ ইষ্যতে ।৩৪ ন চ অন্যৎ অপি কিঞ্চিৎ স্ববাক্যে প্রাণাকাশবৎ জ্যোতিষঃ অস্তি ব্রহ্মলিঙ্গম্ ।৩৫ ন চ পূর্ব্বস্মিন্ অপি বাক্যে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টম্ অস্তি,

ভাষ্যানুবাদ

সাদৃশ্য নাই, সেইহেতু জাঠরাগ্নিতে ব্রহ্মের আরোপ হইতে পারে না বলিয়া আরোপ্য জ্যোতিঃ ব্রহ্ম নহে ।৩১ যদি বলা হয়—জাঠরাগ্নিও ব্রহ্ম, সেইহেতু সাদৃশ্য ও তদ্ধেতুক আরোপ সিদ্ধ হইবে। তদুত্তরে লিঙ্গপ্রমাণবলে জাঠরাগ্নির অব্রহ্মতা সিদ্ধ করি-তেছেন—] কিন্তু জাঠরজ্যোতির অব্রহ্মতা প্রসিদ্ধ, যেহেতু "তাহার (—সেই জাঠরজ্যোতির) ইহা দর্শন (—দর্শনোপায়"), "তাহার ইহা শ্রবণ (শ্রবণোপায়"), এইরূপে [তাহার বিষয়ে] উষ্ণতা এবং ঘোষবিশিষ্টতা (—(৪) শব্দযুক্ততা) শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে ।৩২ [পুনঃ সেই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "সেই ইহাকে (— জাঠরাগ্নিকে) দৃষ্ট ও শ্রুত বলিয়া উপাসনা করিবে", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় এবং "যিনি এইরূপে (—উক্ত গুণদ্বয়যুক্তরূপে, জাঠরাগ্নিকে] উপাসনা করেন, তিনি দর্শনীয় (—সুন্দর) এবং বিখ্যাত (৫) হন", এইপ্রকার অল্প ফল শ্রুত হয় বলিয়া [জাঠরাগ্নির] অব্রহ্মতা সিদ্ধ হয় ।৩৩ যেহেতু মহৎ ফলের জন্যই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করা হয় ।৩৪ [সেইহেতু জাঠরাগ্নিতে আরোপিত প্রস্তাবিত জ্যোতিঃ ব্রহ্ম নহে]।

[পূঃ—পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে বর্ণিত ব্রহ্মের প্রত্যভিজ্ঞা না হওয়ায়, ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ না থাকায় এবং জড় তেজোবোধক লিঙ্গপ্রমাণ থাকায় জড় তেজঃই এথানে জ্যোতিঃশব্দে গ্রহণীয়।]

আর [১।১।৯ এবং ১।১।৮ অধিকরণে বিচারিত] প্রাণ ও আকাশের ন্যায় স্ববাক্যে (—বিচার্য্য ছাঃ ৩।১৩।৭ শ্রুতিবাক্যে) জ্যোতির ব্রহ্মতাবোধক অন্য কোন লিঙ্গপ্রমাণ নাই ।৩৫ [যদি বলা হয়—"ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (ছাঃ ৩।১২।৬), এই পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যোক্ত ব্রহ্ম এখানে জ্যোতিঃ-পদে গৃহীত হইতেছেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—]

ভাবদীপিকা

(৪) "উষ্ণতা" এবং 'ঘোষবিশিষ্টতা" এই দুইটী হইল জাঠরাগ্নির অব্রহ্মতাজ্ঞাপক লিঙ্গ-প্রমাণ, কারণ যাহা উষ্ণতা ও স্পর্শাদি গুণযুক্ত, তাহা ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম হইতেছেন—"অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্" (কঠ ১।৩।১৫)

(৫) এই দৃষ্টত্ব ও শ্রুতত্ব, ইহারা জাঠরাগ্নির অব্রহ্মতাজ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণ; কারণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় মোক্ষরূপ মহৎ ফলের জনক, এতাদৃশ অল্প ফলের নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতম্" (ছাঃ ৩।১২।১) ইতি ছন্দোনির্দ্দেশাৎ।৩৬ অথাপি, কথঞ্চিৎ পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং স্যাৎ, এবম্ অপি ন তস্য ইহ প্রত্যভিজ্ঞানম্ অস্তি।৩৭ তত্র হি "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (ছাঃ ৩।১২।৬) ইতি দ্যৌঃ অধিকরণত্বেন শ্রূয়তে।৩৮ অত্র পুনঃ "পরঃ দিবঃ জ্যোতিঃ" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইতি দ্যৌঃ মর্য্যাদাত্বেন।৩৯ তস্মাৎ প্রাকৃতং জ্যোতিঃ ইহ গ্রাহ্যম্ ইতি।৪০ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—জ্যোতিঃ ইহ ব্রহ্ম গ্রাহ্যম্।৪১ কুতঃ?৪২ চরণাভিধানাৎ, পাদাভিধানাৎ ইত্যর্থঃ।৪৩ পূর্ব্বস্মিন্ হি বাক্যে চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টম্, "তাবানস্য মহিমা ততো

ভাষ্যানুবাদ

আর পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যেও ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হন নাই, যেহেতু "এই সমস্ত ভূত গায়ত্রীই", এইরূপে [গায়ত্রী নামক] ছন্দের নির্দ্দেশ হইয়াছে।৩৬ আর যদি কোনপ্রকারে পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টই হইয়া থাকেন, এইপ্রকার হইলেও তাঁহার এখানে প্রত্যভিজ্ঞা (৬) হইতেছে না।৩৭ [কেন হইতেছে না? তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু সেইস্থলে "ইহার অমৃতস্বরূপ তিনটী পাদ দ্যুলোকে অবস্থিত", এইরূপে দ্যুলোক অধিকরণরূপে শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।৩৮ এখানে কিন্তু "দ্যুলোক হইতে ঊর্দ্ধে যে জ্যোতিঃ", এইরূপে দ্যুলোক সীমারূপে শ্রুত হইতেছে। [এইরূপে সপ্তমী বিভক্তি এবং পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা উপদেশের বিভিন্নতা বশতঃ পূর্ব্ববাক্যে পঠিত ব্রহ্মের এখানে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে না]।৩৯ সেইহেতু (—ব্রহ্মের প্রত্যভিজ্ঞার অভাব, ব্রহ্মবোধক লিঙ্গের অভাব এবং কার্য্যভূত জড় তেজের বোধক লিঙ্গের সদ্ভাব বশতঃ) প্রাকৃত (—প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, কার্য্যভূত জড়) জ্যোতিঃই এখানে [উপাস্যরূপে] গ্রহণীয়, ইত্যাদি।৪০

[সিঃ—শ্রুতি, লিঙ্গ ও প্রকরণপ্রমাণবলে জ্যোতিঃ শব্দে ব্রহ্ম গ্রহণীয়।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—এখানে জ্যোতিঃশব্দে ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে হইবে।৪১ কোন প্রমাণবলে ইহা বলিতেছ?৪২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু চরণের অভিধান আছে, অর্থাৎ যেহেতু পাদের (—অংশের) কথন আছে।৪৩ [কিন্তু এই বাক্যে তো পাদবাচক কোন পদ পরিদৃষ্ট হইতেছে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে, "ইহার (—গায়ত্রীরূপ উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের) মহিমা (—বিভূতিবিস্তার) সেই পরিমাণ

ভাবদীপিকা

(৬) প্রত্যভিজ্ঞা—প্রত্যক্ষ ও স্মরণাত্মক জ্ঞানকে বলে "প্রত্যভিজ্ঞা" (৩৮ পৃঃ) যথা—"সেই এই দেবদত্ত", এইস্থলে পূর্ব্বদৃষ্ট, সুতরাং স্মৃতির বিষয়ীভূত যে দেবদত্ত, তদ্বিষয় ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেছে। সেইহেতু এতাদৃশ জ্ঞানকে বলে - প্রত্যভিজ্ঞা।

শাঙ্করভাষ্যম্

জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ॥ (ছাঃ ৩।১২।৬) ইতি অনেন মন্ত্রেণ।৪৪ তত্র যৎ চতুষ্পদঃ ব্রহ্মণঃ ত্রিপাৎ অমৃতং দ্যুসম্বন্ধিরূপং নির্দ্দিষ্টং, তদেব ইহ দ্যুসম্বন্ধাৎ নির্দ্দিষ্টম্ ইতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে।৪৫ তৎপরিত্যজ্য প্রাকৃতং জ্যোতিঃ কল্পয়তঃ

ভাষ্যানুবাদ

[যে পরিমাণ এই প্রপঞ্চ], তাঁহা হইতে (—গায়ত্র্যুপাধিক ব্রহ্ম হইতে) পুরুষ (—পরব্রহ্ম) মহত্তর, ইঁহার (—এই পুরুষের) একপাদ সর্ব্বভূত, [এবং] অমৃত-স্বরূপ ত্রিপাদ দ্যুলোকে (—প্রকাশাত্মক স্বস্বরূপে) অবস্থিত", ইত্যাদি এই মন্ত্রের দ্বারা চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন (৭)।৪৪ সেইস্থলে চতুষ্পাদ্ ব্রহ্মের যে দ্যুলোকসম্বন্ধী অমৃতস্বরূপ তিনটী পাদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দ্যুলোকের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ তাহাই এখানে ['যৎ' এই পদটীর দ্বারা] নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এইরূপ প্রত্য-ভিজ্ঞা হইতেছে (৮)।৪৫ তাহাকে (—উক্ত পাদত্রয়াত্মক ব্রহ্মকে) পরিত্যাগ করিয়া

ভাবদীপিকা

(৭) "তাবান্ অস্য মহিমা" (ছাঃ ৩।১২।৬) ইত্যাদি এই মন্ত্রে সর্ব্বাত্মকত্বরূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ-প্রমাণ সমর্পিত হইতেছে। এই শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মবস্তু যদিও বাক্যমনের অতীত, নিরবয়ব ও কূটস্থ, তথাপি স্থূলবুদ্ধি পুরুষের বুদ্ধিতে কথঞ্চিৎ আরূঢ় করাইয়া উপাসনা বিধানের জন্য নিরবয়ব সেই ব্রহ্মের অবয়ব ও অংশ কল্পনা করা হইতেছে। কি সেই কল্পিত অংশ তাহা বলিতেছেন—"পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি" অর্থাৎ এই পুরুষের একটী পাদ (—একটী অংশ) সর্ব্বভূত, অর্থাৎ সর্ব্বভূতাত্মক এই জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহার একাংশে অবস্থিত। ইহার অর্থ—ব্রহ্মের একাংশ জগদধ্যাসের অধিষ্ঠান, তাহাই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়। গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"একাংশেন স্থিতো জগৎ" (গীতা ১০।৪২)। আর "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—'ইঁহার অপর তিনটী পাদ, অর্থাৎ অধিক অংশ, স্বস্বরূপে অর্থাৎ কূটস্থ অমৃতাত্মকরূপে অবস্থিত'। এই কল্পিত ও পরিচ্ছিন্ন জগৎ হইতে ভিন্ন, অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন পারমার্থিক সৎস্বরূপ ব্রহ্ম স্বস্বরূপে বিদ্যমান আছেন, এই কল্পিত জগতের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য 'ত্রিপাদকে' অমৃতস্বরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার উক্ত প্রকার চারিটী অংশ আছে, ইহা বিবক্ষিত নহে। তাঁহার সর্ব্বাত্মকতাই (—সর্ব্বস্বরূপতাই) পরন্তু বিবক্ষিত। ইহাই হইল উপাসনার জন্য ব্রহ্মের চারিটী কল্পিত পাদ। পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—"পূর্ব্ববাক্যে" পঠিত ব্রহ্মের এখানে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে না" (৩৭ বাক্য), ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—তত্র যৎ চতুষ্পদঃ—'সেইস্থলে' ইত্যাদি।

(৮) "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (ছাঃ ৩।১২।৬) এই পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য হইতে কি প্রকারে প্রস্তাবিত "যদ্ অতঃ পরঃ দিবঃ জ্যোতিঃ দীপ্যতে" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তাহা এইস্থলে বর্ণিত হইল। ইহার বিস্তৃত তাৎপর্য্য এই—প্রথমতঃ "যৎ অতঃ পরঃ দিবঃ জ্যোতিঃ" এইস্থলে 'অতঃ দিবঃ পরঃ যৎ জ্যোতিঃ', এইপ্রকার অন্বয় বুঝিতে হইবে। জ্যোতিঃশব্দে ব্রহ্মবস্তুকে গ্রহণের জন্য এখানে দুইটী হেতুর কথা বলা হইতেছে। যথা—প্রস্তাবিতস্থলে "অতঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়ে প্রসজ্যেয়াতাম্ ।৪৬ ন কেবলং পূর্ব্ববাক্যাৎ জ্যোতির্বাক্যে এব ব্রহ্মানুবৃত্তিঃ, পরস্যাম্ অপি শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াম্ অনুবর্ত্তিষ্যতে ব্রহ্ম ।৪৭ তস্মাৎ ইহ জ্যোতিঃ ইতি ব্রহ্ম

ভাষ্যানুবাদ

প্রাকৃত (—প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, কার্য্য) জ্যোতির কল্পনা করিলে প্রস্তাবিত বিষয়ের পরিত্যাগ এবং অপ্রস্তাবিত বিষয়ের প্রক্রিয়া (—গ্রহণ) হইয়া পড়িবে ।৪৬ [সন্দংশ-ন্যায়বলেও প্রস্তাবিত বাক্যে যে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] পূর্ব্ববাক্য হইতে কেবল যে জ্যোতির্বাক্যেই ব্রহ্মের আকর্ষণ হইতেছে, তাহা নহে ; কিন্তু পরবর্ত্তী শাণ্ডিল্যবিদ্যাতেও (ছাঃ ৩।১৪) ব্রহ্ম অনুবৃত্ত হইবেন (—পরে বর্ণিত হইবেন (১) ।৪৭ সেইহেতু (—প্রকরণ, লিঙ্গ এবং শ্রুতিপ্রমাণ

ভাবদীপিকা

দিবঃ" (—এই দ্যুলোক হইতে), এইপ্রকার যে বাক্যপ্রয়োগ হইয়াছে, তাহাতে "দিবঃ", এইপ্রকারে দ্যুলোকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি", এই পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতিতে বর্ণিত দ্যুলোকের পরামর্শ হইতেছে (—তাহা বুদ্ধিতে আরূঢ় হইতেছে)। আর "যৎ", এই সর্ব্বনামপদটীর দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী উক্ত শ্রুতিতে বর্ণিত ব্রহ্মের প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। কারণ সর্ব্বনামের ইহাই স্বভাব যে তাহা পূর্ব্বসিদ্ধ পদার্থের অনুবাদ করে, গত্যন্তর থাকিলে অপূর্ব্ব কোন পদার্থ প্রতিপাদন করে না। এইরূপে "দিবঃ" এই পদদ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত দ্যুলোক পরামৃষ্ট (—বুদ্ধিতে সন্নিহিত) হওয়ায় সেই দ্যুলোকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ, 'যৎ' এই সর্ব্বনাম পদটীর দ্বারা সেই পূর্ব্বসিদ্ধ দ্যুলোকসম্বন্ধী অমৃতস্বরূপ পাদত্রয়াত্মক যে স্বপ্রধান ব্রহ্ম, তাঁহার প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। সেইহেতু 'যৎ' এই সর্ব্বনামপদটীর অর্থ হয় 'ব্রহ্ম'। আর সমানবিভক্তিযুক্ত "যৎ" পদ এবং "জ্যোতিঃ"-পদ হয় সমানার্থক। সেইহেতু 'যৎ'-পদসমানার্থক "জ্যোতিঃ" এই পদের অর্থও হইতেছে—'ব্রহ্ম'।।

এইস্থলে আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা এই—ব্রহ্মবোধক এই যে 'যৎপদ', ইহাই এখানে সিদ্ধান্তে ব্রহ্মবোধক **শ্রুতিপ্রমাণ**, কারণ তাহার দ্বারা ব্রহ্মেরই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। আর "পরঃ দিবঃ জ্যোতিঃ", এইস্থলে যে দ্যুলোকের সহিত সম্বন্ধ প্রতিভাত হইতেছে, সেই "দ্যুসম্বন্ধ" হইল একটী ব্রহ্মবোধক **লিঙ্গপ্রমাণ**, কারণ "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি", এই বাক্যে দ্যুলোকের সহিত ব্রহ্মেরই সম্বন্ধ অবগত হওয়া গিয়াছে। আবার "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি" (ছাঃ ৩।১২।৬) এই বাক্যে 'ভূতরূপপাদবিশিষ্ট' যে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মই "যৎ অতঃ পর দিবঃ" (ছাঃ ৩।১৩।৭) এই বাক্যস্থ 'যৎ' পদের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞাত হওয়ায় সেই ভূতরূপপাদবিশিষ্টতা হইল এখানেও একটী ব্রহ্মবোধক **লিঙ্গপ্রমাণ**। এইরূপে সিদ্ধান্তী এখানে স্বপক্ষে ব্রহ্মবোধক তিনটী প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। ১।১।২৪ সূত্রভাষ্যের শেষাংশে ভগবান্ ভাষ্যকার এই প্রমাণসকলকে স্বয়ং প্রদর্শন করিবেন। বোধসৌকর্য্যের জন্য টীকাকারগণকে অনুসরণকরতঃ আমরা এখানেই ইহা বর্ণনা করিলাম।

(১) ব্রহ্মবোধক **প্রকরণপ্রমাণ** প্রদর্শনের জন্য এখানে **সন্দংশন্যায়** প্রদর্শিত হই

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতিপত্তব্যম্ ।৪৮ যত্তু উক্তম্—"জ্যোতিঃ দীপ্যতে" ইতি চ এতৌ শব্দৌ কার্য্যে জ্যোতিষি প্রসিদ্ধৌ ইতি ।৪৯ নায়ং দোষঃ, প্রকরণাৎ ব্রহ্মাবগমে সতি অনয়োঃ শব্দয়োঃ অবিশেষকত্বাৎ ।৫০

ভাষ্যানুবাদ

অনুকূল হওয়ায় (১০) এখানে জ্যোতিঃ এই পদে ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে ।৪৮

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত জ্যোতিঃশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ ও প্রকাশমানত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণের অন্যথাসিদ্ধি প্রদর্শন। জ্যোতিঃশব্দের লক্ষণা অথবা শক্তিবৃত্তিবলে ব্রহ্মরূপ অর্থ লব্ধ হয়।]

আর যে বলা হইয়াছে—'জ্যোতিঃ' এবং 'দীপ্যতে', এই শব্দদ্বয় (—শ্রুতিপ্রমাণ, ১ ভাবদীঃ এবং লিঙ্গপ্রমাণ, ২ ভাবদীঃ) কার্য্য জ্যোতিতে প্রসিদ্ধ, ইত্যাদি ।৪৯ ইহা দোষ নহে, যেহেতু প্রকরণপ্রমাণবলে (১১) ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে এই শব্দদ্বয় বিশেষক হইতে পারে না (—ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য জড় তেজের

ভাবদীপিকা

ইহার লক্ষণ প্রভৃতি ১।৩।৮ সূত্রভাষ্যের ভাবদীপিকাতে আলোচিত হইবে। সাঁড়াশীর দ্বারা যেমন তন্মধ্যপতিত বস্তু গৃহীত হয়, এই সন্দংশন্যায়ের দ্বারাও তদ্রূপ অন্তরালবর্ত্তী ক্রিয়াসকল অন্য কোন প্রধান ক্রিয়ার অঙ্গরূপে বোধিত হয়, ইহা পূর্ব্বমীমাংসার প্রক্রিয়া। প্রস্তাবিতস্থলে এই সন্দংশন্যায়ের দ্বারা শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণীত হইতেছে। তাহার প্রক্রিয়া এই—"তাবানস্য মহিমা··· ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (ছাঃ ৩।১২।৬) এই পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতিতে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১) ইত্যাদি পরবর্ত্তী শাণ্ডিল্যবিদ্যাবোধক শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্ম বর্ণিত হইবেন। এইপ্রকারে ব্রহ্মবর্ণনার অন্তরালে (—মধ্যে) "যদতঃ পরঃ দিবঃ" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইত্যাদি শ্রুতিতে অকস্মাৎ অন্য কিছু বর্ণিত হইতে পারে না। অতএব মধ্যবর্ত্তী এই শ্রুতিতে ব্রহ্মই বর্ণিত হইয়াছেন, ইহাই নির্ণীত হইতেছে। এই সন্দংশন্যায় প্রকরণপ্রমাণের জ্ঞাপক, ইহা পরে আলোচিত হইবে। এইরূপে সিদ্ধান্তী এখানে স্বপক্ষে একটী প্রকরণপ্রমাণও প্রদর্শন করিলেন, বুঝিতে হইবে।

(১০) এইস্থলে সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত একটী শ্রুতিপ্রমাণ, দুইটী লিঙ্গপ্রমাণ এবং একটী প্রকরণপ্রমাণ, এই প্রমাণচতুষ্টয় পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রমাণত্রয় (১—৩ ভাবদীঃ) অপেক্ষা বলবান্ হইল বুঝিতে হইবে। আরও লক্ষ্য করিতে হইবে—এইস্থলে 'যৎ' পদরূপ যে শ্রুতিপ্রমাণ, তাহা হয় একবাক্যতাপুষ্ট, কারণ "তাবানস্য মহিমা" (ছাঃ ৩।১২।৬) ইত্যাদি বাক্য এবং "যদতঃ পরঃ দিবঃ জ্যোতিঃ" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইত্যাদি এই বাক্য যে এক ব্রহ্মবস্তুরূপ অর্থ প্রতিপাদন করে, ইহা এই 'যৎ' পদের দ্বারা ব্রহ্ম প্রত্যভিজ্ঞাত হওয়ায় অবগত হওয়া যাইতেছে। 'একবাক্যতা', ইহার অর্থ—'একার্থপ্রতিপাদকতা'। বিভিন্নার্থপ্রতিপাদকতাপেক্ষা একবাক্যতা হয় বলবান্। আর এই 'যৎ' শব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণটী 'জ্যোতিঃ'-শব্দাপেক্ষা প্রথমে শ্রুত হইতেছে। সেইহেতু অসংজাতবিরোধী হওয়ায় তাহা 'জ্যোতিঃ' শ্রুতি অপেক্ষা বলবান্ হইয়া পড়িতেছে।

(১১) এখানে 'প্রকরণপ্রমাণ' এই শব্দটী শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণেরও উপলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। সেই শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণসকল ৮ ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

দীপ্যমানকার্য্যজ্যোতিরুপলক্ষিতে ব্রহ্মণি অপি প্রয়োগসম্ভবাৎ ।৫১ "যেন সূর্য্যঃ তপতি তেজসা ইদ্ধঃ" (তৈঃ ব্রাঃ ৩।১২।৯।৭), ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ ।৫২ যদ্বা ন অয়ং জ্যোতিঃশব্দঃ চক্ষুর্ব্বৃত্তেঃ এব অনুগ্রাহকে তেজসি বর্ত্ততে, অন্যত্র অপি প্রয়োগদর্শনাৎ—"বাচা এব অয়ং জ্যোতিষা আস্তে" (বৃঃ ৪।৩।৫), "মনঃ জ্যোতিঃ জুষতাম্" (তৈঃ ব্রাঃ ১।৬।৩।৩) ইতি চ ।৫৩ তস্মাৎ যৎ যৎ কস্যচিৎ অবভাসকং তৎ তৎ জ্যোতিঃশব্দেন অভিধীয়তে ।৫৪ তথা সতি ব্রহ্মণঃ অপি চৈতন্যরূপস্য সমস্তজগদবভাসহেতুত্বাৎ উপপন্নঃ জ্যোতিঃশব্দঃ ।৫৫ "তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বম্ ইদং বিভাতি" (কঃ

ভাষ্যানুবাদ

জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না ।৫০ [কিন্তু জ্যোতিঃশব্দটী ব্রহ্মেরই বা জ্ঞান কিপ্রকারে উৎপন্ন করিবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রকাশমান যে কার্য্যজ্যোতিঃ (—সূর্য্যাদি), তদুপলক্ষিত ব্রহ্মেও প্রয়োগ সম্ভব হওয়ায় (—কার্য্যজ্যোতিতে রূঢ় জ্যোতিঃশব্দের লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা সেই কার্য্যজ্যোতির কারণ যে ব্রহ্মবস্তু, তাঁহাতে জ্যোতিঃশব্দের প্রয়োগ সম্ভব হওয়ায়) জ্যোতিঃশব্দ হয় ব্রহ্মবোধক ।৫১ [কিন্তু কার্য্যবাচিশব্দের লক্ষণাবৃত্তিবলে কারণ ব্রহ্মরূপ অর্থের উপস্থিতি স্বীকার করিলে যে কোন শব্দের লক্ষণাবৃত্তির বলে ব্রহ্মবস্তুকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বকারণ। তদুত্তরে বলিতেছেন, তাহা বলিতে পার না] যেহেতু "যে তেজের (—চৈতন্যজ্যোতির) দ্বারা ইদ্ধ (—প্রকাশিত) সূর্য্য তাপদান করেন", ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণও আছে। [সুতরাং সূর্য্যাদিরূপ কার্য্যজ্যোতিঃ ও ব্রহ্মের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ শ্রুতিপ্রতিপাদিত হওয়ায় প্রস্তাবিতস্থলে এইপ্রকার লক্ষণা স্বীকার অসঙ্গত নহে ।৫২ জ্যোতিঃশব্দটী লক্ষণাবৃত্তিবলে ব্রহ্মের বোধ উৎপাদন করে, ইহা বলিয়া জ্যোতিঃশব্দটী শক্তিবৃত্তিবলেও তাহা করে, ইহা বলিতেছেন—] অথবা 'জ্যোতিঃ' এই শব্দটী চক্ষুর্বৃত্তির অনুগ্রাহক তেজেই বর্ত্তমান থাকে না (—শক্তিবৃত্তিতে ভৌতিক তেজকেই বুঝায় না), যেহেতু অন্যস্থলেও তাহার প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়, যথা—"বাক্যরূপ এই জ্যোতির দ্বারাই [লোক] উপবেশন করে", এবং "জুষতঃ (—ঘৃতপানকারিগণের) মনই জ্যোতিঃ (—প্রকাশক) হইয়া থাকে", ইত্যাদি ।৫৩ সেইহেতু (—নিমিত্তভেদবশতঃ একই শব্দের অনেকপ্রকার অর্থ হয় বলিয়া) যে যে বস্তু কাহারও প্রকাশক হয়, সেই সেই বস্তু জ্যোতিঃশব্দের দ্বারা অভিহিত হয় ।৫৪ এইপ্রকার হইলে (—প্রকাশক বস্তুমাত্রেই জ্যোতিঃশব্দের প্রয়োগ সম্ভব হইলে) চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেও জ্যোতিঃশব্দ হয় সঙ্গত, কারণ [তিনি] সমস্ত জগতের প্রকাশকহেতুস্বরূপ ।৫৫ [তিনি যে সমগ্র জগতের প্রকাশক, এই বিষয়ে প্রমাণ

শাঙ্করভাষ্যম্

২।২।১৫), "তৎ দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ আয়ুঃ হ উপাসতে অমৃতম্" (বৃঃ ৪।৪।১৬) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ।৫৬ যদপি উক্তম্—দ্যুমর্যাদত্বং সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণঃ ন উপপদ্যতে ইতি।৫৭ অত্র উচ্যতে—সর্ব্বগতস্য অপি ব্রহ্মণঃ উপাসনার্থঃ প্রদেশবিশেষপরিগ্রহঃ ন বিরুধ্যতে।৫৮ ননু উক্তম্—নিষ্প্রদেশস্য ব্রহ্মণঃ প্রদেশবিশেষ-কল্পনা ন উপপদ্যতে ইতি।৫৯ নায়ং দোষঃ, নিষ্প্রদেশস্য অপি ব্রহ্মণঃ উপাধিবিশেষসম্বন্ধাৎ প্রদেশবিশেষকল্পনা উপপত্তেঃ।৬০ তথাহি—'আদিত্যে' 'চক্ষুষি' 'হৃদয়ে' ইতি প্রদেশবিশেষসম্বদ্ধানি*

*'প্রদেশবিশেষসম্বন্ধীনি' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

প্রদর্শন করিতেছেন—]"তিনি প্রকাশমান হন বলিয়া সমস্ত বস্তু তদনুযায়ী প্রকাশিত হয়, তাঁহার জ্যোতির দ্বারা এই সমস্ত বিবিধরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়" এবং "সূর্য্যাদি জ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে দেবতাগণ আয়ু, এবং অমৃতরূপে উপাসনা করেন", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে 'ইহা অবগত হওয়া যায়'।৫৬ [এইরূপে পূর্ব্বপক্ষি-প্রদর্শিত জ্যোতিঃশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ (১ ভাবদীঃ) এবং প্রকাশমানত্বরূপ লিঙ্গ-প্রমাণ (২ ভাবদীঃ) অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িল, কারণ ব্রহ্মপক্ষেও তাহারা হয় সঙ্গত]।

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষিপ্রদর্শিত দ্যুমর্য্যাদাত্ব উক্ততা ঘোষবিশিষ্টতা ইত্যাদি লিঙ্গপ্রমাণের অন্যথাসিদ্ধি প্রদর্শন। নিরবয়ব ব্রহ্মের অবয়ব কল্পনা, ব্রহ্মপক্ষে ফলান্তরের অসঙ্গতি ইত্যাদি আক্ষেপের সমাধান।]

[পূর্ব্বপক্ষী যে জ্যোতিঃপদার্থের অব্রহ্মতা প্রতিপাদক লিঙ্গপ্রমাণসকল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, সেইসকলকে ব্রহ্মপক্ষে যোজনা করিতেছেন—] আর যে বলা হইয়াছে, দ্যুলোক সর্ব্বগত ব্রহ্মের সীমা হইবে, ইহা সঙ্গত নহে (১৫ ভাষ্যবাক্য) ইত্যাদি।৫৭ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—উপাসনার জন্য সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মেরও প্রদেশবিশেষ পরিগ্রহ বিরুদ্ধ নহে।৫৮ [এইরূপে ব্রহ্মপক্ষেও সম্ভব হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষীর দ্যুমর্য্যাদাত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণ (৩ ভাবদীঃ) অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িল]।

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—কিন্তু ইহা তো বলা হইয়াছে যে—নিষ্প্রদেশ (—নিরবয়ব) ব্রহ্মের অবয়ববিশেষের কল্পনা সঙ্গত নহে (২৮ বাক্য), ইত্যাদি।৫৯

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, ইহা দোষ নহে, কারণ নিরবয়ব ব্রহ্মেরও উপাধিবিশেষের সহিত সম্বন্ধবশতঃ অবয়ববিশেষের কল্পনা হয় উপপন্ন।৬০ যেমন 'আদিত্যে' (ছাঃ ১।৬।৬) 'চক্ষুতে' (ছাঃ ১।৭।৫) এবং 'হৃদয়ে' (ছাঃ ৩।১৪।৩-৪), এইপ্রকারে প্রদেশবিশেষের সহিত সম্বদ্ধ [নিষ্প্রদেশ] ব্রহ্মের উপাসনাসকল শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।৬১ ইহার দ্বারা (—দ্যুমর্য্যাদত্বের ন্যায় ধ্যানের জন্যই হয় বলিয়া) "সমস্ত প্রাণীর উপরে", এইপ্রকার যে আধারের বহুত্ব, তাহা উপপাদিত হইল (—"বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু", "সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু" ইত্যাদিস্থলে উপাসনার জন্য ব্রহ্মের

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মণঃ উপাসনানি শ্রূয়ন্তে।৬১। এতেন "বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইতি আধারবহুত্বম্ উপপাদিতম্।৬২ যদপি এতৎ উক্তম্—ঔষ্ণ্যঘোষানুমিতে কৌক্ষেয়ে কার্য্যে জ্যোতিষি অধ্যস্যমানত্বাৎ পরমপি দিবঃ কার্য্যজ্যোতিঃ এব ইতি।৬৩ তদপি অযুক্তম্, পরস্য অপি ব্রহ্মণঃ নামাদিপ্রতীকত্ববৎ কৌক্ষেয়জ্যোতিষ্প্রতীকত্বোপপত্তেঃ।৬৪ "দৃষ্টং চ শ্রুতং চ ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইতি তু প্রতীকদ্বারকং দৃষ্টত্বং শ্রুতত্বং চ ভবিষ্যতি।৬৫ যদপি অল্পফলশ্রবণাৎ ন ব্রহ্ম ইতি।৬৬ তদপি অনুপপন্নং, নহি ইয়তে ফলায় ব্রহ্ম আশ্রয়ণীয়ম্, ইয়তে ন ইতি নিয়মহেতুঃ অস্তি।৬৭ যত্র হি নিরস্ত-

ভাষ্যানুবাদ

ঔপাধিক প্রদেশবিশেষ কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের সীমা কথিত হয় নাই বলিয়া কোনপ্রকার অনুপপত্তি হয় নাই)।৬২

আর যে বলা হইয়াছে—উষ্ণতা ও ঘোষদ্বারা (—শব্দের দ্বারা) অনুমিত যে জঠরস্থিত কার্য্যজ্যোতিঃ, তাহাতে আরোপিত হয় বলিয়া দ্যুলোকের ঊর্দ্ধেও কার্য্যজ্যোতিঃই হইবে (৩০ বাক্য), ইত্যাদি।৬৩ তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু নাম প্রভৃতি প্রতীকের ন্যায় (ছাঃ ৭।১।৫) পরব্রহ্মের কৌক্ষেয় জ্যোতিষ্প্রতীকত্ব (—জঠরস্থিত বহ্নি পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য প্রতীক হইবে, ইহা) হয় যুক্তিসঙ্গত।৬৪ [এইরূপে পূর্ব্বপক্ষীর উষ্ণতা ও ঘোষবিশিষ্টতা (৪ ভাবদীঃ) লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িল]।

[যদি বলা হয়—প্রস্তাবিত জ্যোতির যে 'দৃষ্টত্ব' প্রভৃতি শ্রুত হইতেছে (৩২ বাক্য), তাহা ব্রহ্মপক্ষে সঙ্গত না হওয়ায় সেই জ্যোতিঃ অব্রহ্মই হইবে, ইত্যাদি; তদুত্তরে বলিতেছেন—] "তাঁহাকে দৃষ্ট ও শ্রুতরূপে উপাসনা করিবে", এইস্থলে [ব্রহ্মজ্যোতির] দৃষ্টত্ব ও শ্রুতত্ব, প্রতীককে দ্বার করিয়াই হইবে (—জাঠরবহ্নির যে দৃষ্টত্ব ও শ্রুতত্ব উপাসনার জন্যতাহাদিগকেই উপাস্য ব্রহ্মের দৃষ্টত্ব ও শ্রুতত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে।৬৫ [অতএব প্রস্তাবিত জ্যোতির দৃষ্টত্বাদিগুণ শ্রুত হইতেছে বলিয়াই তাহাকে কার্য্যজ্যোতিঃ বলা যাইবে না। এইরূপে ব্রহ্মপক্ষেও সঙ্গত হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষীর দৃষ্টত্ব ও শ্রুতত্ব লিঙ্গপ্রমাণ অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িল]।

আর যে বলা হইয়াছে—ফলের অল্পতা শ্রুত হয় বলিয়া [জ্যোতিঃ] ব্রহ্ম নয় (৩৩-৩৪ বাক্য), ইত্যাদি।৬৬ তাহাও সঙ্গত নহে, যেহেতু এই পরিমাণ ফলের জন্য ব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে হইবে, এবং এই পরিমাণ ফলের জন্য তিনি আশ্রয়ণীয় নহেন, এইপ্রকার নিয়মের প্রতি কোন হেতু নাই।৬৭ [কেন নাই? ব্রহ্মই যখন উপাস্য, তখন মোক্ষরূপ এক মহৎ ফলই হওয়া উচিত। তদুত্তরে বলিতেছেন—

শাঙ্করভাষ্যম্

সর্ববিশেষসম্বন্ধং পরং ব্রহ্ম আত্মত্বেন উপদিশ্যতে, তত্র একরূপম্ এব ফলং মোক্ষঃ ইতি অবগম্যতে।৬৮ যত্র তু গুণবিশেষসম্বদ্ধং প্রতীকবিশেষসম্বদ্ধং বা ব্রহ্ম উপদিশ্যতে, তত্র সংসারগোচরাণি এব উচ্চাবচানি ফলানি দৃশ্যন্তে—"অন্নাদঃ বসুদানঃ বিন্দতে বসু যঃ এবং বেদ" (বৃঃ ৪।৪।২৪) ইত্যাদ্যাসু শ্রুতিষু।৬৯ যদ্যপি ন স্ববাক্যে কিঞ্চিৎ জ্যোতিষঃ ব্রহ্মলিঙ্গম্ অস্তি, তথাপি পূর্বস্মিন্ বাক্যে দৃশ্যমানং গ্রহীতব্যং ভবতি।৭০ তদুক্তং সূত্রকারেণ—"জ্যোতিশ্চ-

ভাষ্যানুবাদ

তাহা বলিতে পার না], যেহেতু যাঁহা হইতে সমস্ত প্রকার বিশেষের সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে, সেই পরব্রহ্ম যেখানে আত্মরূপে উপদিষ্ট হন, সেইস্থলে [জ্ঞেয় পদার্থ একই হওয়ায়] মোক্ষরূপ ফল একইপ্রকার হয়, ইহা অবগত হওয়া যায়।৬৮ কিন্তু যেখানে গুণবিশেষের সহিত সম্বন্ধ, অথবা প্রতীকবিশেষের সহিত সম্বন্ধ ব্রহ্ম উপদিষ্ট হন, সেইস্থলে সংসারান্তঃপাতী মহান্ ও ক্ষুদ্র ফলসকলই শ্রুতিসকলে পরিদৃষ্ট হয়, যথা—["সেই আত্মা] অন্নাদ (—সর্বভূতে অবস্থিত হইয়া সকলপ্রকার অন্নের ভক্ষণকর্তা) এবং বসুদান (—ধনদাতা, কর্ম্মফলদাতা), যিনি এইপ্রকার গুণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করেন, তিনি ধন (—সমস্তপ্রকার শুভকর্ম্মফল) প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি।৬৯ [সুতরাং ফলাল্পত্বদৃষ্টেই কোন উপাসনাকে অব্রহ্মোপাসনা বলা যায় না বলিয়া প্রস্তাবিতস্থলে ফলাল্পত্বের দ্বারা জ্যোতির অব্রহ্মতা নির্ণীত হইতে পারে না]।

[সিঃ—সিদ্ধান্তিকর্তৃক স্বপক্ষে প্রমাণপ্রদর্শনের প্রক্রিয়া।]

[আর যে বলা হইয়াছে—প্রাণ ও আকাশের ন্যায় জ্যোতির স্ববাক্যে ব্রহ্মবোধক কোন লিঙ্গপ্রমাণ নাই (৩৫ বাক্য) ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—] যদিও স্ববাক্যে (—"পরঃ দিবঃ জ্যোতিঃ", ছাঃ ৩।১৩।৭ ইত্যাদি বাক্যে) জ্যোতির ব্রহ্মতাবোধক কোন লিঙ্গপ্রমাণ নাই, তথাপি [ছাঃ ৩।১২।৬ ইত্যাদি] পূর্ববর্তী বাক্যে যাহা (—যে ব্রহ্মবোধক প্রমাণ) পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।৭০ [এই বিষয়ে সূত্রকারের সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন—] ভগবান্ সূত্রকার কর্তৃক সেই প্রকারই কথিত হইয়াছে, যথা—"জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ", ইত্যাদি।৭১

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—কিন্তু অন্যবাক্যগত (—ছাঃ ৩।১২।৬ বাক্যগত) যে ব্রহ্মের সন্নিধি (১২), তাহার দ্বারা জ্যোতিঃশ্রুতিঃ নিজ বিষয় হইতে (—জ্যোতিঃশব্দের রূঢ়ার্থ

ভাবদীপিকা

(১২) শঙ্কাকর্তা এখানে সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণের কথা বলিতেছেন। শঙ্কাকর্তা মনে করিতেছেন—নিকটবর্তী ৩।১২।৬ ছান্দোগ্যবাক্যে যে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন, সন্নিধিপাঠের বলে সিদ্ধান্তী সেই ব্রহ্মকে এখানে জ্যোতিঃশব্দে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

রণাভিধানাৎ" ইতি।৭১ কথং পুনঃ বাক্যান্তরগতেন ব্রহ্মসন্নিধানেন জ্যোতিঃ শ্রুতিঃ স্ববিষয়াৎ শক্যা প্রচ্যাবয়িতুম্ ?৭২ নৈষঃ দোষঃ, "যদ্ অতঃ পরঃ দিবঃ জ্যোতিঃ" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইতি প্রথমতরপঠিতেন যচ্ছব্দেন সর্ব্বনাম্না দ্যুসম্বন্ধাৎ প্রত্যভিজ্ঞায়মানে পূর্ব্ববাক্যনির্দ্দিষ্টে ব্রহ্মণি স্বসামর্থ্যেন পরামৃষ্টে সতি অর্থাৎ জ্যোতিঃশব্দস্যাপি ব্রহ্মবিষয়ত্বোপপত্তেঃ।৭৩ তস্মাৎ ইহ জ্যোতিঃ ইতি ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্।৭৪॥১।১।২৪॥

ভাষ্যানুবাদ

যে কার্য্যজ্যোতিঃ, তাহা হইতে) কিপ্রকারে প্রচ্যাবিত হইতে সমর্থ হইবে ? [কারণ সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ হইতে রূঢ়শব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ হয় বলবান্] ।৭২

সিদ্ধান্তীর সমাধান—ইহা দোষ নহে, যেহেতু "যৎ অতঃ পরঃ দিবঃ জ্যোতিঃ", এইস্থলে অন্যাপেক্ষা প্রথমে পঠিত যে সর্ব্বনাম 'যৎ'শব্দ, তৎকর্ত্তৃক [সমীপবর্ত্তী পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তুর অনুবাদক হওয়ারূপ] নিজের সামর্থ্যদ্বারা, দ্যুলোকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ প্রত্যভিজ্ঞাত হন যে পূর্ব্ববাক্যনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্ম, তিনি পরামৃষ্ট হইলে, অর্থবলে (—সমানবিভক্তিযুক্ত 'যৎ'শব্দ ও 'জ্যোতিঃ'শব্দের একার্থপ্রতিপাদকতার বলে) জ্যোতিঃশব্দেরও ব্রহ্মবিষয়তা (—ব্রহ্মবস্তুকে প্রতিপাদন করা) হয় সঙ্গত (১৩)।৭৩ সেইহেতু (—এইরূপে পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রমাণসকল অন্যথাসিদ্ধ হওয়ায় এবং সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রমাণসকল বলবান্ হওয়ায়) এখানে 'জ্যোতিঃ' এই শব্দে ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে।৭৪ ॥১।১।২৪॥

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণনিগদাত্তথা হি দর্শনম্ ॥১।১।২৫॥

পদচ্ছেদ—ছন্দোঽভিধানাৎ, ন, ইতি, চেৎ, ন, তথা, চেতোঽর্পণনিগদাৎ, তথা, হি, দর্শনম্

সূত্রার্থ—["গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৩।১২।১) ইতি পূর্ব্ববাক্যস্য ছন্দোবিষয়ত্বাৎ ন তত্র ব্রহ্ম প্রকৃতম্ ইতি উক্তম্ অনূদ্য নিরাকরোতি—] **ছন্দোঽভিধানাৎ**—"গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতম্" ইত্যাদি শ্রুতৌ গায়ত্র্যাখ্যছন্দসঃ এব উক্তত্বাৎ, **ন**—ন তত্র ব্রহ্ম

ভাবদীপিকা

(১৩) সিদ্ধান্তপক্ষের প্রমাণনির্ণয়ের এই প্রক্রিয়া ৮ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। শঙ্কাকর্ত্তা এখানে যে সন্নিধিপাঠের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহা সফল হইল না কারণ সিদ্ধান্তী দুর্ব্বল সন্নিধিপাঠের সহায়তা গ্রহণ না করিয়া শ্রুতি, লিঙ্গ ও প্রকরণরূপ বলবান প্রমাণসকলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন (১০ ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য)। ফলে প্রকরণ ও লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা অনুগৃহীত যে প্রথমে শ্রুত 'যৎ' শব্দরূপ একবাক্যতাপুষ্ট শ্রুতিপ্রমাণ, তাহার বলে সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইল। পূর্ব্বপক্ষীর প্রমাণসকলের অন্যথাসিদ্ধি পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হওয়ায় তাহা সিদ্ধান্তীরই অনুকূল হইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃতত্বম্", **ইতি চেৎ ; ন,** [কুতঃ ?] **তথা**—ছন্দোদ্বারেণ, [তদ্গতে ব্রহ্মণি] **চেতোঽর্পণনিগদাৎ**—চিত্তসমাধানস্য অভিধানাৎ । [তত্র দৃষ্টান্তঃ—] **তথা হি দর্শনম্**—"এতং হি এব বহ্বৃচা মহতি উক্থে মীমাংসন্তে" (ঐতঃ আঃ ৩।২।৩।১২) ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরে বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণঃ উপাসনং দৃষ্টম্ ইত্যর্থঃ ।

অনুবাদ—["গায়ত্রীই এই সমস্ত ভূত", ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য [গায়ত্রী নামক] ছন্দকে বিষয় করে বলিয়া ব্রহ্ম সেইস্থলে প্রস্তাবিত হন নাই, এই যাহা কথিত হইয়াছে তাহাকে অনুবাদ করিয়া নিরাকরণ করিতেছেন—] **ছন্দোঽভিধানাৎ**—"গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতম্", ইত্যাদি শ্রুতিতে গায়ত্রী নামক ছন্দই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, **ন**—সেখানে ব্রহ্ম প্রস্তাবিত হন নাই, **ইতি চেৎ**—যদি এইপ্রকার বলা হয়, [তদুত্তরে বলা যায়—] **ন**—না তাহা বলিতে পার না ; [কেন বলা যায় না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **তথা**—গায়ত্রী-নামক ছন্দের দ্বারা [তদ্গত ব্রহ্মে] **চেতোঽর্পণনিগদাৎ**—যেহেতু চিত্তসমাধানের কথা বলা হইয়াছে । সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—] **তথা হি দর্শনম্**—"এই পরমাত্মাকেই বহ্বৃচগণ (—ঋগ্বেদিগণ) মহৎ উক্থ নামক শস্ত্রে মীমাংসা করেন (—উপাসনা করেন"), ইত্যাদি অন্য শ্রুতিতে কার্য্যবস্তুকে দ্বার করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা উপদিষ্ট হইতে দেখা যায় ।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথ যদুক্তং পূর্ব্বস্মিন্ অপি বাক্যে ন ব্রহ্ম অভিহিতম্ অস্তি, "গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ" (ছাঃ ৩।১২।১) ইতি গায়ত্র্যাখ্যস্য ছন্দসঃ অভিহিতত্বাৎ ইতি ।১ তৎ পরিহর্ত্তব্যম্ ।২ কথং পুনঃ ছন্দোঽভিধানাৎ ন ব্রহ্ম অভিহিতম্ ইতি শক্যতে বক্তুং, যাবতা "তাবানস্য মহিমা" (ছাঃ ৩।১২।৬) ইতি এতস্যাম্ ঋচি চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম দর্শিতম্ ।৩ ন এতৎ অস্তি, "গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বম্," ইতি গায়ত্রীম্ উপক্রম্য, তাম্ এব ভূতপৃথিবীশরীরহৃদয়বাক্-

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সমানার্থক হওয়ায় ব্রাহ্মণপ্রতিপাদিত গায়ত্রীছন্দই এখানে প্রস্তাবিত হইয়াছে, ব্রহ্ম নহেন ।]

আর যে বলা হইয়াছে—পূর্ব্ববাক্যেও ব্রহ্ম অভিহিত হন নাই, যেহেতু [সেখানে] "এই যাহা কিছু [স্থাবরজঙ্গমাত্মক] প্রাণিবর্গ, এইসমস্ত নিশ্চয়ই গায়ত্রী", এই-প্রকারে গায়ত্রী নামক ছন্দের কথা বলা হইয়াছে (১।১।২৪ সূঃ ৩৬ ভাষ্যবাক্য), ইত্যাদি ।১ তাহাকে পরিহার করিতে হইবে ।২

একদেশীর আশঙ্কা—আচ্ছা, ছন্দের কথন হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্ম কথিত হন নাই, ইহা কিপ্রকারে বলিতে পারা যায়, যেহেতু "ইহার (—গায়ত্রীরূপ উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের) মহিমা সেই পরিমাণ", ইত্যাদি এই ঋগ্‌মন্ত্রে চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম প্রদর্শিত হইয়াছেন ।৩

পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, না, ইহা নাই (—উক্ত ঋগ্‌মন্ত্রে ব্রহ্ম প্রদর্শিত হন নাই), যেহেতু "গায়ত্রীই এই সমস্ত", এইরূপে [ব্রাহ্মণে] গায়ত্রীর

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাণপ্রভেদৈঃ ব্যাখ্যায় "সা এষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী, তদেতৎ ঋচা অভ্যনূক্তম্" (ছাঃ ৩।১২।৫), "তাবানস্য মহিমা" (ছাঃ ৩।১২।৬). ইতি; তস্যাম্ এব ব্যাখ্যাতরূপায়াং গায়ত্র্যাম উদাহৃতঃ মন্ত্রঃ কথম্ অকস্মাৎ ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্ অভিদধ্যাৎ ?৪ যোঽপি তত্র "যদ্বৈ তৎ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১২।৭) ইতি ব্রহ্মশব্দঃ, সোঽপি ছন্দসঃ প্রকৃতত্বাৎ ছন্দোবিষয়ঃ এব ।৫ "যঃ এতাম্ এবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ" (ছাঃ ৩।১১।৩) ইতি অত্র হি বেদোপনিষদম্ ইতি ব্যাচক্ষতে ।৬ তস্মাৎ ছন্দোঽভিধানাৎ ন ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বম্ ইতি চেৎ ?৭ নৈষঃ

ভাষ্যানুবাদ

বর্ণনারম্ভ করিয়া, তাহাকেই [ছাঃ ৩।১২।১-৪ বাক্যে] ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়, বাক্ এবং প্রাণভেদে ব্যাখ্যা করতঃ, "সেই এই গায়ত্রী চারিটী পাদযুক্তা এবং ছয়-প্রকার, সেই ইহা ঋগ্‌মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে", "ইঁহার মহিমা সেই পরিমাণ", ইত্যাদি এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; সেই ব্যাখ্যাতরূপা গায়ত্রীতে উদাহৃত ["তাবান্ অস্য মহিমা", ইত্যাদি এই] মন্ত্রটী অকস্মাৎ কিপ্রকারে চতুষ্পাদ্ ব্রহ্মকে বর্ণনা করিবে ? [কারণ ব্রাহ্মণে বর্ণিত বিষয়ই মন্ত্রে প্রকাশিত হয়। এই ব্রাহ্মণে ব্রহ্ম বর্ণিত না হইয়া গায়ত্রীছন্দই বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং উক্ত ঋগ্‌মন্ত্রেও গায়ত্রীই বর্ণিত হইয়াছে, ব্রহ্ম নহেন, ইহাই সিদ্ধ হয় ।৪ কিন্তু উক্ত মন্ত্রের অনন্তর "যদ্বৈ তদ্ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১২।৭), এইরূপে পঠিত ব্রাহ্মণবাক্যে ব্রহ্মের বর্ণনা থাকায়, উক্ত মন্ত্রে ব্রহ্মই বর্ণিত হইয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর সেখানে "সেই যে সেই ব্রহ্ম", এইপ্রকারে যে ব্রহ্মশব্দ শ্রুত হইতেছে, তাহাও [গায়ত্রীরূপ] ছন্দকেই বিষয় করিবে, যেহেতু [উপক্রমে] ছন্দেরই প্রস্তাব করা হইয়াছে ।৫ [যদি বলা হয়—প্রকরণবলে ব্রহ্মশব্দটীকে গায়ত্রীছন্দের বাচকরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ উপনিষদে ব্রহ্মশব্দটী পরমাত্মাতেই প্রযুক্ত হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "যিনি এই ব্রহ্মোপনিষৎকে যথোক্তপ্রকারে জানেন", এইস্থলে ['ব্রহ্মোপনিষৎ' শব্দটী] 'বেদোপনিষৎ (—বেদের রহস্য) এইরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে। [সুতরাং ব্রহ্মশব্দ বেদরূপ অর্থেও প্রযুক্ত হয় বলিয়া তাহা বেদের একদেশভূত গায়ত্রী ছন্দকেও বুঝাইবে] ।৬ সেইহেতু (—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ একই অর্থ প্রকাশ করে বলিয়া এবং ব্রহ্ম শব্দটীর দ্বারা] গায়ত্রীছন্দের বর্ণনা হওয়ায় [এখানে] ব্রহ্ম প্রস্তাবিত হন নাই [পরন্তু গায়ত্রীছন্দই প্রস্তাবিত হইয়াছে], এইপ্রকার যদি বলা হয় ?৭

[সিঃ—গায়ত্র্যা সহিত ব্রহ্মই এখানে উপাস্যরূপে সমর্পিত হইয়াছেন, গায়ত্রীছন্দ নহে, যেহেতু ইহা ব্রহ্মের প্রকরণ।]

সিদ্ধান্তী—এতদুত্তরে বলিব, ইহা দোষ নহে, [যেহেতু] "তথা চেতোঽর্পণ-নিগদাৎ" এইপ্রকার বলা হইয়াছে ।৮ [ইহার অর্থ বর্ণনা করিতেছেন—] 'তথা'

শাঙ্করভাষ্যম্

দোষঃ, "তথা চেতোঽর্পণনিগদাৎ" ।৮ তথা গায়ত্র্যাখ্যচ্ছন্দোদ্বারেণ তদনুগতে ব্রহ্মণি চেতসঃ অর্পণং চিত্তসমাধানম্ অনেন ব্রাহ্মণবাক্যেন নিগদ্যতে—"গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বম" (ছাঃ ৩।১২।১) ইতি ।৯ নহি অক্ষরসন্নিবেশমাত্রায়াঃ গায়ত্র্যাঃ সর্ব্বাত্মকত্বং সম্ভবতি ।১০ তস্মাৎ যৎ গায়ত্র্যাখ্যবিকারে অনুগতং জগৎকারণং ব্রহ্ম, তৎ ইহ 'সর্ব্বম্' ইতি উচ্যতে, যথা "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১) ইতি ।১১ কার্য্যং চ কারণাৎ অব্যতিরিক্তম্, ইতি বক্ষ্যামঃ—"তদনন্যত্বম্, আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (২।১।১৪) ইত্যত্র ।১২ তথা অন্যত্রাপি বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণঃ উপাসনং দৃশ্যতে—"এতং হি

ভাষ্যানুবাদ

অর্থাৎ গায়ত্রী নামক ছন্দের দ্বারা, তাহাতে অনুগত যে ব্রহ্ম (১৪), তাঁহাতে চিত্তের অর্পণ, অর্থাৎ চিত্তের সমাধান "গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বম্", এই ব্রাহ্মণবাক্যের দ্বারা কথিত হইতেছে।৯ কারণ অক্ষরের (—বর্ণের) সন্নিবেশমাত্ররূপা যে গায়ত্রী, তাহার সর্ব্বস্বরূপতা সম্ভব হয় না।১০ সেইহেতু গায়ত্রীনামক কার্য্যবস্তুতে অনুগত যে জগৎকারণ ব্রহ্ম, তিনি এখানে 'সর্ব্ব' এইরূপে কথিত হইতেছেন, যেমন "এই সমস্ত নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ", এইস্থলে কথিত হইয়াছেন।১১ [কিন্তু কার্য্যবস্তু তো কারণ হইতে ভিন্ন, জগৎকারণ ব্রহ্ম কার্য্যবস্তুতে কিপ্রকারে অনুগত থাকিবেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর কার্য্য যে কারণ হইতে অভিন্ন, ইহা আমরা "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ", এই সূত্রে বলিব।১২ [যদি বলা হয়—"সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম", এইস্থলে কার্য্যবস্তুমাত্রবাচক সর্ব্ব শব্দের দ্বারা কারণস্বরূপ ব্রহ্ম লক্ষিত হন, ইহা সম্ভব হইলেও, কার্য্যবস্তুর একদেশভূতা যে গায়ত্রী, সেই গায়ত্রীশব্দের দ্বারা ব্রহ্ম কিপ্রকারে লক্ষিত হইবেন? তদুত্তরে সূত্রের শেষাংশ ব্যাখ্যা করিতেছেন—] এইরূপে অন্যস্থলেও বিকার দ্বারা (—কার্য্যবস্তুর একদেশের দ্বারা) ব্রহ্মের উপাসনা পরিদৃষ্ট হয়, যথা—"এই পরমাত্মাকেই বহ্বৃচগণ (—ঋগ্বেদী হোতা-গণ) মহৎ উক্থ নামক শস্ত্রে (১৫) মীমাংসা (- উপাসনা) করেন, ইঁহাকেই অধ্বর্য্যুগণ (—যজু-

ভাবদীপিকা

(১৪) এখানে তাৎপর্য্য এই – অজহল্লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিয়া গায়ত্রীরূপ কার্য্যবস্তুর দ্বারা উপহিত যে তাহার উপাদানভূত ব্রহ্মবস্তু, তিনিই এখানে গায়ত্রী শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইতেছেন। অতএব গায়ত্র্যুপহিত (—গায়ত্রীরূপ উপাধিযুক্ত) ব্রহ্মই এখানে উপাস্যরূপে সমর্পিত হইতেছেন, বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্য উঃ ৩।১২।১ আনন্দগিরিকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৫) **শস্ত্র** কি, তাহা ১।১।৭ অধিকরণে ৬ ভাবদীপিকাতে বলা হইয়াছে। কোনপ্রকার স্বর যোজনা না করিয়া ইহা পঠিত হয়। শস্ত্র পাঠকে বলা হয়—**'শংসন'**। [লক্ষ্য করিতে

শাঙ্করভাষ্যম্

এব বহ্বৃচা মহতি উক্থে মীমাংসন্তে, এতম্ অগ্নৌ অধ্বর্য্যবঃ, এতং মহাব্রতে ছন্দোগাঃ" (ঐতঃ আঃ ৩৷২৷৩৷১২) ইতি।১৩ তস্মাৎ অস্তি ছন্দোঽভিধানে অপি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টম্।১৪ তদেব জ্যোতির্ব্বাক্যে অপি পরামৃশ্যতে উপসনান্তরবিধানায়।১৫

অপরঃ আহ—সাক্ষাদেব গায়ত্রীশব্দেন ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যতে, সংখ্যা-সামান্যাৎ।১৬ যথা গায়ত্রী চতুষ্পদা ষড়ক্ষরৈঃ পাদৈঃ, তথা ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ।১৭ তথা অন্যত্র অপি ছন্দোঽভিধায়ী শব্দঃ অর্থান্তরে

ভাষ্যানুবাদ

বেদিগণ) অগ্নিতে উপাসনা করেন, ইঁহাকেই ছন্দোগগণ (—সামবেদী উদ্গাতৃগণ) মহাব্রত নামক যজ্ঞে উপাসনা করেন, ইত্যাদি।১৩ সেইহেতু (—কার্য্যের একদেশ-ভূত বস্তুর দ্বারাও ব্রহ্ম লক্ষিত হন বলিয়া, ছাঃ ৩৷১২৷১ ইত্যাদি বাক্যে] গায়ত্রী-ছন্দের কথন হইলেও [প্রস্তাবিত "যদতঃ পরঃ দিবঃ" (ছাঃ ৩৷১৩৷৭) ইত্যাদি বাক্য হইতে] পূর্ব্ববর্ত্তী ["তাবান্ অস্য মহিমা" (ছাঃ ৩৷১২৷৬) ইত্যাদি] বাক্যে চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন।১৪ তিনিই অন্য উপাসনা বিধানের জন্য জ্যোতির্বাক্যেও (—ছাঃ ৩৷১৩৷৭ বিষয়বাক্যে) পরামৃষ্ট হইতেছেন।১৫

[সিঃ—চতুষ্পাৎস্বরূপ গুণের যোগবশতঃ গায়ত্রীশব্দের গৌণ অর্থ হয় 'ব্রহ্ম', গায়ত্রীছন্দ নহে।]

[গায়ত্রীশব্দের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মের বোধ হয়, ইহা বলিয়া এক্ষণে পাদ-সংখ্যার সাদৃশ্যরূপ গুণের সমতাপ্রযুক্ত গায়ত্রীশব্দটী গৌণভাবে ব্রহ্মে প্রযুক্ত হয়, ইহা বলিতেছেন—] অপর কেহ কেহ বলেন, গায়ত্রীশব্দের দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবেই (—কার্য্যবস্তুর দ্বারা উপহিত না হইয়াই) ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইতেছেন, যেহেতু সংখ্যার সাদৃশ্য আছে।১৬ [সংখ্যার সাদৃশ্য কিপ্রকার, তাহা বলিতেছেন—] গায়ত্রীছন্দ যেমন ছয়টী অক্ষরযুক্ত পাদসকলের দ্বারা চারিটী পাদবিশিষ্ট, তদ্রূপ ব্রহ্ম [স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকলভূত একটী পাদ এবং দ্যুলোকে স্বস্বরূপস্থ তিনটী পাদ, এইরূপে] চারিটী পাদ-যুক্ত।১৭ [কিন্তু পাদচতুষ্টয়ের সাদৃশ্যবশতঃ গায়ত্রীকে ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করিলে, গোপ্রভৃতিকেও তাহা করিতে বাধা কি? কারণ সেখানেও চতুষ্পাদযুক্ততা সমান। এতাদৃশ অতিপ্রসক্তি নিরাকরণের জন্য এবং এইপ্রকার উপাসনা যে শ্রৌতপ্রয়োগেই নিয়মিত, অন্যত্র নহে, ইহা জ্ঞাপনের জন্য শ্রৌতদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপে অন্যস্থলেও সংখ্যার সমতাবশতঃ ছন্দোবাচক শব্দ অন্য বিষয়ে প্রযুক্ত হইতেছে, ইহা পরিদৃষ্ট হইতেছে।১৮ তাহা এইপ্রকার—"অন্য পাঁচটী

ভাবদীপিকা

হইবে—এই শব্দ প্রভৃতি বেদান্তর্গত, সুতরাং অনাদি হইলেও "নিঃশ্বসিতানি" (বৃঃ ২৷৪৷১০ ইত্যাদি বাক্যানুসারে কার্য্যবস্তুরূপে অভিহিত হইতেছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সংখ্যাসামান্যাৎ প্রযুজ্যমানঃ দৃশ্যতে।১৮ তদ্ যথা—"তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তঃ তৎ কৃতম্", ইতি উপক্রম্য আহ—"সা এষা বিরাট্ অন্নাদী" (ছাঃ ৪।৩।৮) ইতি।১৯ অস্মিন্ পক্ষে ব্রহ্ম এব অভিহিতম্ ইতি ন ছন্দোঽভিধানম্।২০ সর্ব্বথা অপি অস্তি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে প্রকৃতং ব্রহ্ম।২১॥১।১।২৫॥

ভাষ্যানুবাদ

(—প্রাণ বাক্ চক্ষু শ্রোত্র এবং মন হইতে ভিন্ন বায়ু প্রভৃতি পাঁচটী) এবং অপর পাঁচটী (—বায়ু অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র এবং জল হইতে ভিন্ন প্রাণ ও বাক্ প্রভৃতি পাঁচটী, ইহারা মিলিত হইয়া] দশ হইলে তাহা 'কৃত' নামে অভিহিত হয়", এইরূপে আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন—"সেই এই বিরাট্ অন্নভোক্তা" (১৬) ইত্যাদি।১৯ এই পক্ষে (—এইপ্রকার ব্যাখ্যাতে) ব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন, কিন্তু ছন্দের কথন হয় নাই (—ছন্দের বর্ণনাতে এই শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই)।২০ [আচ্ছা, তাহা হইলে গায়ত্রী-শব্দের লাক্ষণিকার্থ, অথবা গৌণার্থ, কোনটী গৃহীত হওয়া উচিত ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সর্ব্বপ্রকারেই (—ছাঃ ৩।১২।১ ইত্যাদি বাক্যে যদি ব্রহ্মের প্রতীকরূপে গায়ত্রীছন্দের কথন হইয়া থাকে, অথবা যদি উক্তপ্রকারে ব্রহ্ম লক্ষণাবৃত্তিলব্ধ হন এবং

ভাবদীপিকা

(১৬) ছান্দোগ্যে সম্বর্গবিদ্যা নামক উপাসনার বিধান আছে। যথা—"বায়ুঃ বাব সম্বর্গঃ" (ছাঃ ৪।৪।১)—"বায়ুকে সম্বর্গরূপে (—গ্রাসকারিরূপে) উপাসনা করিবে", কারণ প্রলয়কালে অগ্নি সূর্য্য চন্দ্রমা ও জল বায়ুতে লয় প্রাপ্ত হয়"। "প্রাণো বাব সম্বর্গঃ" (ছাঃ ৪।৩।৩)—"মুখ্য-প্রাণকে সম্বর্গরূপে উপাসনা করিবে, কারণ সুষুপ্তিকালে বাগিন্দ্রিয় চক্ষু শ্রোত্র এবং মন মুখ্যপ্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি। এই বায়ু হইতে জল পর্য্যন্ত পাঁচটী এবং মুখ্যপ্রাণ হইতে মন পর্য্যন্ত পাঁচটী, ইহারা মিলিত হইয়া সংখ্যায় হয় দশটী। বায়ু প্রভৃতি এই দশটীর নাম 'কৃত'। এই 'কৃত' নাম হইবার হেতু এই—পাশাক্রীড়াতে চারিটী পাশা থাকে, তন্মধ্যে চারিটী চিহ্নযুক্ত একটী পাশার নাম—'সত্য' বা 'কৃত'। তিনটী চিহ্নযুক্ত অপর একটী পাশার নাম—'ত্রেতা'। দুইটী চিহ্নযুক্ত অন্য একটীর নাম—'দ্বাপর', এবং একটী চিহ্নযুক্ত অবশিষ্টটীর নাম—'কলি'। এইরূপে এই পাশা-চতুষ্টয়ের মোট চিহ্নসংখ্যা হয়—'দশ'। তন্মধ্যে কৃত নামক পাশাতে মাত্র চারিটী চিহ্ন থাকিলেও, তাহা হয় উক্ত দশটী চিহ্নাত্মক, কারণ মহাসংখ্যার মধ্যে অবান্তর সংখ্যাসকলের অন্তর্ভাব হয়, অর্থাৎ 'চার' এই সংখ্যার মধ্যে 'তিন' এই সংখ্যা, 'তিন' এই সংখ্যার মধ্যে 'দুই' এই সংখ্যা এবং 'দুই' এই সংখ্যার মধ্যে 'এক' এই সংখ্যা অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। এইপ্রকারে মহাসংখ্যার মধ্যে অবান্তর সংখ্যার অন্তর্ভাব হওয়ায় ফলতঃ অপর পাশাগুলি হয় চারিটী চিহ্নযুক্ত এই 'কৃত' নামক পাশার অন্তর্ভুক্ত। অক্ষক্রীড়াকালে এই 'কৃত' নামক পাশাকে জয় করিলেই অপর পাশাগুলি জিত হয়। এই 'কৃত' পাশার দশত্ব সংখ্যার সহিত সাদৃশ্য বশতঃ বায়ু হইতে মন পর্য্যন্ত দশটীকে বলা হয় 'কৃত'।

ভাষ্যানুবাদ

গায়ত্রী উপহিত ব্রহ্মই প্রস্তাবিত হইয়া থাকেন, অথবা যদি গায়ত্রীশব্দের গৌণীবৃত্তিতে ব্রহ্মই অভিহিত হইয়া থাকেন, সকলপ্রকারেই) পূর্ব্ববাক্যে (—ছাঃ ৩।১২।১-৬ ইত্যাদি বাক্যে) ব্রহ্ম প্রস্তাবিত হইয়াছেন, 'ইহা সিদ্ধ হয়' (১৭) ।২১॥১।১।২৫॥

ভাবদীপিকা

আবার বিরাট নামক যে ছন্দঃ, তাহাতে প্রত্যেক পাদে দশটী অক্ষর থাকে ; "দশাক্ষরা বিরাট্", ইহাই এতদ্বিষয়ক শ্রুতিবাক্য। বিরাট্-ছন্দের এই দশ অক্ষরের সাদৃশ্য বশতঃ বায়ু হইতে মন পর্য্যন্ত এই দশটীকে বলা হয় 'বিরাট্'। এইপ্রকারে দশত্ব সংখ্যার সাদৃশ্যবশতঃ বায়ু প্রভৃতি এই দশটাকে 'কৃতরূপে' এবং 'বিরাড্রূপে' ধ্যানের বিধান আছে। এইপ্রকারে বায়ুপ্রভৃতি দশটীকে 'বিরাড্রূপে' ধ্যানের ফলে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ উপাসকের অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য হয়, কারণ শ্রুতি বলেন—"অন্নং বিরাট্", অর্থাৎ 'অন্নই বিরাট্'। আর কৃতরূপে ধ্যানের ফলে, যেমন অপর পাশাসকল 'কৃত' নামক পাশাতে লীন হয় বলিয়া 'কৃত' নামক পাশা হয় উক্ত অপর পাশাসকলের গ্রাসকারী, অর্থাৎ ভোক্তা। তদ্রূপ উপাসক হন অন্নাদ অর্থাৎ দশদিকে অবস্থিত সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের ভোক্তা। ইহাই ছান্দোগ্য ৪।৩।৮ শ্রুতির তাৎপর্য্য। প্রস্তাবিতস্থলে উক্ত দৃষ্টান্তবলে ইহাই বলা হইল যে—যেমন দশত্বসংখ্যার সাদৃশ্যবশতঃ বায়ু প্রভৃতিতে 'কৃত' এবং 'বিরাট্' শব্দের প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ চতুষ্পাত্ত্বরূপ গুণের সাদৃশ্যবশতঃ ব্রহ্মেও গায়ত্রীশব্দের গৌণ প্রয়োগ হইবে, ইত্যাদি।

(১৭) "অপরঃ আহ", ইত্যাদিস্থলে যেপ্রকার ব্যাখ্যা করা হইল, তদনুযায়ী সূত্রার্থ হইবে এই-প্রকার—"ছন্দোঽভিধানাৎ ইতি চেৎ", এই অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বপ্রদর্শিতপ্রকারই থাকিবে। শেষাংশের ব্যাখ্যা হইবে এইপ্রকার—ন—না, তাহা বলিতে পার না ; [কেন বলা যায় না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **তথা**—গায়ত্রীর ন্যায় চতুষ্পাত্ত্বরূপ গুণের সাদৃশ্যবশতঃ, **চেতোঽর্পণ-নিগদাৎ**—[যাহার দ্বারা ব্রহ্মে চিত্ত সমর্পিত হয়, তাহা চেতোঽর্পণ, অর্থাৎ গায়ত্রীশব্দ], সেই গায়ত্রীশব্দের দ্বারা যেহেতু ব্রহ্মই নিগদিত (—কথিত) হইতেছেন। [সেইহেতু গায়ত্রীশব্দে গায়ত্রীছন্দকে বুঝাইবে না। সাদৃশ্যবশতঃ ছন্দোবাচক শব্দের অন্যত্র প্রয়োগবিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] **তথা হি দর্শনম্**—যেমন "তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে" (ছাঃ ৪।৩।৮) ইত্যাদি শ্রুতিতে দশত্বসংখ্যার সাদৃশ্যবশতঃ ছন্দোবাচক বিরাট্শব্দের অন্যত্র (—বায়ুপ্রভৃতিতে) প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়, ইত্যাদি।

রত্নপ্রভাকার বলেন—"অপরঃ আহ", এইস্থলে 'অপর' শব্দটী প্রযুক্ত হওয়ায় এই গৌণত্বপক্ষ ভগবান্ ভাষ্যকারের স্বমত নহে, ইহা দ্যোতিত হইতেছে। প্রথমে বর্ণিত অজহল্লক্ষণাপক্ষ গৃহীত হইলে গায়ত্রীর যাহা নিজস্ব গুণ— ["বাগ্ বৈ গায়ত্রী", "গায়তি চ ত্রায়তে চ", ছাঃ ৩।১২।১] "বাণীই গায়ত্রী", অর্থাৎ গায়ত্রীর বাগাত্মকতা, এবং "প্রাণিগণের নাম গান করা (—নাম প্রদান করা) ও তাহাদিগকে ভয় হইতে ত্রাণ করা", ইত্যাদি, এইসকল কিছুই ত্যক্ত হয় না। গায়ত্রী ব্রহ্মের উপাধিরূপে গৃহীত হওয়ায় এই সমস্তই উপাস্যকোটির অন্তর্গত হইয়া পড়ে। শেষোক্ত গৌণত্বপক্ষ গৃহীত হইলে গায়ত্রীপদার্থই ত্যক্ত হওয়ায় উক্ত গুণসকল ত্যক্ত হইয়া পড়ে, অপ্রসিদ্ধ চতুষ্পাত্ত্বরূপ গুণযোগে ব্রহ্মকে লাভ করিতে হয় বলিয়া বিপ্রকৃষ্টলক্ষণা হইয়া পড়ে, ইত্যাদি নানা দোষ হয়।

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্ ॥১।১।২৬॥

পদচ্ছেদ—ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেঃ, চ, এবম্।

সূত্রার্থ—[ইতশ্চ গায়ত্রীবাক্যে ব্রহ্ম এব প্রতিপাদ্যম্], **ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেঃ**—ভূতপৃথিবীশরীরহৃদয়ৈঃ চতুষ্পদা গায়ত্রী (ছাঃ ৩।১২।১-৫), ইতি ব্যপদেশস্য ব্রহ্মণি এব উপপত্তেঃ, **চ**—অপি, **এবম্**—গায়ত্রীবাক্যে ব্রহ্ম এব প্রতিপাদ্যম্। [অতঃ জ্যোতির্বাক্যে দ্যুসম্বন্ধাৎ তদেব ব্রহ্ম প্রত্যভিজ্ঞায়তে ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[আর এই হেতুবশতঃও গায়ত্রীবাক্যে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য], **ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেঃ চ**—"ভূত পৃথিবী শরীর এবং হৃদয়ের দ্বারা গায়ত্রী চতুষ্পাদবিশিষ্টা", এইপ্রকার কথন ব্রহ্মেই সঙ্গত হয় বলিয়াও, **এবম্**—গায়ত্রীবাক্যে ব্রহ্মই প্রদিপাদ্য। [অতএব দ্যুলোকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ জ্যোতির্ব্বাক্যে সেই ব্রহ্মেরই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

[৩৬৭ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ এবম্ অভ্যুপগন্তব্যম্ অস্তি, পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে প্রকৃতং ব্রহ্ম ইতি; যতঃ ভূতাদীন্ পাদান্ ব্যপদিশতি।১ ভূতপৃথিবীশরীরহৃদয়ানি হি নির্দ্দিশ্য আহ—"সা এষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী" (ছাঃ ৩।১২।৫) **ইতি।২ নহি ব্রহ্মানাশ্রয়ণে কেবলস্য ছন্দসঃ ভূতাদয়ঃ পাদাঃ উপপদ্যন্তে।৩ অপিচ ব্রহ্মানাশ্রয়ণে ন ইয়ম্ ঋক্ সম্বধ্যেত—"তাবান্ অস্য মহিমা"** (ছাঃ ৩।১২।৬) **ইতি।৪ অনয়া হি ঋচা স্বরসেন ব্রহ্ম এব অভিধীয়তে—"পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"** (ঐ)

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পরবর্ত্তী বাক্যসকলের তাৎপর্য্যাবধারণদ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী গায়ত্রীবাক্যের অর্থ নিরূপণ।]

(১৮) আর এই কারণেও এইপ্রকার স্বীকার করিতে হইবে যে—পূর্ব্ববাক্যে (**ছাঃ** ৩।১২।১-৬ ইত্যাদিস্থলে) ব্রহ্ম প্রস্তাবিত হইয়াছেন, যেহেতু [শ্রুতি] ভূত প্রভৃতিকে পাদসকলরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন।১ ভূত (—প্রাণিজাত, **ছাঃ** ৩।১২।১), পৃথিবী (**ছাঃ** ৩।১২।২), শরীর (**ছাঃ** ৩।১২।৩) এবং হৃদয়কে (**ছাঃ** ৩।১২।৪,পাদসকলরূপে] নির্দ্দেশ করিয়া [শ্রুতি] বলিতেছেন—"সেই এই গায়ত্রী চারিটি পাদবিশিষ্টা এবং ছয় প্রকার", ইত্যাদি।২ ব্রহ্মকে আশ্রয় না করিলে কেবল [গায়ত্রী] ছন্দের ভূত-প্রভৃতি পাদসকল নিশ্চয়ই উপপন্ন হয় না।৩ আরও দেখ, ব্রহ্মকে গ্রহণ না করিলে "তাবানস্য মহিমা" ইত্যাদি ঋক্-মন্ত্রটি সমন্বিত হয় না।৪ যেহেতু এই ঋগ্‌মন্ত্রের দ্বারা স্বরসভাবে (—স্ব-সামর্থ্যবশতঃ) ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন, কারণ "সমস্ত ভূত

ভাবদীপিকা

(১৮) যদি বলা হয়—"গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৩।১২।১) এইপ্রকারে গায়ত্রী শব্দটী প্রথমে পঠিত হইয়াছে বলিয়া অসংজাতবিরোধিন্যায়বলে তাহার গায়ত্রীছন্দোরূপ মুখ্যার্থই গৃহীত হওয়া সঙ্গত, ব্রহ্মরূপ অর্থ গ্রহণের জন্য লক্ষণাবৃত্তি অঙ্গীকার করা উচিত নহে, ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—**ইতশ্চ**—'আর এইকারণেও', ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি সর্বাত্মত্বোপপত্তেঃ।৫ পুরুষসূক্তে অপি ইয়ম্ ঋক্ ব্রহ্মপরতয়া এব সমাম্নায়তে।৬ স্মৃতিশ্চ ব্রহ্মণঃ এবংরূপতাং দর্শয়তি—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্ একাংশেন স্থিতো জগৎ" (গীতা ১০।৪২) ইতি।৭ "যদ্বৈ তৎ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১২।৭) ইতি চ নির্দ্দেশঃ এবং সতি মুখ্যার্থে উপপদ্যতে।৮ "পঞ্চব্রহ্মপুরুষাঃ" (ছাঃ ৩।১৩।৬) ইতি চ হৃদয়সুষিষু ব্রহ্মপুরুষশ্রুতিঃ ব্রহ্মসম্বন্ধিতায়াং বিবক্ষিতায়াং সম্ভবতি।৯ তস্মাৎ অস্তি

ভাষ্যানুবাদ

ইহার একটী পাদ, অমৃতস্বরূপ তিনটী পাদ দ্যুলোকে (—স্বস্বরূপে) অবস্থিত", এইপ্রকারে সর্ব্বস্বরূপতা হয় উপপন্ন।৫ পুরুষসূক্তেও এই ঋগ্‌মন্ত্রটি ব্রহ্মপ্রতিপাদকরূপে পঠিত হইতেছে।৬ আর স্মৃতিও ব্রহ্মের এইপ্রকার স্বরূপ (—ভূতপাদত্ব) প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"আমি এই সমগ্র জগৎকে একাংশমাত্রদ্বারা ধারণকরতঃ অবস্থান করিতেছি", ইত্যাদি।৭ [পূর্ব্বপক্ষী যে 'ব্রহ্ম'পদকে ছন্দের বাচকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন (১।১।২৫ সূঃ ৫ বাক্য), তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] আর এইপ্রকার হইলে (—পূর্ব্ববর্ত্তী ঋগ্‌মন্ত্রে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা স্বীকার করিলে) "যদ্বৈ তৎ ব্রহ্ম", এই যে নির্দ্দেশ, তাহা [ব্রহ্মরূপ] মুখ্য অর্থে সঙ্গত হয় (১৯), [গায়ত্রীছন্দোরূপ অর্থে নহে।৮ আর এই হেতুবশতঃও পূর্ব্বে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন। কি সেই হেতু, তাহা বলিতেছেন—] আর "এই পাঁচজন ব্রহ্মের অধীন পুরুষ", এইরূপে হৃদয়ের ছিদ্রসকলে ব্রহ্মের অধীন পুরুষসকলের প্রতিপাদনকারিণী শ্রুতি, ব্রহ্মের সহিত [এই প্রকরণের] সম্বন্ধ বিবক্ষিত হইলে হয় সঙ্গত (২০)।৯ সেইহেতু (—গায়ত্রীবাক্যের ছন্দোমাত্ররূপ অর্থ

ভাবদীপিকা

(১৯) "যদ্বৈ তৎ ব্রহ্ম", (ছাঃ৩।১২।৭) ইহা সিদ্ধান্তপক্ষে একটী ব্রহ্মবোধক বাক্যপ্রমাণ।

(২০) গায়ত্রীর পাদবর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রুতি বলিলেন—"অন্তঃপুরুষে হৃদয়ম্, অস্মিন্ হি ইমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা" (ছাঃ ৩।১২।৪) ইত্যাদি। অতঃপর সেই হৃদয়ের দ্বারপালাদিগুণ বিধানের জন্য শ্রুতি বলিলেন—"তস্য হ বৈ এতস্য হৃদয়স্য পঞ্চদেবসুষয়ঃ" (ছাঃ ৩।১৩।১) ইত্যাদি। এইস্থলে ব্রহ্মের অবস্থিতির স্থানভূত যে হৃদয় নামক নগর, তাহার পাঁচটী ছিদ্রভূত দ্বারে প্রাণ অপান ব্যান উদান ও সমান নামক পাঁচজন দ্বারপালের অবস্থিতি ধ্যানের জন্য বর্ণিত হইয়াছে (ছাঃ ৩।১৩। ১-৫)। এই প্রাণাদি পাঁচটীকে বলা হইয়াছে "ব্রহ্মপুরুষ" (ছাঃ ৩।১৩।৬)। এই 'ব্রহ্মপুরুষ' শব্দের অর্থ—ব্রহ্মসম্বন্ধী পুরুষ, যেমন রাজসম্বন্ধী পুরুষকে বলা হয় 'রাজপুরুষ'। এখন হৃদয়ে যদি ব্রহ্ম থাকেন, তবেই এই প্রাণাদির ব্রহ্মপুরুষতা সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বে গায়ত্র্যুপাসনার প্রকরণে হৃদয়ের সহিত প্রাণসকলের সম্বন্ধও (ছাঃ ৩।১২।৪) প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখানে সেই প্রাণসকলই ব্রহ্মপুরুষ হওয়ায় পূর্ব্ব প্রকরণে বর্ণিত গায়ত্রীই যে গায়ত্র্যুপহিত ব্রহ্ম, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্যথা প্রাণাদির ব্রহ্মপুরুষতা সিদ্ধ হয় না, ইহাই এইস্থলে তাৎপর্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে ব্রহ্ম প্রকৃতম্।১০ তদেব ব্রহ্ম জ্যোতির্বাক্যে দ্যু-সম্বন্ধাৎ প্রত্যভিজ্ঞায়মানং পরামৃশ্যতে ইতি স্থিতম্।১১॥১।১।২৬॥

ভাষ্যানুবাদ

সম্ভব না হওয়ায়, ছাঃ ৩।১২।১ ইত্যাদি] পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে ব্রহ্ম প্রস্তাবিত হইয়াছেন (২১)।১০ সেই ব্রহ্মই জ্যোতির্ব্বাক্যে (—ছাঃ ৩।১৩।৭ বাক্যে) দ্যুলোকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ প্রত্যভিজ্ঞাত হইয়া পরামৃষ্ট (—উল্লিখিত) হইতেছেন, ইহা সিদ্ধ হইল।১১॥১।১।২৬॥

উপদেশভেদান্নেতিচেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥১।১।২৭॥

পদচ্ছেদ—উপদেশভেদাৎ, ন, ইতি, চেৎ, ন, উভয়স্মিন্, অপি, অবিরোধাৎ।

সূত্রার্থ—[ননু পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (ছাঃ ৩।১২।৬) ইতি সপ্তম্যা দ্যৌঃ আধারত্বেন নির্দ্দিশ্যতে; অথ "যদতঃ পরঃ দিবঃ জ্যোতিঃ" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইতি অত্র পঞ্চম্যা অবধিত্বেন দ্যৌঃ নির্দ্দিশ্যতে। তথাচ] **উপদেশভেদাৎ**—বিভক্তিভেদেন উপদেশবাক্যস্য ভেদাৎ, **ন**—জ্যোতির্বাক্যে ব্রহ্মণঃ প্রত্যভিজ্ঞানং ন সম্ভবতি, **ইতি চেৎ, ন**—ন অয়ং দোষঃ, **উভয়স্মিন্ অপি অবিরোধাৎ**—পক্ষদ্বয়ে বিভক্তিভেদেন উপদেশবাক্যদ্বয়ভেদেঽপি প্রাতিপদিকার্থস্য একত্বেন প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ অবিরোধাৎ। [তস্মাৎ পরং ব্রহ্মৈব জ্যোতিঃশব্দিতং কৌক্ষেয়কাগ্নৌ উপাস্যং, ন অন্যৎ ভৌতিকং তেজঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি", এইস্থলে সপ্তমীবিভক্তির দ্বারা দ্যুলোক আধাররূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, অনন্তর "যদতঃ পরঃ দিবঃ জ্যোতিঃ", এইস্থলে পঞ্চমীবিভক্তির দ্বারা দ্যুলোক সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তাহাতে] **উপদেশভেদাৎ**—বিভক্তির বিভিন্নতা বশতঃ উপদেশবাক্যের বিভিন্নতা হয় বলিয়া, **ন**—জ্যোতির্বাক্যে ব্রহ্মের প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব নহে, **ইতি চেৎ**—যদি ইহা বলা হয়, [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—না, ইহা দোষ নহে, **উভয়-**

ভাবদীপিকা

(২১) ১৮ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত আক্ষেপের সমাধানরূপে এখানে ইহাই বলা হইল যে—অসংজাতবিরোধিন্যায়বলে আদিতে পঠিত গায়ত্রীশব্দের গায়ত্রীছন্দোরূপ মুখ্যার্থই গৃহীত হয় বলিয়া তাহা হয় তদ্বোধক শ্রুতিপ্রমাণ। সুতরাং তাহার অন্যথাসিদ্ধি, অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মরূপ অর্থগ্রহণ যদিও সঙ্গত নহে। কিন্তু তথাপি "আদিতে পঠিত একটী প্রমাণাপেক্ষা বাক্যশেষগত তাৎপর্য্যবান্ অনেক প্রমাণ হয় বলবান্", এই ন্যায়বলে বাক্যশেষগত ভূতপাদত্ব ও দ্যুসম্বন্ধত্ব প্রভৃতি (৮ ভাবদীঃ) লিঙ্গপ্রমাণ, "তাবানস্য মহিমা" (ছাঃ ৩।১২।৬) এই মন্ত্রে পঠিত সর্ব্বাত্মকত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণ (৭ ভাবদীঃ), "যদ্বৈ তৎ ব্রহ্ম" (১৯ ভাবদীঃ) এই ব্রহ্মবোধক বাক্যপ্রমাণ, ইত্যাদির বলে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রেত উক্ত শ্রুতিপ্রমাণ অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িল। বাক্যশেষগত এতগুলি প্রমাণ এক ব্রহ্মবস্তুকেই সমর্পণ করায় ব্রহ্মবোধনেই যে তাহাদের তাৎপর্য্য, ইহা অবগত হওয়া যায়, কারণ "প্রত্যয়সংবাদ" (—অনেকের দ্বারা একই বস্তুবিষয়ক জ্ঞানোৎপাদন) হয়, তাৎপর্য্যনিশ্চয়ের অন্যতম হেতু। ["প্রত্যয়সংবাদস্য তাৎপর্য্যনিমিত্তত্বাৎ"—শারীরকন্যায়সংগ্রহ]।

স্মিন্ অপি অবিরোধাৎ—যেহেতু পঞ্চদ্বয়ে বিভক্তির বিভিন্নতা বশতঃ উপদেশবাক্যদ্বয়ের বিভিন্নতা হইলেও, প্রাতিপদিকের অর্থ একই হওয়ায় প্রত্যভিজ্ঞার বিরোধ হয় না। [অতএব জ্যোতিঃশব্দবোধ্য পরব্রহ্মই জাঠরাগ্নিতে উপাস্য, কিন্তু অন্য ভৌতিক তেজঃ নহে, ইহা সিদ্ধ হইল।]

শাঙ্করভাষ্যম্

যদপি এতদুক্তম্—পূর্ব্বত্র "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (ছাঃ ৩।১২।৬) ইতি সপ্তম্যা দ্যৌঃ আধারত্বেন উপদিষ্টা, ইহ পুনঃ "অথ যদতঃ পরঃ দিবঃ" (ছাঃ ৩।১৩।৭) ইতি পঞ্চম্যা মর্য্যাদাত্বেন, তস্মাৎ উপদেশভেদাৎ ন তস্য ইহ প্রত্যভিজ্ঞানম্ অস্তি ইতি; তৎপরিহর্ত্তব্যম্।১ অত্র উচ্যতে—নায়ং দোষঃ, "উভয়স্মিন অপি অবিরোধাৎ"।২ উভয়স্মিন্ অপি সপ্তম্যন্তে পঞ্চম্যন্তে চ উপদেশে ন প্রত্যভিজ্ঞানং বিরুধ্যতে।৩ যথা লোকে বৃক্ষাগ্রসম্বদ্ধঃ অপি শ্যেনঃ উভয়থা উপদিশ্যমানঃ দৃশ্যতে—'বৃক্ষাগ্রে শ্যেনঃ, বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শ্যেনঃ' ইতি চ।৪ এবং দিবি এব সৎ ব্রহ্ম 'দিবঃ পরম্' ইতি উপদিশ্যতে।৫

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উপদেশের বিভিন্নতা থাকিলেও দ্যুসম্বন্ধরূপ লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মের প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব।]

আর যে বলা হইয়াছে—পূর্ব্বে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি", এইরূপে সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা দ্যুলোক আধাররূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, এইস্থলে কিন্তু "অথ যদতঃ পরঃ দিবঃ", এইরূপে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা [দ্যুলোক] সীমারূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইহেতু উপদেশের বিভিন্নতাবশতঃ তাঁহার (—পূর্ব্ববর্ত্তী গায়ত্রীবাক্যস্থ চতুষ্পাদ ব্রহ্মের) এখানে প্রত্যভিজ্ঞা হয় না (১।১।২৪ সূঃ ৩৭-৩৯ বাক্য) ইত্যাদি ; তাহাকে পরিহার করিতে হইবে।১ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—ইহা দোষ নহে, "উভয়স্মিন্ অপি অবিরোধাৎ"।২ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত এবং পঞ্চমীবিভক্ত্যন্ত এই উভয়প্রকার উপদেশেও প্রত্যভিজ্ঞার বিরোধ হয় না।৩ যেমন লোকমধ্যে বৃক্ষের অগ্রভাগের সহিত সম্বদ্ধ যে শ্যেন পক্ষী, তাহা উভয়প্রকারে উপদিষ্ট হইতে দেখা যায়, যথা—'বৃক্ষের অগ্রভাগে শ্যেন পক্ষী' [ইহা সপ্তমী বিভক্তির দৃষ্টান্ত], এবং 'বৃক্ষাগ্র হইতে উপরে শ্যেন পক্ষী' [(২২) ইহা পঞ্চমী বিভক্তির দৃষ্টান্ত], ইত্যাদি।৪ এইপ্রকারে ব্রহ্ম দ্যুলোকেই (হৃদয়াকাশেই, প্রকাশাত্মক স্বস্বরূপেই, সূর্য্যেই) অবস্থিত হইলেও দ্যুলোক হইতে উর্দ্ধে, এইপ্রকারে উপদিষ্ট হইতেছেন (২২)।৫

ভাবদীপিকা

(২২) এইস্থলে দৃষ্টান্তে শ্যেন পক্ষীর যে অবয়ব (—পদদ্বয়) বৃক্ষের অগ্রভাগের সহিত সংলগ্ন থাকে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সপ্তমীবিভক্তির দ্বারা "বৃক্ষের অগ্রভাগে শ্যেন", এইরূপে বৃক্ষের অগ্রভাগকে মুখ্যভাবে আধাররূপে বলা হইতেছে। আবার ঐ পক্ষীরই যে অবয়ব (—মস্তকাদি) বৃক্ষাগ্রের সহিত সংলগ্ন নহে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া "বৃক্ষাগ্র হইতে উপরে শ্যেন", এইরূপে পঞ্চমীবিভক্তির দ্বারা বৃক্ষের অগ্রভাগকে মর্য্যাদারূপে (—সীমারূপে) বলা হইতেছে। এইপ্রকারে শ্যেনপক্ষীর দৃষ্টান্ত-

শাঙ্করভাষ্যম্

অপরঃ আহ—যথা লোকে বৃক্ষাগ্রেণ অসম্বদ্ধঃ অপি শ্যেনঃ উভয়থা উপদিশ্যমানঃ দৃশ্যতে, 'বৃক্ষাগ্রে শ্যেনঃ', 'বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শ্যেনঃ' ইতি চ।৬ এবং চ দিবঃ পরম্ অপি সৎ ব্রহ্ম 'দিবি' ইতি উপদিশ্যতে।৭ তস্মাৎ অস্তি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ ইহ প্রত্যভি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উপদেশের বিভিন্নতা থাকিলেও নিরুপাধিক ও অসম্বদ্ধ ব্রহ্মের প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব।]

[নিরুপাধিক, সুতরাং ভূতাকাশাদির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে ভূতাকাশাবচ্ছিন্নরূপে কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে। সেইহেতু নিরুপাধিক ব্রহ্মকে গ্রহণ করতঃ ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] অপরে বলেন—যেমন লোকমধ্যে শ্যেন পক্ষী বৃক্ষের অগ্রভাগের সহিত সম্বদ্ধ না হইলেও উভয়প্রকারে উপদিষ্ট হইতে দেখা যায়, যথা—'বৃক্ষের অগ্রভাগে শ্যেন' এবং 'বৃক্ষাগ্র হইতে উপরে শ্যেন', ইত্যাদি।৬ এইপ্রকারে ব্রহ্ম দ্যুলোক হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত হইলেও (—তাহার সহিত অসংশ্লিষ্ট হইলেও), "দ্যুলোকে", এইপ্রকারে উপদিষ্ট হইতেছেন(২৩)।৭ সেইহেতু (—দ্যুলোকাসংশ্লিষ্ট ব্রহ্ম এইপ্রকারে উপদিষ্ট হন বলিয়া, ছাঃ ৩।১২।৬ ইত্যাদিস্থলে] পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট যে ব্রহ্ম, তাঁহার এখানে (—৩।১৩।৭ ছান্দোগ্যবাক্যে) প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে।৮

ভাবদীপিকা

বলম্বনে ইহাই বলা হইল যে—যাহা আধার হয়, তাহাই স্থলবিশেষে বক্তার বচনশৈলীবশতঃ কদাচিৎ সীমারও বোধক হয় বলিয়া পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা বিভিন্নভাবে উপদিষ্ট হইলেও এক শ্যেন পক্ষীরই প্রত্যভিজ্ঞা হয়, কারণ যে শ্যেন বৃক্ষাগ্রে থাকে, অর্থাৎ বৃক্ষাগ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট, সেই শ্যেনই বৃক্ষাগ্র হইতে উপরেও থাকে, অর্থাৎ তাহা হইতে অসংশ্লিষ্টও বটে। প্রস্তাবিত দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্মবিষয়েও তদ্রূপ সপ্তমী ও পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা বিভিন্নভাবে উপদিষ্ট হইলেও একই ব্রহ্মের প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, কারণ ছাঃ ৩।১২।৬ বাক্যে "দিবি" এইরূপে সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা হৃদয়াকাশাদিরূপ যে দ্যুলোক, তাহাকে ব্রহ্মের মুখ্য আধাররূপে (—ব্রহ্মসংশ্লিষ্টরূপে) গ্রহণ করা হইয়াছে। ছাঃ ৩।১৩।৭ বাক্যে হৃদয়াকাশাদিরূপ সেই আধারের সহিত অসংশ্লিষ্ট ভূতাকাশাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহা হইতে ভিন্ন (—ভূতাকাশাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের সহিত অসংশ্লিষ্ট) সেই হৃদয়াকাশাদিরূপ দ্যুলোককেই "পরঃ দিবঃ" এইরূপে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা তাঁহার সীমারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এইরূপে হৃদয়াকাশাদিরূপ যে দ্যুলোক উপাসনার জন্য আধাররূপে কল্পিত হইয়াছে, সেই হৃদয়াকাশাদিরূপ দ্যুলোকই তজ্জন্য সীমারূপে কল্পিত হইয়াছে বলিয়া দ্যুসম্বন্ধত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে আধার ও সীমাভূত যে দ্যুলোক, তৎসম্বন্ধী (—তাহার সহিত একত্র উল্লিখিত) অভিন্ন ব্রহ্মের প্রত্যভিজ্ঞাতে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না।

(২৩) এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে তাৎপর্য্য এই—উড্ডীয়মান্ শ্যেনপক্ষী বৃক্ষের অগ্রভাগের সহিত সংলগ্ন না থাকিলেও, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 'বৃক্ষাগ্রে শ্যেন', এইপ্রকার বাক্য যখন প্রযুক্ত হয়, তখন বস্তুতঃ শ্যেনপক্ষীর সহিত বৃক্ষাগ্রের আধার-আধেয়ভাবের বোধ না হইয়া সামীপ্যমাত্রের বোধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

জ্ঞানম্ ।৮ অতঃ পরম্ এব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দম্ ইতি সিদ্ধম্ ।৯॥১।১।২৭॥
ইতি দশমং জ্যোতিশ্চরণাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

অতএব [পূর্ব্বে উল্লিখিত প্রমাণসকলের বলে] পরব্রহ্মই জ্যোতিঃশব্দবাচ্য, ইহা সিদ্ধ হইল ।৯॥১।১।২৭॥ জ্যোতিশ্চরণাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

১১। প্রাতর্দ্দনাধিকরণম্ । [২৮-৩১ সূত্র]

[ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণম্ । তথানুগমাধিকরণম্ ।]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—কৌষীতকি ৩।২ বাক্যে পরব্রহ্মই প্রাণশব্দের প্রতিপাদ্য ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে, পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ত্রিপাদ ব্রহ্মের বাচক 'যৎ'-পদশ্রুতি এবং অনন্যথাসিদ্ধ তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গ প্রভৃতি অন্য প্রমাণসকলের বলে জ্যোতিঃশব্দকে ব্রহ্মরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । প্রস্তাবিত অধিকরণে কিন্তু সেইপ্রকার ব্যাখ্যা সম্ভব হইবে না, কারণ 'প্রাণ' শব্দকে ব্রহ্মরূপে ব্যাখ্যা করিবার অনুকূল তাদৃশ কোন অসাধারণ প্রমাণ এখানে নাই । এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয় ।

ন্যায়মালা

প্রাণোঽস্মীত্যত্র বায্বিন্দ্র জীবব্রহ্মসু সংশয়ঃ ।
চতুর্ণাং লিঙ্গসদ্ভাবাৎ পূর্ব্বপক্ষস্ত্বনির্ণয়ঃ ॥
ব্রহ্মণোঽনেকলিঙ্গানি তানি সিদ্ধান্যনন্যথা ।
অন্যেষামন্যথাসিদ্ধের্ব্যুৎপাদ্যং ব্রহ্ম নেতরৎ ॥

অন্বয়—"প্রাণঃ অস্মি" ইতি অত্র বায্বিন্দ্রজীবব্রহ্মসু সংশয়ঃ । চতুর্ণাং লিঙ্গসদ্ভাবাৎ পূর্ব্বপক্ষঃ তু অনির্ণয়ঃ । অনেকলিঙ্গানি ব্রহ্মণঃ, তানি অনন্যথাসিদ্ধানি, অন্যেষাম্ অন্যথাসিদ্ধেঃ ব্রহ্ম ব্যুৎপাদ্যং, ন ইতরৎ ।

ভাবদীপিকা

এইরূপে দ্যুলোকরূপ আধারের বোধক 'দিবি' এই সপ্তম্যন্ত পদের লক্ষণাবৃত্তিবলে "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" (—গঙ্গাসমীপে ঘোষপল্লী), ইত্যাদিস্থলের ন্যায় সামীপ্যরূপ অর্থ লব্ধ হয় । আবার উড্ডীয়মান শ্যেন বস্তুতঃ বৃক্ষাগ্রের সহিত সংলগ্ন না থাকায় "বৃক্ষাগ্র হইতে উপরে শ্যেন", এইপ্রকার বাক্য প্রযুক্ত হইলে, পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা বৃক্ষের অগ্রভাগটী মুখ্যভাবে শ্যেনপক্ষীর অবস্থানের সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হয় । এইপ্রকারে শ্যেন বৃক্ষাগ্রের সহিত সংলগ্ন না হইলেও, একই বৃক্ষাগ্রকে তাহার সমীপবর্ত্তিবস্তুরূপে এবং সীমারূপে বোধ হয় । দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্মবিষয়েও তদ্রূপ নিরুপাধিক নিরবয়ব ব্রহ্ম দ্যুলোকের সহিত সম্বদ্ধ না হইলেও সপ্তমীবিভক্তির দ্বারা উক্তরূপে দ্যুলোককে তাঁহার সমীপবর্ত্তিবস্তুরূপে এবং পঞ্চমীবিভক্তির দ্বারা দ্যুলোককে মুখ্যভাবে তাঁহার সীমারূপে কল্পনা করিতে কোন বাধা হয় না । [বলা বাহুল্য, এইস্থলে "ন চাহং তেষু অবস্থিতঃ" (গীতা ৯।৪) ইত্যাদি বাক্যোক্ত ন্যায়বলে উপাসনার উপপত্তির জন্য ব্রহ্মের 'সর্ব্বব্যাপিত্ব' গৃহীত হইতেছে না] । এইরূপে উপাসনার জন্য শ্রুতিবলে যে দ্যুলোক ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তিবস্তুরূপে কল্পিত হইতেছে, সেই দ্যুলোকই তজ্জন্য সীমারূপে কল্পিত হইতেছে বলিয়া সেই অভিন্ন দ্যুলোকোপলক্ষিত অভিন্ন ব্রহ্মের প্রত্যভিজ্ঞাতে কোন বিরোধ হয় না । সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—উপদেশের বিভিন্নতা বশতঃ ব্রহ্মের প্রত্যভিজ্ঞা হইবে না, তাহা সঙ্গত নহে । জ্যোতিশ্চরণাধিকরণ সমাপ্ত ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—কৌষীতকীনাম্ উপনিষদি ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাখ্যায়িকায়াং প্রতর্দ্দনং প্রতি ইন্দ্রোক্তিঃ—"প্রাণঃ অস্মি প্রজ্ঞাত্মা" (কৌঃ ৩।২) ইত্যাদি। ইদমেব অত্র বিষয়বাক্যম্। তত্র অনেকলিঙ্গদর্শনাং কতমৎ লিঙ্গং, তদাভাসং বা কতমৎ ইতি নির্ণয়াভাবাৎ] "প্রাণঃ অস্মি" ইতি অত্র [শ্রুতৌ] বায়বিন্দ্রজীবব্রহ্মসু [কঃ প্রাণঃ, ইতি ভবতি] সংশয়ঃ।

পূর্ব্বপক্ষ—["ইদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি" (কৌঃ ৩।৩) ইতি প্রাণবায়োঃ লিঙ্গম্, "প্রাণঃ অস্মি" (কৌঃ ৩।২) ইতি বক্তুঃ অহঙ্কারবাদঃ বক্তুঃ ইন্দ্রস্য লিঙ্গম্, "বক্তারং বিদ্যাৎ" (কৌঃ ৩।৮) ইতি বক্তৃত্বং জীবলিঙ্গম্, "আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ" (কৌঃ ৩।৮) ইতি ব্রহ্মলিঙ্গম্। এবম্প্রকারেণ প্রাণাদীনাং] চতুর্ণাং লিঙ্গসদ্ভাবাৎ, [তেষাং চ লিঙ্গানাং প্রাবল্যদৌর্ব্বল্যবিবেকাভাবাৎ] পূর্ব্বপক্ষঃ তু অনির্ণয়ঃ [স্যাৎ]।

সিদ্ধান্ত—[অত্র "ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে" (কৌঃ ৩।১), "ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন" (কৌঃ ৩।১) ইত্যাদি শ্রুতৌ হিততমত্ব মহাপাতকাদ্যলেপকত্বাদিকানি] অনেকলিঙ্গানি ব্রহ্মণঃ [সন্তি। নচ এতানি প্রাণেন্দ্রজীবপক্ষেষু কথঞ্চিদপি উপপাদয়িতুং শক্যন্তে। অতঃ] তানি [ব্রহ্মণি] অনন্যথাসিদ্ধানি [ভবন্তি। প্রাণাদিলিঙ্গানি তু ব্রহ্মণি অপি উপপদ্যন্তে, প্রাণাদীনাং ব্রহ্মবোধদ্বারত্বাৎ। অতঃ] অন্যেষাং [প্রাণাদীনাং লিঙ্গানাং] অন্যথাসিদ্ধেঃ, [ব্রহ্মলিঙ্গানাং চ অনেকত্বাৎ অনন্যথাসিদ্ধত্বাৎ চ প্রাবল্যাৎ, প্রাণশব্দেন] ব্রহ্ম ব্যুৎপাদ্যম্, ন ইতরৎ।

অনুবাদ

সংশয়—[কৌষীতকিশাখাধ্যায়িগণের উপনিষদে ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দনের আখ্যায়িকাতে প্রতর্দ্দনের প্রতি ইন্দ্রের এইপ্রকার উক্তি আছে—"আমি প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা", ইত্যাদি। ইহাই এখানে বিষয়বাক্য। সেইস্থলে অনেক লিঙ্গপ্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া কোনটী যথার্থ লিঙ্গপ্রমাণ, কোনটী বা লিঙ্গাভাস, ইহা নির্ণয় হয় না বলিয়া] "প্রাণঃ অস্মি," ইত্যাদি এই শ্রুতিতে বায়ু ইন্দ্র জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে [কে প্রাণশব্দের প্রতিপাদ্য, এই বিষয়ে] সংশয় হয়।

পূর্ব্বপক্ষ—["এই শরীরকে গ্রহণ করিয়া উত্থাপিত করেন," ইহা প্রাণবায়ুবোধক লিঙ্গপ্রমাণ, "আমি প্রাণ," এইপ্রকারে যে বক্তার অহঙ্কারবাদ (—'আমি', এইরূপে নিজেকে নির্দ্দেশ করা), ইহা বক্তা ইন্দ্রদেবতার জ্ঞাপক লিঙ্গপ্রমাণ, "বক্তাকে জানিবে," এইস্থলে যে বক্তৃত্ব, তাহা জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ, 'আনন্দ অজর অমৃত," ইহা ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ। এইপ্রকারে প্রাণপ্রভৃতি] চারিটীর বোধক লিঙ্গপ্রমাণ থাকায় [এবং সেই লিঙ্গপ্রমাণসকলের প্রাবল্য ও দৌর্ব্বল্য নির্ণীত না হওয়ায়] পূর্ব্বপক্ষ কিন্তু নির্ণীত হয় না।

সিদ্ধান্ত—[এখানে 'আপনি মনুষ্যের পক্ষে যাহা সর্ব্বোত্তম হিতকর বলিয়া মনে করেন", "মাতৃবধের দ্বারা নহে, পিতৃবধের দ্বারা নহে," ইত্যাদি শ্রুতিতে 'হিততমত্ব' এবং 'মহাপাতক প্রভৃতির সহিত সংশ্লেষশূন্য হওয়া' ইত্যাদি] অনেক লিঙ্গপ্রমাণ ব্রহ্মবিষয়ে আছে। [আর এই সকলকে মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রদেবতা ও জীবপক্ষে কোনপ্রকারেই উপপাদন করিতে পারা যায় না। সেইহেতু] তাহারা ব্রহ্মবিষয়ে অনন্যথাসিদ্ধ হইয়া থাকে। [মুখ্যপ্রাণাদির বোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল কিন্তু ব্রহ্মেও উপপন্ন হয়, যেহেতু মুখ্যপ্রাণ প্রভৃতি হয় ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। সেইহেতু] অপর সকলের অর্থাৎ মুখ্যপ্রাণ প্রভৃতির বোধক লিঙ্গপ্রমাণসকলের অন্যথাসিদ্ধি হইয়া পড়ে বলিয়া [এবং ব্রহ্মবোধক

লিঙ্গপ্রমাণসকল অনেক ও অনন্যথাসিদ্ধ হওয়ায় প্রবল হইয়া পড়ে বলিয়া, প্রাণশব্দের দ্বারা] ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে, অন্যকে (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রদেবতা প্রভৃতিকে) নহে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রদেবতা ও জীব, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটীর উপাসনা। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মজ্ঞান।

প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥১।১।২৮॥

পদচ্ছেদ— প্রাণঃ, তথা, অনুগমাৎ।

সূত্রার্থ— [কৌষীতক্যুপনিষদি ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাখ্যায়িকায়াং প্রতর্দ্দনং প্রতি ইন্দ্রবাক্যং শ্রূয়তে —"প্রাণঃ অস্মি প্রজ্ঞাত্মা" (কৌঃ ৩।২) ইত্যাদি। তত্র কিং প্রাণশব্দেন বায়ুমাত্রম্ অভিধীয়তে, উত ইন্দ্রদেবতা, উত জীবঃ, অথবা পরং ব্রহ্ম ইতি বিশয়ে ; বায়ুমাত্রম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—অত্র শ্রুতৌ আম্নাতঃ] **প্রাণঃ** পরমাত্মা এব, [কুতঃ ?] **তথা**—ব্রহ্মপরত্বে, ["হিততমং মনুসে" (কৌঃ ৩।১) ইতি হিততমত্বাদীনাম্ অনেকলিঙ্গানাম্] **অনুগমাৎ**—তাৎপর্য্যবত্ত্বেন অবগমাৎ।

অনুবাদ—[কৌষীতকী উপনিষদে ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দনের আখ্যায়িকাতে প্রতর্দ্দনের প্রতি ইন্দ্রের বচন শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে—"আমি প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদি। সেইস্থলে কি প্রাণশব্দের দ্বারা বায়ুমাত্র অভিহিত হইতেছে, অথবা ইন্দ্রদেবতা অভিহিত হইতেছেন, অথবা জীব অভিহিত হইতেছে, অথবা পরব্রহ্ম, এইপ্রকার সংশয় হইলে, 'বায়ুমাত্র অভিহিত হইতেছে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—এই শ্রুতিতে] **প্রাণঃ**—প্রাণ নামে যাহা পঠিত হইতেছে, তাহা পরমাত্মাই। [তাহাতে হেতু কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু **তথা**—ব্রহ্মপরতাতে (—প্রাণশব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইলে, "শ্রেষ্ঠতম হিতকর মনে করেন," এইপ্রকারে বর্ণিত হিততমত্ব প্রভৃতি অনেক লিঙ্গপ্রমাণের] **অনুগমাৎ**—তাৎপর্য্যবিশিষ্টরূপে জ্ঞান হয়।

[৩৭৪ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্তি কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদি ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাখ্যায়িকা—"প্রতর্দ্দনঃ হ বৈ দৈবোদাসিঃ ইন্দ্রস্য প্রিয়ং ধাম উপজগাম যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ" (কৌঃ ৩।১) ইতি আরভ্য আম্নাতা।১ তস্যাং শ্রূয়তে—"সঃ হ উবাচ প্রাণঃ অস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মাম্ আয়ুঃ অমৃতম্ ইতি উপাস্স্ব" (কৌঃ ৩।২) ইতি।২ তথা উত্তরত্র অপি "অথ খলু প্রাণঃ এব

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়। ব্রহ্ম ও অব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণদৃষ্টে সংশয়। পূঃ—শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণবলে 'প্রাণ'শব্দে মুখ্যপ্রাণই গ্রহণীয়।]

কৌষীতকিব্রাহ্মণের অন্তর্গত উপনিষদে ইন্দ্র এবং প্রতর্দ্দনের আখ্যায়িকা আছে, [সেইস্থলে] "দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন যুদ্ধ এবং পুরুষকার দ্বারা ইন্দ্রের প্রিয়ধামে গমন করিয়াছিলেন", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া পঠিত হইয়াছে।১ তাহাতে (—সেই আখ্যায়িকাতে) শ্রুত হইতেছে— "তিনি (—ইন্দ্র) প্রতর্দ্দনকে বলিয়াছিলেন, আমি প্রাণ এবং প্রজ্ঞাত্মা, সেই আমাকে আয়ু এবং অমৃতরূপে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি।২ এইরূপে পরবর্ত্তী গ্রন্থেও—"অনন্তর (—বাগাদির দেহধারণাদিশক্তি

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি" (কৌঃ ৩।৩) ইতি।৩ তথা "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" (কৌঃ ৩।৮) ইত্যাদি।৪ অন্তে চ "সঃ এষঃ প্রাণঃ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ (কৌঃ ৩।৮) ইত্যাদি।৫ তত্র সংশয়ঃ—কিম্ ইহ প্রাণশব্দেন বায়ুমাত্রম্ অভিধীয়তে, উত দেবতাত্মা ইতি; জীবঃ অথবা পরং ব্রহ্ম ইতি।৬ ননু "অতএব প্রাণঃ (১।১।২৩) ইতি অত্র বর্ণিতং প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মপরত্বম্।৭ ইহাপি চ ব্রহ্মলিঙ্গম্ অস্তি—"আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ" (কৌঃ ৩।৮) ইত্যাদি।৮ কথম্ ইহ পুনঃ সংশয়ঃ সম্ভবতি ?৯ অনেকলিঙ্গদর্শনাৎ ইতি ব্রূমঃ।১০ ন কেবলম্ ইহ ব্রহ্মলিঙ্গম্ এব উপলভ্যতে, সন্তি হি ইতরলিঙ্গানি অপি।১১ "মাম্ এব বিজানীহি" (কৌঃ ৩।১) ইতি ইন্দ্রস্য বচনং দেবতাত্মলিঙ্গম্।১২ "ইদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি" (কৌঃ

ভাষ্যানুবাদ

নাই, ইহা নিশ্চিত হইলে পর, এইরূপ পঠিত হইতেছে—] প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা (—যিনি ক্রিয়াশক্তিরূপ উপাধিযুক্ত, তিনিই জ্ঞানশক্তিরূপ উপাধিযুক্ত), তিনি এই শরীরকে গ্রহণ করিয়া (—আমি ও আমার রূপে অভিমান করিয়া, তাহাকে শয়নাদি অবস্থা হইতে] উত্থাপিত করেন", ইত্যাদি।৩ এইরূপে "বাগিন্দ্রিয়কে জানিতে ইচ্ছা করিও না, বক্তাকে জানিবে", ইত্যাদি পঠিত হইতেছে।৪ আর শেষভাগে "সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, তিনি আনন্দস্বরূপ, অজর ও অমৃতস্বরূপ", ইত্যাদি পঠিত হইতেছে।৫ সেইস্থলে সংশয় হয়—এইস্থলে কি প্রাণশব্দের দ্বারা বায়ুমাত্র (—মুখ্যপ্রাণ) অভিহিত হইতেছে, অথবা দেবতা কথিত হইতেছেন; জীব কথিত হইতেছে, অথবা পরব্রহ্ম কথিত হইতেছেন ?৬

আক্ষেপ—আচ্ছা, "অতএব প্রাণঃ" ইত্যাদি এইস্থলে প্রাণশব্দের অর্থ যে 'ব্রহ্ম' ইহা বর্ণিত হইয়াছে।৭ আর এইস্থলেও ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ আছে, যথা—"সুখৈকস্বভাব, জরারহিত এবং মরণরহিত", ইত্যাদি।৮ সুতরাং এখানে পুনরায় কি প্রকারে সংশয় সম্ভব হইতেছে ? (—এই অধিকরণের আরম্ভই হইতে পারে না)।৯

সংশয়কর্ত্তার সমাধান—এতদুত্তরে আমরা বলিব, যেহেতু এখানে অনেক লিঙ্গপ্রমাণ পরিদৃষ্ট হইতেছে।১০ [তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছেন—] এখানে কেবল ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণই উপলব্ধ হইতেছে না, কিন্তু ইতরবোধক (—ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর বোধক) লিঙ্গপ্রমাণসকলও আছে।১১ [সেই লিঙ্গপ্রমাণসকল কোন কোন পদার্থের উপস্থাপক, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "আমাকেই জানিবে", এই যে ইন্দ্রের বচন, ইহা দেবতাত্মবোধক (—দেবতাবোধক) লিঙ্গপ্রমাণ।১২ "এই শরীরকে ["আমি" ও "আমার"রূপে] গ্রহণ করিয়া [শয়নাদি অবস্থা হইতে] উত্থাপিত

শাঙ্করভাষ্যম্

৩।৩) ইতি প্রাণলিঙ্গম্।১৩ "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" (কৌঃ ৩।৮), ইত্যাদি জীবলিঙ্গম্।১৪ অতঃ উপপন্নঃ সংশয়ঃ।১৫ তত্র প্রসিদ্ধেঃ বায়ুঃ প্রাণঃ।১৬ ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—প্রাণশব্দং ব্রহ্ম

ভাষ্যানুবাদ

করেন", ইহা মুখ্য প্রাণবোধক লিঙ্গপ্রমাণ।১৩ "বাগিন্দ্রিয়কে জানিতে ইচ্ছা করিও না, বক্তাকে জানিবে", ইত্যাদি ইহা জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ।১৪ সেইহেতু (—ব্রহ্মবোধক ও অব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল আছে বলিয়া) সংশয় (১) হয় সঙ্গত। [সুতরাং তাহা নিরাকরণের জন্য এই অধিকরণের আরম্ভ সঙ্গতই হইয়াছে]।১৫

পূর্ব্বপক্ষ—তাহাতে (—প্রাণবায়ুতে) প্রসিদ্ধি (২) থাকায় প্রাণবায়ুই হইবে (—প্রাণশব্দে মুখ্যপ্রাণকে গ্রহণ করিতে হইবে)।১৬

ভাবদীপিকা

(১) এইস্থলে ভাবটী এই—১।১।৯ প্রাণাধিকরণে শ্রুতিপ্রমাণ ও লিঙ্গপ্রমাণের বিরোধে তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণের প্রাবল্য প্রতিপাদিত হইয়াছে (১।১।৯ অধিঃ ১১ ও ১২ ভাবদীঃ)। প্রস্তাবিত-স্থলে কিন্তু ব্রহ্ম মুখ্যপ্রাণ জীব ও দেবতারূপ বিভিন্ন পদার্থের উপস্থাপক অনেক লিঙ্গপ্রমাণের মধ্যে বলাবল নিরূপণপূর্ব্বক ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণের প্রাবল্য নিরূপিত হইতেছে। সুতরাং এই অধিকরণ ১।১।৯ প্রাণাধিকরণে গতার্থ হয় না বলিয়া সংশয় ও অধিকরণারম্ভ হয় সঙ্গত।

(২) পূর্ব্বপক্ষী এখানে মুখ্যপ্রাণে রূঢ় (—প্রসিদ্ধ) প্রাণশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ স্বপক্ষে প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু মাত্র এই প্রমাণের উপর তিনি নির্ভর করিতেছেন না, কারণ তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণের বলে ইহা বাধিত হইয়া পড়ে। সেইহেতু জীব দেবতা ও ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল কিপ্রকারে মুখ্যপ্রাণে উপপন্ন হয়, তাহা এইপ্রকারে প্রদর্শন করেন—"বক্তারং বিদ্যাৎ" (কৌঃ ৩।৮) এইরূপে বর্ণিত যে 'বক্তৃত্বরূপ' জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ, তাহার দ্বারা মুখ্য প্রাণেরই বোধ হয়, কারণ জীবের যে বাগ্ ব্যাপার, তাহা মুখ্যপ্রাণের অধীন। আর "প্রাণঃ অস্মি প্রজ্ঞাত্মা" (কৌঃ ৩।২) এইরূপে মুখ্য প্রাণকে যে প্রজ্ঞাত্মা (—জ্ঞানস্বরূপ) বলা হইতেছে, তাহা মুখ্যপ্রাণ ও জীবের একত্রে অবস্থানহেতু বলা হইয়াছে, কারণ শ্রুতি স্বয়ংই বলিতেছেন—"সহ হি এতৌ অস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহ উৎক্রামতঃ" (কৌঃ ৩।৩) ইত্যাদি। প্রাণ ব্রহ্ম হইলে, জীবের সহিত তাঁহার একত্রে বাস সম্ভব হয় না। আর "মামেব বিজানীহি" (কৌঃ৩।১) এইপ্রকার যে দেবতাবোধক লিঙ্গপ্রমাণ, তাহাও মুখ্যপ্রাণে উপপন্ন হয়, কারণ পঞ্চমহাভূতের রজোগুণাংশে উৎপন্ন যে ক্রিয়াত্মক মুখ্যপ্রাণ, তাহা বলবৎ কার্য্যের কর্ত্তা, অর্থাৎ যে সকল ক্রিয়ার সম্পাদনে শারীরিক বলের আবশ্যকতা হয়, ক্রিয়াত্মক মুখ্যপ্রাণই বস্তুতঃ তাহার কর্ত্তা। আর দেবরাজ ইন্দ্র হন অন্য দেবতাপেক্ষা বলবান্। সুতরাং ইন্দ্রের বলবত্তার দ্বারা 'ইন্দ্রদেবতার মধ্যে বলরূপে আমাকে জানিবে,' এইরূপে মুখ্যপ্রাণের স্তুতি হয় উপপন্ন। আর আনন্দত্ব, অজরত্ব ও অমৃতত্ব প্রভৃতি যে ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল, তাহারাও মুখ্যপ্রাণে সঙ্গত হয়, কারণ মুখ্যপ্রাণই আনন্দের হেতু, যেহেতু প্রাণহীন কাষ্ঠপাষাণাদিতে আনন্দ সম্ভব নহে। আর জীবের মোক্ষকালাবধি স্থায়ী মুখ্যপ্রাণকে আপেক্ষিকভাবে 'অজর' 'অমৃত' ইত্যাদি বলা চলে।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিজ্ঞেয়ম্ ।১৭ কুতঃ ?১৮ তথা অনুগমাৎ ।১৯ তথাহি—পৌর্ব্বাপৌর্য্যেণ পর্য্যালোচ্যমানে বাক্যে পদার্থানাং সমন্বয়ঃ ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরঃ উপলভ্যতে ।২০ উপক্রমে তাবৎ—"বরং বৃণীষ্ব" (কৌঃ ৩।১) ইতি ইন্দ্রেণ উক্তঃ প্রতর্দ্দনঃ পরমং পুরুষার্থং বরম্ উপচিক্ষেপ—"ত্বমেব মে বৃণীষ্ব যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে" (কৌঃ ৩।১) ইতি ।২১ তস্মৈ হিততমত্বেন উপদিশ্যমানঃ প্রাণঃ কথং পরমাত্মা ন স্যাৎ ?২২ নহি অন্যত্র পরমাত্মজ্ঞানাৎ হিততমপ্রাপ্তিঃ অস্তি ; "তমেব বিদিত্বা-ঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেতাঃ ৩।৮), ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ ।২৩ তথা "সঃ যঃ মাং বেদ, ন হ বৈ তস্য কেনচন কর্ম্মণা

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণসকলের বলে প্রাণশব্দে ব্রহ্ম গ্রহণীয় ।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলা হইতেছে—প্রাণশব্দকে (—প্রাণ যাহার বোধক শব্দ, সেই বস্তুটিকে) ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে ।১৭ কিপ্রকারে তাহা সম্ভব হইবে ? [যেহেতু অন্যান্য পদার্থের বোধক লিঙ্গপ্রমাণসকলও আছে ।১৮ তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'তথা অনুগমাৎ' (—যেহেতু ব্রহ্মবোধকরূপে পদসকলের তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় ।১৯ ইহাই ব্যাখ্যা করিতেছেন—] তাহা এইপ্রকার—বাক্য [সকল] পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচিত হইলে পদার্থসকলের ব্রহ্ম-প্রতিপাদনপর সমন্বয় উপলব্ধ হয় (—ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই তাহাদের তাৎপর্য্য নিশ্চিত হয়) ।২০ দেখ, উপক্রমে (—ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দনসংবাদের প্রারম্ভে) "বর গ্রহণ কর", এইরূপে ইন্দ্রকর্ত্তৃক কথিত হইয়া প্রতর্দ্দন পরমপুরুষার্থকে বররূপে উপস্থাপন করিয়াছিলেন, যথা—"আপনিই আমার জন্য [সেই] বর প্রদান করুন্, যাহা আপনি মনুষ্যগণের জন্য হিততম (—(৩) পরম মঙ্গলকর মনে করেন"), ইত্যাদি ।২১ তাঁহার পক্ষে হিততমরূপে (—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলরূপে) যে প্রাণ উপদিষ্ট হইতেছেন, তিনি পরমাত্মা হইবেন না কেন ?২২ যেহেতু পরমাত্ম-জ্ঞানব্যতিরেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলের প্রাপ্তি হয় না ; "তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, অয়নের (—পরমার্থলাভের) জন্য অন্য পথ (—উপায়) নাই", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে ইহা অবগত হওয়া যায় ।২৩ [উপক্রমের ন্যায় মধ্যবর্ত্তি-স্থলেও ব্রহ্মে তাৎপর্য্যবান্ বাক্যসকল প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপে "তিনি,

ভাবদীপিকা

আবার যতকাল শরীরে মুখ্যপ্রাণ অবস্থান করে, ততকালই জীব জীবিত থাকে। সেইহেতু মুখ্যপ্রাণকে 'আয়ু' বলা যায়, ইত্যাদি। এইরূপে অন্যান্য পদার্থবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল মুখ্যপ্রাণে উপপন্ন হয় বলিয়া প্রাণশব্দে মুখ্যপ্রাণই গ্রহণীয়, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

(৩) সিদ্ধান্তী এইস্থলে 'হিততমত্ব'রূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

লোকঃ মীয়তে", "ন স্তেয়েন, ন ভ্রূণহত্যয়া" (কৌঃ ৩।১) ইত্যাদি চ ব্রহ্মপরিগ্রহে ঘটতে।২৪ ব্রহ্মবিজ্ঞানেন হি সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ঃ প্রসিদ্ধঃ—"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (মুঃ ২।২।৮) ইত্যাদ্যাসু শ্রুতিষু।২৫ প্রজ্ঞাত্মত্বং চ ব্রহ্মপক্ষে এব উপপদ্যতে।২৬ নহি অচেতনস্য বায়োঃ প্রজ্ঞাত্মত্বং সম্ভবতি।২৭ তথা উপসংহারে অপি—আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ" (কৌঃ ৩।৮) ইতি আনন্দত্বাদীনি ন ব্রহ্মণঃ অন্যত্র সম্যক্ সম্ভবতি।২৮ "সঃ ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ ভবতি, নো এব অসাধুনা কর্ম্মণা কনীয়ান্", "এষঃ হি এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে। এষঃ উ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি

ভাষ্যানুবাদ

যিনি আমাকে জানেন, কোন কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার লোক (—মোক্ষরূপ ফল) প্রতিবদ্ধ হয় না," এবং "চৌর্য্যের দ্বারা অথবা ভ্রূণহত্যার দ্বারা (—(৪) বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ হত্যার দ্বারা) প্রতিবদ্ধ হয় না", ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্ম পরিগৃহীত হইলে হয় সঙ্গত।২৪ আর ব্রহ্মবিজ্ঞানের দ্বারাই সর্ব্বকর্ম্মের ক্ষয়—"পরাবর (—কারণরূপে শ্রেষ্ঠ এবং কার্য্যরূপে নিকৃষ্ট, অথবা পর (—শ্রেষ্ঠ) যে হিরণ্যগর্ভাদি পদ, তাহাও যাহা অপেক্ষা অবর (—নিকৃষ্ট), সেই পরমাত্মা) দৃষ্ট হইলে কর্ম্মসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি এই শ্রুতিসকলে প্রসিদ্ধ আছে।২৫ আর প্রজ্ঞাত্মতা (৫) (—জ্ঞানস্বরূপতা) ব্রহ্মপক্ষেই হয় উপপন্ন।২৬ কারণ অচেতন যে বায়ু, তাহার প্রজ্ঞাত্মতা সঙ্গত হয় না।২৭ এইরূপে [উপক্রমের ন্যায়] উপসংহারেও "আনন্দস্বরূপ অজর এবং অমৃতস্বরূপ" (৬), এইরূপে বর্ণিত আনন্দত্ব প্রভৃতি, ব্রহ্মভিন্ন অন্যত্র সম্যগ্‌রূপে সম্ভব হয় না।২৮ [প্রাণশব্দে যে এখানে ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন, এই বিষয়ে অন্য লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] "তিনি সাধু কর্ম্মের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন না, অসাধু কর্ম্মের দ্বারা ন্যূনতা প্রাপ্ত হন না (৭), ইনিই তাহাকে সাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে এই লোকসকল হইতে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন, আবার ইনিই তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে এই লোকসকল হইতে অধোলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন (৮); এবং ইনি লোকসকলের অধিপতি (৯), ইনি লোকসকলের ঈশ্বর,"

ভাবদীপিকা

(৪) সিদ্ধান্তী এইস্থলে 'ভ্রূণহত্যাদি মহাপাপাসংস্পর্শত্ব', (৫) এইস্থলে 'জ্ঞানস্বরূপত্ব', (৬) এইস্থলে 'আনন্দত্ব', 'অজরত্ব' ও 'অমরত্ব', (৭) এইস্থলে 'ধর্ম্মাদ্যস্পৃষ্টত্ব', (৮) এইস্থলে 'সাধ্বাদিকর্ম্মকারয়িতৃত্ব' এবং (৯) এইস্থলে 'লোকাধিপতিত্ব' 'লোকেশ্বরত্ব' প্রভৃতি ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। আর 'উপক্রম' (২১ বাক্য), 'উপসংহার' (২৮ বাক্য) ও মধ্যবর্ত্তিস্থলে পুনঃ পুনঃ বর্ণনারূপ 'অভ্যাস' (২৪ বাক্য) এই তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গত্রয়ও এইস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলে এই ব্রহ্মবোধক

শাঙ্করভাষ্যম্

তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ অধো নিনীষতে ইতি,…এষঃ লোকাধিপতিঃ এষঃ লোকেশঃ” (কৌঃ ৩।৮) ইতি চ।২৯ সর্ব্বম্ এতৎ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি আশ্রীয়মাণে অনুগন্তুং শক্যতে, ন মুখ্যে প্রাণে।৩০ তস্মাৎ প্রাণঃ ব্রহ্ম।৩১॥১।১।২৮॥

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি এইসকল বাক্য ব্রহ্মভিন্ন অন্যত্র সম্যগ্‌রূপে সম্ভব হয় না।২৯ [প্রাণশব্দের অর্থরূপে] পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিলে এই সমস্ত বাক্যকে অনুকূল করিতে পারা যায়, কিন্তু মুখ্যপ্রাণকে আশ্রয় করিলে তাহা পারা যায় না।৩০ সেইহেতু (—এইসকল তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণ থাকায়) প্রাণ ব্রহ্মই।৩১॥১।১।২৮॥

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতিচেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমাহ্যস্মিন্ ॥১।১।২৯॥

পদচ্ছেদ—ন, বক্তুঃ, আত্মোপদেশাৎ, ইতি, চেৎ, অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা, হি, অস্মিন্।

সূত্রার্থ—ন—অত্র ব্রহ্মণঃ উপদেশঃ ন যুক্তঃ, [কুতঃ?] **বক্তুঃ**—ইন্দ্রস্য, **আত্মোপদেশাৎ**—“মাম্ এব বিজানীহি” (কৌঃ ৩।১) ইতি আত্মত্বেন উপদেশাৎ, **ইতি চেৎ**, [ন], **হি**—যস্মাৎ, **অস্মিন্**—কৌষীতক্যাঃ অস্মিন্ প্রকরণে, **অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা**—আত্মনি

ভাবদীপিকা

লিঙ্গপ্রমাণসকল যে তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণ, ইহাই সিদ্ধ হয়। আর তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণসকল তাৎপর্য্যহীন লিঙ্গপ্রমাণসকল হইতে হয় বলবান্।

এই ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল কেন মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রাদিদেবতাবোধক লিঙ্গপ্রমাণ হইতে বলবান্ হয়, সেইবিষয়ে অন্য যুক্তি এই—পূর্ব্বপক্ষী দেবতা ও প্রাণাদিবোধক যে সকল লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিবেন, সেই প্রমাণসকল সমস্ত পদার্থের কারণস্বরূপ যে সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মবস্তু, তৎবোধক লিঙ্গপ্রমাণরূপেও গৃহীত হইতে পারে। যেহেতু ‘কারণ’ কার্য্যবস্তুতে অনুস্যূত থাকে বলিয়া অর্থাৎ কারণই কার্য্যরূপে প্রতিভাত হয় বলিয়া (ছাঃ ৬।১।৪), কার্য্যগত ধর্ম্মের দ্বারা ‘কারণ’ লক্ষ্য হইয়া থাকে। [“কারণস্য কার্য্যাকারেণ ব্যবস্থিতস্য কার্য্যধর্ম্মেণাপি সম্বন্ধাৎ”—শারীরকন্যায়সংগ্রহ]। যেমন মৃত্তিকারূপ কারণবস্তু ব্যতিরেকে ঘটনামক স্বতন্ত্র কোন কার্য্যপদার্থ না থাকায় ঘটগত ধর্ম্মকে মৃত্তিকার ধর্ম্মও বলা যায়। এইরূপে কার্য্যবস্তু যে মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রাদিদেবতা, তদ্বোধক লিঙ্গপ্রমাণসকলকে ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণও বলা যায়। কিন্তু ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকলকে কদাপি প্রাণাদির বোধক বলা যাইবে না; যেহেতু ‘কারণ’ কার্য্যে অনুস্যূত থাকিলেও, ‘কার্য্য’ কদাপি ‘কারণে অনুস্যূত থাকে না। যেমন ঘটে মৃত্তিকা অনুস্যূত থাকিলেও, মৃত্তিকাতে ঘট অনুস্যূত থাকে না। যথা—শরাব মৃত্তিকা হইলেও, তাহাতে ঘট অনুস্যূত নাই। এইরূপে কার্য্যপদার্থ কারণে অনুস্যূত থাকে না বলিয়া কারণগত ধর্ম্মকে আর কোনপ্রকারেই কার্য্যগত ধর্ম্ম বলা যাইবে না। সুতরাং কারণ যে ব্রহ্ম তাঁহার ধর্ম্মসকল, কার্য্যবস্তু যে মুখ্যপ্রাণ প্রভৃতি, তাহাদের

দেহে অধিগতঃ ইতি অধ্যাত্মং—প্রত্যগাত্মা ইতি যাবৎ, তস্য প্রত্যগাত্মনঃ সম্বন্ধস্য ভূমা—বাহুল্যম্ উপলভ্যতে ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—**ন**—এখানে ব্রহ্মের উপদেশ সঙ্গত নহে। [কেন নহে? তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—] যেহেতু **বক্তুঃ**—বক্তা ইন্দ্রের, **আত্মোপদেশাৎ**—"আমাকেই জানিবে", এইপ্রকারে আত্মরূপে (—আত্মবিষয়ক) উপদেশ আছে, **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয়, [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—না, তাহা বলা যায় না], **হি**—যেহেতু, **অস্মিন্**—কৌষীতকি উপনিষদের এই প্রকরণে, **অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা**—আত্মাতে অর্থাৎ দেহে যাহা বিজ্ঞাত হয়, তাহা অধ্যাত্ম অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা, সেই প্রত্যগাত্মার (—সাক্ষিচৈতন্যের) যে সম্বন্ধ, তাহার ভূমা—বাহুল্য উপলব্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদুক্তং প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি, তৎ আক্ষিপ্যতে।১ ন পরং ব্রহ্ম প্রাণশব্দম্ ।২ কস্মাৎ ?৩ বক্তুঃ আত্মোপদেশাৎ।৪ বক্তা হি ইন্দ্রঃ নাম কশ্চিৎ বিগ্রহবান্ দেবতাবিশেষঃ স্বম্ আত্মানং প্রতর্দ্দনায় আচচক্ষে—"মাম্ এব বিজানীহি" (কৌঃ ৩।১) ইতি উপক্রম্য "প্রাণঃ অস্মি প্রজ্ঞাত্মা" (কৌঃ ৩।২) ইতি অহঙ্কারবাদেন।৫ সঃ এব বক্তুঃ আত্মত্বেন উপদিশ্যমানঃ প্রাণঃ কথং ব্রহ্ম স্যাৎ?৬ নহি ব্রহ্মণঃ বক্তৃত্বং সম্ভবতি, "অবাক্ অমনাঃ" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদি,

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—অহঙ্কারবাদাদি লিঙ্গপ্রমাণবলে ইন্দ্রদেবতাই প্রাণশব্দবাচ্য।]

এই যে বলা হইয়াছে—[কৌষীতকিবাক্যে পঠিত এই] প্রাণ হন ব্রহ্ম, ইত্যাদি, সেই বিষয়ে আক্ষেপ করা হইতেছে।১ [অপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] পরব্রহ্ম প্রাণশব্দের বোধ্য নহেন।২ কেন নহেন ?৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] "যেহেতু বক্তার আত্মবিষয়ক উপদেশ আছে"।৪ [ইহাই ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু বক্তা ইন্দ্রনামক দেহধারী কোন দেবতাবিশেষ, "আমাকেই জানিবে" (১০)। এইরূপে আরম্ভ করিয়া "আমি প্রাণ এবং প্রজ্ঞাত্মা", এইরূপে নিজের আত্মাকে অহঙ্কারবাদের দ্বারা (—স্বাত্মবোধক 'আমি' এই শব্দের দ্বারা) প্রতর্দ্দনকে বলিয়াছিলেন।৫ বক্তার আত্মরূপে যাহা উপদিষ্ট হইতেছে, সেই প্রাণই কিপ্রকারে ব্রহ্ম হইবে ? (—ব্রহ্ম হইতে পারে না)।৬ [কেন পারে না, তাহা বলিতেছেন—] ব্রহ্মের বক্তৃত্ব (—কথা বলিবার সামর্থ্য) নিশ্চয়ই সম্ভব নহে, যেহেতু "তিনি

ভাবদীপিকা

ধর্ম্ম হইতে পারে না, অর্থাৎ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল মুখ্যপ্রাণাদির বোধক হইতে পারে না। এইরূপে মুখ্যপ্রাণাদির বোধক লিঙ্গপ্রমাণসকলের দ্বারা ব্রহ্মের বোধ হইলেও ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকলের দ্বারা মুখ্যপ্রাণাদির বোধ হয় না বলিয়া ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল হয় বলবান্।

(১০) ইহা পূর্ব্বপক্ষে প্রাণশব্দে ইন্দ্রদেবতাবোধক অহঙ্কারবাদরূপ লিঙ্গপ্রমাণ।

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রুতিভ্যঃ।৭ তথা বিগ্রহসম্বন্ধিভিঃ এব ব্রহ্মণি অসম্ভবদ্ভিঃ ধর্ম্মৈঃ আত্মানং তুষ্টাব—"ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রম্ অহনম্, অরুন্মুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছম্" (কৌ: ৩।২) ইতি এবমাদিভিঃ।৮ প্রাণত্বং চ ইন্দ্রস্য বলবত্ত্বাৎ উপপদ্যতে, "প্রাণঃ বৈ বলম্" (বৃ: ৫।১৪।৪), ইতি হি বিজ্ঞায়তে।৯ বলস্য চ ইন্দ্রঃ দেবতা প্রসিদ্ধা, যা চ কাচিৎ বলকৃতিঃ ইন্দ্রকর্ম্ম এব তৎ ইতি হি বদন্তি।১০ প্রজ্ঞাত্মত্বম্ অপি অপ্রতিহতজ্ঞানত্বাৎ দেবতাত্মনঃ সম্ভবতি, "অপ্রতিহতজ্ঞানা দেবতা" ইতি হি বদন্তি।১১ নিশ্চিতে চ এবং দেবতাত্মোপদেশে হিততমত্বাদিবচনানি যথাসম্ভবং তদ্বিষয়াণি এব যোজয়িত-

ভাষ্যানুবাদ

বাগিন্দ্রিয়রহিত, মনোবিহীন", ইত্যাদি শ্রুতিবচনসকল আছে।৭ [অতএব ইহা যে ইন্দ্রদেবতার উপাসনা প্রতিপাদক বাক্য, ইহাই নিশ্চিত হয়। এই বিষয়েই অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপে ব্রহ্মে যাহা সম্ভব নহে, সেই শরীরসম্বন্ধী ধর্ম্মসকলের দ্বারাই [ইন্দ্রদেবতা] নিজেকে স্তুতি করিয়াছিলেন, যথা—"আমি তিনটী মস্তকযুক্ত ত্বষ্টার [বিশ্বরূপ নামক] পুত্রকে হনন (১১) করিয়াছিলাম, অরুন্মুখ (—বেদান্তবিমুখ) যতিগণকে বন্য কুক্কুরমুখে প্রদান করিয়াছিলাম", ইত্যাদি এইসকল।৮ [কিন্তু ইন্দ্রদেবতাতে প্রাণশব্দ কিপ্রকারে উপপন্ন হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ইন্দ্রের যে প্রাণতা (—প্রাণশব্দের বোধ্য হওয়া), তাহা [ইন্দ্র] বলবান্ বলিয়া উপপন্ন হয়, যেহেতু "প্রাণই বল", ইহা [শ্রুতি হইতে] অবগত হওয়া যাইতেছে।৯ আর বলের দেবতা যে ইন্দ্র, ইহা প্রসিদ্ধ আছে, কারণ 'যাহা কিছু বলসাধ্য প্রযত্ন, তাহা ইন্দ্রের কর্ম্ম', ইহা [লোকসকল] বলিয়া থাকে। [সুতরাং বলের বাচক প্রাণশব্দের দ্বারা ইন্দ্রদেবতা লক্ষিত হন, ইহাই নির্ণীত হইতেছে।১০ কিন্তু ইন্দ্রদেবতা প্রজ্ঞাত্মা হইতে পারেন না বলিয়া উপাস্য হইতে পারেন না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর দেবতাত্মার যে প্রজ্ঞাত্মতা (—জ্ঞান-স্বরূপতা), তাহা অপ্রতিহতজ্ঞানসম্পন্ন হন বলিয়া সম্ভব হয়, যেহেতু "দেবতাগণ অপ্রতিহতজ্ঞানসম্পন্ন", ইহা [লোকসকল এবং বেদসকল] বলিতেছেন।১১ এই-প্রকারে দেবতার আত্মবিষয়ক উপদেশ নিশ্চিত হইলে, 'হিততমত্ব' প্রভৃতি বাক্য-সকলকে যথাসম্ভব সেইবিষয়েই (—ইন্দ্রদেবতাপ্রতিপাদকরূপেই) যোজনা (১২)

ভাবদীপিকা

(১১) ইহা প্রাণশব্দে শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ 'ত্রিশীর্ষহননকারিত্বরূপ' ইন্দ্রদেবতাবোধক লিঙ্গপ্রমাণ।

(১২) সেই যোজনা এইপ্রকার—অতিশয় শক্তিমান্ হওয়ায় পুরুষের আকাঙ্ক্ষিত বলরূপ 'হিত' প্রদান করেন বলিয়া 'হিততমত্ব'-লিঙ্গ ইন্দ্রদেবতাতে উপপন্ন হয়। কর্ম্মে অধিকার

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যানি ।১২ তস্মাৎ বক্তুঃ ইন্দ্রস্য আত্মোপদেশাৎ ন প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি আক্ষিপ্য প্রতিসমাধীয়তে—১৩ "অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হি অস্মিন্" ইতি ।১৪ অধ্যাত্মসম্বন্ধঃ প্রত্যগাত্মসম্বন্ধঃ, তস্য ভূমা বাহুল্যম্ অস্মিন্ অধ্যায়ে উপলভ্যতে ।১৫ "যাবৎ হি অস্মিন্ শরীরে প্রাণঃ বসতি, তাবৎ আয়ুঃ" (কৌঃ ৩.২। ইতি প্রাণস্য এব প্রজ্ঞাত্মনঃ প্রত্যগ্‌ভূতস্য আয়ুপ্রদানোপসংহারয়োঃ স্বাতন্ত্র্যং দর্শয়তি, ন দেবতাবিশেষস্য পরাচীনস্য।১৬ তথা "অস্তিত্বে চ প্রাণানাং

ভাষ্যানুবাদ

করিতে হইবে।১২ সেইহেতু (—উক্ত প্রমাণ ও যুক্তিসকল বশতঃ) বক্তা ইন্দ্রের আত্মবিষয়ক উপদেশ হইয়াছে [ইহা সিদ্ধ হয়] বলিয়া প্রাণ ব্রহ্ম নহে, [কিন্তু ইন্দ্রদেবতা], এইপ্রকারে আক্ষেপ করিয়া [সিদ্ধান্তী ভগবান্ সূত্রকার] প্রতি-সমাধান করিতেছেন—১৩।

[সিঃ—অমরত্বাদিহেতুত্ব প্রভৃতি অনন্যথাসিদ্ধ লিঙ্গপ্রমাণের বলে সাক্ষিচৈতন্যাভিন্ন পরব্রহ্মই প্রাণশব্দবোধ্য।]

সিদ্ধান্ত—"অধ্যাত্ম সম্বন্ধভূমা হি অস্মিন্", ইত্যাদি।১৪ [ইহার অর্থ বর্ণনা করিতেছেন—] 'অধ্যাত্মসম্বন্ধ' ইহার অর্থ—প্রত্যগাত্মার (—সাক্ষিচৈতন্যের) সহিত সম্বন্ধ, তাহার ভূমা অর্থাৎ বাহুল্য [কৌষীতকি শ্রুতির] এই অধ্যায়ে উপলব্ধ হইতেছে।১৫ [সেই বাহুল্য প্রদর্শন করিতেছেন—] "যতক্ষণ এই শরীরে প্রাণ অবস্থান করে, ততক্ষণই আয়ু থাকে (—প্রাণবায়ুর সঞ্চার হয়"), এই শ্রুতি প্রজ্ঞাত্মা এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপ যে প্রাণ (—মুখ্যপ্রাণোপাধিক যে জ্ঞানস্বরূপ সাক্ষি-চৈতন্য) তাঁহারই আয়ুঃ-প্রদান এবং আয়ুর উপসংহার (—মৃত্যু) বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু পরাচীন (—বাহ্যদেশে অবস্থিত) 'দেবতাবিশেষের নহে।১৬ এইরূপে (—আয়ুঃ-প্রদান ও তাহার উপসংহারের স্বাধীনতার ন্যায়, "প্রাণরূপ এই প্রত্যগাত্মার] অস্তিত্বে (—স্থিতি হইলে) ইন্দ্রিয়সকলের নিঃশ্রেয়স (—(১৩) স্থিতি) হয়", এইরূপে [শ্রুতি] ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়ভূত যে অধ্যাত্ম প্রাণ

ভাবদীপিকা

না থাকায় 'ভ্রূণহত্যাদি মহাপাপাসংস্পর্শত্ব'রূপ লিঙ্গপ্রমাণ, লোকপাল হন বলিয়া 'লোকাধি-পতিত্ব'রূপ লিঙ্গপ্রমাণ, স্বর্গরূপ আনন্দের অধিষ্ঠাতা এবং কর্ম্মিগণকে আনন্দ প্রদান করেন বলিয়া 'আনন্দত্ব'রূপ লিঙ্গপ্রমাণ এবং কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত স্বর্গাধিপত্য করেন বলিয়া অমরত্ব ও অজরত্ব প্রভৃতি লিঙ্গপ্রমাণ ইন্দ্রদেবতাতে উপপন্ন হয়। প্রজ্ঞাত্মত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণ কিপ্রকারে ইন্দ্র-দেবতাতে উপপন্ন হয়, তাহা ভাষ্যমধ্যেই ১১ বাক্যে বিবৃত হইয়াছে।

(১৩) টীকাকারগণ বলেন—"অস্তিত্বে চ প্রাণানাং নিঃশ্রেয়সম্", এই ভাষ্যাংশে ভগবান্ ভাষ্যকার "অথাতো নিঃশ্রেয়সাদানম্" (কৌঃ ২।৯), এই শ্রুতিবাক্যটিকে অর্থতঃ গ্রহণ

শাঙ্করভাষ্যম্

নিঃশ্রেয়সম্", ইতি অধ্যাত্মম্ এব ইন্দ্রিয়াশ্রয়ং প্রাণং দর্শয়তি ।১৭ তথা "প্রাণঃ এব প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি" (কৌঃ ৩।৩) ইতি ।১৮ "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" (কৌঃ ৩।৮) ইতি চ উপক্রম্য, "তৎ যথা রথস্য অরেষু নেমিঃ অর্পিতা, নাভৌ অরাঃ অর্পিতাঃ এবম্ এব এতাঃ ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু অর্পিতাঃ,

ভাষ্যানুবাদ

(—দেহে অবস্থিত মুখ্যপ্রাণোপাধিক প্রত্যগাত্মা) তাঁহাকে প্রদর্শন করিতেছেন, [কিন্তু অমরাবতীতে অবস্থিত ইন্দ্রদেবতাকে নহে] ।১৭ সেইরূপেই (—ইন্দ্রিয়সকলের মুখ্যপ্রাণাশ্রয়তার ন্যায়ই) "প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা" (—যিনি ক্রিয়াশক্তিরূপ উপাধিযুক্ত, তিনিই জ্ঞানশক্তিরূপ উপাধিযুক্ত), তিনি এই শরীরকে [আমি বা আমার রূপে] গ্রহণ করিয়া [শয়নাদি অবস্থা হইতে] উত্থাপিত করেন", এইরূপে 'অধ্যাত্মপ্রাণেরই দেহধারয়িতৃত্বের কথা শ্রুতি বলিতেছেন, কিন্তু ইন্দ্রদেবতার বিষয়ে তাহা বলেন নাই' ।১৮ [আর এই হেতুবশতঃও প্রাণশব্দবোধ্য পদার্থ দেবতা নহে, ইহা বলিতেছেন—] আর "বাগিন্দ্রিয়কে জানিতে ইচ্ছা করিও না, কিন্তু বক্তাকে জানিবে", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "যেমন রথের নেমি (১৪) অরসকলে স্থাপিত এবং অরসকল নাভিতে স্থাপিত, এইরূপেই [নেমিস্থানীয়] এইসমস্ত ভূতমাত্রা (১৫)

ভাবদীপিকা

করিয়াছেন। এই কৌঃ ২।৯ শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়াপেক্ষা মুখ্যপ্রাণের শ্রেষ্ঠতা এবং ইন্দ্রিয়গণ যে মুখ্যপ্রাণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কৌষীতকি উপনিষদের প্রস্তাবিত প্রকরণে সেই ক্রিয়াত্মক মুখ্যপ্রাণকে প্রত্যগাত্মার (—সাক্ষিচৈতন্যের) উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া শ্রুতি প্রাণশব্দের দ্বারা প্রত্যগাত্মার কথাই বলিতেছেন। সেই মুখ্যপ্রাণোপাধিক প্রত্যগাত্মার শরীরে স্থিতি হইলেই ইন্দ্রিয়গণেরও শরীরে স্থিতি সম্ভব হয়, ইহা প্রতিপাদন করাই এই ভাষ্যাংশের তাৎপর্য্য। সেইহেতু এখানে 'নিঃশ্রেয়স' শব্দটীর অর্থ করা হইয়াছে 'স্থিতি'। অন্যত্র উক্ত শব্দটীর অর্থ—উৎকর্ষ, অর্থাৎ বাগাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা। (শঙ্করানন্দকৃত কৌঃ ২।৯ দীপিকা এবং ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী দ্রষ্টব্য)।

(১৪) **নেমি**—গাড়ীর চাকার প্রান্তভাগ, অর্থাৎ বেড়কে বলে—নেমি ; যাহার উপর লোহার পাত বা 'রবার' লাগান হয়। **অর**—চাকার মধ্যস্থ কীলককে বলে—অর, প্রচলিত ভাষায় ইহাকে বলে—'পাখি'। **নাভি**—চাকার মধ্যস্থ স্থূল কাষ্ঠখণ্ডকে বলে—নাভি। ইহাতেই অরগুলি সন্নিবিষ্ট থাকে।

(১৫) **ভূতমাত্রা** শব্দের অর্থ—পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত এবং শব্দস্পর্শাদি পাঁচটী ভোগ্য বিষয়। এখানে 'ভূত ও মাত্রা' এইপ্রকার দ্বন্দ্বসমাস এবং [মীয়ন্তে বিষয়ীক্রিয়ন্তে ইতি মাত্রাঃ, এইপ্রকারে] মাত্রাশব্দের কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ করিয়া বিষয়রূপ অর্থ লব্ধ হইয়াছে। **প্রজ্ঞামাত্রা** শব্দের অর্থ—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্য শব্দাদিবিষয়ক পাঁচটী

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ, সঃ এষঃ প্রাণঃ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ" (কৌঃ ৩।৮) ইতি বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারারনাভিভূতং প্রত্যগাত্মানম্ এব উপসংহরতি ।১৯ "সঃ মে আত্মা ইতি বিদ্যাৎ" (কৌঃ ৩।৮) ইতি চ উপসংহারঃ প্রত্যগাত্মপরিগ্রহে সাধুঃ, ন পরাচীন-

ভাষ্যানুবাদ

[অরস্থানীয়] প্রজ্ঞামাত্রাসকলে স্থাপিত, প্রজ্ঞামাত্রাসকল [নাভিস্থানীয় মুখ ও নাসিকাসঞ্চারী মুখ্য-] প্রাণে স্থাপিত, সেই [মুখ্যপ্রাণোপাধিক] এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা (—বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিফলিত প্রাজ্ঞ, প্রত্যগাত্মা ; উপাধিরহিত অবস্থায় তিনিই] সুখৈকস্বভাব; জরারহিত এবং মরণরহিত (—সর্ব্ববিক্রিয়াশূন্য ব্রহ্মমাত্র"), এইরূপে বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ব্যবহারের অর এবং নাভিস্বরূপ (—বিষয়েন্দ্রিয় ব্যবহার-কল্পনার অধিষ্ঠানস্বরূপ) যে প্রত্যগাত্মা, [শ্রুতি] উপসংহারে তাঁহাকেই প্রতিপাদন করিতেছেন, [কিন্তু ইন্দ্ররূপ দেবতাত্মাকে নহে]।১৯ আবার ["সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদি-গুণযুক্ত] তিনি (—সেই প্রাণ) আমার (—ইন্দ্রদেবতার) আত্মস্বরূপ", এইপ্রকার যে উপ সংহার, তাহা প্রত্যগাত্মা (—সাক্ষিচৈতন্য) গৃহীত হইলেই হয় সমীচীন(১৬), কিন্তু পরাচীনের (—বাহ্য দেবতাবিশেষের) পরিগ্রহ হইলে হয় না ।২০ [কিন্তু

ভাবদীপিকা

জ্ঞান। এখানে প্রজ্ঞাশব্দের অর্থ জ্ঞানেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান এবং ["মীয়ন্তে বিষয়ীক্রিয়ন্তে আভিঃ ইতি মাত্রাঃ" এইপ্রকারে] মাত্রাশব্দের করণবাচ্যে প্রয়োগ করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ অর্থ লব্ধ হইয়াছে। এখানে 'ইন্দ্রিয়'শব্দে জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক গ্রহণীয়। এখানেও পূর্ব্ববৎ 'প্রজ্ঞা ও মাত্রা' এইপ্রকার দ্বন্দ্বসমাস বুঝিতে হইবে। আবার এই শব্দদ্বয়ের অন্যপ্রকার অর্থও পরিদৃষ্ট হয়, যথা—**'ভূতমাত্রা'শব্দের অর্থ**—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দশটী বিষয়। এখানে 'মাত্রা'শব্দের কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ এবং "ভূতরূপ মাত্রা" এইপ্রকার কর্ম্মধারয় সমাসদ্বারা এইপ্রকার অর্থ লব্ধ হয়। **'প্রজ্ঞামাত্রা'শব্দের অর্থ**—ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। এখানে 'মাত্রা'শব্দের করণবাচ্যে প্রয়োগ এবং "প্রজ্ঞারূপ মাত্রা", এইপ্রকার কর্ম্মধারয় সমাস বুঝিতে হইবে।

(১৬) এই সূত্রের ভাষ্যমধ্যে ১৬ সংখ্যক বাক্যে উদ্ধৃত "যাবৎ হি অস্মিন্ শরীরে প্রাণঃ বসতি", এই বাক্যে 'জন্মমৃত্যুহেতুত্ব' এবং ১৯ সংখ্যক বাক্যে উদ্ধৃত "তৎ যথা রথস্য অরেষু···· অজরঃ অমৃতঃ" ইত্যাদি বাক্যে "বিষয়েন্দ্রিয়ারনাভিভূতত্ব"রূপ ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার ২০ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যে উদ্ধৃত "সঃ মে আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সেই প্রাণ ইন্দ্রদেবতারও আত্মরূপে বর্ণিত হওয়ায় এই "ইন্দ্রাত্মত্ব" হইল একটী ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ; কারণ ইন্দ্রদেবতাও যাঁহাকে নিজের অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, তিনি অবশ্যই স্বয়ং ইন্দ্রদেবতা নহেন, পরন্তু 'প্রত্যগাত্মাভিন্ন ব্রহ্ম', ইহাই নির্ণীত হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরিগ্রহে ।২০ "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" (বৃঃ ২।৫।১৯) ইতি চ শ্রুত্যন্তরম্ ।২১ তস্মাৎ অধ্যাত্মসম্বন্ধবাহুল্যাৎ ব্রহ্মোপদেশঃ এব অয়ং, ন দেবতাত্মোপদেশঃ ।২২॥১।১।২৯॥

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকার হইলে এই কৌষীতকি শ্রুতি প্রত্যগাত্মাতেই সমন্বিত হয় (—তাহাই প্রতিপাদন করে) ব্রহ্মে নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "সর্ব্বানুভবকারী এই [প্রত্যগ্] আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ" এইপ্রকার অন্য শ্রুতি আছে। [সুতরাং এই শ্রুতি প্রত্যগাত্মাভিন্ন পরব্রহ্মেই সমন্বিত হয়, তৎপ্রতিপাদনেই ইহার তাৎপর্য্য, ইহাই নির্ণীত হয়]।২১ সেইহেতু অধ্যাত্মসম্বন্ধের (—শরীরের মধ্যে জ্ঞাতৃরূপে ও ভোক্তৃরূপে যিনি বিজ্ঞাত হন, সেই প্রত্যগাত্মার সহিত সম্বন্ধের) বাহুল্যবশতঃ ইহা ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ, কিন্তু দেবতাত্মবিষয়ক উপদেশ নহে।২২॥১।১।২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কথং তর্হি বক্তুঃ আত্মোপদেশঃ?

ভাষ্যানুবাদ—[এই প্রকরণে যদি ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হন], তাহা হইলে বক্তার (—ইন্দ্রদেবতার, "মামেব" এইপ্রকারে] আত্মবিষয়ক উপদেশ কিপ্রকারে সঙ্গত হয়? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—]

শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ ॥১।১।৩০॥

পদচ্ছেদ—শাস্ত্রদৃষ্ট্যা, তু, উপদেশঃ, বামদেববৎ।

সূত্রার্থ—[বক্তুঃ ইন্দ্রস্য] **উপদেশঃ**—"মাম্ এব বিজানীহি" (কৌঃ ৩।১) ইতি উপদেশঃ, **তু**—কিন্তু, **শাস্ত্রদৃষ্ট্যা** জ্ঞাতব্যঃ—"অহম্ এব পরব্রহ্ম" ইতি আর্ষেণ দর্শনেন যথাশাস্ত্রং পশ্যন্ এব উক্তবান্ ইত্যর্থঃ। [অত্র দৃষ্টান্তঃ—] **বামদেববৎ**—যথা বামদেবঃ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা—আর্ষেণ দর্শনেন যথাশাস্ত্রং পশ্যন্ "অহং মনুঃ অভবং সূর্য্যশ্চ" (বৃঃ ১।৪।১০) ইতি আহ, তদ্বৎ ইতি। অতঃ ব্রহ্মপরম্ এব এতৎ বাক্যম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[বক্তা ইন্দ্রের] **উপদেশঃ**—"আমাকেই জানিবে", এই উপদেশ, **তু**—কিন্তু, **শাস্ত্রদৃষ্ট্যা**—শাস্ত্রদৃষ্টিতে প্রদত্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ 'আমিই পরব্রহ্ম', এইপ্রকার আর্ষদর্শনদ্বারা (—(১৭) জন্মান্তরে কৃত শ্রবণাদির বলে ইহজন্মে উৎপন্ন স্বতঃসিদ্ধ

ভাবদীপিকা

এই লিঙ্গপ্রমাণসকলকে কোনপ্রকারেই ইন্দ্রদেবতার বোধকরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না বলিয়া ইহারা হইল ব্রহ্মবোধক অনন্যথাসিদ্ধ লিঙ্গপ্রমাণ। ইহাদের দ্বারা ব্রহ্মই এই কৌষীতকিবাক্যের প্রতিপাদ্য হওয়ায় ১২ ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত ইন্দ্রদেবতাবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িল; কারণ তাহারা মুখ্যভাবে ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করে, ইন্দ্রদেবতাকে নহে। "মুখ্যার্থগ্রহণ সম্ভব হইলে গৌণার্থগ্রহণ ন্যায্য নহে"।

(১৭) উপরে 'শাস্ত্রদৃষ্টি' শব্দের আর্ষদর্শনরূপ অর্থ রত্নপ্রভাকার ও আনন্দগিরিকে অনুসরণ

জ্ঞানদ্বারা যথাশাস্ত্র দর্শন করতঃই বলিয়াছিলেন, ইহাই ভাব। [সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] **বামদেববৎ**—যেমন ঋষি বামদেব শাস্ত্রদৃষ্টিদ্বারা, অর্থাৎ আর্ষদর্শনের দ্বারা যথাশাস্ত্র দর্শনকরতঃ "আমি মনু এবং সূর্য্য হইয়াছিলাম", ইহা [শ্রুতিমুখে] বলিতেছেন, তদ্রূপ। [অতএব পরব্রহ্মই যে এই বাক্যের প্রতিপাদ্য, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইন্দ্রঃ নাম দেবতাত্মা স্বম্ আত্মানং পরমাত্মত্বেন 'অহম্ এব পরং ব্রহ্ম' ইতি আর্ষেণ দর্শনেন যথাশাস্ত্রং পশ্যন্ উপদিশতিস্ম—"মাম্ এব বিজানীহি" (কৌঃ ৩।১) ইতি ।১ যথা "তৎ হ এতৎ পশ্যন্ ঋষিঃ বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুঃ অভবং সূর্য্যশ্চ" (বৃঃ ১।৪।১০) ইতি, তদ্বৎ ।২ "তৎ যঃ যঃ দেবানাং প্রত্যবুধ্যত সঃ এব

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আর্ষদর্শনদ্বারা অহঙ্কারবাদরূপ (১০ ভাবনীঃ) দেবতাবোধক লিঙ্গপ্রমাণের অন্যথাসিদ্ধি।]

ইন্দ্র নামক দেবতাত্মা "আমিই পরব্রহ্ম", এইপ্রকার আর্ষদর্শনদ্বারা (—জন্মান্তরে কৃত শ্রবণাদির বলে ইহজন্মে উৎপন্ন স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানদ্বারা) নিজের আত্মাকে পরমাত্মরূপে যথাশাস্ত্র (১৮) দর্শনকরতঃ উপদেশ করিয়াছিলেন—"আমাকেই জানিবে", ইত্যাদি।১ যেমন সেই ইঁহাকে ['আমিই ব্রহ্ম', এইরূপে] দর্শন করিয়া ঋষি বামদেব অবগত হইয়াছিলেন—'আমি মনু এবং সূর্য্য হইয়াছিলাম", ইত্যাদি, তদ্রূপ।২ [সুতরাং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানপ্রভাবে ব্রহ্মীভূত ইন্দ্র "মাম এব বিজানীহি" এইরূপ উপদেশ করিলে কোন বিরোধ হয় না। যদি বলা হয়—দেবতাগণের বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকায় ইন্দ্রদেবতার যথাশাস্ত্র ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে—"দেবতাগণের নিকট বেদ স্বয়ং-প্রতিভাত", ইত্যাদি ১।৩।৮

ভাবদীপিকা

করিয়া প্রদত্ত হইল। শঙ্করানন্দ তৎকৃত দীপিকাতে শাস্ত্রদৃষ্টি শব্দের এইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন—"শাস্ত্রস্ত—'তত্ত্বমসি' ইত্যাদেঃ, দৃষ্টিঃ—আত্মাবগতিঃ, তয়া" অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা যে আত্মজ্ঞান হয়, তাহার দ্বারা'। ভামতীর অনুসরণকারিগণ বলেন—"শাস্ত্রার্থধ্যানজাপ্রমা শাস্ত্রদৃষ্টিঃ"—'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ের ধ্যান হইতে উৎপন্ন যে প্রমাজ্ঞান তাহাই শাস্ত্রদৃষ্টি'। বার্ত্তিক নামক টীকাকার বলেন—"তত্ত্বমস্যাদি শাস্ত্রাৎ সিদ্ধা যা আত্মনঃ দৃষ্টিঃ অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি"—'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে যে অহং ব্রহ্মাস্মি, এইপ্রকার আত্মবিষয়ক দৃষ্টি, অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, তাহাই শাস্ত্রদৃষ্টি। [৪।১।১ অধিকরণে শব্দাপরোক্ষবাদ ও মনোঽপরোক্ষবাদ আলোচনাকালে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি কিপ্রকারে হয়, এতদ্বিষয়ক ভামতীকারের ও ভাষ্যকারের মতভেদ পরিস্ফুট হইবে]।

(১৮) "যথাশাস্ত্র" শব্দের অর্থ—'শাস্ত্র যেপ্রকার উপদেশ করেন, সেইপ্রকার'। শাস্ত্র বলিতে শ্রুতি এবং তদনুগামী স্মৃতিকে বুঝিতে হইবে। এতদ্দ্বারা প্রাতিভজ্ঞান নিরাকৃত হইল। স্বপ্রতিভাপ্রভাবে ধ্যানাদির দ্বারা যে জ্ঞান লব্ধ হয়, অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবস্তুবিষয়ে সেই

শাঙ্করভাষ্যম্

তৎ অভবৎ" (বৃঃ ১।৪।১০) ইতি শ্রুতেঃ ।৩ যৎ পুনঃ উক্তম্,—"মাম এব বিজানীহি", ইতি উক্ত্বা বিগ্রহধর্ম্মৈঃ ইন্দ্রঃ আত্মানং তুষ্টাব ত্বাষ্ট্রবধাদিভিঃ ইতি, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্ ।৪ অত্র উচ্যতে–ন ত্বাষ্ট্রবধাদীনাং বিজ্ঞেয়েন্দ্রস্তুত্যর্থত্বেন উপন্যাসঃ 'যস্মাৎ এবংকর্ম্মা অহং তস্মাৎ মাং বিজানীহি' ইতি ।৫ কথং তর্হি ?৬ বিজ্ঞানস্তুত্যর্থত্বেন ।৭ যৎকারণং ত্বাষ্ট্রবধাদীনি সাহসানি উপন্যস্য পরেণ বিজ্ঞানস্তুতিম্ অনুসন্দধাতি-"তস্য মে তত্র লোম চ ন মীয়তে, সঃ যঃ মাং বেদ, ন হ বৈ তস্য কেন চ কর্ম্মণা লোকঃ মীয়তে" (কৌঃ ৩।১) ইত্যাদিনা ।৮ এতদুক্তং ভবতি - যস্মাৎ ঈদৃশানি অপি

ভাষ্যানুবাদ

দেবতাধিকরণের যুক্তি স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—এইপ্রকার আশঙ্কা করা যায় না], যেহেতু "দেবতাগণের মধ্যে যিনি যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তিনিই তাহা (—ব্রহ্মস্বরূপ) হইয়াছিলেন", এইপ্রকার শ্রুতি আছে ।৩

[সিঃ—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের স্তুতির জন্য হওয়ায় 'ত্রিশীর্ষহননকারিত্ব'রূপ (১১ ভাবদীঃ) ইন্দ্রদেবতাবোধক লিঙ্গপ্রমাণের অন্যথাসিদ্ধি ।]

আর যে বলা হইয়াছে—"আমাকেই জানিবে", ইহা বলিয়া ত্বষ্টার পুত্রবধ প্রভৃতি শরীরসম্বন্ধিধর্ম্মসকলের দ্বারা ইন্দ্র নিজেকে স্তব করিয়াছিলেন (১।১।২৯ সূঃ ৮ বাক্য) ইত্যাদি, তাহাকে পরিহার করিতে হইবে ।৪ এইবিষয়ে বলা হইতেছে —'যেহেতু আমি এইপ্রকার [পরাক্রমযুক্ত] কর্ম্মকারী, সেইহেতু আমাকে জানিবে', এইরূপে বিজ্ঞেয় ইন্দ্রদেবতার স্তুতির জন্য ত্বষ্টার পুত্রবধ প্রভৃতির উল্লেখ হয় নাই ।৫ তবে কিহেতু তাহা উল্লিখিত হইয়াছে ?৬ [তাহা বলিতেছেন—] বিজ্ঞানের (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের) স্তুতির জন্য ।৭ যেহেতু ত্বষ্টার পুত্রবধ প্রভৃতি পরাক্রমসকলের উল্লেখ করিয়া পরবর্ত্তিবাক্যের দ্বারা [শ্রুতি] ব্রহ্মবিজ্ঞানের স্তুতিকে অনুসন্ধান (—পরে সংযোজনা, স্মরণ) করিতেছেন, যথা–"সেই আমার তাহাতে (—এতাদৃশ ক্রূরকর্ম্মানুষ্ঠানসত্ত্বেও) একটী লোমও বিনষ্ট হইতেছে না, তিনি যিনি আমাকে জানেন কোনপ্রকার কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহার লোক (-মোক্ষরূপ ফল) প্রতিবদ্ধ হয় না", ইত্যাদি ।৮ [কিন্তু উক্ত বাক্যে স্তুতি পরিস্ফুট হইতেছে না। তাহা পরিস্ফুট করিতেছেন—] ইহাই বলা হইতেছে—যেহেতু এতাদৃশ ক্রূরকর্ম্মানুষ্ঠান-

ভাবদীপিকা

প্রাতিভজ্ঞান প্রমাণ নহে, শ্রুতিই এই বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, 'যথাশাস্ত্র' এই শব্দটীর প্রয়োগদ্বারা এই অভিপ্রায় সূচিত হইতেছে। [পাতঞ্জলগণ কিন্তু গুরুর উপদেশনিরপেক্ষ স্বপ্রতিভা হইতে উত্থিত প্রাতিভজ্ঞানকে তারকজ্ঞান (—সংসারসাগর হইতে ত্রাণকারক জ্ঞান) বলিয়া স্বীকার করেন, "প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্","তারকং সর্ব্ববিষয়ম্" (যোঃ সূঃ ৩।৩৩,৫৪), ইত্যাদি দ্রঃ ।]

শাঙ্করভাষ্যম

ক্রূরাণি কর্ম্মাণি কৃতবতঃ মম ব্রহ্মভূতস্য লোম অপি ন হিংস্যতে, সঃ যঃ অন্যঃ অপি মাং বেদ, ন তস্য কেনচিৎ অপি কর্ম্মণা লোকঃ হিংস্যতে, ইতি।৯ বিজ্ঞেয়ং তু ব্রহ্ম এব "প্রাণঃ অস্মি প্রজ্ঞাত্মা" (কৌঃ ৩।২) ইতি বক্ষ্যমাণম্।১০ তস্মাৎ ব্রহ্মবাক্যম্ এতৎ।১১॥১।১।৩০॥

ভাষ্যানুবাদ

কারী ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত আমার একটী লোমও বিনষ্ট হইতেছে না, [সেইহেতু] তিনি অর্থাৎ অন্য যে কেহ [ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা ব্রহ্মীভূত] আমাকে জানেন, কোন কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার লোক বিনষ্ট হয় না, [অতএব এই ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু।৯ আচ্ছা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান স্তুত হইল বটে, কিন্তু জ্ঞেয়রূপে তো "আমাকে জানেন", এইপ্রকার কথনকারী ইন্দ্রদেবতাকেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "আমি প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা", এইরূপে যিনি কথিত হইতেছেন, সেই ব্রহ্মই কিন্তু বিজ্ঞেয়। [ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা ব্রহ্মীভূত ইন্দ্র 'অস্মৎ' শব্দ-প্রয়োগদ্বারা উপদেশ করিলেও সেই ব্রহ্মই উপদিষ্ট হইতেছেন, ব্রহ্মভিন্ন ইন্দ্রদেবতা নহেন, ইহাই ভাব]।১০ সেইহেতু (—ইন্দ্রদেবতাবোধক লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় অন্যথাসিদ্ধ হওয়ায় তিনি উক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য হইতে পারেন না বলিয়া, "প্রাণঃ অস্মি প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদি] ইহা হয় ব্রহ্মবোধকবাক্য।১১॥১।১।৩০॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহতদ্‌যোগাৎ ॥১।১।৩১॥

পদচ্ছেদ—জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ, ন, ইতি, চেৎ, ন, উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ, আশ্রিতত্বাৎ, ইহ, তদ্‌যোগাৎ।

সূত্রার্থ—[নন্‌ যদুক্তম্—অধ্যাত্মসম্বন্ধবাহুল্যাৎ ন দেবতাত্মা প্রাণঃ ইতি, তৎ সত্যম্। কিন্তু তথাপি] **জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ**—"বক্তারং বিদ্যাৎ" (কৌঃ ৩।৮) ইতি জীবলিঙ্গাৎ, "ইদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি" (কৌঃ ৩।৩) ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ চ [তদুভয়পরম্ ইদং বাক্যং], **ন**—ন ব্রহ্মপরম্ এব, **ইতি চেৎ; ন,** [কুতঃ?] **উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ**—যতঃ জীবমুখ্যপ্রাণব্রহ্মোপাসনানি ত্রীনি প্রসজ্যেরন্, [ন চ তদিষ্টম্, উপক্রমোপসংহারাভ্যাং ব্রহ্মপরত্বেন একবাক্যত্বে সম্ভবতি বাক্যভেদঃ ন যুক্তঃ। কিঞ্চ] **আশ্রিতত্বাৎ**—"অতএব প্রাণঃ" (১।১।২৩) ইত্যত্র ব্রহ্মলিঙ্গবশাৎ প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মণি বৃত্তেঃ আশ্রিতত্বাৎ, **ইহ**—"প্রাণঃ অস্মি প্রজ্ঞাত্মা" (কৌঃ ৩।২) ইত্যাদি শ্রুতৌ চ, **তদ্‌যোগাৎ**—হিততমত্বাদ্যসাধারণব্রহ্মলিঙ্গযোগাৎ চ [ব্রহ্মবিষয়কঃ এব অয়ম্ উপদেশঃ ইতি]।

অনুবাদ—[আর যে বলা হইয়াছে—প্রত্যগাত্মসম্বন্ধের বাহুল্যবশতঃ প্রাণশব্দ দেবতাবোধক নহে (১।১।২৯ সূঃ), ইত্যাদি, তাহা সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও] **জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ**—"বক্তাকে জানিবে", এই জীববোধকলিঙ্গপ্রমাণ এবং "এই শরীরকে [আমি বা আমাররূপে]

গ্রহণ করিয়া [শয়নাদি অবস্থা হইতে] উত্থাপিত করেন", এই মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গপ্রমাণ থাকায় [এই বাক্য সেই উভয়েরও বোধক হইবে], **ন**—কেবল ব্রহ্মবোধক হইবে না, **ইতি চেৎ**—যদি এইপ্রকার বলা হয়, [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] **ন**—না, তাহা বলা যায় না। [কেন বলা যায় না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ**—যেহেতু তাহা হইলে জীবের উপাসনা, মুখ্যপ্রাণের উপাসনা এবং ব্রহ্মের উপাসনা, এই ত্রিবিধ উপাসনার প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে [তাহা কিন্তু অভীষ্ট নহে, কারণ উপক্রম ও উপসংহারের দ্বারা ব্রহ্মবোধকরূপে একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ (১৯) স্বীকার করা যুক্তি সঙ্গত নহে। আর এক কথা], **আশ্রিতত্বাৎ**—"অতএব প্রাণঃ" এই সূত্রে ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণবলে প্রাণশব্দের অর্থ ব্রহ্ম, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া এবং **ইহ**—"আমি প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা", ইত্যাদি শ্রুতিতে, **তদ্‌যোগাৎ**—'হিততমত্ব' প্রভৃতি ব্রহ্মবোধক অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণের সম্বন্ধ আছে বলিয়া [প্রতর্দ্দনের প্রতি ইন্দ্রের এই উপদেশ নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিষয়ক]।

ভাবদীপিকা [বাক্যভেদ দোষ কেন ?]

(১৯) একটী বাক্যের একাধিক অর্থ স্বীকার করাকে **বাক্যভেদ** বলে। একই বাক্যের একাধিক অর্থ স্বীকার করিলে অসন্দিগ্ধভাবে কোনপ্রকার অর্থ নিরূপিত হইতে পারে না বলিয়া ইহা একপ্রকার দোষ। লৌকিক বাক্যে 'তৎপ্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চারণ' অর্থাৎ 'লোকে এই বাক্যের দ্বারা এইপ্রকার বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করুক্', বক্তার এইপ্রকার ইচ্ছাবশতঃ বাক্য উচ্চারিত হয় বলিয়া এবং বক্তার ইঙ্গিতাদির দ্বারা তাহার নানাপ্রকার অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায় বলিয়া তৎপ্রযুক্ত একটী বাক্যের নানাপ্রকার অর্থ কল্পনা করিলে তাহা সর্ব্বক্ষেত্রে দোষাবহ হয় না; শ্লেষালঙ্কারস্থলে তো ইহা সুধীগণের অলঙ্কারস্বরূপ। বেদে কিন্তু কোন পুরুষ বক্তৃরূপে না থাকায় ইঙ্গিত ইত্যাদির দ্বারা শ্রুতির অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায় না। সেইহেতু একটী শ্রুতিবাক্যের একটীই অর্থ স্বীকার করিতে হয়। যদি বল—তোমাদের মতে ঈশ্বরই তো বেদবক্তা, সুতরাং বেদের পুরুষ-বক্তা নাই বলিতেছ কেন ? তদুত্তরে শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ্‌গণ বলেন—স্বাভিপ্রায়ানুসারে কিছু বলাকেই আমরা এইস্থলে বক্তৃত্ব বলিতেছি। ঈশ্বরের তাদৃশ বেদবক্তৃত্ব নাই, কারণ পূর্ব্বকল্পে যেপ্রকার ছিল, পরকল্পের আদিতে অবিকল সেইরূপেই পরমেশ্বর হইতে তাঁহার নিঃশ্বাসের ন্যায় (বৃঃ ২।৪।১০) হয় বেদের অভিব্যক্তি। সুতরাং পূর্ব্বকল্পীয় অর্থবোধাতিরিক্ত নূতন কিছু অর্থ প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে ঈশ্বর কর্তৃক বেদ উচ্চারিত হয় নাই বলিয়া মহাভারতাদির বক্তা ভগবান্ বেদব্যাস প্রভৃতির ন্যায় ঈশ্বরকে বেদের বক্তা বলা যায় না। সেইহেতু পৌরুষেয় বাক্যের বক্তার ন্যায় কোন বক্তা বেদের না থাকায় শ্রুতির একটী বাক্যের একটীই তাৎপর্য্য থাকে। তাহার ফলে একটী শ্রুতিবাক্যের একই-প্রকার অর্থ স্বীকার করিতে হয়। এইজন্যই শাস্ত্রবিদ্‌গন "তৎপ্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চারণ করাকে" তাৎপর্য্যের" লক্ষণরূপে স্বীকার করেন নাই, কারণ বেদে সেইপ্রকার ইচ্ছা করিবার কেহ নাই। সিদ্ধান্তে "তৎপ্রতীতিজনন যোগ্যত্বকেই" অর্থাৎ সেইপ্রকার জ্ঞানোৎপাদন সামর্থ্যকেই 'তাৎপর্য্য' বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। যাহাহউক এইরূপে দেখা গেল—শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য একটীই হওয়ায় তাহার একটী অর্থই স্বীকার করিতে হয়। যেমন "গ্রহং সম্মাষ্টি"—'গ্রহনামক সোমরসাধার পাত্রকে মার্জ্জনা করিবে', এইস্থলে "গ্রহের সম্মার্জ্জনরূপ একটী অর্থই গ্রহণ করিতে হয়। গ্রহপদটী একবচনান্ত হওয়ায় 'একটী গ্রহকে মার্জ্জন করিতে হইবে', এইপ্রকার অর্থ গ্রহণ করা চলে

[৩৯০ পৃঃ] শাঙ্করভাষ্যম্

যদ্যপি অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমদর্শনাৎ ন পরাচীনস্য দেবতাত্মনঃ উপদেশঃ, তথাপি ন ব্রহ্মবাক্যং ভবিতুম্ অর্হতি।১ কুতঃ?২ জীবলিঙ্গাৎ মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ চ।৩ জীবস্য তাবৎ অস্মিন্ বাক্যে বিস্পষ্টং লিঙ্গম্ উপলভ্যতে, "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" (কৌঃ ৩।৮) ইত্যাদি।৪ অত্র হি বাগাদিভিঃ করণৈঃ ব্যাপৃতস্য কার্য্যকরণাধ্যক্ষস্য জীবস্য বিজ্ঞেয়ত্বম্ অভিধীয়তে।৫ তথা মুখ্যপ্রাণলিঙ্গম্ অপি—"অথ খলু প্রাণঃ এব প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি"

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—দ্বিবচনের প্রয়োগ ও সহভাবাদি লিঙ্গপ্রমাণত্রয়ের বলে প্রাণশব্দে জীব, অথবা মুখ্যপ্রাণ অথবা উভয়ই গ্রহণীয়।]

পূর্ব্বপক্ষ—[প্রকারান্তরে আক্ষেপ করিতেছেন—] যদিও অধ্যাত্মসম্বন্ধের (—প্রত্যগাত্মসম্বন্ধের) বাহুল্য দৃষ্ট হয় বলিয়া [ইহা] বাহ্য দেবতাত্মার উপদেশ নহে, তাহা হইলেও ["প্রাণঃ অস্মি প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদি এই বিচারণীয় বাক্যটী] ব্রহ্মবোধক বাক্য হইবে, ইহা সঙ্গত নহে।১ কেন সঙ্গত নহে?২ [তদুত্তরে বলিতেছেন-] যেহেতু জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ এবং মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গপ্রমাণ আছে।৩ [প্রথমপক্ষ স্পষ্ট করিতেছেন—] এইবাক্যে জীবের (—জীববোধক) লিঙ্গপ্রমাণ অতি স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইতেছে, যথা—"বাগিন্দ্রিয়কে জানিতে ইচ্ছা করিও না, বক্তাকে জানিবে," ইত্যাদি।৪ যেহেতু এইস্থলে বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা ব্যাপৃত যে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ জীব, তাহার বিজ্ঞেয়তা (—তাহাকেই জানিতে হইবে, ইহা) কথিত হইতেছে। [সুতরাং "বক্তারং বিদ্যাৎ", ইহা হইল জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ।৫ দ্বিতীয়পক্ষ গ্রহণ করতঃ স্পষ্ট করিতেছেন—] এইরূপে মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গপ্রমাণও 'অতি স্পষ্টরূপে কথিত হইতেছে', যথা-"এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা (—যিনি ক্রিয়াশক্তি-উপহিত, তিনিই জ্ঞানশক্তি-উপহিত, তিনি] এই শরীরকে [আমি বা

ভাবদীপিকা

না, কারণ তাহাতে "গ্রহং সম্মাষ্টি", "একং সম্মাষ্টি" এইপ্রকার দুইটী বাক্য কল্পনা করতঃ উক্ত প্রকার অর্থগ্রহণ করিতে হইবে, ফলে বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িবে। শ্রুতিতে 'গ্রহের' উদ্দেশে সম্মার্জন বিহিত হইয়াছে, একত্বের সহিত সম্মার্জ্জনের সম্বন্ধও নহে। সেইহেতু একত্বের সহিত সম্মার্জ্জনের সম্বন্ধ স্বীকার করিলে তাহা পৌরুষেয় কল্পনামাত্র হইয়া পড়িবে। তাহা সঙ্গত নহে। বেদবাক্যের অর্থবোধ করিতে গিয়া এইপ্রকার পৌরুষেয় বাক্য কল্পনা এইপক্ষে আর একটী দোষ (পূঃ মীঃ ৩।১।৭ অধিঃ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে দেখা গেল বাক্যভেদ, অর্থাৎ একই বাক্যের একাধিক অর্থ স্বীকার করা শ্রুতিবাক্যবিচারে একটী গুরুতর দোষ। পক্ষান্তরে 'বাক্যভেদের' বিপরীত যে **'একবাক্যতা'** অর্থাৎ 'একই অর্থ প্রতিপাদন করা', ইহা শ্রুতির অর্থ নিরূপণে হয় প্রবল সহায়ক। ইহার পরিচয় ১।১।১০ অধিকরণের ১০ ভাবদীপিকা প্রভৃতিস্থলে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, আরও বহুস্থলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

(কৌঃ ৩।৩) ইতি।৬ শরীরধারণং চ মুখ্যপ্রাণস্য ধর্ম্মঃ, প্রাণসংবাদে বাগাদীন্ প্রাণান্ প্রকৃত্য, "তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণঃ উবাচ মা মোহম্ আপদ্যথা, অহম্ এব এতৎ পঞ্চধা আত্মানং প্রবিভজ্য এতৎ বাণম্ অবষ্টভ্য বিধারয়ামি" (প্রশ্নঃ ২।৩) ইতি শ্রবণাৎ।৭ যে তু "ইমং শরীরং পরিগৃহ্য" (কৌঃ ৩।৩) ইতি পঠন্তি, তেষাম্ ইমং জীবং ইন্দ্রিয়গ্রামং বা পরিগৃহ্য শরীরম্ উত্থাপয়তি ইতি ব্যাখ্যেয়ম্।৮ প্রজ্ঞাত্মত্বম্ অপি জীবে তাবৎ চেতনত্বাৎ উপপন্নম্।৯ মুখ্যে অপি প্রাণে প্রজ্ঞাসাধন-প্রাণান্তরাশ্রয়ত্বাৎ উপপন্নম্ এব।১০ জীবমুখ্যপ্রাণপরিগ্রহে চ প্রাণ-প্রজ্ঞাত্মনোঃ সহবৃত্তিত্বেন অভেদনির্দ্দেশঃ, স্বরূপেণ চ ভেদ-নির্দ্দেশঃ ইতি উভয়থানির্দ্দেশঃ উপপদ্যতে—"যঃ বৈ প্রাণঃ সা

ভাষ্যানুবাদ

আমাররূপে] গ্রহণ করিয়া [শয়নাদি অবস্থা হইতে] উত্থাপিত করেন", ইত্যাদি।৬ [কিন্তু শরীরকে উত্থান করা তো জীববোধক লিঙ্গ। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর শরীরকে ধারণ করা মুখ্যপ্রাণের ধর্ম্ম, যেহেতু প্রাণসংবাদে (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়-গণের কথোপকথনরূপ আখ্যায়িকাতে) বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে প্রস্তাব করিয়া, "বরিষ্ঠ প্রাণ (—মুখ্যপ্রাণ) তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা মোহপ্রাপ্ত হইও না, আমিই নিজেকে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত করিয়া এই বাণকে (—অস্থির শরীরকে) সুদৃঢ় করতঃ নিশ্চিতভাবে ধারণ করিতেছি", শ্রুতিতে এইপ্রকার বর্ণিত হইতেছে।৭ [কিন্তু কৌষীতকির কোন কোন পাঠে "ইদং শরীরং" স্থলে "ইমং শরীরম্" এই-প্রকার পরিদৃষ্ট হয়। ইমং পদটী পুংলিঙ্গ 'ইদম্' শব্দের রূপ। সুতরাং তাহা ক্লীবলিঙ্গ শরীর শব্দের বিশেষণ হইতে পারে না। সেইস্থলে কি প্রকার ব্যাখ্যা হইবে, তাহা বলিতেছেন—] যাঁহারা "ইমং শরীরং পরিগৃহ্য" এইপ্রকার পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে, "এই জীবকে অথবা ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করিয়া শরীরকে উত্থাপিত করেন," এই-প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে।৮ [অচেতন মুখ্যপ্রাণে ও উপহিত জীবচৈতন্যে প্রজ্ঞা-ত্মতা (—জ্ঞানস্বরূপতা) কিপ্রকারে উপপন্ন হয়, তাহা বলিতেছেন—] প্রজ্ঞাত্মতাও চেতন হওয়ায় জীবে উপপন্ন হয়।৯ আর জ্ঞানের সাধনভূত অন্য ইন্দ্রিয়সকলের আশ্রয় হয় বলিয়া মুখ্যপ্রাণেও [প্রজ্ঞাত্মতা] অবশ্যই সঙ্গত হয়।১০ [কৌঃ ৩।৩ বাক্যে দ্বিবচনের প্রয়োগ, একত্র অবস্থিতি এবং সহ-উৎক্রমণ শ্রুত হয় বলিয়া, এই লিঙ্গপ্রমাণত্রয়ের বলে জীব ও মুখ্যপ্রাণই গ্রহণীয়, ব্রহ্ম নহেন, ইহাই বলিতে-ছেন—] আর জীব ও মুখ্যপ্রাণ গৃহীত হইলে প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মার একত্র অবস্থিতি বশতঃ [তাহাদের] অভিন্নতার নির্দ্দেশ এবং [তাহারা বস্তুতঃ ভিন্ন হওয়ায়] স্বরূপতঃ [তাহাদের] বিভিন্নতার নির্দ্দেশ, এইরূপে উভয়প্রকার নির্দ্দেশ হয় সঙ্গত,

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রজ্ঞা, যা বৈ প্রজ্ঞা সঃ প্রাণঃ, সহ হি এতৌ অস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহ উৎক্রামতঃ" (কৌঃ ৩।৩) ইতি।১১ ব্রহ্মপরিগ্রহে তু কিং কস্মাৎ ভিদ্যেত?১২ তস্মাৎ ইহ জীবমুখ্যপ্রাণয়োঃ অন্যতরঃ উভৌ বা প্রতীয়েয়াতাং, ন ব্রহ্ম ইতি চেৎ?১৩ ন এতৎ এবম্, উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ।১৪ এবং সতি ত্রিবিধং উপাসনং প্রসজ্যেত—জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং, ব্রহ্মোপাসনং চ ইতি।১৫ ন চ এতৎ একস্মিন্ বাক্যে অভ্যুপগন্তুং যুক্তম্, উপক্রমোপসংহারাভ্যাং হি বাক্যৈকত্বম্ অবগম্যতে।১৬ "মাম্ এব বিজানীহি" (কৌঃ ৩।১) ইতি উপ-

ভাষ্যানুবাদ

যথা—"যিনি প্রাণ তিনিই প্রজ্ঞা, আর যিনি প্রজ্ঞা তিনিই প্রাণ, ইঁহারা একই সঙ্গে এই শরীরে বাস করেন এবং [মৃত্যুকালে] একই সঙ্গে উৎক্রমণ করেন", (২০) ইত্যাদি।১১ [প্রাণশব্দে] ব্রহ্ম গৃহীত হইলে সে কাহা হইতে ভিন্ন হইবে (—মুখ্যপ্রাণ ও প্রজ্ঞাকে অর্থাৎ জীবকে তখন আর বিভিন্ন বা অভিন্ন কিছুই বলা যাইবে না, কারণ ব্রহ্মবস্তু স্বগতাদিভেদরহিত)।১২ সেইহেতু—এইসকল যুক্তি থাকায়, কৌষীতকির এই প্রকরণে] জীব ও মুখ্যপ্রাণের মধ্যে যে কোন একটী, অথবা উভয়ই প্রতীত হউক, কিন্তু ব্রহ্ম প্রতীত হইবেন না, যদি এইপ্রকার বলা হয়।১৩

[সিঃ—উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতাপুষ্ট তাৎপর্য্যবান্ লিঙ্গপ্রমাণের বলে প্রাণশব্দে ব্রহ্মই গ্রহণীয়।]

সিদ্ধান্ত—তদুত্তরে বলিব, না, ইহা এইপ্রকার নহে, যেহেতু [তাহা হইলে] উপাসনার ত্রৈবিধ্য হইয়া পড়িবে।১৪ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] এইপ্রকার হইলে (—তদ্বোধক লিঙ্গপ্রমাণবলে জীব ও মুখ্যপ্রাণকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিলে, ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণও বর্ত্তমান থাকায়] উপাসনা তিনপ্রকার হইয়া পড়িবে, যথা—জীবের উপাসনা, মুখ্যপ্রাণের উপাসনা এবং ব্রহ্মের উপাসনা।১৫ আর ইহা (—ত্রিবিধ উপাসনা) একইবাক্যে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ উপক্রম ও উপসংহারের দ্বারা বাক্যের একত্ব (—একবাক্যতা) অবগত হওয়া যাইতেছে। [সেইহেতু বাক্যভেদ (১৯ ভাবদীঃ) অঙ্গীকার অন্যায্য]।১৬ [উপক্রম ও উপসংহাররূপ তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গের বলে একবাক্যতা প্রদর্শন করিতেছেন—] "আমাকেই জানিবে" এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "আমি প্রাণশব্দবাচ্য এবং প্রজ্ঞানৈকস্বভাব, সেই আমাকে আয়ু এবং অমৃত, এইরূপে উপাসনা করিবে", ইহা বলিয়া শেষভাগে

ভাবদীপিকা

(২০) 'যিনি প্রাণ, তিনিই প্রজ্ঞা", এই অংশে জীব ও মুখ্যপ্রাণের অভিন্নতার কথা বলা হইল। আর "একই সঙ্গে শরীরে বাস করেন ও উৎক্রমণ করেন" এই অংশে তাহাদের বিভিন্নতার কথা বলা হইল; কারণ দুইটী বস্তু বিভিন্ন হইলেই তাহাদের একত্র বাস ইত্যাদির প্রসঙ্গ উঠা সম্ভব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্রম্য "প্রাণঃ অস্মি প্রজ্ঞাত্মা, তং মাম্ আয়ুঃ অমৃতম্ ইতি উপাস্স্ব" (কৌঃ ৩।২) ইতি উক্ত্বা অন্তে "সঃ এষঃ প্রাণঃ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ" (কৌঃ ৩।৮) ইতি একরূপৌ উপক্রমোপসংহারৌ দৃশ্যেতে।১৭ তত্র অর্থৈকত্বং যুক্তম্ আশ্রয়িতুম্।১৮ নচ ব্রহ্মলিঙ্গম্

ভাষ্যানুবাদ

(—উপসংহারে) "সেই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা" (—যিনি মুখ্যপ্রাণরূপ উপাধিযুক্ত, তিনিই বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত, উপাধিরহিতাবস্থাতে তিনিই] আনন্দস্বরূপ, অজর ও অমৃতস্বরূপ", এইরূপে একই প্রকার উপক্রম ও উপসংহার পরিদৃষ্ট হইতেছে।১৭ সেইস্থলে অর্থের (—প্রতিপাদ্য বিষয়ের) একত্ব স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত (২১)।১৮ [কিন্তু প্রতিপাদ্যবিষয়ের একত্ব তো ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকলকে জীব ও মুখ্যপ্রাণ-

ভাবদীপিকা

(২১) কেন যুক্তিসঙ্গত? তাহা বলা হইতেছে—যদি এইস্থলে প্রতিপাদ্য বিষয় এক না হয়, তাহা হইলে জীব, মুখ্যপ্রাণ ও ব্রহ্ম, এই তিনটী পদার্থই প্রতিপাদ্য, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। কিন্তু তাহা সম্ভব হইতেছে না; কারণ তাহা হইলে জীব, মুখ্যপ্রাণ ও ব্রহ্ম, এই তিনটী পদার্থের বোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল সমবল হইবে এবং বাক্যত্রয়ও বিভিন্ন হইবে। এখানে কিন্তু উপক্রম ও উপসংহাররূপ তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা পুষ্ট ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ, জীব ও মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গপ্রমাণাপেক্ষা বলবান্ হইয়া পড়িতেছে, তাহাদের সহিত সমবল হইতেছে না। সেইহেতু তাৎপর্য্যবান্, সুতরাং বলবান্ লিঙ্গপ্রমাণসকলের (৩, ৯ ভাবদীঃ) বলে কৌষীতকি উপনিষদের এই প্রকরণের যে ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। আর তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত ব্রহ্ম এক বলিয়া এখানে বাক্যও বিভিন্ন হইতেছে না, পরন্তু জীব ও মুখ্যপ্রাণের বোধক অবান্তরবাক্যগুলি মিলিত হইয়া মহাবাক্যরূপে উক্ত সকল বাক্যগুলির একবাক্যতাই (—একার্থপ্রতিপাদকতাই) সিদ্ধ হইতেছে। আর এককথা—জীব ও মুখ্যপ্রাণের উপাসনার কোন ফল শ্রুত হইতেছে না। 'মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিত' একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের ফলেই সম্ভব। সুতরাং হিততমত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মবিজ্ঞানেরই ফল, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। সেইহেতু "ফলবৎ সন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্"—"ফলবানের নিকটে ফলবিহীন যাহা পঠিত হয় তাহা ফলবানেরই অঙ্গ," এই ন্যায়ানুসারে জীব ও মুখ্যপ্রাণবোধক বাক্যসকল ব্রহ্মবোধক বাক্যেরই অঙ্গ হইবে, অর্থাৎ তাহার সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মবোধনরূপ একই অর্থ প্রতিপাদন করিবে (—একবাক্যতা সম্পাদন করিবে), ইহাই যুক্তিসঙ্গত। আবার দেখ, জীব ও মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকলকে ব্রহ্মবোধকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকলকে জীবাদির বোধকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, ইহা ৯ ভাবদীঃ শেষাংশে বর্ণিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী ভাষ্যমধ্যেও বর্ণিত হইতেছে। সেইহেতুবশতঃও জীব ও মুখ্যপ্রাণাদি পদার্থের বিভিন্নতাবশতঃ বাক্যসকল বিভিন্ন হইতেছে না। পরন্তু জীবাদিবোধক লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মই বর্ণিত হওয়ায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের একত্ববশতঃ একবাক্যতাই সিদ্ধ হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্যপরত্বেন পরিণেতুং শক্যম্, দশানাং ভূতমাত্রাণাং প্রজ্ঞামাত্রাণাং চ ব্রহ্মণঃ অন্যত্র অর্পণানুপপত্তেঃ ।১৯ আশ্রিতত্বাৎ চ অন্যত্রাপি ব্রহ্ম-লিঙ্গবশাৎ প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মণি বৃত্তেঃ ।২০ ইহাপি চ হিততমোপন্যাসা-দিব্রহ্মলিঙ্গযোগাৎ ব্রহ্মোপদেশঃ এব অয়ম্ ইতি গম্যতে ।২১ যৎ তু মুখ্যপ্রাণলিঙ্গং দর্শিতম্—"ইদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি" (কৌঃ ৩।৩) ইতি, তৎ অসৎ ; প্রাণব্যাপারস্য অপি পরমাত্মায়ত্তত্বাৎ পরমাত্মনি উপচরিতুং শক্যত্বাৎ ; "ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ" (কঠ ২।২।৫) ইতি শ্রুতেঃ ।২২

ভাষ্যানুবাদ

বোধকরূপে ব্যাখ্যা করিলেও হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ব্রহ্ম-বোধক লিঙ্গপ্রমাণকে অন্যপররূপে (—জীব ও মুখ্যপ্রাণের বোধকরূপে) পরিণত করিতে পারা যায় না, কারণ দশটী ভূতমাত্রার (১৫ ভাবদীঃ) এবং দশটী প্রজ্ঞা-মাত্রার ব্রহ্মভিন্ন অন্যত্র অর্পণ সঙ্গত নহে, [যেহেতু বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারকল্পনার অধিষ্ঠান একমাত্র ব্রহ্মই হইতে পারেন, জীব ও মুখ্যপ্রাণরূপ কল্পিত পদার্থ অন্য কল্পিত পদার্থের অধিষ্ঠান হইতে পারে না ।১৯ কিন্তু প্রাণশব্দের অর্থ তো ব্রহ্ম নহেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা বলিতে পার না,] যেহেতু অন্যস্থলেও ব্রহ্মবোধক লিঙ্গ-প্রমাণের বলে প্রাণশব্দের ব্রহ্মে [লক্ষণা-] বৃত্তি আশ্রয় করা হইয়াছে (১।১।৯ অধিঃ ১২ ভাবদীঃ) ।২০ [কিন্তু সেইস্থলে তো ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ ছিল। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এখানেও "হিততমের উপন্যাস" (—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলকর বস্তুর উল্লেখ, অর্থাৎ হিততমত্ব) প্রভৃতি ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণের (৩ এবং ৯ ভাবদীঃ) সম্বন্ধ থাকায় ইহা যে ব্রহ্মেরই উপদেশ, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ।২১

[সিঃ—মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গপ্রমাণের ব্রহ্মবোধনে সমন্বয়।]

আর যে মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা এই শরীরকে [আমি বা আমাররূপে] গ্রহণ করিয়া [শয়নাদি অবস্থা হইতে] উত্থাপিত করেন", ইত্যাদি (৬ বাক্য), তাহা ঠিক নহে , যেহেতু মুখ্যপ্রাণের ক্রিয়াও পরমাত্মার অধীন হওয়ায় তাহাকে পরমাত্মাতে গৌণভাবে প্রয়োগ করিতে পারা যায় ; কারণ "প্রাণের দ্বারা বা অপানের দ্বারা কোন প্রাণী জীবিত থাকে না, কিন্তু যাহাতে ইহারা (—প্রাণ ও অপান) আশ্রিত থাকে, সেই [প্রাণাদি হইতে ভিন্ন] অপরের (—ব্রহ্মের) দ্বারা জীবিত থাকে", এইপ্রকার শ্রুতি আছে ।২২ [এইরূপে পূর্ব্বপক্ষীর মুখ্যপ্রাণ-বোধক লিঙ্গপ্রমাণ অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িল]।

[সিঃ—জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণের ব্রহ্মবোধনে সমন্বয়।]

আর যে "বাগিন্দ্রিয়কে জানিতে ইচ্ছা করিও না, বক্তাকে জানিবে", ইত্যাদি

শাঙ্করভাষ্যম্

যদপি "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" (কৌঃ ৩।৮) ইত্যাদি জীবলিঙ্গং দর্শিতং, তদপি ন ব্রহ্মপক্ষং নিবারয়তি।২৩ ন হি জীবঃ নাম অত্যন্তভিন্নঃ ব্রহ্মণঃ, "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।২৪ বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃতং তু বিশেষম্ আশ্রিত্য ব্রহ্ম এব সন্ জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তা চ ইতি উচ্যতে।২৫ তস্য উপাধিকৃতবিশেষপরিত্যাগেন স্বরূপং ব্রহ্ম দর্শয়িতুং "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" (কৌঃ ৩।৮) ইত্যাদিনা প্রত্যগাত্মাভিমুখীকরণার্থম্ উপদেশঃ ন বিরুধ্যতে।২৬ "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে"॥ (কেন ১।৫) ইত্যাদি চ শ্রুত্যন্তরং বচনাদিক্রিয়াব্যাপৃতস্য এব আত্মনঃ ব্রহ্মত্বং দর্শয়তি।২৭ যৎ পুনঃ এতৎ উক্তম্—"সহ হি এতৌ অস্মিন্

ভাষ্যানুবাদ

জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে (৪ ভাষ্যবাক্য), তাহাও ব্রহ্মপক্ষকে নিরাকরণ করে না।২৩ যেহেতু ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন জীবনামক কিছুই নাই, কারণ "তুমিই তাহা" "আমিই ব্রহ্ম", ইত্যাদি শ্রুতিসকল আছে।২৪ [কিন্তু জীব যদি ব্রহ্মই হয়, তবে তাহার সংসারিত্ব কি প্রকারে হয়? তাহা বলিতেছেন—] বুদ্ধি প্রভৃতিরূপ যে উপাধি, তৎকৃত বিশেষকে (—আমি পরিচ্ছিন্ন জীব, এইপ্রকার অভিমানকে) আশ্রয় করিয়া [স্বরূপতঃ] ব্রহ্ম হইলেও জীব কর্ত্তা এবং ভোক্তা, এইরূপে কথিত হয়।২৫ উপাধিকৃত বিশেষের পরিত্যাগদ্বারা তাহার (—জীবের) স্বরূপভূত যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে দর্শন করাইবার জন্য, "বাগিন্দ্রিয়কে জানিতে ইচ্ছা করিও না, বক্তাকে জানিবে", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [জীবকে] প্রত্যগাত্মাভিমুখী (১।১।৪ সূঃ ১২৬ বাক্য) করিবার অভিপ্রায়ে যে উপদেশ, তাহা বিরুদ্ধ নহে। [সুতরাং জীববোধক বাক্য যাহা শ্রুতিতে পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ জীবকে অনুবাদ করিয়া তাহাকে প্রত্যগাত্মাভিমুখী করতঃ তাহার ব্রহ্মত্ববোধনরূপ অন্য উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।২৬ এই বিষয়ে শ্রুতির সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "যিনি বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত হন না, যাঁহার দ্বারা বাগিন্দ্রিয় স্বকার্য্যাভিমুখে প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, কিন্তু ইহা ব্রহ্ম নহে, যাহাকে 'ইদংরূপে' (—আত্মা হইতে ভিন্ন অনাত্মরূপে, লোকে] উপাসনা করে", ইত্যাদি অন্য শ্রুতি বাগ্ ব্যবহারাদি ক্রিয়াতে ব্যাপৃত যে [জীব] আত্মা, তাহারই ব্রহ্মত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।২৭ [সুতরাং "বক্তারং বিদ্যাৎ" ইত্যাদি বাক্যসকলে লোকপ্রসিদ্ধ জীবকে অনুবাদ করিয়া তাহার ব্রহ্মত্ব বিজ্ঞাপিত হইতেছে বলিয়া জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল ব্রহ্মবোধন করতঃ জীববোধনে অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

শরীরে বসতঃ সহ উৎক্রামতঃ" (কৌঃ ৩।৩) ইতি প্রাণপ্রজ্ঞাত্মনোঃ ভেদদর্শনং ব্রহ্মবাদে ন উপপদ্যতে ইতি।২৮ নৈষঃ দোষঃ, জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিদ্বয়াশ্রয়য়োঃ বুদ্ধিপ্রাণয়োঃ প্রত্যগাত্মোপাধিভূতয়োঃ ভেদনির্দ্দেশোপপত্তেঃ।২৯ উপাধিদ্বয়োপহিতস্য তু প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপেণ অভেদঃ ইতি অতঃ "প্রাণঃ এব প্রজ্ঞাত্মা" (কৌঃ ৩।৩) ইতি একীকরণম্ অবিরুদ্ধম্।৩০

অথবা "নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহতদ্‌যোগাৎ" ইতি অস্য অয়ম্‌অন্যঃ অর্থঃ—ন ব্রহ্মবাক্যে অপি জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গং বিরুধ্যতে।৩১ কথম্?৩২ "উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ"।৩৩ ত্রিবিধম্ ইহ ব্রহ্মোপাসনং বিবক্ষিতং, প্রাণধর্ম্মেণ প্রজ্ঞাধর্ম্মেণ স্বধর্ম্মেণ চ।৩৪ তত্র "আয়ুঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—"দ্বিবচন", "একত্র অবস্থিতি" ইত্যাদি জীব ও মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গপ্রমাণত্রয়ের ঔপাধিক বিনিয়োগ প্রদর্শন।]

আর যে বলা হইয়াছে—["প্রজ্ঞা (—জীব) ও প্রাণ, ইঁহারা] মিলিত হইয়া এই শরীরে বাস করে এবং মিলিত হইয়া উৎক্রমণ করে", এইরূপে যে মুখ্যপ্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মার (—জীবের) ভেদদর্শন, তাহা ব্রহ্মবাদে (-ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইলে) উপপন্ন হয় না (১১-১২ বাক্য), ইত্যাদি।২৮ [তদুত্তরে বলিব—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি, এই দুইটীর আশ্রয়ভূত যে বুদ্ধি ও মুখ্যপ্রাণ, যাহারা প্রত্যগাত্মার উপাধিস্বরূপ, তাহাদের বিভিন্নতার নির্দ্দেশ হয় সঙ্গত।২৯ [কিন্তু তদুপহিতের অভিন্নতা তবে কিপ্রকারে হইবে? তাহা বলিতেছেন—] কিন্তু [বুদ্ধি এবং মুখ্যপ্রাণ, এই] উপাধিদ্বয়ের দ্বারা উপহিত যে প্রত্যগাত্মা, তিনি হন স্বরূপতঃ অভিন্ন, এইহেতু "প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা" (—যিনি ক্রিয়াশক্তি-উপহিত, তিনিই জ্ঞানশক্তি-উপহিত), এইরূপে যে একীকরণ, তাহা বিরুদ্ধ নহে।৩০

[বৃত্তিকারমত—জীবধর্ম্ম, মুখ্যপ্রাণধর্ম্ম এবং স্বধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে বিশেষ্যভূত এক ব্রহ্মের একটী উপাসনা তিন প্রকারে বিবক্ষিত।]

[স্বমতে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে বৃত্তিকারমতে ব্যাখ্যা করিতেছেন—]অথবা "ন উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ আশ্রিতত্বাৎ ইহ তদ্‌যোগাৎ", এই সূত্রাংশের ইহা অন্যপ্রকার অর্থ, যথা—ব্রহ্মবোধকবাক্যেও জীববোধক লিঙ্গ এবং মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গ বিরুদ্ধ হইতেছে না।৩১ কেন বিরুদ্ধ হইতেছে না?৩২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'উপাসা-ত্রৈবিধ্যাৎ'।৩৩ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] এখানে মুখ্যপ্রাণবোধক ধর্ম্মের দ্বারা, জীববোধক ধর্ম্মের দ্বারা এবং স্বধর্ম্মের দ্বারা (—ব্রহ্মবোধক ধর্ম্মের দ্বারা) ত্রিবিধ ব্রহ্মোপাসনা বিবক্ষিত হইয়াছে (২২)।৩৪ [তত্তদ্ধর্ম্মযুক্তরূপে একই ব্রহ্মোপাসনার

ভাবদীপিকা

(২২) যদি স্বতন্ত্র তিনটী উপাসনা এখানে স্বীকার করা হইত, তাহা হইলে 'বাক্যভেদদোষ'

শাঙ্করভাষ্যম্

অমৃতম্ উপাস্স্ব, আয়ুঃ প্রাণঃ" (কৌঃ ৩।২) ইতি, "ইদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি, তস্মাৎ এতৎ এব উক্থম্ উপাসীত" (কৌঃ ৩।৩) ইতি চ প্রাণধর্ম্মঃ।৩৫ "অথ যথা অস্যৈ প্রজ্ঞায়ৈ সর্ব্বাণি ভূতানি একীভবন্তি, তৎ ব্যাখ্যাস্যামঃ" (কৌঃ ৩।৪) ইতি উপক্রম্য "বাক্ এব অস্যাঃ একম্ অঙ্গম্ অদুদুহৎ, তস্যৈ নাম পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা" (কৌঃ ৩।৫), "প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামানি আপ্নোতি" (কৌঃ ৩।৬) ইত্যাদিঃ প্রজ্ঞাধর্ম্মঃ।৩৬ "তাঃ বৈ এতাঃ দশৈব ভূতমাত্রাঃ

ভাষ্যানুবাদ

বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—] তন্মধ্যে "আমাকে আয়ু এবং অমৃতরূপে উপাসনা করিবে, আয়ুই প্রাণ" এবং "এই শরীরকে [আমি বা আমাররূপে] গ্রহণ করিয়া [শয়নাদি অবস্থা হইতে] উত্থাপিত করেন, সেইহেতু ইহাকে উক্থরূপে (—উক্থশব্দের বোধ্যরূপে) উপাসনা করিবে," ইহা (—এইরূপে বর্ণিত অমৃতত্ব, আয়ুষ্ট্ব এবং উক্থত্ব প্রভৃতি) হয় মুখ্যপ্রাণবোধক ধর্ম্ম।৩৫ "অনন্তর [বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসরূপ জীবচৈতন্যকে দ্বার করিয়া তৎসম্বন্ধী] ভূতসকল (—নামরূপাত্মক জগৎ প্রপঞ্চ) যেপ্রকারে এই প্রজ্ঞাতে (—সাক্ষিচৈতন্যে, অধিষ্ঠানভূত চিদাত্মাতে) একীভূত হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিব," এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "বাগিন্দ্রিয় ইহার (—এই জীবের) একটী অঙ্গ (—অংশ) দোহন (—পূরণ) করিয়াছে, নাম (—বক্তব্য শব্দসকল) তাহার বহির্দ্দেশে [বিষয়রূপে] বিনির্ম্মিত ভূতাংশ" এবং ["চিদাত্মা, স্বীয় উপাধিভূত] প্রজ্ঞার (—বুদ্ধির) দ্বারা বাগিন্দ্রিয়ে আরোহণ করিয়া (—বক্তৃরূপে বাগিন্দ্রিয়ের প্রেরক হইয়া) বাগিন্দ্রিয়দ্বারা সকলপ্রকার নামকে প্রাপ্ত হয় (—বক্তব্য বিষয়সকল উচ্চারণ করে), ইত্যাদি (—বিষয়িত্ব ও বক্তৃত্ব প্রভৃতি) হয় জীববোধক ধর্ম্ম (২৩)।৩৬ [এক্ষণে ব্রহ্মবোধক ধর্ম্মের কথা বলিতেছেন—] "সেই এই দশটী

ভাবদীপিকা

হইত। কিন্তু তাহা স্বীকার করা হইতেছে না, পরন্তু জীবের, মুখ্যপ্রাণের ও নিজের ধর্ম্মসকলের দ্বারা একই ব্রহ্মের একটী উপাসনা তিনপ্রকারে সমর্পিত হইতেছে, সেইহেতু উক্ত দোষ হইতেছে না, ইহাই বৃত্তিকারপক্ষের এখানে অভিপ্রায়।

(২৩) "যথা অস্যৈ প্রজ্ঞায়ৈ সর্ব্বাণি ভূতানি একীভবন্তি" (কৌঃ ৩।৪) ইত্যাদি উদাহৃত শ্রুতিবাক্যসকলে বক্তৃত্ব, সর্ব্বভূতশেষত্ব ও বিষয়িত্ব প্রভৃতি জীববোধক ধর্ম্মসকলের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা কি প্রকারে জীবের ধর্ম্ম হয়, তাহা উক্ত শ্রুতিবাক্যসকলে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার সার মর্ম্ম এই—চৈতন্যের আভাসযুক্ত বুদ্ধিই জীবপদবাচ্য, তাহাকেই উক্ত শ্রুতিবাক্যে 'প্রজ্ঞা' বলা হইতেছে। এই প্রজ্ঞারূপ জীবই বিষয়ী অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি বিষয়সকলের গ্রহণকর্ত্তা প্রমাতা। বিষয়ী হওয়া হয় বিষয়গ্রহণসাপেক্ষ, অর্থাৎ যদি বিষয় গ্রহণ করে, তবেই তাহাকে বিষয়ী বলা যাইবে। সুতরাং জীবের

শাঙ্করভাষ্যম্

অধিপ্রজ্ঞং, দশ প্রজ্ঞামাত্রাঃ অধিভূতম্। যৎ হি ভূতমাত্রাঃ ন স্যুঃ, ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যুঃ; যৎ হি প্রজ্ঞামাত্রাঃ ন স্যুঃ, ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ, নহি অন্যতরতঃ রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ। নো এতৎ নানা। তৎ যথা

ভাষ্যানুবাদ

ভূতমাত্রাই অধিপ্রজ্ঞ (—ইন্দ্রিয়গণকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে) এবং দশটী প্রজ্ঞামাত্রাই অধিভূত (—ভূতসকলকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে)। যদি এই প্রসিদ্ধ ভূতমাত্রাসকল না থাকিত, তাহা হইলে প্রজ্ঞামাত্রাসকল থাকিতে পারিত না; [আবার] যদি এই প্রসিদ্ধ প্রজ্ঞামাত্রাসকল না থাকিত, তাহা হইলে ভূতমাত্রা-সকল থাকিতে পারিত না; যেহেতু অন্যতর হইতে (—প্রজ্ঞামাত্রা ও ভূতমাত্রা, এই দুইটীর মধ্যে একটী হইতে) কোন রূপ (—ইন্দ্রিয় বা বিষয় কোনটীই) সিদ্ধ হয় না (২৪)। ইহা (—প্রজ্ঞামাত্রা ও ভূতমাত্রা) পরস্পর বিভিন্ন নহে। [সেই বিষয়ে

ভাবদীপিকা

বিষয়িত্ব যাহাতে সিদ্ধ হয়, তজ্জন্য করণরূপে বিষয়গ্রহণের সহায়ক ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা হয়। এই বিষয়সকল আবার অনেকপ্রকার। এই বিষয়সকলের গ্রহণদ্বারাই জীবের বিষয়িত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া শ্রুতিতে বিষয়সকলকে বিষয়ী জীবের এক-একটা অঙ্গরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আর তত্তৎ বিষয়গ্রহণের সহায়ক ইন্দ্রিয়সকলকে জীবের এক-একটী অঙ্গপূরকরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সেইহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—"বাক্ এব অস্যাঃ একম্ অঙ্গম্ অদুদুহৎ" (কৌঃ ৩।৫)—"বাগিন্দ্রিয় এই বিষয়ী জীবের একটী অঙ্গ পূরণ করিয়াছে", ইত্যাদি। নামই (—শব্দই) হইতেছে সেই বিষয়, কারণ বাগিন্দ্রিয় উচ্চারণক্রিয়াদ্বারা নামাত্মক (—শব্দাত্মক) বিষয়কেই প্রকাশ করিতে সহায়তা করিতে পারে। "নাম পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা" (কৌঃ ৩।৫), ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি এই কথাই বলিলেন। ['ভূতমাত্রা' শব্দের অর্থ ১৫ ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য]। এইরূপে কৌষীতকী ৩।৫ কণ্ডিকাতে পঠিত বাক্যসকল হইতে অবগত হওয়া যায় যে—বিষয়ী জীব বাগিন্দ্রিয়দ্বারা নাম গ্রহণ করে, সেইহেতু নাম তাহার বিষয়রূপ একটী অঙ্গ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, সেইহেতু গন্ধ তাহার বিষয়রূপ একটী অঙ্গ। এইরূপে চক্ষু প্রভৃতি এবং রূপ প্রভৃতি সকলস্থলেই বুঝিতে হইবে। এইরূপে অভিধান ও অভিধেয়স্বরূপ নামরূপাত্মক সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের সহায়তাবলে গৃহীত হয়। তন্মধ্যে বাগিন্দ্রিয় অভিধান অর্থাৎ নামাত্মক অংশটীর গ্রহণে সহায়তা করে এবং তদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয়সকল অভিধেয় অর্থাৎ রূপাত্মক অংশটীর গ্রহণে সহায়তা করে। এইরূপে তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের সহায়তাবলে এই নামরূপাত্মক বিষয়সকলের গ্রাহকরূপে জীবের সর্ব্বদ্রষ্টৃত্ব, বক্তৃত্ব, সর্ব্বভূতবিষয়িত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল সিদ্ধ হয়।

(২৪) ইন্দ্রিয় ও বিষয় কোনটীই সিদ্ধ না হইবার হেতু এই—ইন্দ্রিয় ও বিষয় পরস্পরসাপেক্ষ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়, অথবা বিষয়ের দ্বারা বিষয় গৃহীত হইতে পারে না; কিন্তু পরস্পরের দ্বারা পরস্পর গৃহীত হয়। তন্মধ্যে 'বিষয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয় গৃহীত হয়', এই অংশের অর্থ—বিষয়-জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এইরূপে ইন্দ্রিয় ও বিষয় হয় পরস্পরসাপেক্ষ।

শাঙ্করভাষ্যম্

রথস্য অরেষু নেমিঃ অর্পিতা, নাভৌ অরাঃ অর্পিতাঃ, এবম্ এব এতাঃ ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু অর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ, সঃ এষঃ **প্রাণঃ** এব প্রজ্ঞাত্মা" (কৌঃ ৩৷৮) ইত্যাদি ব্রহ্মধর্ম্মঃ ।৩৭]

ভাষ্যানুবাদ

দৃষ্টান্ত এই—] যেমন রথের অরসকলে নেমি প্রতিষ্ঠিত এবং নাভিতে অরসকল প্রতিষ্ঠিত, এইপ্রকারেই এই ভূতমাত্রাসকল প্রজ্ঞামাত্রাসকলে প্রতিষ্ঠিত, প্রজ্ঞামাত্রাসকল মুখ্যপ্রাণে প্রতিষ্ঠিত, সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা (—মুখ্যপ্রাণোপহিত সেই চৈতন্যই এই বুদ্ধ্যুপহিত প্রাজ্ঞচৈতন্য"), ইত্যাদি (— সর্ব্বাধারত্ব প্রভৃতি) হয় ব্রহ্মবোধক ধর্ম্ম (২৫)।৩৭ সেইহেতু (—মুখ্যপ্রাণ জীব ও ব্রহ্মবোধক ধর্ম্মসকল

ভাবদীপিকা

(২৫) ৩৭ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যে উদ্ধৃত "তাঃ বৈ এতাঃ দশৈব ভূতমাত্রাঃ" (কৌঃ ৩৷৮) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকলে কিপ্রকারে ব্রহ্মবোধক ধর্ম্মসকল বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে কৌষীতকী উপনিষদের উক্ত প্রকরণটীর তাৎপর্য্য কি, তাহা প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তাহা সংক্ষেপে এই—ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে "প্রাণঃ অস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মাং আয়ুঃ অমৃতম্ ইতি উপাস্স্ব" (কৌঃ ৩৷২) এইরূপে উপদেশ করিয়া, নিজের সেই প্রাণ, প্রজ্ঞা, আয়ুঃ এবং অমৃতাত্মক স্বরূপটী কি, তাহার নির্ণয়প্রসঙ্গে প্রথমতঃ "বাক্ এব অস্য একম্ অঙ্গম্ অদুদুহৎ" (কৌঃ ৩৷৫) ইত্যাদি শ্রুতিতে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যগ্রাহকভাব প্রদর্শনদ্বারা প্রমাতা জীবকে বিষয়িরূপে নিরূপণ করিলেন। অনন্তর "প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য" (কৌঃ ৩৷৬) ইত্যাদি শ্রুতিতে "যাহা যাহা ভিন্ন উপলব্ধ হয় না, তাহা হয় তৎস্বরূপ", যথা—"তন্তু ব্যতিরেকে বস্ত্র উপলব্ধ হয় না, সেইহেতু বস্ত্র হয় তন্তুস্বরূপ (— তন্তুমাত্রই"), এই যুক্তির দ্বারা বিষয়সকল যে ইন্দ্রিয়মাত্র এবং ইন্দ্রিয়সকল যে বুদ্ধিমাত্র, ইহা প্রতিপাদন করিলেন। অনন্তর "ন হি প্রজ্ঞাপেতা ধীঃ কাঞ্চন সিধ্যেৎ" (কৌঃ ৩৷৭)—"কোন ধীঃ (—বুদ্ধিবৃত্তি) প্রজ্ঞাপেতা (—সাক্ষিবিরহিত) হয় না", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সকলপ্রকার বিষয়ের প্রকাশক যে বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার দ্বারা কিপ্রকারে সাক্ষিচৈতন্যে (—প্রত্যগাত্মাতে) দ্রষ্টৃত্বের অধ্যাস হয়, তাহা বর্ণনা করিলেন। অনন্তর সকল অনর্থের মূলভূত এই যে সংসারচক্র, ইহা বিষয় ও ইন্দ্রিয় এই দুইটী পরস্পরসাপেক্ষ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া অপবাদমুখে তাহাদিগকে প্রত্যগাত্মাতে বিলয় করিবার জন্য, অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা তাহাদের নাই, তাহারা রজ্জুতে অধ্যস্ত সর্পের ন্যায় প্রত্যগাত্মাতে অধ্যস্ত মিথ্যা বস্তুমাত্র, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন—"তাঃ বৈ এতাঃ দশৈব ভূতমাত্রাঃ অধিপ্রজ্ঞম্" (কৌঃ ৩৷৮)—"সেই এই দশটী ভূতমাত্রাই অধিপ্রজ্ঞ (—ইন্দ্রিয়গণকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে"), ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা বস্তুতঃ ইহাই বলা হইতেছে যে—"নো এতৎ নানা" (কৌঃ ৩৷৮) ইত্যাদি। অর্থাৎ এই পরস্পরসাপেক্ষ বিষয় ও ইন্দ্রিয় অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু নহে, কিন্তু প্রত্যগাত্মাতে আরোপিত উভয়রূপে প্রতিভাত মিথ্যাবস্তুমাত্র। অধ্যস্ত সর্প যেমন হয় রজ্জুমাত্র, তদ্রূপ "ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু অর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ" (কৌঃ ৩৷৮)—'ভূতমাত্রাসকল প্রজ্ঞামাত্রাসকলে প্রতিষ্ঠিত

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ এব এতৎ উপাধিদ্বয়ধর্ম্মেণ স্বধর্ম্মেণ চ একম্ উপাসনং ত্রিবিধং বিবক্ষিতম্ ।৩৮ অন্যত্রাপি "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদৌ উপাধিধর্ম্মেণ ব্রহ্মণঃ উপাসনম্ আশ্রিতম্ ।৩৯ ইহাপি তৎ যুজ্যতে, বাক্যস্য উপক্রমোপসংহারাভ্যাম্ একার্থত্বাবগমাৎ, প্রাণপ্রজ্ঞাব্রহ্মলিঙ্গাবগমাৎ চ ।৪০ তস্মাৎ ব্রহ্মবাক্যম্ [এব] এতৎ ইতি সিদ্ধম্ ।৪১ ॥১।১।৩১॥ ইতি একাদশং প্রাতর্দ্দনাধিকরণম্।

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদ-কৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গশ্রুতিসমন্বয়াখ্যঃ প্রথমঃ পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ

পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া, মুখ্যপ্রাণ ও বুদ্ধিরূপ] উপাধিদ্বয়ের ধর্ম্মের দ্বারা এবং নিজ ধর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মেরই এই একটী উপাসনা তিন প্রকারে বলিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে। ৩৮ [একের ধর্ম্মের দ্বারা অপরের উপাসনা কিপ্রকারে হইবে ? তদুত্তরে "আশ্রিতত্বাৎ" এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যামুখে বলিতেছেন—] অন্যস্থলেও "তিনি মনোময় (—মনোরূপ উপাধিযুক্ত) এবং প্রাণশরীর (—ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিযুক্ত লিঙ্গশরীরই তাঁহার শরীর"), ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাধির ধর্ম্মের দ্বারা (—জীবের ধর্ম্মের দ্বারা) ব্রহ্মের উপাসনা অঙ্গীকার করা হইয়াছে।৩৯ ["তদ্‌যোগাৎ" সূত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] এখানেও তাহা (—একের ধর্ম্মের দ্বারা অপরের উপাসনা) হয় সঙ্গত, যেহেতু বাক্যের উপক্রম এবং উপসংহারের দ্বারা একই প্রকার অর্থ অবগত, হওয়া যায় এবং যেহেতু মুখ্যপ্রাণবোধক, জীববোধক এবং ব্রহ্মবোধক লিঙ্গসকলের জ্ঞান হয়। ৪০ অতএব ইহা [নিশ্চয়ই] ব্রহ্মবোধক বাক্য, ইহা সিদ্ধ হইল (২৬) ৪১॥১।১।৩১॥ প্রাতর্দ্দনাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(—বিষয়সকল হয় ইন্দ্রিয়মাত্র) এবং প্রজ্ঞামাত্রাসকল মুখ্যপ্রাণে প্রতিষ্ঠিত (—ইন্দ্রিয়সকল হয় মুখ্যপ্রাণমাত্র")। আর "সঃ এষঃ প্রাণঃ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ" (কৌঃ ৩।৮) —"সেই এই প্রাণই হয় প্রজ্ঞাত্মা (—মুখ্যপ্রাণোপহিত সেই চৈতন্যই হয় এই বুদ্ধি-উপহিত প্রাজ্ঞ-চৈতন্য), উপাধিবিবর্জ্জিত অবস্থায় তিনিই আনন্দস্বরূপ, অজর এবং অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মমাত্র", ইত্যাদি। এইপ্রকারে এই শ্রুতিবাক্যসকলে সর্ব্বাধারত্ব, আনন্দত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মধর্ম্মসকল বর্ণিত হইয়াছে। [পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শঙ্করানন্দকৃত কৌষীতকিদীপিকা অবলম্বনে লিখিত]।

(২৬) বৃত্তিকারমতে সূত্রের এই অংশের অর্থ যোজনা এইপ্রকার—[তদুত্তরে বলা যায়—] ন—না, তাহা বলা যায় না, অর্থাৎ ব্রহ্মবোধকবাক্যে জীব ও মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গপ্রমাণের বিরোধ হয় না। [কেন বিরোধ হয় না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ—যেহেতু এক ব্রহ্মের একটী উপাসনা জীবধর্ম্ম, মুখ্যপ্রাণধর্ম্ম এবং ব্রহ্মধর্ম্ম, এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের দ্বারা তিন প্রকারে

বিবক্ষিত্ হইয়াছে। [সেইহেতু বাক্যভেদদোষ হয় না। কিন্তু একের ধর্ম্মের দ্বারা অপরের উপাসনা কিপ্রকারে হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন —] **আশ্রিতত্বাৎ**—"মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের ধর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া এবং **ইহ**—"প্রাণঃ অস্মি প্রজ্ঞাত্মা" (কৌঃ ৩।২), ইত্যাদি এই বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যে, **তদ্‌যোগাৎ**—একের ধর্ম্মের দ্বারা অপরের উপাসনার (—জীব ও মুখ্যপ্রাণের ধর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনার) সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া [এখানেও তাহা স্বীকার করা সঙ্গত]।

লক্ষ্য করিতে হইবে—প্রথম ব্যাখ্যাতে জীব ও মুখ্যপ্রাণবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল পরিদৃষ্ট হইলেও তাহারা ব্রহ্মেরই সমর্পক হওয়ায় উক্ত ব্যাখ্যাতে এক নির্ব্বিশেষ জ্ঞেয় ব্রহ্মই সমর্পিত হইয়াছেন, উপাস্য ব্রহ্ম নহেন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে কিন্তু এক ব্রহ্মোপাসনাই, জীবধর্ম্ম মুখ্যপ্রাণধর্ম্ম ও ব্রহ্মধর্ম্ম, এই ত্রিবিধ ধর্ম্মসহযোগে তিনপ্রকারে অনুষ্ঠেয়রূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার, রত্নপ্রভাকার, ভামতীকার ও ন্যায়নির্ণয়কার বলেন—"বাক্যভেদাদিদোষপ্রযুক্ত বৃত্তিকারের এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত।" সুতরাং ইহা ভগবান্ ভাষ্যকারের সম্মত নহে। ভাষ্যভাবপ্রকাশিকাকার বলেন—"ধর্ম্মত্রয়বিশিষ্ট একটি উপাসনাই বিহিত হইয়াছে বলিয়া [বিশিষ্টবিধি হওয়ায়*] এখানে বাক্যভেদদোষ হয় না।" সুতরাং ইহাও ভগবান্ ভাষ্যকারের সম্মত অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা। এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার আকরে দ্রষ্টব্য।

প্রাতর্দ্দনাধিকরণ সমাপ্ত।

---

* 'গুণবিশিষ্ট প্রধান বিধিকে" বলে—**বিশিষ্টবিধি**। 'গুণ' শব্দের অর্থ—অঙ্গ। অপেক্ষিত অঙ্গকলাপসহ প্রধান কর্ম্মটী (—যজ্ঞটী) একই বাক্যে বিহিত হইলে তাহাকে বলে—বিশিষ্টবিধি। যথা—''যদাগ্নেয়ঃ অষ্টাকপালঃ অমাবস্যায়াং পৌর্ণমাস্যাং চ অচ্যুতো ভবতি'' (তৈঃ সং ২।৬।৯)। এই বাক্যে দর্শপূর্ণমাসরূপ প্রধান যজ্ঞ, অষ্টকপাল-সংস্কৃত পুরোডাশরূপ তাহার হোমীয় দ্রব্য এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমারূপ তাহার অনুষ্ঠানকাল, একই বাক্যে বিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রে এইপ্রকার নিয়ম আছে—"প্রাপ্তে কর্ম্মণি নানেকো বিধাতুং শক্যতে গুণঃ। অপ্রাপ্তে তু বিধীয়ন্তে বহবোঽপ্যেক যত্নতঃ॥'' (তন্ত্রবাঃ ২।২।৩) —"অন্য কোন বাক্যে প্রধান কর্ম্ম বিহিত হইয়া থাকিলে, তাহার অনেক অঙ্গ একটী বাক্যে বিহিত হইতে পারে না। কিন্তু অন্যত্র প্রধান কর্ম্ম বিহিত না হইলে. বহু অঙ্গসহ সেই কর্ম্ম একই বাক্যে বিহিত হইতে পারে।" তাহাতে বাক্যভেদদোষ হয় না। প্রস্তাবিতস্থলে তিনটী অঙ্গযুক্ত (—ধর্ম্মযুক্ত) অন্যত্র অপ্রাপ্ত (—অবিহিত) একটীই উপাসনা বিহিত হইতেছে বলিয়া বাক্যভেদ হইবে না, ইহাই ভাব।

শারীরকমীমাংসাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ের স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গশ্রুতিসমন্বয় নামক

প্রথম পাদ সমাপ্ত

অবগত হওয়া যায়, 'প্রাণ ইঁহার শরীর' এইপ্রকারে [বহুব্রীহি] সমাসের দ্বারা প্রাণের সহিত সম্বন্ধও অবগত হওয়া যায়। এই প্রাণ ও মনের সম্বন্ধ জীবেই সুসম্পাদিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরে নহে; যেহেতু "তিনি প্রাণশূন্য, মনোবিহীন এবং শুদ্ধ", এইপ্রকারে [প্রাণ ও মনঃসম্বন্ধের] নিষেধ আছে। এইরূপেই "হৃদয়মধ্যবর্ত্তী এই আমার আত্মা সূক্ষ্মতর", এইপ্রকারে শ্রূয়মাণ যে হৃদয়ে অবস্থান এবং সূক্ষ্মত্ব, তাহা নিরাধার ও সর্ব্বগত ঈশ্বরে কোনপ্রকারেই উপপন্ন হয় না। অতএব] প্রাণ ও মনের সহিত সম্বন্ধ, হৃদয়ে অবস্থিতি এবং অণুত্ব প্রভৃতি [এইসকল] জীবেই থাকিবে, সেইহেতু [মনোময় ইত্যাদি গুণসকল] জীবগামী হইবে (—জীবকে বুঝাইবে)।

সিদ্ধান্ত—["মনোময় ও প্রাণশরীর", ইত্যাদিস্থলে শ্রুত] তদ্ধিত প্রভৃতি, ["এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মই, যেহেতু তাঁহা হইতে ইহা জাত হয়, তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহাতেই জীবিত থাকে", এইপ্রকারে পঠিত] শমবিধায়ক বাক্যগত যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে [বিশেষ্যরূপে] অপেক্ষা করে (১)। [এই বাক্যগত যে ব্রহ্ম, তিনি বিশেষ্যরূপে অন্বিত হইলে, মনোময়বাক্যও ব্রহ্মপর (—ব্রহ্মবোধক) হইবে। আর মন ও প্রাণের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ অনুপপন্ন নহে, কারণ নিরুপাধিক ব্রহ্মে তাহা অসঙ্গত হইলেও সোপাধিক যে উপাস্য ব্রহ্ম, তাঁহাতে] প্রাণাদির যোগ উপাসনার জন্য হইবে। [উপনিষৎসকলে ব্রহ্মেরই উপাস্যতা প্রসিদ্ধ, কিন্তু জীবের নহে। সেইহেতু] প্রসিদ্ধি বশতঃ ব্রহ্মই [মনোময়ত্ব প্রভৃতি গুণসকলের দ্বারা] উপাস্য।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, জীবোপাসনা। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মোপাসনা।

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥১।২।১॥

সূত্রার্থ—[ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াম্ ইদম্ আম্নায়তে—"সঃ ক্রতুং কুর্ব্বীত" (ছাঃ ৩।১৪।১), "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদি। তত্র কিং মনোময়ত্বাদিগুণকঃ শারীর উপাস্যত্বেন উপদিশ্যতে, কিংবা পরমাত্মা ইতি সংশয়ে; শারীরঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—পরং ব্রহ্মৈব অত্র উপাস্যত্বেন উপদিশ্যতে। কুতঃ?] **সর্ব্বত্র**—সর্ব্বেষু বেদান্তেষু. **প্রসিদ্ধোপদেশাৎ**—প্রসিদ্ধস্য—যৎপ্রসিদ্ধং জগৎকারণং ব্রহ্ম, তস্যৈব, ["সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১) ইত্যাদিনা] উপদেশাৎ।

অনুবাদ—[ছান্দোগ্য উপনিষদে শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে ইহা পঠিত হইতেছে—"সেই পুরুষ ক্রতু (—বক্ষ্যমাণ উপাসনানুষ্ঠানরূপ দৃঢ় প্রত্যয়) অবলম্বন করিবে", "মনোময় প্রাণশরীর" ইত্যাদি। সেইস্থলে কি মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট জীব উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছে, কিংবা পরমাত্মা উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছেন, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, জীব উপদিষ্ট হইতেছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—পরব্রহ্মই এখানে উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছেন। তাহাতে হেতু কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু **সর্ব্বত্র**—সকল উপনিষদে, **প্রসিদ্ধোপদেশাৎ**—জগৎকারণরূপে প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্ম, তাঁহারই ["এই সমস্ত জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা] উপদেশাৎ—উপদেশ হইতেছে।

ভাবদীপিকা

(১) "মনোময়" ইত্যাদিস্থলে তদ্ধিতপ্রত্যয় প্রভৃতি কিপ্রকারে বিশেষ্যরূপে ব্রহ্মকে অপেক্ষা করে, তাহা পরবর্ত্তী ভাষ্যালোচনাকালে প্রদর্শিত হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইদম্ আম্নায়তে—"সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্তঃ উপাসীত"।১ অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথাক্রতুঃ অস্মিন্ লোকে পুরুষঃ ভবতি, তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি, সঃ ক্রতুং কুর্ব্বীত" (ছাঃ ৩।১৪।১)।২ "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদি।৩

ভাষ্যানুবাদ

[ব্রহ্মবোধক প্রকরণপ্রমাণ ও জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ থাকায় প্রতিপাদ্যবিষয়ে সংশয়।]

শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে—"এই সমস্ত জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ (২), যেহেতু [এই জগৎ] তজ্জ (—তাঁহা হইতে উৎপন্ন), তল্ল (—তাঁহাতে লীন হয়) এবং তদন (—তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া প্রাণনাদি ক্রিয়া করতঃ জীবিত থাকে), এইহেতু শান্ত (—রাগদ্বেষাদিরহিত) হইয়া উপাসনা করিবে"।১ "আর এই পুরুষ ক্রতুময় (—অধ্যবসায়াত্মক, সঙ্কল্পের কার্য্যস্বরূপ), ইহলোকে পুরুষ যাদৃশ অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়, এই শরীরত্যাগের পর সেইরূপই হইয়া থাকে; সেই পুরুষ [ইহা অবগত হইয়া] ক্রতু অবলম্বন করিবে (—দৃঢ় অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া বক্ষ্যমাণ উপাসনার অনুষ্ঠান করিবে")।২ [সেই উপাসনার বিষয় কি, তাহা বলিতেছেন—] "মনোময় (—(৩) মনই তাঁহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ), প্রাণশরীর (—জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তিযুক্ত লিঙ্গশরীর তাঁহার দেহ) এবং ভারূপ (—চৈতন্যদীপ্তিই তাঁহার স্বরূপ"), ইত্যাদি।৩ সেইস্থলে সংশয় হয়—এখানে

ভাবদীপিকা

(২) ছান্দোগ্য ৩।১২ এবং ৩।১৩ খণ্ডে ব্রহ্মোপাসনা বর্ণিত হইয়াছে। ৩।১৩।৬ বাক্যে "অস্য কুলে বীরঃ জায়তে," এইপ্রকারে ব্রহ্মোপাসনার অন্যতম ফলরূপে বীর পুত্রের জন্মের কথা বলা হইয়াছে। প্রসঙ্গবশতঃ ছান্দোগ্য ৩।১৫ খণ্ডে বর্ণিত 'কোশবিদ্যাতে' সেই বীর পুত্রের দীর্ঘায়ু-লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উপাসক স্বয়ং জীবিত থাকিলেই পুত্রাদিলাভ ও তাহার দীর্ঘায়ুর জন্য উপাসনা করা সম্ভব। সেইহেতু প্রসঙ্গক্রমে উপাসকের নিজের দীর্ঘায়ু লাভের জন্য ছান্দোগ্য ৩।১৬ এবং ৩।১৭ খণ্ডে 'পুরুষযজ্ঞ' নামক উপাসনা বিহিত হইয়াছে। অনন্তর প্রসঙ্গাগতের বর্ণনা শেষ করিয়া ৩।১৮ খণ্ডে পুনরায় ব্রহ্মোপাসনা বর্ণিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১) ইত্যাদিরূপে আরব্ধ উপাসনাটী এইপ্রকারে ছাঃ ৩।১৩ এবং ৩।১৮ খণ্ডে বর্ণিত ব্রহ্মোপাসনাদ্বয়ের মধ্যস্থলে পঠিত হইয়াছে বলিয়া 'সন্দংশন্যায়' দ্বারা সমর্পিত প্রকরণপ্রমাণবলে ইহা অবগত হওয়া যায় যে প্রস্তাবিত বাক্যেও ব্রহ্মোপাসনাই বিহিত হইয়াছে। সুতরাং এইস্থলে ব্রহ্মবোধক প্রকরণপ্রমাণ আছে বুঝিতে হইবে। [সন্দংশন্যায়ের (১।১।১০ অধিঃ, ৯ ভাবদীঃ) বলে যে প্রকরণপ্রমাণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে বলে অবান্তর-প্রকরণপ্রমাণ। এই সমস্ত বিষয় আমরা ১।৩।২ ভূমাধিকরণে আলোচনা করিব।]

(৩) এইস্থলে জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ সমর্পিত হইল বুঝিতে হইবে, কারণ মন ও প্রাণের সহিত সম্বন্ধ থাকায় জীবের পক্ষেই মনোময় ও প্রাণময় হওয়া সম্ভব।

শাঙ্করভাষ্যম্

তত্র সংশয়ঃ—কিম্ ইহ মনোময়ত্বাদিভিঃ ধর্ম্মৈঃ শারীরঃ আত্মা উপাস্যত্বেন উপদিশ্যতে, আহোস্বিৎ পরং ব্রহ্ম ইতি?৪ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৫ শারীরঃ ইতি।৬ কুতঃ?৭ তস্য হি কার্য্যকরণাধিপতেঃ প্রসিদ্ধঃ মনআদিভিঃ সম্বন্ধঃ, ন পরস্য ব্রহ্মণঃ, "অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রঃ" (মুঃ ২।১।২) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।৮ ননু "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম", ইতি স্বশব্দেন এব ব্রহ্ম উপাত্তং, কথম্ ইহ শারীরঃ আত্মা উপাস্যঃ আশঙ্ক্যতে?৯ নৈষঃ দোষঃ, ন ইদং বাক্যং ব্রহ্মোপাসনাবিধিপরং, কিং তর্হি? শমবিধিপরম্।১০ যৎকারণং "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্তঃ উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৪।১) ইতি আহ।১১ এতদুক্তং

ভাষ্যানুবাদ

কি মনোময়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলের দ্বারা জীবাত্মা উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছে, অথবা পরব্রহ্ম উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছেন ? ৪ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ?৫

[পূঃ—প্রকরণপ্রমাণাপেক্ষা বলবান্ জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণবলে জীবের উপাস্যতা।]

পূর্ব্বপক্ষ—জীবকে 'উপাস্যরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়'।৬ কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ ? ৭ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অধিপতি তাহার (—সেই জীবের), মন প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ (৩ ভাবদীঃ) প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু পরব্রহ্মের সহিত তাহা নাই, কারণ "প্রাণশূন্য মনোবিহীন এবং শুদ্ধ", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকল আছে। ৮

[পূঃ—শমবিধায়ক বিধির অঙ্গ হওয়ায় ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণের অন্যথাসিদ্ধি প্রদর্শন দ্বারা অন্য লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়বলে জীবোপাসনারূপ স্বপক্ষ সমর্থন।]

পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—কিন্তু "এই সমস্ত জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ" (৪), এইপ্রকারে স্ববোধক শব্দের (ব্রহ্মবোধক ব্রহ্মশব্দের) দ্বারাই ব্রহ্ম গৃহীত হইয়াছেন, তাহা হইলে [জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণাপেক্ষা ব্রহ্মবোধক শ্রুতিপ্রমাণ বলবান্ হওয়ায়] কি প্রকারে এখানে শরীরসম্বন্ধী আত্মাকে (—জীবাত্মাকে) উপাস্যরূপে আশঙ্কা করা হইতেছে ? ৯

পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, ইহা দোষ নহে, এই বাক্যটী ব্রহ্মোপাসনার বিধি প্রতিপাদন করিতেছে না, তবে কি করিতেছে ? [রাগদ্বেষাদিরাহিত্যরূপ] শমের বিধান করিতেছে। ১০ যেহেতু [শ্রুতি] "এই সমস্ত জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ, কারণ ইহা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাঁহাতে বিলীন হয় এবং তাঁহাতেই জীবিত থাকে, এইহেতু শান্ত (—রাগদ্বেষাদিদোষরহিত ও সংযত) হইয়া উপাসনা

ভাবদীপিকা

(৪) শঙ্কাকর্ত্তা এখানে ব্রহ্মশব্দরূপ অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। ইহার দ্বারা উপাস্য ব্রহ্মই সমর্পিত হইতেছেন। অতএব এখানে ব্রহ্মোপাসনা বিবক্ষিত, জীবোপাসনা নহে, ইহাই শঙ্কাকর্ত্তার অভিপ্রায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভবতি—যস্মাৎ সর্ব্বম্ ইদং বিকারজাতং ব্রহ্মৈব, তজ্জত্বাৎ, তল্লত্বাৎ, তদনত্বাৎ চ।১২ নচ সর্ব্বস্য একাত্মত্বে রাগাদয়ঃ সম্ভবন্তি, তস্মাৎ শান্তঃ উপাসীত ইতি।১৩ নচ শমবিধিপরত্বে সতি অনেন বাক্যেন ব্রহ্মোপাসনং নিয়ন্তুং শক্যতে।১৪ উপাসনং তু "সঃ ক্রতুং কুর্বীত" (ছাঃ ৩।১৪।১) ইতি অনেন বিধীয়তে।১৫ ক্রতুঃ সঙ্কল্পঃ ধ্যানম্ ইত্যর্থঃ।১৬ তস্য চ বিষয়ত্বেন শ্রূয়তে—"মনোময়ঃ প্রাণশরীর" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইতি জীবলিঙ্গম্।১৭ অতঃ ব্রূমঃ—জীববিষয়ম্ এতদ্ উপাসনম্ ইতি।১৮

ভাষ্যানুবাদ

করিবে", এইপ্রকার বলিতেছেন। ১১ [কিন্তু "উপাসীত", এইপ্রকারে উপাসনার বিধানই শ্রুত হইতেছে, তুমি ইহাকে 'শম' গুণের বিধায়করূপে ব্যাখ্যা করিতেছ কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] এখানে ইহাই বলা হইতেছে—যেহেতু এই সমস্ত কার্য্যজাত নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ, কারণ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাঁহাতে বিলীন হয় এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া প্রাণনাদি ক্রিয়াকরতঃ জীবিত থাকে, 'সেইহেতু এই বাক্যটী শমবিধায়ক'। ১২ [কিন্তু উক্ত বাক্যে তো সর্ব্ববস্তুর একাত্মতাই প্রতীত হইতেছে, শমের বিধান কোথায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর সকলের একাত্মতা হইলে (—সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মস্বরূপ হইলে) রাগ (—আসক্তি) প্রভৃতি সম্ভব হয় না, সেইহেতু শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। [এইপ্রকারে এই বাক্যটী শমের বিধান করে কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা নহে (৫)। ১৩ আচ্ছা, তাহা হইলে শম ও ব্রহ্মোপাসনা, উভয়ই বিহিত হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন—] শমবিধি প্রতিপাদন করিলে এই বাক্যের দ্বারা আর ব্রহ্মোপাসনাকে নিয়মন করিতে পারা যায় না, [কারণ শমবিধি ও ব্রহ্মোপাসনাবিধি একই বাক্যে স্বীকার করিলে বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িবে]। ১৪ উপাসনা কিন্তু "সঃ ক্রতুং কুর্ব্বীত" (—'সেই পুরুষ ক্রতু অবলম্বন করিবে'), এই বাক্যের দ্বারা বিহিত হইতেছে। ১৫ ক্রতু শব্দের অর্থ—সঙ্কল্প বা ধ্যান। ১৬ আর তাহার (—সেই ধ্যানের) বিষয়রূপে "মনোময় প্রাণশরীর," ইহা শ্রুত হইতেছে, ইহা (—মনোময়তা ও প্রাণশরীরতা) কিন্তু জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ। ১৭ সেইহেতু আমরা বলিতেছি—এই উপাসনাটী জীববিষয়ক। ১৮ [কিন্তু জীব উপাস্য হইলে বাক্যশেষে পঠিত "সর্ব্বকর্ম্মা" ইত্যাদি ধর্ম্মসকল কিপ্রকারে উপপন্ন হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] "সমস্ত জগৎ

ভাবদীপিকা

(৫) শমবিধায়কবিধির অঙ্গরূপে পঠিত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণটী ব্রহ্মবোধনে তাৎপর্য্যহীন হইয়া অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িল, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণবলে জীবোপাসনাপক্ষই অব্যাহত থাকিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদ্যপি শ্রূয়মাণং পর্য্যায়েণ জীববিষয়ম্ উপপদ্যতে।১৯ "এষঃ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অণীয়ান্ ব্রীহেঃ বা যবাৎ বা" (ছাঃ ৩।১৪।৩) ইতি চ হৃদয়ায়তনত্বম্ অণীয়স্ত্বং চ আরাগ্রমাত্রস্য জীবস্য অবকল্পতে, ন অপরিচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণঃ।২০ ননু "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ" (ছাঃ ৩।১৪।৩) ইত্যাদ্যপি ন পরিচ্ছিন্নে অবকল্পতে ইতি।২১ অত্র ব্রূমঃ-ন তাবৎ অণীয়স্ত্বং জ্যায়স্ত্বং চ উভয়ম্ একস্মিন্ সমাশ্রয়িতুং শক্যং, বিরোধাৎ।২২ অন্যতরাশ্রয়ণে চ প্রথমশ্রুতত্বাৎ অণীয়স্ত্বং যুক্তম্ আশ্রয়িতুং, জ্যায়স্ত্বং তু ব্রহ্মভাবাপেক্ষয়া ভবিষ্যতি ইতি।২৩ নিশ্চিতে চ

ভাষ্যানুবাদ

তাঁহার কর্ম্ম, তিনি সমস্তপ্রকার বিশুদ্ধ কামনাবান্", ইত্যাদি যাহা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, তাহা পর্য্যায়ক্রমে জীববিষয়ে উপপন্ন হয় (—জীবের বহুজন্মপরম্পরাক্রমে সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, বহু জন্মে জীব বহুপ্রকার কামনাযুক্ত হয়, ইত্যাদি প্রকারে উক্ত ধর্ম্মসকল জীবে সঙ্গত হয়)। ১৯ আর "হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যে অবস্থিত আমার এই আত্মা ধান্য হইতে অথবা যব হইতে সূক্ষ্মতর (৬), এইরূপে যে হৃদয়রূপ আয়তনে অবস্থিতি এবং সূক্ষ্মতা, তাহারা আরাগ্রমাত্র (৭) যে জীব, তাহার পক্ষেই হয় সঙ্গত, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের পক্ষে নহে। ২০

পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—কিন্তু "পৃথিবী হইতে বৃহত্তর", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও তো পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে (—জীবে) সঙ্গত হয় না, ইত্যাদি।২১

পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—অণুত্ব এবং মহত্ত্ব, এই দুইটী ধর্ম্ম একই বস্তুকে আশ্রয় করিতে পারে না, কারণ [তাহাদের পরস্পরের মধ্যে] বিরোধ আছে।২২ আর [অণুত্ব এবং মহত্ত্ব, এই] দুইটীর মধ্যে একটীকে গ্রহণ করিতে হইলে, প্রথমে পঠিত হইয়াছে বলিয়া [অসংজাতবিরোধিন্যায়ে, ১।১।৬ অধিঃ ২ বর্ণক ১০ ভাবদীঃ] অণুত্বকেই গ্রহণ করা সঙ্গত; মহত্ত্বটী কিন্তু ব্রহ্মভাবকে অপেক্ষা করিয়া হইবে (—অবিদ্যারহিত অবস্থায় জীবের ব্রহ্মভাবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতিতে জীববিষয়ে এই 'মহৎ' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে

ভাবদীপিকা

(৬) এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষী হৃদয়ায়তনত্ব (হৃদয়ে অবস্থিতি) এবং 'সূক্ষ্মতারূপ' দুইটী জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণদ্বারা জীবোপাসনারূপ স্বপক্ষকে সমর্থন করিলেন।

(৭) 'আরা' শব্দের অর্থ চর্ম্মভেদক এক প্রকার লৌহনির্ম্মিত সূচি। পশুতাড়নের পাচন-বাড়ীতে ইহা ব্যবহৃত হয়। আরাগ্র আরার অগ্রভাগ। প্রস্তাবিতস্থলে তাদৃশ সূক্ষ্মতাই বিবক্ষিত। 'আরাগ্রমাত্র পরিমাণ জীব' শ্বেঃ ৫।৮ দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

জীববিষয়ত্বে যৎ অন্তে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তনম্—"এতৎ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।৪) ইতি, তদপি প্রকৃতপরামর্শার্থত্বাৎ জীববিষয়ম্ এব।২৪ তস্মাৎ মনোময়ত্বাদিভিঃ ধর্ম্মৈঃ জীবঃ উপাস্যঃ ইতি।২৫ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ–পরমেব ব্রহ্ম মনোময়ত্বাদিভিঃ ধর্ম্মৈঃ উপাস্যম্।২৬ কুতঃ?২৭ "সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধোপদেশাৎ"।২৮ যৎ সর্ব্বেষু বেদান্তেষু প্রসিদ্ধং ব্রহ্মশব্দস্য আলম্বনং জগৎকারণং, ইহ চ "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" ইতি বাক্যোপক্রমে শ্রুতং, তদেব মনোময়ত্বাদিধর্ম্মৈঃ বিশিষ্টম্ উপদিশ্যতে, ইতি যুক্তম্।২৯ এবং চ প্রকৃতহানাপ্রকৃত-

ভাষ্যানুবাদ

হইবে)।২৩ [আচ্ছা জীবই যদি এখানে প্রতিপাদ্য হয়, তবে বাক্যশেষে "এতদ্ ব্রহ্ম" এইরূপে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] জীব-বিষয়তা (—জীব এই বিচার্য্যশ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়,ইহা নিশ্চিত হইলে, শেষভাগে "ইনিই ব্রহ্ম" এইরূপে যে ব্রহ্মের বর্ণনা আছে, তাহাও প্রস্তাবিত [জীবরূপ] বিষয়ের পরামর্শের (—উল্লেখের) জন্য হওয়ায় জীবকেই বিষয় করিবে (—'বৃংহণাৎ ব্রহ্ম' অর্থাৎ নিরতিশয় ব্যাপক বলিয়া যেমন সেই পরমবস্তুকে বলা হয় 'ব্রহ্ম', তদ্রূপ শরীরকে বৃংহণ অর্থাৎ ব্যাপন করিয়া অবস্থান করে বলিয়া জীবকে এখানে 'ব্রহ্ম' বলা হইতেছে)।২৪ অতএব মনোময়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলের দ্বারা জীবই হইবে উপাস্য।২৫

[সিঃ—স্থানপ্রমাণদ্বারা অনুগৃহীত ফলবৎ প্রকরণপ্রমাণ এবং ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে ব্রহ্মই উপাস্য, জীব নহে।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—পরব্রহ্মই মনোময়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলের দ্বারা উপাস্য।২৬ কোন্ প্রমাণবলে ইহা বলিতেছ?২৭ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] "সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধোপদেশাৎ"।২৮ [ইহার ব্যাখ্যা করিতে-ছেন—] সকল উপনিষদে প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্মশব্দের অবলম্বনস্বরূপ (—বাচ্য) জগৎকারণ, এখানে যিনি বাক্যের প্রারম্ভে "এই সমস্ত জগৎ নিশ্চয় ব্রহ্মস্বরূপ" (৮) এইরূপে শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছেন, মনোময়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলের দ্বারা বিশিষ্ট তিনিই [এখানে] উপদিষ্ট হইতেছেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত।২৯ আর এইপ্রকার হইলে প্রস্তাবিত বিষয়ের পরিত্যাগ এবং অপ্রস্তাবিত বিষয়ের গ্রহণ হইবে না (৯)।৩০

ভাবদীপিকা

(৮) এইস্থলে ইহাই বলিলেন যে—ব্রহ্মবোধক ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা 'মনোময়ত্ব' প্রভৃতি জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ বাধিত হইয়া পড়ে, তাহার ফলে উক্ত শ্রুতিপ্রমাণবলে ব্রহ্মই যে এই প্রকরণে উপাস্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহাই নির্ণীত হয়।

(৯) "প্রস্তাবিতের পরিত্যাগ হইবে না এবং অপ্রস্তাবিতের গ্রহণ হইবে না", এই বাক্যের

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রক্রিয়ে ন ভবিষ্যতঃ।৩০ ননু বাক্যোপক্রমে শমবিধিবিবক্ষয়া ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং, ন স্ববিবক্ষয়া ইতি উক্তম্।৩১ অত্র উচ্যতে- যদ্যপি শমবিধিবিবক্ষয়া ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং, তথাপি মনোময়ত্বাদিষু

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, বাক্যের প্রারম্ভে শমরূপ গুণের বিধানকে বলিবার ইচ্ছাবশতঃ ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু নিজেকে (—ব্রহ্মকে) বলিবার ইচ্ছাবশতঃ নির্দ্দিষ্ট হন নাই, ইহা বলা হইয়াছে (১৩ বাক্য) ।৩১

সিদ্ধান্তীর সমাধান—এই বিষয়ে বলা হইতেছে, যদিও শমরূপ গুণবিধির বিবক্ষা- বশতঃ ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলেও মনোময়ত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইতেছে, সেইসকলে সেই ব্রহ্মই সন্নিহিত হইতেছেন (১০) ।৩২ জীব কিন্তু সন্নিহিত

ভাবদীপিকা

দ্বারা ইহাই বলা হইল যে—এই প্রকরণে যিনি প্রতিপাদিত হইয়াছেন, প্রকরণপ্রমাণবলে সেই ব্রহ্মই গৃহীত হইবেন। ব্রহ্মই যে এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য, তাহা ২ ভাবদীপিকাতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু "মনোময়ত্ব" প্রভৃতি (৩ ভাবদীঃ) জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ হয় প্রকরণ- প্রমাণাপেক্ষা বলবান্। সুতরাং ব্রহ্ম কিপ্রকারে এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য (—প্রাকরণিক, প্রকরণপ্রমাণদ্বারা সমর্পিত) হইবেন? বলিতেছি—মনোময়ত্বাদি লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা জীব উপাস্যরূপে উপস্থাপিত হইতেছে। কিন্তু জীবোপাসনার ফল কি? কিছুই নহে। দুঃখী জীব উপাস্যও হইতে পারে না। আর প্রস্তাবিত শ্রুতিবাক্যসকলে কোনপ্রকার ফলও শ্রুত হইতেছে না। সুতরাং "বিশ্বজিৎ-ন্যায়ের"* বলে সকলের আকাঙ্ক্ষিত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলই এখানে অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহার ফলে প্রকরণপ্রমাণদ্বারা সমর্পিত যে ব্রহ্মো- পাসনা, তাহা ফলযুক্ত হওয়ায় ফলবিহীন জীবোপাসনার সমর্পক যে লিঙ্গপ্রমাণ, তদপেক্ষা ফলযুক্ত প্রকরণপ্রমাণ হইল বলবান্। অতএব সেই বলবান্ প্রকরণপ্রমাণের বলে ব্রহ্মই যে এখানে উপাস্যরূপে সমর্পিত হইতেছেন, জীব নহে, ইহাই নির্ণীত হইতেছে। ইহা স্বীকার না করিলে প্রস্তাবিতের পরিত্যাগ ও অপ্রস্তাবিতের গ্রহণরূপ দোষ হইবে, ইহাই ভাব।

(১০) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—শ্রুতির এই প্রকরণে স্বশব্দের দ্বারা জীব কোথাও বর্ণিত হয় নাই, পরন্তু ব্রহ্মই স্বশব্দের দ্বারা বর্ণিত হইতেছেন। আর সর্ব্বনামের ইহাই স্বভাব যে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত নিকটবর্ত্তী যোগ্যবস্তুকেই তাহা গ্রহণ করে। "প্রাণশরীর যাঁহার, তিনি প্রাণশরীর", এইপ্রকারে বহুব্রীহিসমাসবাক্যের অন্তর্গত যে 'যাঁহার' এই সর্ব্বনামপদ, তাহার দ্বারা নিকটবর্ত্তী ও পূর্ব্বপ্রস্তাবিত যোগ্যবস্তু যে ব্রহ্ম, তিনিই গৃহীত হন। এইপ্রকারে "মনের প্রাচুর্য্য হয় উপাধি যাঁহার, তিনি মনোময়", এইস্থলেও 'যাঁহার' এই সর্ব্বনাম পদটীর দ্বারা ব্রহ্মই গৃহীত হন। অপ্রস্তাবিত জীব কোনস্থলেই গৃহীত হইতেছে না। এইরূপে এইস্থলে অন্তরাকাঙ্ক্ষিত

---

*বিশ্বজিৎ-ন্যায়—যে সকল কর্ম্মের কোন ফল শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই, যে যুক্তিবলে সেই কর্ম্মসকলের স্বর্গ- ফল অঙ্গীকৃত হয়, সেই যুক্তিকে বলে 'বিশ্বজিন্ন্যায়'। পূঃ মীঃ ৪।৩।৫ অধিকরণে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। সমানযুক্তিতে উত্তরমীমাংসাতে এইস্থলে অশ্রুতফলক ব্রহ্মোপাসনার আনন্দাত্মক ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল অঙ্গীকৃত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

উপদিশ্যমানেষু তদেব ব্রহ্ম সন্নিহিতং ভবতি।৩২ জীবস্তু ন সন্নিহিতঃ, ন চ স্বশব্দেন উপাত্তঃ ইতি বৈষম্যম্।৩৩॥১।২।১॥

ভাষ্যানুবাদ

নহে, এবং স্বশব্দের (—জীববোধক শব্দের) দ্বারা গৃহীতও হয় নাই, ইহাই [জীব ও ব্রহ্মপক্ষে] বৈষম্য (১১) ।৩৩।।১।২।১।।

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥১॥২॥২॥

পদচ্ছেদ—বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ, চ।

সূত্রার্থ—[ইতশ্চ ব্রহ্ম এব অত্র উপদিশ্যতে—] **বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ—** বক্তুম্ ইষ্টাঃ বিবক্ষিতাঃ; বিবক্ষিতাশ্চ তে গুণাশ্চ ইতি, তেষাং উপপত্তেঃ। তথাচ সত্যসঙ্কল্পত্বাদয়ঃ যে গুণাঃ উপাসনায়াম্ উপাদেয়ত্বেন উপদিষ্টাঃ, তেষাং ব্রহ্মণি এব উপপত্তেঃ [মনোময়ত্বাদিগুণকং ব্রহ্মৈব উপাস্যম্, ন জীবঃ]। চকারঃ—উভয়সাধারণ্যনিবারণার্থঃ; যদ্যপি মনোময়ত্বাদি জীবস্য অসাধারণং, তথাপি সত্যসঙ্কল্পত্বাদ্যনুরোধেন সর্ব্বাত্মকে ব্রহ্মণি তদুপপদ্যতে ইত্যর্থঃ।

ভাবদীপিকা

সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ সিদ্ধান্তপক্ষে প্রদর্শিত হইল। সমাসবাক্যের অন্তর্গত 'যাঁহার' এই সর্ব্বনামপদের আকাঙ্ক্ষাবশতঃই নিকটে পঠিত ব্রহ্ম গৃহীত হইতেছেন। 'ব্রহ্মপদের' এই সর্ব্বনামপদের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, সেইহেতু এইস্থলে 'অন্যতরাকাঙ্ক্ষা' হইল। [উভয়াকাঙ্ক্ষা থাকিলে 'প্রকরণপ্রমাণ' হইয়া যাইত, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে]। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষীর আক্ষেপের উত্তরে ইহা বলা হইল যে—উক্ত বাক্যটী প্রধানভাবে শমগুণের বিধায়ক হইলেও অপ্রধানভাবে সন্নিহিত নিরাকাঙ্ক্ষ ব্রহ্মবস্তুকেও সমর্পণ করে। যেমন দর্শপূর্ণমাসে পুরোডাশপাত্রের সংস্কারক্রিয়াতে পঠিত "স্যোনং তে সদনং করোমি....তস্মিন্ সীদ"—'হে পুরোডাশ, তোমার জন্য সুন্দর সদন (—স্থান) নির্ম্মাণ করিতেছি....তাহাতে উপবেশন কর', ইত্যাদিস্থলে সংস্কারক্রিয়া প্রধান হইলেও অপ্রধান যে সদন, নিরাকাঙ্ক্ষ হইলেও 'তস্মিন্' এই পদের বলে তাহা সমর্পিত হয়, তদ্রূপ।

(১১) এইপ্রকারে এখানে ফলবৎ প্রকরণপ্রমাণ এবং সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ, উভয়েই একবাক্যতা সম্পাদন করিতেছে, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ একই অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে। তাহার ফলে ফলযুক্ত ও একবাক্যতাপুষ্ট এই প্রমাণদ্বয় তাৎপর্য্যবান্, সুতরাং বলবান্ হইয়া পড়িল। অপরপক্ষে প্রমাণান্তরগম্য জীববোধনে অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতির কোন তাৎপর্য্য নাই। আর জীবোপাসনার কোন প্রয়োজনও (—ফলও) নাই। সেইহেতু জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ হইয়া পড়িল দুর্ব্বল। ইহাই হইল ভগবান্ ভাষ্যকার কর্ত্তৃক কথিত জীব ও ব্রহ্মপক্ষে বৈষম্য এতদ্দ্বারা ইহাই বলা হইল— সন্নিধিপাঠকর্ত্তৃক অনুগৃহীত ফলবৎ প্রকরণপ্রমাণ ও ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণের বলে পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত জীববোধক অফল লিঙ্গপ্রমাণ বাধিত হইয়া পড়িল। ফলে ব্রহ্মই যে এই বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যে উপাস্যরূপে সমর্পিত হইতেছেন, জীব নহে ইহা নিরূপিত হইল।

অনুবাদ—[আর এইহেতুবশতঃ ব্রহ্মই এখানে উপদিষ্ট হইতেছেন—] **বিবক্ষিত-গুণোপপত্তেঃ**—যাহাদিগকে বলিবার ইচ্ছা করা হয়, তাহারাই বিবক্ষিত, যাহারা বিবক্ষিত, তাহারাই গুণ, [এইপ্রকারে কর্ম্মধারয়সমাস বুঝিতে হইবে]; যেহেতু তাহাদের (—সেই বিবক্ষিত গুণসকলের) উপপত্তি হয়। তাহাতে অর্থ হইল—সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণ উপাসনার জন্য গ্রহণীয়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের ব্রহ্মেই সঙ্গতি হয় বলিয়া [মনোময়ত্বাদিগুণযুক্ত ব্রহ্মই হন উপাস্য, জীব নহে]। চকারটী—উভয়সাধারণ্য নিরাকরণের জন্য, যদিও মনোময়ত্ব প্রভৃতি জীবের অসাধারণ ধর্ম্ম, তাহা হইলেও সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতির অনুরোধে সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মে তাহা সঙ্গত হয়, ইহাই অর্থ।

শাঙ্করভাষ্যম্

বক্তুম্ ইষ্টাঃ বিবক্ষিতাঃ ।১ যদ্যপি অপৌরুষেয়ে বেদে বক্তুরভাবাৎ ন ইচ্ছার্থঃ সম্ভবতি, তথাপি উপাদানেন ফলেন উপচর্য্যতে ।২ লোকে হি যৎ শব্দাভিহিতং উপাদেয়ং ভবতি, তৎ বিবক্ষিতম্ ইতি উচ্যতে; যৎ অনুপাদেয়ং তৎ অবিবক্ষিতম ইতি ।৩ তদ্বৎ বেদে অপি উপাদেয়ত্বেন অভিহিতং বিবক্ষিতং ভবতি, ইতরৎ অবিবক্ষিতম্ ।৪ উপাদানানুপাদানে তু

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অপৌরুষের বেদে বিবক্ষাশব্দপ্রয়োগের অভিপ্রায় বর্ণন। তাৎপর্য্যবলে গ্রহণযোগ্য বস্তুতেই বিবক্ষাশব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ।]

যাহাদের কথন অভীষ্ট, তাহারাই বিবক্ষিত।১ [কিন্তু পরমেশ্বর শাস্ত্রযোনি(১।১।৩ সূঃ) হইলেও বেদের রচনাতে তাঁহার স্বাধীনতা না থাকায় বেদ হয় অপৌরুষেয়, সেই অপৌরুষেয় বেদে 'বক্তার ইচ্ছা' যাহার অর্থ, সেই বিবক্ষাপদ কিপ্রকারে প্রযুক্ত হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যদিও পুরুষকর্ত্তৃক অরচিত বেদে [স্বাধীন] বক্তার অভাববশতঃ ইচ্ছারূপ অর্থ সম্ভব হয় না, তথাপি উপাদানরূপ (— উপাসনার জন্য গ্রহণকরারূপ) ফলের দ্বারা উপচরিত হইতেছে (—যাহা কোন ব্যাপারের জন্য বিবক্ষিত হয়, তাহা সেই ব্যাপারসম্পাদনে পারগৃহীত হয়; প্রস্তাবিতস্থলে 'সত্য-সঙ্কল্পত্ব' প্রভৃতি উপাসনার জন্য গৃহীত হইতেছে, সেইহেতু তাহাদিগকে গৌণভাবে বিবক্ষিত বলা হইতেছে)।২ [ইহাই আরও স্পষ্ট করিতেছেন –] দেখ, লোকমধ্যে যাহা শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া গ্রহণযোগ্য হয়, তাহাকে বলা হয় 'বিবক্ষিত'; আর যাহা গ্রহণযোগ্য নহে, তাহাকে বলা হয় 'অবিবক্ষিত'।৩ তদ্রূপ বেদেও যাহা গ্রহণের যোগ্যরূপে বর্ণিত হয়, তাহা হয় 'বিবক্ষিত', আর যাহা তদ্ভিন্ন (—গ্রহণের যোগ্যরূপে বর্ণিত হয় না), তাহা হয় 'অবিবক্ষিত' ।৪ [কিন্তু 'ইহা গ্রহণযোগ্য,' 'ইহা ত্যাগযোগ্য' এইপ্রকার বুদ্ধি হয় বিবক্ষার অধীন, সুতরাং 'বিবক্ষা থাকিলে গ্রহণযোগ্য হইবে' আর 'গ্রহণযোগ্য হইলে বিবক্ষিত হইবে', এইপ্রকারে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়িতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] গ্রহণ এবং অগ্রহণকে কিন্তু [মুখ্যতঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

বেদবাক্যতাৎপর্য্যাতাৎপর্য্যাভ্যাম্ অবগম্যেতে।৫ তৎ ইহ যে বিবক্ষিতাঃ গুণাঃ উপাসনায়াম্ উপাদেয়ত্বেন উপদিষ্টাঃ সত্য-সঙ্কল্পপ্রভৃতয়ঃ, তে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি উপপদ্যন্তে।৬ সত্যসঙ্কল্পত্বং হি সৃষ্টিস্থিতিসংহারেষু অপ্রতিবদ্ধশক্তিত্বাৎ পরমাত্মনঃ এব অবকল্পতে।৭ পরমাত্মগুণত্বেন চ "যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।৭।১) ইতি অত্র "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ", ইতি শ্রুতম।৮ "আকাশাত্মা" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদিনা আকাশবৎ আত্মা অস্য ইত্যর্থঃ।৯ সর্ব্বগতত্বাদিভিঃ ধর্ম্মৈঃ সম্ভবতি আকাশেন সাম্যং ব্রহ্মণঃ।১০ "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ" (ছাঃ ৩।১৪।৩) ইত্যাদিনা চ এতদেব দর্শয়তি।১১ যদাপি 'আকাশঃ আত্মা যস্য', ইতি ব্যাখ্যায়তে, তদাপি সম্ভবতি সর্ব্বজগৎকারণস্য সর্ব্বাত্মনঃ ব্রহ্মণঃ আকাশাত্ম-

ভাষ্যানুবাদ

বেদবাক্যের তাৎপর্য্য (১।১।৫ অধিঃ ৫ ভাবদীঃ) এবং তাৎপর্য্যাভাবের দ্বারা অবগত হওয়া যায়, [বিবক্ষার দ্বারা নহে ; সুতরাং উক্ত দোষ হয় না]।৫

[সিঃ—উপাসনাতে গ্রহণীয় সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণসকলের ব্রহ্মে সঙ্গতি প্রদর্শন।]

সেইহেতু (—তাৎপর্য্যযুক্ত হয় বলিয়া) সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি যে বিবক্ষিত গুণসকল এখানে উপাসনাতে গ্রহণীয়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারা পরব্রহ্মেই হয় সঙ্গত।৬ কারণ সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারে অপ্রতিবদ্ধ শক্তিসম্পন্ন হন বলিয়া পরমাত্মারই সত্যসঙ্কল্পতা হয় যুক্তিসঙ্গত।৭ [শুধু যুক্তিই নহে, এই বিষয়ে শ্রুতিও আছে। তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "যে আত্মা সর্ব্বপাপরহিত", ইত্যাদি এইস্থলে পরমাত্মার গুণরূপে—"তিনি অব্যর্থকামনাবান্ এবং অটুটসঙ্কল্পযুক্ত", ইত্যাদি ইহা শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে।৮ [বিষয়বাক্যরূপে গৃহীত শ্রুতিবাক্যে যে 'আকাশাত্মা' পদ পঠিত হইতেছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আকাশাত্মা ইত্যাদি পদের দ্বারা 'ইঁহার স্বরূপ আকাশের ন্যায়', এইপ্রকার অর্থ বুঝিতে হইবে।৯ [কিন্তু আকাশ তো জড় পদার্থ, তাহা পরমাত্মার স্বরূপ কিপ্রকারে হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সর্ব্বগতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলের দ্বারা আকাশের সহিত ব্রহ্মের সাদৃশ্য হয় সম্ভব।১০ "পৃথিবী হইতে বৃহত্তর", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রুতি ইহাই (—ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিতাই) প্রদর্শন করিতেছেন।১১ আর যদি ["আকাশাত্মা", এই পদটীকে] 'আকাশ যাঁহার আত্মা (—স্বরূপ'), এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা হইলেও সমস্ত জগতের কারণ এবং সর্ব্বস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহার আকাশস্বরূপতা হয় সম্ভব [যেহেতু সেই পরমকারণই বিবর্ত্তিত হইয়া আকাশস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন]।১২ এইহেতুবশতঃই (—সর্ব্বস্বরূপ হন বলিয়াই) 'সর্ব্বকর্ম্মা' (—সমস্ত

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্বম্ ।১২ অতএব "সর্ব্বকর্ম্মা" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদি ।১৩ এবম্ ইহ উপাস্যতয়া বিবক্ষিতাঃ গুণাঃ ব্রহ্মণি উপপদ্যন্তে ।১৪ যত্তু উক্তং— "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইতি জীবলিঙ্গং, ন তৎ ব্রহ্মণি উপপদ্যতে ইতি ; তদপি ব্রহ্মণি উপপদ্যতে ইতি ব্রূমঃ ।১৫ সর্ব্বাত্মত্বাৎ হি ব্রহ্মণঃ জীবসম্বন্ধীনি মনোময়ত্বাদীনি ব্রহ্মসম্বন্ধীনি ভবন্তি ।১৬ তথাচ ব্রহ্মবিষয়ে শ্রুতিস্মৃতী ভবতঃ— "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উতবা কুমারী । ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" (শ্বেঃ ৪।৩) ইতি ; "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ । সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি" ॥ (গীতা ১৩।১৩) ইতি চ ।১৭ "অপ্রাণঃ হি অমনাঃ শুভ্রঃ" (মুঃ ২।১।২) ইত্যাদি শ্রুতিঃ শুদ্ধব্রহ্ম-বিষয়া, ইয়ং তু "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইতি সগুণব্রহ্মবিষয়া

ভাষ্যানুবাদ

জগৎ তাঁহার কর্ম্ম), ইত্যাদি শব্দ ব্রহ্মে উপপন্ন হয় ।১৩ এইপ্রকারে এখানে (—এই প্রকরণে) উপাস্যরূপে বিবক্ষিত গুণসকল হয় ব্রহ্মে সঙ্গত [জীবে নহে] ।১৪

[সিঃ—সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মে মনোময়ত্বাদি জীবধর্ম্মসকলের উপপত্তিপ্রদর্শনদ্বারা জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণের অন্যথাসিদ্ধি প্রদর্শন ।]

আর যে বলা হইয়াছে—"মনোময় ও প্রাণশরীর", ইহারা জীববোধক লিঙ্গ, তাহা ব্রহ্মে সঙ্গত হয় না (১।২।১ সূঃ ৮ বাক্য) ইত্যাদি ; তাহাও (—জীববোধক সেই লিঙ্গও) হয় ব্রহ্মে সঙ্গত, ইহা আমরা বলিতেছি ।১৫ [কিপ্রকারে জীবধর্ম্ম ব্রহ্মে সঙ্গত হইবে ? তাহা বলিতেছেন—] ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া জীবের সহিত সম্বন্ধ যে মনোময়ত্ব প্রভৃতি, তাহারা হয় ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ।১৬ [ব্রহ্ম যে সর্ব্বস্বরূপ, সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর ব্রহ্মবিষয়ে সেইপ্রকার শ্রুতি এবং স্মৃতি আছে, যথা—"তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী, তুমি জরাগ্রস্ত হইয়া দণ্ডসহায়ে স্খলিত পদে গমন কর । তুমি [মায়া-সহায়ে] জন্মগ্রহণ করিয়া নানারূপ ধারণ কর", ইত্যাদি ; এবং "তিনি সর্ব্বত্র হস্ত ও পদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষু,মস্তক ও মুখযুক্ত, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বান্, লোকমধ্যে সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছেন", ইত্যাদি ।১৭ [আর যে বলা হইয়াছে, "ব্রহ্ম প্রাণ-শূন্য, মনোবিহীন" ইত্যাদি ; সুতরাং মনোময়ত্ব প্রভৃতি তাঁহার ধর্ম্ম হইতে পারে না (১।২।১ সূঃ ৮ বাক্য) । তদুত্তরে বলিতেছেন—] "তিনি প্রাণবিহীন ও মনোবিহীন, সেইহেতু শুদ্ধ", ইত্যাদি শ্রুতি শুদ্ধ (—নির্গুণ) ব্রহ্মকে বিষয় করে, কিন্তু এই "মনোময় ও প্রাণশরীর", ইত্যাদি শ্রুতি সগুণব্রহ্মকে বিষয় করে, ইহাই [জ্ঞেয়ব্রহ্মবোধক ও উপাস্যব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্যসকলের] প্রভেদ ।১৮ অতএব

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি বিশেষঃ ।১৮ অতঃ বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ পরম্ এব ব্রহ্ম ইহ উপাস্যত্বেন উপদিষ্টম্ ইতি গম্যতে ।১৯॥১।২।২॥

ভাষ্যানুবাদ

[উপাস্য ব্রহ্মে মনোময়ত্ব প্রভৃতি] বিবক্ষিত গুণসকল উপপন্ন হয় বলিয়া পরব্রহ্মই এখানে উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ।১৯॥১।২।২॥

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥১।২।৩॥

পদচ্ছেদ—অনুপপত্তেঃ, তু, ন, শারীরঃ ।

সূত্রার্থ—[ননু বিপরীতং কিং ন স্যাৎ ? অতঃ আহ—] **তু**শব্দঃ—অবধারণার্থঃ । [অত্র মনোময়ত্বাদিগুণকং ব্রহ্ম এব উপাস্যম্] **ন শারীরঃ**—জীবঃ তদ্ধর্ম্মেণ উপাস্যঃ ন ভবতি। [কুতঃ ?] **অনুপপত্তেঃ**—অত্র পঠিতানাং সত্যসঙ্কল্পত্বাদীনাং জীবে আঞ্জস্যেন উপপত্ত্যভাবাৎ ইত্যর্থঃ ।

অনুবাদ—[আচ্ছা, বিপরীত কেন হইবে না (—জীবই কেন মনোময়ত্বাদি গুণযোগে উপাস্য হইবে না) ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **তু**শব্দটী—অবধারণরূপ অর্থের দ্যোতক । [এখানে মনোময়ত্বাদিগুণযুক্ত ব্রহ্মই হন উপাস্য, কিন্তু] **ন শারীরঃ**—জীব সেই ধর্ম্মযুক্তরূপে উপাস্য নহে । [তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—] **অনুপপত্তেঃ**—যেহেতু সেইস্থলে পঠিত সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের জীবে সম্যগ্‌রূপে সঙ্গতি হয় না ।

শাঙ্করভাষ্যম্

পূর্ব্বেণ সূত্রেণ ব্রহ্মণি বিবক্ষিতানাং গুণানাং উপপত্তিঃ উক্তা ।১ অনেন তু শারীরে তেষাম্ অনুপপত্তিঃ উচ্যতে ।২ তুশব্দঃ অবধারণার্থঃ ।৩ ব্রহ্মৈব উক্তেন ন্যায়েন মনোময়ত্বাদিগুণং, ন তু শারীরঃ জীবঃ মনোময়ত্বাদিগুণঃ ।৪ যৎকারণং সত্যসঙ্কল্পঃ আকাশাত্মা অবাকী অনাদরঃ জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ ইতি চ এবংজাতীয়কাঃ

ভাষ্যানুবাদ

[নিঃ—মনোময়ত্ব ও সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণসকলের জীবে অসঙ্গতি প্রদর্শন ।]

পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের দ্বারা [মনোময়ত্ব প্রভৃতি] বিবক্ষিত গুণসকলের ব্রহ্মে সঙ্গতি কথিত হইয়াছে ।১ ইহার (—প্রস্তাবিত এই সূত্রের) দ্বারা কিন্তু জীবে তাহাদের অসঙ্গতি কথিত হইতেছে ।২ তুশব্দটী নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ।৩ [সেই নিশ্চয়ার্থকে পরিস্ফুট করিতেছেন—] পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা (—সর্ব্বাত্মক হওয়ায়) ব্রহ্মই হন মনোময়ত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত, কিন্তু শরীরে অভিমানকারী জীব মনোময়ত্বাদি গুণযুক্ত নহে ।৪ কারণ [সেইস্থলেই পঠিত] সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, অবাকী (—ইন্দ্রিয়রহিত), অনাদর (—কামনাশূন্য) এবং পৃথিবী হইতে বৃহত্তর, ইত্যাদি এই জাতীয় গুণসকল শারীরে (—জীবে) সম্যগ্‌রূপে সঙ্গত হয় না ।৫ 'শারীর' এই শব্দটীর অর্থ—শরীরে অবস্থিত [জীব] ।৬

শাঙ্করভাষ্যম্

গুণাঃ ন শারীরে আঞ্জস্যেন উপপদ্যন্তে ।৫ শারীরঃ ইতি শরীরে ভব ইত্যর্থঃ ।৬ ননু ঈশ্বরঃ অপি শরীরে ভবতি ।৭ সত্যম্, শরীরে ভবতি, নতু শরীরে এব ভবতি ; "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ" (ছাঃ ৩৷১৪৷৩) "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" ইতি চ ব্যাপিত্বশ্রবণাৎ ।৮ জীবস্তু শরীরে এব ভবতি, তস্য ভোগাধিষ্ঠানাৎ শরীরাৎ অন্যত্র বৃত্ত্যভাবাৎ ।৯ ॥১৷২৷৩॥

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—কিন্তু [সর্ব্বব্যাপী হওয়ায়] ঈশ্বরও তো শরীরে অবস্থান করেন, [সুতরাং শারীরশব্দে জীবকেই গ্রহণ করিতেছেন কেন ?]৭

সিদ্ধান্তীর সমাধান—হাঁ সত্য, [ঈশ্বর] শরীরে অবস্থান করেন, কিন্তু [তিনি কেবলমাত্র] শরীরেই অবস্থান করেন না, যেহেতু "তিনি পৃথিবী হইতে বৃহত্তর, অন্তরিক্ষ হইতে বিশালতর", এবং "আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত এবং নিত্য", এইপ্রকারে [তাঁহার] ব্যাপকতা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে ।৮ জীব কিন্তু [কেবলমাত্র] শরীরেই অবস্থান করে, কারণ ভোগায়তনভূত শরীর হইতে অন্যত্র তাহার বৃত্তি (—অবস্থিতি) হয় না ।৯ [সুতরাং শারীরশব্দে জীবকেই গ্রহণ করিতে হইবে। উক্ত সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মধর্ম্মসকল তাহাতে কিছুতেই সম্ভব হয় না] ॥১৷২৷৩॥

কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥১৷২৷৪॥

পদচ্ছেদ—কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাৎ, চ।

সূত্রার্থ—চ—ইতশ্চ [ন শারীরঃ মনোময়ত্বাদিগুণকঃ ইহ উপাস্যঃ। কুতঃ ?] **কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাৎ**—যতঃ "এতম্ ইতঃ প্রেত্য অভিসম্ভবিতাস্মি" (ছাঃ ৩৷১৪৷৪) ইতি অত্র "এতম্" ইতি প্রকৃতং মনোময়ত্বাদিগুণকং ব্রহ্ম কর্ম্মত্বেন—প্রাপ্যত্বেন ব্যপদিশতি, "অভিসম্ভবিতাস্মি" ইতি অত্র চ শারীরম্ উপাসকম্ কর্ত্তৃত্বেন—প্রাপকত্বেন ব্যপদিশতি। [সত্যাং গতৌ একস্মিন্ কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশঃ ন যুক্তঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—চ—আর এইহেতুবশতঃও [মনোময়ত্বাদিগুণযুক্ত জীব উপাস্য নহে। কোন্ হেতুবশতঃ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাৎ**—যেহেতু "এই শরীর ত্যাগ করিয়া ইঁহাকে প্রাপ্ত হইব", এইস্থলে 'এতম্' এইরূপে প্রস্তাবিত যে মনোময়ত্বাদিগুণযুক্ত ব্রহ্ম, তাঁহাকে কর্ম্মরূপে—প্রাপ্যরূপে [শ্রুতি] নির্দ্দেশ করিতেছেন ; আর "প্রাপ্ত হইব", এইস্থলে উপাসক জীবকে কর্ত্তৃরূপে অর্থাৎ প্রাপকরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। [উপায় থাকিতে একই ব্যক্তিতে কর্ত্তার ও কর্ম্মের নির্দ্দেশ যুক্তিসঙ্গত নহে (—একই ব্যক্তি কর্ত্তা এবং কর্ম্ম, উভয়ই হইতে পারে না), ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্—ইতশ্চ ন শারীরঃ মনোময়ত্বাদিগুণঃ, যস্মাৎ কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশঃ ভবতি—"এতম্ ইতঃ প্রেত্য অভিসম্ভবিতাস্মি" (ছাঃ ৩৷১৪৷৪) ইতি।১ এতম্ ইতি প্রকৃতং মনোময়ত্বাদিগুণম্ উপাস্যম্

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মানং কর্ম্মত্বেন প্রাপ্যত্বেন ব্যপদিশতি; 'অভিসম্ভবিতাস্মি' ইতি শারীরম্ উপাসকম্ কর্ত্তৃত্বেন প্রাপকত্বেন।২ 'অভিসম্ভবিতাস্মি' ইতি প্রাপ্তাস্মি ইত্যর্থঃ।৩ ন চ সত্যাং গতৌ একস্য কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশঃ যুক্তঃ।৪ তথা উপাস্যোপাসকভাবঃ অপি ভেদাধিষ্ঠানঃ এব।৫ তস্মাদপি ন শারীরঃ মনোময়ত্বাদিবিশিষ্টঃ।৬॥১।২।৪॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রাপ্য-প্রাপকভাববশতঃ জীব মনোময়ত্বাদিগুণযুক্ত উপাস্য নহে।]

আর এইহেতুবশতঃও জীব মনোময়ত্বাদিগুণযুক্ত নহে, যেহেতু "এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া আমি ইঁহাকে প্রাপ্ত হইব", এইপ্রকারে কর্ম্মরূপে এবং কর্ত্তৃরূপে নির্দ্দেশ আছে।১ 'এতম' (—ইঁহাকে), এইরূপে প্রস্তাবিত যে মনোময়ত্বাদিগুণযুক্ত উপাস্য আত্মা, তাঁহাকে [শ্রুতি] কর্ম্মরূপে অর্থাৎ প্রাপ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং। 'অভিসম্ভবিতাস্মি', এইরূপে উপাসক যে জীব, তাহাকে কর্ত্তৃরূপে অর্থাৎ প্রাপকরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন।২ 'অভিসম্ভবিতাস্মি', ইহার অর্থ—প্রাপ্ত হইব।৩ [কিন্তু 'আমি আমাকে জানিতেছি', এইস্থলে যেপ্রকার একই ব্যক্তি কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়ই হয়, প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ হউক্। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর গতি (—উপায়) থাকিতে একই বস্তুকে কর্ম্মরূপে এবং কর্ত্তৃরূপে নির্দ্দেশ যুক্তিসঙ্গত নহে।৪ এইপ্রকারে (—প্রাপ্য-প্রাপকভাবের ন্যায়) উপাস্য-উপাসকভাবও হয় ভেদাশ্রিত (— ভেদজ্ঞান থাকিলেই উপাস্য-উপাসকভাব সম্ভব হয়)।৫ সেইহেতুবশতঃও (—প্রাপ্য এবং প্রাপক উভয়ই হইতে পারে না বলিয়াও) জীব মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট নহে [সুতরাং উপাস্য নহে] ।৬॥১।২।৪॥

শব্দবিশেষাৎ ॥১।২।৫॥

সূত্রার্থ—[ইতশ্চ মনোময়ত্বাদিগুণকঃ শারীরাৎ অন্যঃ ইতি অবগম্যতে। কুতঃ?] **শব্দবিশেষাৎ**—"অন্তরাত্মন্ পুরুঃ হিরণ্ময়ঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।২) ইতি সমানপ্রকরণে শ্রুত্যন্তরে জীবপরমাত্মাভিধায়কয়োঃ সপ্তম্যন্তপ্রথমান্তয়োঃ অন্তরাত্মন্‌পুরুষশব্দয়োঃ বিশেষাৎ—ভেদাৎ। [তস্মাৎ ইহাপি প্রথমান্তত্বেন শ্রুতঃ মনোময়ঃ ইত্যাদিশব্দঃ পরমাত্মপরঃ এব ইতি]।

অনুবাদ—[আর এইহেতুবশতঃও যিনি মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট, তিনি জীব হইতে ভিন্ন, ইহা অবগত হওয়া যায়। কোন্ হেতুবশতঃ? তাহা বলিতেছেন— । **শব্দবিশেষাৎ**—যেহেতু "অন্তরাত্মাতে (—জীবে) হিরণ্ময় পুরুষ", এইপ্রকারে পঠিত সমানপ্রকরণে (—শতপথ-ব্রাহ্মণস্থ শাণ্ডিল্যবিদ্যার প্রকরণে) অন্য শ্রুতিবাক্যে জীব ও পরমাত্মার অভিধায়ক যে [যথাক্রমে] সপ্তমীবিভক্তিযুক্ত অন্তরাত্মন্ (—অন্তরাত্মনি) শব্দ এবং প্রথমাবিভক্তিযুক্ত পুরুষশব্দ, সেই শব্দদ্বয়ের বিশেষ অর্থাৎ বিভিন্নতা আছে। [সেইহেতু এখানেও প্রথমাবিভক্তিযুক্তরূপে শ্রুত যে মনোময় ইত্যাদি শব্দ, তাহারা পরমাত্মবোধক, ইহাই নিশ্চিত হয়]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ শারীরাৎ অন্যঃ মনোময়ত্বাদিগুণঃ, যস্মাৎ শব্দবিশেষঃ ভবতি সমানপ্রকরণে শ্রুত্যন্তরে—"যথা ব্রীহিঃ বা যবঃ বা শ্যামাকঃ বা শ্যামাকতণ্ডুলঃ বা এবম্ অয়ম্ অন্তরাত্মন্ পুরুষঃ হিরণ্ময়ঃ" (শত: ব্রা: ১০।৬।৩।২) ইতি।১ শারীরস্য আত্মনঃ যঃ শব্দঃ অভিধায়কঃ সপ্তম্যন্তঃ অন্তরাত্মন্ ইতি, তস্মাৎ বিশিষ্টঃ অন্যঃ প্রথমান্তঃ পুরুষশব্দঃ মনোময়ত্বাদিবিশিষ্টস্য আত্মনঃ অভিধায়কঃ।২ তস্মাৎ তয়োঃ ভেদঃ অধিগম্যতে।৩।১।২।৫॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—যিনি মনোময়ত্বাদিগুণযুক্ত, তিনি জীব নহেন, এই বিষয়ে শতপথবাক্য প্রদর্শন।]

আর এইহেতুবশতঃও যিনি মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট, তিনি জীব হইতে ভিন্ন, যেহেতু সমান প্রকরণে (—একই শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রতিপাদক প্রকরণে) অন্য শ্রুতিতে শব্দবিশেষ (—বিভক্তির বিভিন্নতা) আছে, যথা—"ধান্য, অথবা যব, অথবা শ্যামাধান্য, অথবা শ্যামাধান্যের তণ্ডুল যেপ্রকার [অত্যন্ত সূক্ষ্ম] হয়, এইপ্রকার অন্তরাত্মাতে(—জীবে) এই হিরণ্ময় পুরুষ 'অত্যন্ত সূক্ষ্ম', ইত্যাদি।১ সপ্তমীবিভক্তিযুক্ত অন্তরাত্মন্ (১২) এই যে শব্দটী শরীরস্থিত আত্মার (—জীবের) অভিধায়ক, তাহা হইতে বিশিষ্ট (—ভিন্ন) যে অন্য প্রথমাবিভক্তিযুক্ত পুরুষশব্দ, তাহা হয় মনোময়ত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট [পরম] আত্মার অভিধায়ক।২ সেইহেতু (—এইপ্রকার বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত শব্দের প্রয়োগ থাকায়) তাহাদের (—জীবাত্মার ও মনোময়ত্বাদিগুণযুক্ত পরমাত্মার) বিভিন্নতা অবগত হওয়া যায়।৩ [অতএব যিনি মনোময়ত্বাদিগুণযুক্ত, তিনি জীব নহেন]॥ ১।২।৫ ॥

স্মৃতেশ্চ ॥১।২।৬॥

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, স্মৃতেঃ—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি" (গীতা ১৮।৬১) ইত্যাদৌ জীবপরমাত্মনোঃ ভেদস্মরণাৎ [ন পরস্মাৎ অন্যঃ জীবঃ উপাস্যঃ ইতি সিদ্ধম্। [জীবপরমাত্মনোঃ ভেদস্তু কাল্পনিকঃ এব, ন বাস্তবঃ ইতি রহস্যম্]।

অনুবাদ—চ—আর, স্মৃতেঃ—"হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন", ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে জীব ও পরমাত্মার বিভিন্নতা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া [পরমাত্মা হইতে ভিন্ন যে জীব, তাহা উপাস্য নহে, ইহা সিদ্ধ হইল। জীব ও পরমাত্মার ভেদ কিন্তু কাল্পনিক, বাস্তব নহে, ইহাই রহস্য]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মৃতিশ্চ শারীরপরমাত্মনোঃ ভেদং দর্শয়তি—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং

ভাবদীপিকা

(১২) এইস্থলে 'অন্তরাত্মনি' এইপ্রকার পদ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু বৈদিক প্রয়োগে বিভক্তির লোপবশতঃ সপ্তম্যর্থে 'অন্তরাত্মন্' এইপ্রকার পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"॥ (গীতা ১৮।৬১) ইত্যাদ্যা।১ অত্র আহ—কঃ পুনঃ অয়ং শারীরঃ নাম পরমাত্মনঃ অন্যঃ, যঃ প্রতিষিধ্যতে "অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ" (১।২।৩) ইত্যাদিনা?২ শ্রুতিস্তু "ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা; ন অন্যঃ অতঃ অস্তি শ্রোতা" (বৃঃ ৩।৭।২৩) ইতি এবংজাতীয়কা পরমাত্মনঃ অন্যম্ আত্মানং বারয়তি।৩ তথা স্মৃতিরপি—"ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত" (গীতা ১৩।২) ইতি এবংজাতীয়কা ইতি।৪ অত্র উচ্যতে—সত্যম্ এব এতৎ।৫ পরঃ এব আত্মা দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপাধিভিঃ পরিচ্ছিদ্যমানঃ বালৈঃ শারীরঃ ইতি উপচর্য্যতে।৬ যথা ঘটকরকাদ্যুপাধিবশাৎ অপরিচ্ছিন্নম্ অপি নভঃ পরিচ্ছিন্নবৎ অব-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পরমাত্মা হইতে জীবের ভেদবশতঃ মনোময়ত্বাদিগুণযুক্ত হৃদয়স্থ পরমাত্মাই উপাস্য।]

স্মৃতিও জীব এবং পরমাত্মার ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর [শরীররূপ] যন্ত্রে আরূঢ় জীবগণকে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করাইতে করাইতে সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করেন," ইত্যাদি এইসকল।১ [সুতরাং জীব হইতে ভিন্ন যে জীবের হৃদয়ে অবস্থিত মনোময়ত্বাদিগুণযুক্ত পরমাত্মা, তিনিই উপাস্য]।

[সিঃ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরমার্থতঃ অভিন্ন হইলেও উপাধিকৃত বিভিন্নতাবশতঃ উপাস্য-উপাসকত্বাদি ব্যবহার উপপন্ন হয়।]

[জীব ও ঈশ্বরের এই যে ভেদের কথা বলা হইতেছে, ইহা পারমার্থিক ভেদ, ইহাই ভগবান্ সূত্রকারের অভিমত, এইরূপ যদি কেহ মনে করেন, ১।১।৫ সূত্রে ৪৩-৫১ বাক্যে তাহা নিরাকৃত হইলেও, পুনরায় সেই ভ্রান্তি নিরাকরণ করিবার জন্য শঙ্কা করিতেছেন—] এইস্থলে [পূর্ব্ববাদী] বলেন—আচ্ছা, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন এই শারীর (—জীব) নামক পদার্থটী কি, যাহা "অনুপপত্তেঃ তু ন শারীরঃ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হইতেছে?২ "ইঁহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা কেহ নাই, ইঁহা হইতে ভিন্ন শ্রোতা কেহ নাই," ইত্যাদি এই জাতীয় শ্রুতি কিন্তু পরমাত্মা হইতে ভিন্ন আত্মাকে নিষেধ করিতেছেন।৩ এইরূপে "হে ভারত, সকল শরীরে আমাকেই শরীরী বলিয়া জানিবে," ইত্যাদি এইজাতীয় স্মৃতিও 'পরমাত্মা হইতে ভিন্ন আত্মাকে নিষেধ করিতেছেন,' ইত্যাদি। [অতএব জীবনামক কিছুই সিদ্ধ হইতেছে না।]।৪ এইবিষয়ে (—এতদুত্তরে, সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক] কথিত হইতেছে—হাঁ, ইহা অবশ্যই সত্য।৫ [কিন্তু তাহা হইলেও] পরমাত্মাই দেহ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিরূপ উপাধিসকলের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া বালকগণ (—তত্ত্বানভিজ্ঞ অজ্ঞজনগণ) কর্ত্তৃক 'জীব,' এইপ্রকারে গৌণভাবে কথিত হন।৬ যেমন আকাশ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও ঘট এবং কমণ্ডলু প্রভৃতি উপাধিবশে পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ।৭ "তত্ত্বমসি"

শাঙ্করভাষ্যম্

ভাসতে, তদ্বৎ।৭ তদপেক্ষয়া চ কর্ম্মকর্তৃত্বাদিভেদব্যবহারঃ ন বিরুধ্যতে, প্রাক্ "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি আত্মৈকত্বোপদেশ-গ্রহণাৎ।৮ গৃহীতে তু আত্মৈকত্বে বন্ধমোক্ষাদিসর্ব্বব্যবহারপরি-সমাপ্তিরেব স্যাৎ।৯॥১।২।৬॥

ভাষ্যানুবাদ

(—তুমি ব্রহ্মস্বরূপ), এইরূপে আত্মার (—জীবাত্মা ও পরমাত্মার) একত্ববিষয়ক উপদেশ গ্রহণের পূর্ব্বে তাহাদিগকে (—দেহাদি সেই উপাধিসকলকে) অপেক্ষা করিয়া কিন্তু কর্ম্মত্ব ও কর্তৃত্ব (—উপাস্যত্ব ও উপাসকত্ব) প্রভৃতি ভেদব্যবহার বিরুদ্ধ নহে।৮ পরন্তু আত্মার (—জীবাত্মা ও পরমাত্মার) একত্ববিষয়ক জ্ঞান হইলে বন্ধন ও মোক্ষ প্রভৃতি সকলপ্রকার ব্যবহারের পরিসমাপ্তি অবশ্যই হইয়া থাকে।৯ ॥১।২।৬॥

অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতিচেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ ॥১।২।৭॥

পদচ্ছেদ—অর্ভকৌকস্ত্বাৎ, তদ্ব্যপদেশাৎ, চ, ন, ইতি, চেৎ, ন, নিচায্যত্বাৎ, এবম্, ব্যোমবৎ চ।

সূত্রার্থ—[অধুনা পরমাত্মনঃ উপাস্যত্বম্ আক্ষিপ্য পরিহরতি—] **অর্ভকৌকস্ত্বাৎ**—অর্ভকম্—অল্পম্, ওকঃ—স্থানং, যস্য সঃ অর্ভকৌকাঃ, তস্য ভাবঃ—অর্ভকৌকস্ত্বং, তস্মাৎ; ["এষঃ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে" (ছাঃ ৩।১৪।৩) ইতি] পরিচ্ছিন্নহৃদয়ায়তনত্বাৎ ইত্যর্থঃ। **চ**—কিঞ্চ, ["অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা" (ছাঃ ৩।১৪।৩) ইত্যাদি শ্রুতৌ] **তদ্ব্যপদেশাৎ**—তস্য অণীয়স্ত্বস্য, ব্যপদেশাৎ—কথনাৎ, [আরাগ্রমাত্রঃ জীবঃ ইহ উপাস্যঃ, ন সর্ব্বগতঃ পরমাত্মা], **ইতি চেৎ, ন**, [কুতঃ? উচ্যতে—অণীয়স্ত্বাদিবিশিষ্টত্বেন রূপেণ পরমাত্মনঃ ইহ] **নিচায্যত্বাৎ**—উপাস্যত্বাৎ, [সর্ব্বগতস্য পরমাত্মনঃ] **এবম্**—এতাদৃগল্পদেশগতত্বং [সঙ্গচ্ছতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ—] **ব্যোমবৎ**—যথা সর্ব্বগতম্ অপি ব্যোম—আকাশঃ সূচ্যাদ্যবচ্ছেদেন অর্ভকৌকঃ অণীয়শ্চ ব্যাপদিশ্যতে, তদ্বৎ [ব্রহ্ম অপি উপাধিবশাৎ ব্যপদিশ্যতে ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[এক্ষণে পরমাত্মার উপাস্যতাবিষয়ে আক্ষেপ করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন—]। **অর্ভকৌকস্ত্বাৎ**—অর্ভকম্—অল্প, ওকঃ—স্থান, যাহার সে অর্ভকৌকা, তাহার উত্তর ভাবার্থে 'ত্ব' প্রত্যয় করিয়া হয়—অর্ভকৌকস্ত্ব, তদুত্তরে হেত্বর্থে পঞ্চমীবিভক্তি হইয়া 'অর্ভকৌকস্ত্বাৎ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে অর্থ হয়—["হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী আমার এই আত্মা", এইরূপে বর্ণিত] পরিচ্ছিন্ন হৃদয় তাহার আশ্রয় হয় বলিয়া, **চ**—এবং ["ব্রীহি বা যব হইতে সূক্ষ্মতর", ইত্যাদি শ্রুতিতে] **তদ্ব্যপদেশাৎ**—তস্য—সূক্ষ্মতার, ব্যপদেশাৎ—কথন হইয়াছে বলিয়া [আরাগ্রের (—সূচ্যগ্রের) ন্যায় পরিমাণবিশিষ্ট জীব এখানে উপাস্য, সর্ব্বগত পরমাত্মা নহেন]। **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয়; [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—না, তাহা বলা যায় না। [কেন বলা যায় না? তদুত্তরে বলা হইতেছে—সূক্ষ্মত্বাদিবিশিষ্টরূপে পরমাত্মাই এখানে] **নিচায্যত্বাৎ**—উপাস্য হন বলিয়া [সর্ব্বগত যে পরমাত্মা, তাঁহার]

এবম্—এতাদৃশ অল্পদেশে অবস্থিতি [হয় সঙ্গত। সেইবিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—] ব্যোমবৎ—যেমন সর্ব্বগত হইলেও ব্যোম—আকাশ, সূচি প্রভৃতি অবচ্ছেদে অল্পস্থানব্যাপী এবং সূক্ষ্মরূপে কথিত হয়, তদ্রূপ [ব্রহ্মও উপাধিবশে সূক্ষ্ম ইত্যাদিরূপে কথিত হন, ইহাই অর্থ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অর্ভকম্ অল্পম্, ওকঃ নীড়ম্।১ "এষঃ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে" (ছাঃ৩।১৪।৩) ইতি পরিচ্ছিন্নায়তনত্বাৎ, স্বশব্দেন চ "অনীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা" (ছাঃ ৩।১৪।৩) ইতি অনীয়স্ত্বব্যপদেশাৎ, শারীরঃ এব আরাগ্রমাত্রঃ জীবঃ ইহ উপদিশ্যতে, ন সর্ব্বগতঃ পরমাত্মা ইতি যদুক্তং, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্।২ অত্র উচ্যতে—নায়ং দোষঃ।৩ ন তাবৎ পরিচ্ছিন্নদেশস্য সর্ব্বগতত্বব্যপদেশঃ কথমপি উপপদ্যতে।৪ সর্ব্বগতস্য তু সর্ব্বদেশেষু বিদ্যমানত্বাৎ পরিচ্ছিন্নদেশব্যপদেশঃ অপি কয়াচিৎ অপেক্ষয়া সম্ভবতি।৫ যথা সমস্তবসুধাধিপতিঃ অপি হি সন্ অযোধ্যাধিপতিঃ ইতি ব্যপদিশ্যতে।৬ কয়া পুনঃ অপেক্ষয়া সর্ব্বগতঃ সন্ ঈশ্বরঃ অর্ভকৌকাঃ অনীয়াংশ্চ ব্যপদিশ্যতে ইতি?৭ "নিচায্যত্বাৎ এবম্" ইতি ব্রূমঃ।৮ এবম্ অনীয়স্ত্বাদিগুণগণোপেতঃ ঈশ্বরঃ তত্র

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হৃদয়ায়তনত্ব ও সূক্ষ্মত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়ের (৬ ভাষদীঃ) অন্যথাসিদ্ধি প্রদর্শন। হৃদয়রূপ পরিচ্ছিন্নদেশে ধ্যেয় হওয়ায় ঈশ্বরেও উক্ত লিঙ্গদ্বয় সম্ভব]

অর্ভক শব্দের অর্থ— অল্প, 'ওকস্' শব্দের অর্থ—নীড় (—স্থান)।১ "হৃদয়মধ্যে অবস্থিত আমার এই আত্মা" এইপ্রকারে পরিচ্ছিন্ন আশ্রয়যুক্ত হয় বলিয়া এবং "ধান্য হইতে, অথবা যব হইতে ক্ষুদ্রতর", এইপ্রকারে স্বশব্দের (—অল্পত্ববাচক শব্দের) দ্বারা সূক্ষ্মতার কথন হইয়াছে বলিয়া শরীরে অবস্থিত আরাগ্রমাত্র (—লৌহনির্ম্মিত সূচীর অগ্রভাগতুল্য সূক্ষ্ম) জীব এখানে উপদিষ্ট হইতেছে, কিন্তু সর্ব্বগত পরমাত্মা উপদিষ্ট হইতেছেন না, এইপ্রকার যাহা বলা হইয়াছে (১।২।১ সূঃ ২০ বাক্য), তাহাকে পরিহার করিতে হইবে।২ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—ইহা দোষ নহে।৩ যাঁহার দেশ পরিচ্ছিন্ন (—অবস্থিতির স্থান সসীম), তাঁহার (—তদ্বিষয়ক) সর্ব্বগতত্ব কথন কোনপ্রকারেই সঙ্গত হয় না।৪ কিন্তু যিনি সর্ব্বগত, সকল দেশেই বিদ্যমান থাকেন বলিয়া তাঁহার (—তদ্বিষয়ক) পরিচ্ছিন্নদেশতার কথনও কোন কিছুকে অপেক্ষা করিয়া হয় সম্ভব।৫ যেমন [শ্রীরামচন্দ্র] সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হইলেও 'অযোধ্যাধিপতি', এইরূপে কথিত হন।৬ আচ্ছা, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও কোন্ বস্তুকে অপেক্ষা করতঃ অর্ভকৌকা (—পরিচ্ছিন্ন আশ্রয়যুক্ত) এবং সূক্ষ্মরূপে বর্ণিত হইতেছেন?৭ [তদুত্তরে] 'নিচায্যত্বাৎ এবম্', অর্থাৎ উপাস্য হওয়ায় ঈশ্বর এইপ্রকারে অল্পদেশগতরূপে বর্ণিত হইতেছেন, ইহা আমরা বলিতেছি।৮ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] এইপ্রকারে সূক্ষ্মত্বপ্রভৃতি গুণকলাপযুক্ত ঈশ্বর

শাঙ্করভাষ্যম্

হৃদয়পুণ্ডরীকে নিচায্যঃ দ্রষ্টব্যঃ উপদিশ্যতে।৯ যথা শালগ্রামে হরিঃ।১০ তত্র অস্য বুদ্ধিবিজ্ঞানং গ্রাহকম্।১১ সর্ব্বগতঃ অপি ঈশ্বরঃ তত্র উপাস্যমানঃ প্রসীদতি।১২ ব্যোমবৎ চ এতৎ দ্রষ্টব্যম্।১৩ যথা সর্ব্বগতম্ অপি সৎ ব্যোম সূচীপাশাদ্যপেক্ষয়া অর্ভকৌকঃ অণীয়শ্চ ব্যপদিশ্যতে, এবং ব্রহ্মাপি।১৪ তদেবং নিচায্যত্বাপেক্ষং ব্রহ্মণঃ অর্ভকৌকস্ত্বম্ অণীয়স্ত্বং চ ন পারমার্থিকম্।১৫ তত্র যৎ আশঙ্ক্যতে—হৃদয়ায়তনত্বাৎ ব্রহ্মণঃ, হৃদয়ায়তনানাং চ প্রতিশরীরং ভিন্নত্বাৎ, ভিন্নায়তনানাং চ শুকাদীনাম্ অনেকত্বসাবয়বত্বানিত্যত্বাদিদোষদর্শনাৎ ব্রহ্মণঃ অপি তৎপ্রসঙ্গঃ ইতি; তদপি পরিহৃতং ভবতি।১৬॥১।২।৭॥

ভাষ্যানুবাদ

সেই হৃদয়কমলমধ্যে ধ্যেয়রূপে, অর্থাৎ দ্রষ্টব্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছেন।৯ যেমন শালগ্রামে বিষ্ণু ধ্যেয়রূপে উপদিষ্ট হন।১০

[সিঃ—প্রসঙ্গতঃ উপাসনার জন্য হৃদয়রূপ স্থান নিরূপণ।]

[আচ্ছা, ঈশ্বরোপাসার জন্য প্রায়ই হৃদয়কমলের কথা বলা হয় কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেইস্থলে বুদ্ধিবিজ্ঞান (—বুদ্ধিবৃত্তি) ইহার গ্রাহক হইয়া থাকে। [এইপ্রকারেই সর্ব্বব্যাপী নিরবয়ব তাঁহাকে উপাসনা করা অধিকারিবিশেষের পক্ষে সম্ভব হয়]।১১ আর সর্ব্বগত হইলেও সেইস্থলে (—হৃদয়কমলে) উপাসিত হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হন। [অতএব ঈশ্বরের অভিব্যক্তিস্থান হওয়ায় হৃদয়কমলের কথা প্রায়ই বলা হয়।১২ অপরিছিন্ন ঈশ্বর কিপ্রকারে পরিছিন্ন হৃদয়কমলে অভিব্যক্ত হন, এইপ্রকার আশঙ্কা হইলে সূত্রধৃত আকাশদৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] যেমন সর্ব্বগত হইলেও আকাশ সূচীর (—ছুঁচের) ছিদ্র প্রভৃতির অপেক্ষায় পরিছিন্ন আশ্রয়যুক্ত এবং সূক্ষ্মরূপে কথিত হয়, এইপ্রকারে ব্রহ্মও 'সর্ব্বগত হইলেও হৃদয়রূপ পরিছিন্ন আধারে অভিব্যক্তিবশতঃ পরিছিন্ন আশ্রয়যুক্ত ও সূক্ষ্মরূপে কথিত হন'।১৪ এইপ্রকারে [নিশ্চিত হয় যে] ব্রহ্মের সেই অর্ভকৌকস্ত্ব (—পরিছিন্ন আশ্রয়যুক্ততা) এবং সূক্ষ্মতা হয় ধ্যেয়ত্বসাপেক্ষ, কিন্তু পারমার্থিক নহে (—উপাসনার জন্য ব্রহ্মকে হৃদয়ে অবস্থিত ও সূক্ষ্ম বলা হয়, তাহা তাঁহার যথার্থ স্বরূপ নহে।১৫

[সিঃ—হৃদয়াশ্রিত ব্রহ্মের অনিত্যত্বাদিদোষের নিরাকরণ।]

সেইবিষয়ে (—ব্রহ্মবিষয়ে) যে আশঙ্কা করা হয়—হৃদয় ব্রহ্মের আশ্রয় বলিয়া এবং হৃদয়রূপ আশ্রয়সকল প্রত্যেক শরীরে বিভিন্ন বলিয়া, আর বিভিন্ন আশ্রয়ে অবস্থিত শুক প্রভৃতি পক্ষীর অনেকত্ব সাবয়বত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি দোষসকল

ভাষ্যানুবাদ

পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া ব্রহ্মেরও সেই সকল [দোষ] হইয়া পড়িবে ইত্যাদি ; তাহাও পরিহৃত হইতেছে (১৩) ।১৬।।১।২।৭।।

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেন্ন বৈশেষ্যাৎ ।।১।২।৮।।

পদচ্ছেদ—সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ, ইতি, চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ ।

সূত্রার্থ—[পরমাত্মনঃ সর্ব্বগতত্বে দোষম্ আশঙ্ক্য পরিহরতি । নন্থ ব্যোমবৎ সর্ব্বগতস্য পরমাত্মনঃ সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়সম্বন্ধাৎ জীববৎ] **সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ**—সুখদুঃখানুভবপ্রসঙ্গঃ, **ইতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ**—জীবপরমাত্মনোঃ ভোক্তৃত্বাভোক্তৃত্বাদিবিশেষাৎ । [অতঃ ন জীবভোগেন পরমাত্মনঃ ভোগপ্রাপ্তিঃ। তস্মাৎ মনোময়ত্বাদিগুণকঃ পরমাত্মা এব উপাস্যঃ, ন শারীরঃ ইতি সুস্থিতম্ ।

অনুবাদ—[পরমাত্মা সর্ব্বগত হইলে, তাহাতে দোষ আশঙ্কা করিয়া পরিহার করিতেছেন। আচ্ছা, আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত যে পরমাত্মা, সকল প্রাণীর হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকায় জীবের ন্যায় তাঁহার] **সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ**—সুখ ও দুঃখের অনুভব (—ভোগ) হয়, এইপ্রকার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে, **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয়, [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—না, এইপ্রকার বলা যায় না, **বৈশেষ্যাৎ**—যেহেতু জীব ও পরমাত্মার ভোক্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্বরূপ বিভিন্নতা আছে। [এইহেতু জীবের ভোগদ্বারা পরমাত্মার ভোগপ্রাপ্তি হয় না। সেইহেতু (—এইপ্রকারে পূর্ব্বপক্ষীর যাবতীয় আশঙ্কা নিরাকৃত হওয়ায়) মনোময়ত্বাদি গুণযুক্ত পরমাত্মাই উপাস্য, জীব নহে, ইহা সুস্থিত হইল] ।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যোমবৎ সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়সম্বন্ধাৎ, চিদ্রূপতয়া চ শারীরাৎ অবিশিষ্টত্বাৎ সুখদুঃখাদিসম্ভোগঃ অপি অবিশিষ্টঃ প্রসজ্যেত ।১ একত্বাৎ চ ।২ নহি পরস্মাৎ আত্মনঃ অন্যঃ কশ্চিৎ

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—হৃদয়ে ব্রহ্মের অবস্থিতি-স্বীকারে জীবের ন্যায় তাঁহার সুখদুঃখভোগ হইবে ; তাহা সঙ্গত নহে। সুতরাং হৃদয়ে অবস্থিত জীবই উপাস্য, ব্রহ্ম নহেন।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ব্রহ্মের সহিত সকল প্রাণীর হৃদয়ের সম্বন্ধ আছে বলিয়া এবং চৈতন্যস্বরূপতাপ্রযুক্ত জীব হইতে অভিন্ন হন বলিয়া [জীবের ন্যায় ব্রহ্মের] সুখ ও দুঃখাদির সম্ভোগও অবিশেষভাবে প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে ।১ আর [জীব ও ব্রহ্মের] একত্ববশতঃও 'জীবের ভোগদ্বারা ব্রহ্মের ভোগ প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে' ।২ [কোন্ প্রমাণবলে বলিতেছ ? তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু পরমাত্মা হইতে ভিন্ন কোন সংসারী আত্মা (—জীব) বিদ্যমান নাই, "ইহা

ভাবদীপিকা

(১৩) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—ছুঁচের ছিদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন আশ্রয়ে অবস্থিত আকাশ যেমন সত্যই বিভিন্ন হইয়া পড়ে না, তদ্রূপ হৃদয়াদিরূপ উপাধিদ্বারা পরিছিন্ন হইলেও ব্রহ্ম সত্যই বিভিন্ন হইয়া পড়েন না। সেইহেতু তাঁহাতে অনিত্যত্ব প্রভৃতি দোষের প্রসক্তি হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মা সংসারী বিদ্যতে, "ন অন্যঃ অতঃ অস্তি বিজ্ঞাতা" (বৃঃ ৩।৭।২৩) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।৩ তস্মাৎ পরস্য এব সংসারসম্ভোগপ্রাপ্তিঃ* ইতি চেৎ?৪ ন, বৈশেষ্যাৎ।৫ ন তাবৎ সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়সম্বন্ধাৎ শারীরবৎ ব্রহ্মণঃ সম্ভোগপ্রসঙ্গঃ, বৈশেষ্যাৎ।৬ বিশেষঃ হি ভবতি শারীরপরমেশ্বরয়োঃ, একঃ কর্ত্তা ভোক্তা ধর্ম্মাধর্ম্মসাধনঃ সুখদুঃখাদিমাংশ্চ; একঃ তদ্বিপরীতঃ অপহতপাপ্মত্বাদিগুণঃ।৭ এতস্মাৎ অনয়োঃ বিশেষাৎ একস্য ভোগঃ, ন ইতরস্য।৮ যদি চ সন্নিধানমাত্রেণ বস্তুশক্তিম্ অনাশ্রিত্য কার্য্যসম্বন্ধঃ অভ্যুপগম্যেত, আকাশাদীনাম্ অপি দাহাদিপ্রসঙ্গঃ।৯ সর্ব্বগতানেকাত্মবাদিনাম্ অপি সমৌ এতৌ চোদ্যপরিহারৌ।১০ যদপি একত্বাৎ ব্রহ্মণঃ আত্মান্তরাভাবাৎ

* "পরস্য এবং ব্রহ্মণঃ সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ"—ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

হইতে ভিন্ন কেহ বিজ্ঞাতা নাই," ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।৩ সেইহেতু পরমাত্মারই সংসারসম্ভোগের (—সাংসারিক সুখদুঃখের) প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি।৪ [সুতরাং হৃদয়ে ঈশ্বরের অবস্থিতিই স্বীকার করা যায় না, তাঁহার উপাস্যতা তো দূরের কথা]।

[সিঃ—স্বভাবতঃ বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত জীব ও ঈশ্বরের ভোগসাঙ্কর্য্য নিরাকরণ।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, না, তাহা বলা যায় না, যেহেতু বিলক্ষণতা আছে।৫ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] সকল প্রাণীর হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকায় জীবের ন্যায় ব্রহ্মের [সুখদুঃখ] সম্ভোগ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, কারণ বৈলক্ষণ্য আছে।৬ [কি সেই বৈলক্ষণ্য, তাহা বলিতেছেন—] জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে ভেদ অবশ্যই আছে, একজন (—জীব) হয় কর্ত্তা, ভোক্তা, ধর্ম্মাধর্ম্মাদিসাধনসম্পন্ন এবং সুখদুঃখাদিযুক্ত, আর একজন (—ব্রহ্ম) হন তাহার বিপরীত (—কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি জীবগত ধর্ম্মের বিপরীত) পাপরাহিত্যাদি গুণযুক্ত।৭ এই উভয়ের মধ্যে এইপ্রকার বিলক্ষণতা থাকায় একের (—জীবের) ভোগ হয়, কিন্তু অপরের (—পরমেশ্বরের) তাহা হয় না।৮ আর যদি বস্তুর শক্তি স্বীকার না করিয়া নৈকট্যমাত্রের দ্বারা কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় (—জীবের সান্নিধ্যবশতঃ ঈশ্বরেরও ভোগ স্বীকার করা হয়), তাহাহইলে আকাশপ্রভৃতিরও দাহ প্রভৃতি (—দাহকত্ব প্রভৃতি) হইয়া পড়িবে, [কারণ দাহক বহ্নি আকাশের নিকটেই বর্ত্তমান আছে]।৯ যাঁহারা সর্ব্বগত অনেক আত্মা স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই আশঙ্কা এবং তাহার সমাধান সমানই হইবে (১৪)।১০

ভাবদীপিকা [জীব ও ঈশ্বর এবং জীবগণের ভোগসাঙ্কর্য্য নিরাকরণ।]

(১৪) ভগবান্ ভাষ্যকার এখানে ন্যায় ও বৈশেষিকমতাবলম্বিগণকে লক্ষ্য করিলেন। ইঁহারা

ভাবদীপিকা [জীব ও ঈশ্বর এবং জীবগণের ভোগসাঙ্কর্য্য নিরাকরণ।]

বলেন—জীবাত্মা নিরবয়ব নিত্য সর্ব্বগত (—বিভু) এবং অনেক। পরমাত্মাও নিরবয়ব নিত্য ও বিভু, কিন্তু এক। তাহাতে এইপ্রকারে ভোগসাঙ্কর্য্য হইয়া পড়ে—জীবাত্মাসকল এবং পরমাত্মা, ইঁহারা সকলেই যখন নিত্য, নিরবয়ব ও বিভু, তখন সকলেই অবিশেষভাবে সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে সমানভাবে বর্ত্তমান থাকেন বলিতে হইবে। সুতরাং একই জীবদেহে সকল জীবের এবং পরমাত্মার যুগপৎ ভোক্তৃত্ব হইয়া পড়ে। আর যদি তাহা স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে একটী আত্মারও ভোক্তৃত্ব সম্ভব হইবে না। এই দোষ নিরাকরণের জন্য উক্ত মতাবলম্বিগণ বলেন—যে জীবের যেটী স্বকর্ম্মার্জ্জিত শরীর, সেই শরীরেই সেই জীবের ভোক্তৃত্ব হইবে, অপর জীবগণের বা পরমাত্মার তাহা হইবে না। ভগবান্ ভাষ্যকার কিন্তু উক্ত ন্যায়াদি মতাবলম্বিগণের যুক্তি স্বীকার করিয়া লইলেন না, কারণ তাঁহাদের ভোগসাঙ্কর্য্য নিবারক এই যুক্তি যুক্তিসহ নহে। উপরে ভোগসাঙ্কর্য্য নিরাকরণের জন্য যে স্বকর্ম্মার্জ্জিত শরীরের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও অভীষ্ট সাধন করিতে পারে না, কারণ একটী জীব যখন কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তখন সকল বিভু আত্মাই সেই দেশে ও সেইকালে যুগপৎ বর্ত্তমান থাকায়, সেই কর্ম্মটী কাহার, ইহা নিরূপিত হইবার কোন উপায় থাকে না। ফলে সকল কর্ম্মই সকল আত্মার স্বোপার্জ্জিত হইয়া পড়ে। যদি বলা হয়—প্রত্যেক জীবাত্মার বিভিন্ন এক-একটী মন আছে, যে আত্মার মনঃসঙ্কল্পপ্রভাবে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা সেই আত্মারই হইবে, অন্য আত্মার নহে। তাহাও বলা চলে না; কারণ তত্তৎ মনের সহিত বিভু আত্মাসকলের যে সার্ব্বকালিক সম্বন্ধ, তাহার নিবারক কেহ নাই। অদৃষ্ট প্রভৃতি যাহাই কল্পনা করা হউক্ না কেন, সকলের গতি এইপ্রকারই হইবে। সুতরাং এক জীবের ভোগে সকল জীবের ও পরমাত্মার ভোগ-প্রসঙ্গ হইয়াই পড়ে। এইস্থলে বেদান্তসম্মত সিদ্ধান্ত এই—প্রথমতঃ ব্যাবহারিক দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া বলা যায়—সিদ্ধান্তে তত্তৎ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব হওয়ায় জীবসকল হয় পরস্পর বিভিন্ন। সেই অন্তঃকরণ হয় মধ্যমপরিমাণ, নৈয়ায়িকাদিসম্মত অণুপরিমাণ নহে এবং পাতঞ্জলসম্মত (যোঃ সূঃ ৪।১০, ব্যাসভাষ্য) বিভুও নহে। সুতরাং তৎপ্রতিবিম্বিত বা তদুপহিত জীবের বিভুত্ব সম্ভাবনা না থাকায় এবং তত্তৎ অন্তঃকরণ ও তত্তৎ শরীরাদি তত্তৎ জীবের ভোগসাধন হওয়ায় জীব-সকলের পরস্পরের মধ্যে ভোগসাঙ্কর্য্য হয় না। আর তত্তৎ অন্তঃকরণে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার সন্নিধান থাকিলেও জীব ও ঈশ্বরের ভোগসাঙ্কর্য্য হয় না। তাহার হেতু - স্বভাবগত বৈধর্ম্ম্য। ঈশ্বর স্বভাবতঃ নির্লেপ ও নির্ধর্ম্মক। সুতরাং প্রচণ্ড ক্রিয়াযুক্ত যন্ত্রমধ্যগত হইলেও সর্ব্বব্যাপী আকাশে যেমন ক্রিয়া হয় না, তদ্রূপ জীবোপাধিভূত তত্তৎ অন্তঃকরণে বর্ত্তমান থাকিলেও সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না। **"বিশেষঃ হি ভবতি শারীরপরমেশ্বরয়োঃ"** (৭ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার এই তত্ত্বটীই বলিয়াছেন। জীব ও ঈশ্বরের ভোগসাঙ্কর্য্য নিরাকরণের জন্য অন্যান্য মতাবলম্বিগণকেও অগত্যা ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহাই বলিতেছেন—**সমৌ এতৌ চোদ্যপরিহারৌ**, ইত্যাদি (১০ বাক্য)। অতঃপর পারমার্থিক দৃষ্টি অবলম্বনকরতঃ জীব ও ঈশ্বরের ভোগসাঙ্কর্য্য নিরাকরণ করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় উদ্ধৃত করিতেছেন—**"যদপি একত্বাৎ"**—'আর যে বলা হইয়াছে', (১১ বাক্য) ইত্যাদি। [২।৩।১৭ অংশাধিকরণে এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিচার দ্রষ্টব্য]।

[৪২৬ পৃঃ] শাঙ্করভাষ্যম্

শারীরস্য ভোগেন ব্রহ্মণঃ ভোগপ্রসঙ্গঃ ইতি।১১ অত্র বদামঃ—ইদং তাবৎ দেবানাংপ্রিয়ঃ প্রষ্টব্যঃ, কথম্ অয়ং ত্বয়া আত্মান্তরাভাবঃ অধ্যবসিতঃ ইতি?১২ "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০), "ন অন্যঃ অতঃ অস্তি বিজ্ঞাতা", ইত্যাদি শাস্ত্রেভ্যঃ ইতি চেৎ?১৩ যথাশাস্ত্রং তর্হি শাস্ত্রীয়ঃ অর্থঃ প্রতিপত্তব্যঃ, ন তত্র অর্দ্ধজরতীয়ং লভ্যম্।১৪ শাস্ত্রং চ "তত্ত্বমসি" ইতি অপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণং ব্রহ্ম শারীরস্য আত্মত্বেন উপদিশৎ শারীরস্য এব তাবৎ উপভোক্তৃত্বং বারয়তি।১৫ কুতঃ তদুপভোগেন ব্রহ্মণঃ উপভোগপ্রসঙ্গঃ?১৬ অথ অগৃহীতং শারীরস্য ব্রহ্মণা একত্বং, তদা মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ শারীরস্য উপভোগঃ, ন তেন পরমার্থরূপস্য ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শঃ।১৭ নহি বালৈঃ তলমলিনতাদিভিঃ ব্যোম্নি বিকল্প্যমানে

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ - পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবই ভোক্তা নহে বলিয়া ব্রহ্মে তাহা অপ্রাসঙ্গিক। জীবের অজ্ঞানকল্পিতভোগের দ্বারা ব্রহ্মের ভোক্তৃত্ব সম্ভব নহে।]

আর যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম এক হওয়ায় অন্য আত্মার অভাববশতঃ জীবের ভোগদ্বারা ব্রহ্মের ভোগ প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে (২-৩ বাক্য), ইত্যাদি।১১ এইবিষয়ে আমরা বলিতেছি—মূঢ়কে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—অন্য আত্মা যে নাই, ইহা তুমি কিপ্রকারে নিশ্চয় করিলে? ১২ যদি বল—"তুমি তৎস্বরূপ", "আমিই ব্রহ্ম", "ইহা হইতে ভিন্ন কেহ বিজ্ঞাতা নাই", ইত্যাদি শাস্ত্রসকল হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়, ইত্যাদি।১৩ [তদুত্তরে বলিব—] তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারেই শাস্ত্রীয় বিষয়কে বুঝিতে হইবে, সেইস্থলে অর্দ্ধজরতীয় লভ্য নহে (—অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়ে (২৯৫ পৃঃ) কোন প্রকার অর্থ নির্ণয় করা উচিত নহে)।১৪ দেখ, শাস্ত্র "তত্ত্বমসি" এইপ্রকারে পাপরাহিত্যাদি বিশেষণযুক্ত ব্রহ্মকে জীবের আত্মরূপে উপদেশ করতঃ জীবেরই উপভোক্তৃত্ব নিষেধ করিতেছেন। ১৫ [সুতরাং] তাহার (—জীবের) উপভোগের দ্বারা ব্রহ্মের উপভোগসম্ভাবনা কি প্রকারে হইবে (—যাহা জীবেরই নাই, তাহা ব্রহ্মে কিপ্রকারে প্রসক্ত হইবে)? ১৬ আর [শাস্ত্র কর্তৃক প্রতিপাদিত হইলেও] ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্ব যদি গৃহীত না হইয়া থাকে (—তোমার সেই জ্ঞান যদি না হইয়া থাকে), তাহা হইলে জীবের উপভোগ মিথ্যাজ্ঞানরূপ নিমিত্তবশতঃ হইয়া থাকে বলিতে হইবে,[সুতরাং] তাহার (—সেই মিথ্যাজ্ঞানোত্থ মিথ্যাভোগের) সহিত পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্মের সংস্পর্শ হয় না। 'ইহা স্বীকার করিতে হইবে'। ১৭ যেহেতু বালকগণকর্ত্তৃক আকাশ তল এবং মলিনতা প্রভৃতির দ্বারা বিকল্পিত হইলে (—বালকগণ আকাশকে তল ও মলিনতাদিযুক্তরূপে কল্পনা করিলে), আকাশ সত্যই

শাঙ্করভাষ্যম্

তলমলিনতাদিবিশিষ্টম্ এব পরমার্থতঃ ব্যোম ভবতি ।১৮ তদাহ—ন বৈশেষ্যাৎ ইতি ।১৯ ন একত্বে অপি শারীরস্য উপভোগেন ব্রহ্মণঃ উপভোগপ্রসঙ্গঃ, বৈশেষ্যাৎ ।২০ বিশেষঃ হি ভবতি মিথ্যাজ্ঞান-সম্যগ্‌জ্ঞানয়োঃ, মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতঃ উপভোগঃ, সম্যগ্‌জ্ঞানদৃষ্টম্ একত্বম্ ।২১ নচ মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতেন উপভোগেন সম্যগ্‌জ্ঞানদৃষ্টং বস্তু সংস্পৃশ্যতে ।২২ তস্মাৎ ন উপভোগগন্ধঃ অপি শক্যঃ ঈশ্বরস্য কল্পয়িতুম্ ।২৩॥১।২।৮॥ ইতি প্রথমং সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

তল এবং মলিনতাবিশিষ্টই হইয়া যায় না । ১৮ [ভগবান্ সূত্রকার] তাহাই বলিতেছেন—“ন বৈশেষ্যাৎ”, ইত্যাদি । ১৯ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—জীব ও ব্রহ্ম] এক হইলেও জীবের উপভোগের দ্বারা ব্রহ্মের উপভোগ হইয়া পড়ে না, যেহেতু বৈলক্ষণ্য আছে । ২০ [কি সে বৈলক্ষণ্য, তাহা বলিতেছেন—] মিথ্যাজ্ঞান এবং সম্যগ্‌জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ অবশ্যই আছে, [যেহেতু] মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা উপভোগ কল্পিত হয় এবং সম্যগ্‌জ্ঞানের দ্বারা [জাব ও ব্রহ্মের] একত্ব দৃষ্ট হয় ।২১ [কিন্তু সম্যগ্‌জ্ঞানের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বিজ্ঞাত হইলে জীবের ভোগ অতি স্বাভাবিকভাবেই ব্রহ্মে প্রসক্ত হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত যে উপভোগ, তাহার দ্বারা সম্যগ্‌জ্ঞানদৃষ্ট ব্রহ্মবস্তু সংস্পৃষ্ট হন না, [যেমন মরীচিকার বারিদ্বারা অধিষ্ঠান মরুভূমি সিক্ত হয় না, তদ্রূপ] ।২২ সেইহেতু (—কল্পিত পদার্থের সহিত অধিষ্ঠানের সংস্পর্শ হয় না, এইপ্রকার বিশেষতা থাকায়) ঈশ্বরের উপভোগলেশমাত্রও কল্পনা করিতে পারা যায় না ।২৩ [অতএব হৃদয়ে অবস্থিত হইলেও পরমাত্মার সহিত সুখদুঃখের সংশ্লেষ না হওয়ায়, হৃদয়স্থ মনোময়ত্বাদিগুণযুক্ত ঈশ্বরই উপাস্য, দুঃখী জীব নহে, ইহা সিদ্ধ হইল] ॥১।২।৮॥

সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণ সমাপ্ত ।

২ । অত্রধিকরণম [৯-১০ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্ম জগতের উপসংহারক (—লয়স্থান) ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন ব্রহ্মের ভোক্তৃত্বাভাব বর্ণিত হইয়াছে, প্রস্তাবিত অধিকরণে তদ্রূপ তাঁহার অত্তৃত্বাভাব (—জগতের সংহারকর্তৃত্বের অভাব) বর্ণিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয় । [অধিকরণসঙ্গতি প্রায়ই পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্ত এবং পরবর্ত্তী অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষের মধ্যে প্রদর্শিত হয়, ইহা স্মর্ত্তব্য] ।

ন্যায়মালা

জীবোঽগ্নিরীশো বাঽত্তা স্যাদোদনে জীব ইষ্যতাম্।
স্বাদ্বত্তীতি শ্রুতের্বহ্নির্বাঽগ্নিরন্নাদ ইত্যতঃ॥
ব্রহ্মক্ষত্রাদিজগতো ভোজ্যত্বাৎ স্যাদিহেশ্বরঃ।
ঈশপ্রশ্নোত্তরত্বাচ্চ সংহারস্তস্য চাতৃতা॥

অন্বয়—জীবঃ, অগ্নিঃ ঈশঃ বা ওদনে অত্তা স্যাৎ? "স্বাদু অত্তি" ইতি শ্রুতেঃ জীবঃ ইষ্যতাম্; "অগ্নিঃ অন্নাদঃ" ইতি অতঃ বহ্নিঃ বা। ব্রহ্মক্ষত্রাদিজগতঃ ভোজ্যত্বাৎ ঈশপ্রশ্নোত্তরত্বাৎ চ ইহ ঈশ্বরঃ স্যাৎ, তস্য চ অত্তৃতা সংহারঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[কঠবল্লীষু পঠ্যতে—"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবতঃ ওদনঃ" (কঠ ১।২।২৫) ইত্যাদি। অত্র ওদনাদিনা সূচিতঃ কশ্চিৎ ভক্ষকঃ প্রতীয়তে। অত্তৃরূপেণ বহ্নিজীবপরাত্মনাং ত্রয়াণাম্ অপি উপন্যাসাৎ সংশয়ঃ ভবতি—] জীবঃ অগ্নিঃ ঈশঃ বা [এতেষাং কঃ অত্র] ওদনে অত্তা স্যাৎ?

পূর্ব্বপক্ষ—"স্বাদু অত্তি" (মু: ৩।১।১) ইতি শ্রুতেঃ [জীবস্য অত্তৃত্বম্ অবগম্যতে। অতঃ অত্র] জীবঃ ইষ্যতাম্। "অগ্নিঃ অন্নাদঃ" (বৃ: ১।৪।৬) ইতি [শ্রুতেঃ অগ্নেঃ অত্তৃত্বং প্রতীয়তে] অতঃ বহ্নিঃ বা [অত্তা স্যাৎ]।

সিদ্ধান্ত—[ব্রহ্মক্ষত্রয়োঃ উপলক্ষণত্বেন কৃৎস্নং জগৎ ইহ ভোজ্যত্বেন অবগম্যতে। নহি তাদৃশস্য ভোজ্যস্য ঈশ্বরাৎ অন্যঃ অত্তা কশ্চিৎ সম্ভবতি। কিঞ্চ "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" (কঠ ১।২।১৪) ইত্যাদি শ্রুতৌ ধর্ম্মাধর্ম্মকার্য্যকারণকালত্রয়াতীতে পরমেশ্বরে নচিকেতসা পৃষ্টে "যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ" ইতি বাক্যেন যমঃ উত্তরং দদৌ। তস্মাৎ] ব্রহ্মক্ষত্রাদিজগতঃ ভোজ্যত্বাৎ, ঈশপ্রশ্নোত্তরত্বাৎ চ ইহ ঈশ্বরঃ [অত্তা] স্যাৎ। [ননু "অনশ্নন্ অন্য অভিচাকশীতি" (মু: ৩।১।১) ইতি ঈশ্বরে ভোক্তৃত্বং নিষিধ্যতে ইতি চেৎ? অত্র আহ —] তস্য [পরমেশ্বরস্য] চ অত্তৃতা [জগৎপ্রপঞ্চস্য] সংহারঃ [স্যাৎ। জগৎপ্রপঞ্চস্য সঃ সংহারঃ সর্ব্বেষু বেদান্তেষু ঈশ্বরস্যৈব প্রসিদ্ধঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[কঠবল্লীসকলের মধ্যে [একটীতে] পঠিত হইতেছে—"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই যাঁহার অন্ন", ইত্যাদি। এইস্থলে অন্নাদিশব্দের দ্বারা সূচিত কোন ভক্ষণকর্ত্তা প্রতীত হইতেছেন। ভক্ষকরূপে বহ্নি জীব ও পরমাত্মা, এই তিনেরই উল্লেখ থাকায় সংশয় হয়—] জীব অগ্নি অথবা ঈশ্বর [এইসকলের মধ্যে কে এখানে] ভোজ্যবস্তুর ভক্ষক হইবেন?

পূর্ব্বপক্ষ—"সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করে", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় [জীবের ভক্ষণকর্তৃত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে। সেইহেতু এখানে ভোক্তৃরূপে] জীবকে স্বীকার করা হউক্। অথবা "অগ্নি অন্নের ভক্ষক", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় [অগ্নির ভক্ষণকর্তৃত্ব প্রতীত হইতেছে], সেইহেতু বহ্নিই ভোক্তৃরূপে স্বীকৃত হউক্।

সিদ্ধান্ত—[ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উপলক্ষণ হওয়ায় সমগ্র জগৎকে এখানে ভোজ্যরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে। তাদৃশ ভোজ্যের ভক্ষক ঈশ্বর ভিন্ন কেহ হইবেন, ইহা নিশ্চয় সম্ভব নহে। আর "ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন" ইত্যাদি শ্রুতিতে নচিকেতাকর্ত্তৃক ধর্ম্মাধর্ম্ম, কার্য্যকারণ ও কালত্রয়ের অতীত যে পরমেশ্বর, তিনি জিজ্ঞাসিত হইলে "ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যাঁহার ওদন", এই বাক্যের দ্বারা যম উত্তর

প্রদান করিয়াছিলেন। সেইহেতু] ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমস্ত এই জগৎ ভোজ্য হওয়ায় এবং ঈশ্বরবিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর থাকায় এখানে ঈশ্বরই [ভোক্তা] হইবেন। [যদি বলা হয়—"অপরটী ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করেন", এইপ্রকারে ঈশ্বরে ভোক্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে। এতদুত্তরে বলিতেছেন—আর জগৎপ্রপঞ্চের] সংহারই সেই পরমেশ্বরের অত্তৃতা (—ভক্ষকত্ব), সকল উপনিষদে জগৎপ্রপঞ্চের সেই সংহার ঈশ্বরেরই বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, অগ্নির অথবা জীবের উপাসনা। সিদ্ধান্তে—নির্ব্বিশেষব্রহ্মজ্ঞান।

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥১।২।৯॥

সূত্রার্থ—[কঠবল্লীষু শ্রূয়তে—"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবতঃ ওদনঃ" (কঠ ১।২।২৫) ইত্যাদি। তত্র ওদনোপসেচনসূচিতঃ কশ্চিৎ অত্তা প্রতীয়তে। সঃ কিম্ অগ্নিঃ, উত জীবঃ, উতাহো পরমাত্মা ইতি বিশয়ে, অগ্নিজীবৌ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—পরমাত্মা এব] **অত্তা**—ভক্ষণকর্ত্তা। **চরাচরগ্রহণাৎ**—চরাচরয়োঃ,—স্থাবরজঙ্গময়োঃ [আদ্যত্বেন অস্মিন্ বাক্যে] গ্রহণাৎ—শ্রবণাৎ। [নহি পরমাত্মানং সর্ব্বসংহর্ত্তারম্ ঋতে অন্যস্য কস্যচিৎ চরাচরাত্তৃত্বং সম্ভবতি ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[কঠবল্লীসকলের মধ্যে [একটীতে] পঠিত হইতেছে—"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই যাঁহার ভক্ষ্যবস্তু" ইত্যাদি। সেইস্থলে ওদন এবং উপসেচনের (—অন্ন এবং ব্যঞ্জনবোধক শব্দের) দ্বারা সূচিত কোন ভক্ষণকর্ত্তা প্রতীত হইতেছে। তিনি কি অগ্নি, অথবা জীব, অথবা পরমাত্মা, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, অগ্নি ও জীব—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—পরমাত্মাই] **অত্তা**—ভক্ষণকর্ত্তা। **চরাচরগ্রহণাৎ**—যেহেতু [এই বাক্যে ভোজ্যবস্তুরূপে] চরাচরয়োঃ—স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমগ্র জগতের, গ্রহণাৎ—শ্রবণ হইতেছে। [সকলের সংহারকর্ত্তা পরমাত্মা ব্যতিরেকে অন্য কাহারও পক্ষে চরাচরের ভোক্তৃত্ব নিশ্চয় সম্ভব হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

কঠবল্লীষু পঠ্যতে—"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবতঃ ওদনঃ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ" (কঠ ১।২।২৫) ইতি।১ অত্র কশ্চিৎ ওদনোপসেচনসূচিতঃ অত্তা প্রতীয়তে।২ তত্র কিম্ অগ্নিঃ অত্তা স্যাৎ, উত জীবঃ, অথবা পরমাত্মা ইতি সংশয়ঃ, বিশেষানবধারণাৎ ত্রয়াণাং চ অগ্নিজীবপরমাত্মনাম্ অস্মিন্ গ্রন্থে প্রশ্নোপ-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য। বহ্নি জীব ও পরমাত্মা, এই তিনটীরই উল্লেখ থাকায় সংশয়।]

কঠবল্লীসকলের মধ্যে [একটীতে] পঠিত হইতেছে—"ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়ই যাঁহার অন্ন, মৃত্যু যাঁহার উপসেচন (—ঘৃত ও শাকাদি উপকরণ), তিনি যেখানে [স্বমহিমাতে] অবস্থিত, তাহা [যথোক্তসাধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ন্যায়] কে এইপ্রকারে জানিতে পারে", ইত্যাদি।১ এখানে অন্ন এবং উপসেচনের (—শাকাদি উপকরণের) দ্বারা সূচিত কোন অত্তা (—ভক্ষণকর্ত্তা) প্রতীত হইতেছে।২ সেইস্থলে কি অগ্নি ভক্ষণকর্ত্তা হইবে, অথবা জীব ভক্ষণকর্ত্তা হইবে, অথবা পরমাত্মা ভক্ষণকর্ত্তা হইবেন, এইপ্রকার সংশয় হয়, যেহেতু এই গ্রন্থে অগ্নি

শাঙ্করভাষ্যম্

ন্যাসোপলব্ধেঃ।৩ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৪ অগ্নিঃ অত্তা ইতি।৫ কুতঃ?৬ "অগ্নিঃ অন্নাদঃ" (বৃঃ ১।৪।৬) ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধিভ্যাম্।৭ জীবঃ বা অত্তা স্যাৎ, "তয়োঃ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি" (মুঃ ৩।১।১) ইতি দর্শনাৎ।৮ ন পরমাত্মা, "অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি" (ঐ) ইতি দর্শনাৎ ইতি।৯

ভাষ্যানুবাদ

জীব ও পরমাত্মা, এই তিনটীর বিষয়ে প্রশ্নের [এবং উত্তরের] উল্লেখ (১) উপলব্ধ হয় বলিয়া [ইহাদের মধ্যে যে কোন একটীকে গ্রহণের পক্ষে কোনপ্রকার] বিশেষ অবধারিত হয় না।৩ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৪

[পূঃ—বাক্যপ্রমাণবলে বহ্নি, অথবা প্রকরণপুষ্ট লিঙ্গপ্রমাণবলে জীবই অত্তা।]

পূর্ব্বপক্ষ—অগ্নিই ভক্ষণকর্ত্তা।৫ তাহাতে হেতু কি?৬ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু "অগ্নি অন্নভক্ষণকর্ত্তা", এইপ্রকার শ্রুতি (২) এবং [লোকমধ্যে] প্রসিদ্ধি আছে।৭ অথবা জীবই ভক্ষণকর্ত্তা হউক্, কারণ "তাহাদের মধ্যে একজন বিচিত্র আস্বাদযুক্ত ফল ভক্ষণ করে" (৩), এইপ্রকার [শ্রুতিবাক্য] পরিদৃষ্ট হইতেছে।৮ পরমাত্মা কিন্তু ভক্ষণকর্ত্তা নহেন, যেহেতু "অপরটী ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করেন", এইপ্রকার [শ্রুতিবাক্য] দেখা হইতেছে, ইত্যাদি।৯

ভাবদীপিকা

(১) "সঃ ত্বম্ অগ্নিম্" (কঠ ১।১।১৩), ইত্যাদি ইহা অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন। "যা ইয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা" (কঠ ১।১।২০) ইত্যাদি ইহা জীববিষয়ক প্রশ্ন। "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" (ঐ ১।২।১৪), ইত্যাদি ইহা পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্ন। "লোকাদিম্ অগ্নিম্" (ঐ ১।১।১৫), ইত্যাদি ইহা অগ্নিবিষয়ক উত্তর। "হন্ত তে ইদম্" (ঐ ২।২।৬) ইত্যাদি হইতে জীব ও পরমাত্মবিষয়ক উত্তর। এইরূপে এই তিনটী বিষয়েই প্রশ্ন ও উত্তর উপলব্ধ হইতেছে বলিয়া সংশয় হইতেছে।

(২) পূর্ব্বপক্ষী এইস্থলে অগ্নির ভোক্তৃত্ববোধক বাক্যপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন।

(৩) পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক এইস্থলে জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

২ সংখ্যক বাক্যে "অন্ন এবং উপসেচনরূপ" লিঙ্গের দ্বারা যে ভক্ষণকর্ত্তার প্রতীতি হইতেছে, তাঁহাকে পরমাত্মা বলা যায় না; কারণ তাহাতে অত্তৃত্বের (—ভক্ষণকর্ত্তৃত্বের) অর্থ করিতে হইবে—উপসংহারকর্ত্তৃত্ব (—লয়কর্ত্তৃত্ব)। তাহা কিন্তু হইবে লাক্ষণিক অর্থ, যেহেতু 'অত্তৃত্ব' শব্দের শক্তিবৃত্তিতে ভক্ষণকর্ত্তৃত্বরূপ অর্থেরই উপস্থিতি হয়, লয়কর্ত্তৃত্ব নহে। শক্তিবৃত্তি ও লক্ষণাবৃত্তির মধ্যে শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থই গ্রহণীয়, কারণ তাহাতে বুদ্ধিলাঘব হয়। আর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এখানে ওদনরূপে, অর্থাৎ ভক্ষ্যবস্তুরূপে বর্ণিত হইতেছে, মুঃ ৩।১।১ শ্রুতিবাক্যবলে তাহা পরমাত্মাতে সঙ্গতও হয় না। সুতরাং "অগ্নিঃ অন্নাদঃ অন্নপতিঃ" ইত্যাদি বাক্যবলে বহ্নিকেই গ্রহণ করা সমীচীন। অথবা "যা ইয়ং প্রেতে" (কঠ১।১।২০) ইত্যাদিরূপে আরব্ধ এই প্রকরণে জীবেরই স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে বলিয়া প্রকরণপ্রমাণপুষ্ট লিঙ্গপ্রমাণবলে জীবই কোনপ্রকারে ভক্ষণকর্ত্তা হউক্, পরমাত্মা নহেন, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। এখানে সম্ভাবনামাত্রদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবিত হইতেছে, সুতরাং প্রমাণবিষয়ে অত্যন্ত-আগ্রহের আবশ্যকতা নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অত্তা অত্র পরমাত্মা ভবিতুম্ অর্হতি।১০ কুতঃ?১১ "চরাচরগ্রহণাৎ"।১২ চরাচরং হি স্থাবরজঙ্গমং মৃত্যুপসেচনম্ ইহ আদ্যত্বেন প্রতীয়তে।১৩ তাদৃশস্য চ আদ্যস্য ন পরমাত্মনঃ অন্যঃ কার্ৎস্ন্যেন অত্তা সম্ভবতি।১৪ পরমাত্মা তু বিকারজাতং সংহরন্ 'সর্ব্বম্ অত্তি' ইতি উপপদ্যতে।১৫ ননু ইহ চরাচরগ্রহণং ন উপলভ্যতে, কথং সিদ্ধবৎ চরাচরগ্রহণং হেতুত্বেন উপাদীয়তে?১৬ নৈষঃ দোষঃ, মৃত্যুপসেচনত্বেন* সর্ব্বস্য প্রাণিনিকায়স্য প্রতীয়মানত্বাৎ।১৭

*-সেচনত্বেন 'ইহ আদ্যত্বেন', ইত্যধিকঃ পাঠঃ দৃশ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সর্ব্বাত্তৃত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে পরমাত্মাই অত্তা।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—এইস্থলে পরমাত্মা ভক্ষণকর্ত্তা হইবার যোগ্য।১০ তাহাতে হেতু কি? ১১ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'চরাচরগ্রহণাৎ'।১২ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] মৃত্যুরূপ উপকরণযুক্ত যে চরাচর, অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গম (—যাহার মৃত্যু, অর্থাৎ বিলয় অবশ্যম্ভাবী, সেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই যে জগৎ), তাহাই এখানে আদ্যরূপে (—ভক্ষণীয় বস্তুরূপে) প্রতীয়মান হইতেছে।১৩ আর পরমাত্মা হইতে ভিন্ন কেহ যে তাদৃশ ভোজ্যবস্তুর সম্যগ্‌রূপে ভক্ষণকর্ত্তা হইবেন, ইহা সম্ভব হইতেছে না।১৪ [কিন্তু পরমাত্মা যে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় ভক্ষণ করেন, ইহা অতি অসঙ্গত কথা। তদুত্তরে বলিতেছেন—] পরমাত্মা কিন্তু সমস্ত কার্য্যবস্তুকে সংহার (—প্রলয়কালে নিজেতে সঙ্কোচ) করেন বলিয়া 'সকলকে ভক্ষণ করেন' ইহা উপপন্ন হয় (৪)।১৫

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, এখানে চরাচরের গ্রহণ (—স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের ব্রহ্মে বিলয়) উপলব্ধ হইতেছে না (—এই শ্রুতিতে সেইপ্রকার কিছু পঠিত হইতেছে না), সুতরাং সিদ্ধ পদার্থের (—বিজ্ঞাত স্থিত পদার্থের) ন্যায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের গ্রহণকে (—ব্রহ্মে উপসংহারকে, পরমাত্মবোধের প্রতি] হেতুরূপে কিপ্রকারে গ্রহণ করা হইতেছে?১৬

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, ইহা দোষ নহে, যেহেতু মৃত্যু উপসেচনরূপে বর্ণিত হওয়ায় যাবতীয় প্রাণিবর্গের প্রতীতি হইতেছে (—মৃত্যুশব্দের অর্থ 'বিনাশ', আর সমস্ত প্রাণীই বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইহেতু "এক সম্বন্ধীর জ্ঞান অপর-

ভাবদীপিকা

(৪) মনুষ্য যখন কিছু ভক্ষণ করে, তখন সেই ভোজ্যবস্তু অদৃশ্য হইয়া যায়। প্রলয়কালে এই জগৎপ্রপঞ্চ যখন ব্রহ্মে সঙ্কুচিত অর্থাৎ লীন হইয়া যায়, তখন তাহাও অদৃশ্য হইয়া যায়। এই অদৃশ্যত্বরূপ গুণের সাদৃশ্যবশতঃ পরমাত্মাতে সমস্ত কার্য্যপ্রপঞ্চের যে বিলয়, তাহাকে গৌণভাবে পরমাত্মার ভক্ষণরূপে বর্ণনা করা হইতেছে। সুতরাং কোনপ্রকার অসঙ্গতি হয় নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মক্ষত্রয়োশ্চ প্রাধান্যাৎ প্রদর্শনার্থত্বোপপত্তেঃ।১৮ যত্তু পরমাত্মনঃ অপি ন অত্তৃত্বং সম্ভবতি, "অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি", ইতি দর্শনাৎ ইতি।১৯ অত্র উচ্যতে—কর্ম্মফলভোগস্য প্রতিষেধকম্ এতৎ দর্শনং, তস্য সন্নিহিতত্বাৎ।২০ ন বিকারসংহারস্য প্রতিষেধকং, সর্ব্ববেদান্তেষু সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারণত্বেন ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ।২১ তস্মাৎ পরমাত্মা এব ইহ অত্তা ভবিতুম্ অর্হতি।২২॥১।২।৯॥

ভাষ্যানুবাদ

সম্বন্ধীর স্মারক", এই ন্যায়বলে মৃত্যুশব্দের সন্নিধানবশতঃ যাবতীয় প্রাণীর, অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের গ্রহণ হইতেছে।১৭ কিন্তু "যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ", এইরূপে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই উপসেচনভূত মৃত্যুশব্দের নিকটে পঠিত হইয়াছে; তাহাদেরই তো এইস্থলে গ্রহণ হওয়া উচিত, অসন্নিহিত যাবতীয় প্রাণীর নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—সৃষ্ট প্রাণিসমূহের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণবান্ হওয়ায়] ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরই প্রাধান্য থাকায় [তাহাদের] প্রদর্শনার্থতা (—দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হওয়া) হয় যুক্তিসঙ্গত (৫)।১৮

[সিঃ—'পরমাত্মা কর্ম্মফলভোগ করেন না', ইহাই "অনশ্নন্ অন্যঃ" (মুঃ ৩।১।১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য।]

আর যে বলা হইয়াছে—পরমাত্মারও ভক্ষণকর্তৃত্ব সম্ভব হয় না, কারণ "অপরটী ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করেন", [শ্রুতিতে] এইপ্রকার পরিদৃষ্ট হয়, ইত্যাদি।১৯ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—এই যে দর্শন (—শ্রুতিতে এই যাহা পরিদৃষ্ট হইতেছে), তাহা কর্ম্মফলভোগের প্রতিষেধক, যেহেতু তাহার (—"পিপ্পলং স্বাদু অত্তি" (মুঃ ৩।১।১), এইপ্রকারে বর্ণিত কর্ম্মফলভোগের) নৈকট্য আছে।২০ [কিন্তু "অনশ্নন্ অন্যঃ" (ঐ) এই বাক্যটীকে অবিশেষভাবে যাবতীয় কার্য্যবস্তুর উপসংহারের নিষেধকরূপেও কেন গ্রহণ করিতেছ না? তদুত্তরে বলিতেছেন—এই শ্রুতিবাক্যটী] কার্য্যবস্তু সংহারের প্রতিষেধক নহে, যেহেতু সকল উপনিষদে সৃষ্টি স্থিতি এবং সংহারের কারণরূপে ব্রহ্মের প্রসিদ্ধি আছে।২১ সেইহেতু (—পরমাত্মাতেই "সর্ব্বাত্তৃত্ব" সম্ভব হয় বলিয়া) পরমাত্মাই এখানে অত্তা হইবেন, ইহা সঙ্গত।২২॥১।২।৯॥

প্রকরণাচ্চ ॥১।২।১০॥

পদচ্ছেদ—প্রকরণাৎ, চ।

সূত্রার্থ—[ইতশ্চ পরমাত্মা এব অত্তা। কুতঃ? "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" (কঠ ১।২।১৮) ইত্যাদিনা পরমাত্মনঃ] প্রকরণাৎ—প্রকৃতত্বাৎ। চকারঃ—"কঃ ইত্থা বেদ যত্র সঃ" (কঠ ১।২।২৫) ইতি দুর্বিজ্ঞেয়ত্বরূপং ব্রহ্মণঃ অসাধারণং লিঙ্গং সমুচ্চিনোতি।

ভাবদীপিকা

(৫) সৃষ্টপ্রাণিসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রধান হওয়ায় তদ্বাচক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়শব্দের

অনুবাদ—[আর এইহেতুবশতঃও পরমাত্মাই ভক্ষণকর্ত্তা। কোন্ হেতুবশতঃ? [তাহা বলিতেছেন—] "অবিলুপ্ত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম জাত হন না, বিনষ্টও হন না", ইত্যাদিরূপে পরমাত্মা] প্রকরণাৎ—যেহেতু প্রস্তাবিত হইয়াছেন। চকারটী—"তিনি যেখানে স্বমহিমায় অবস্থিত, তাহা কে এইপ্রকারে জানিতে পারে", এইরূপে দুর্বিবজ্ঞেয়ত্বরূপ ব্রহ্মবোধক অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণটীকে সমুচ্চিত করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ পরমাত্মা এব ইহ অত্তা ভবিতুম্ অর্হতি, যৎকারণং প্রকরণম্ ইদং পরমাত্মনঃ, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদি।১ প্রকৃতগ্রহণং চ ন্যায্যম্।২ "কঃ ইত্থা বেদ যত্র সঃ" (কঠ ১।২।১৮,২৫) **ইতি চ দুর্ব্বিজ্ঞানত্বং পরমাত্মলিঙ্গম্**।৩।১।২।১০॥ ইতি দ্বিতীয়ম্ অত্ত্রধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রকরণ ও একবাক্যতাপুষ্ট স্থানপ্রমাণের বলে লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়ের পুষ্টি সম্পাদনকরতঃ পরমাত্মারই অত্তৃত্ব প্রতিপাদন।]

আর এইহেতুবশতঃও পরমাত্মাই এখানে অত্তা (—জগৎসংহর্ত্তা) হইবার যোগ্য, যেহেতু "অবিলুপ্তচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম জাত হন না, বিনষ্টও হন না," ইত্যাদি ইহা পরমাত্মার প্রকরণ (৬)।১ [কেন ইহাকে পরমাত্মার প্রকরণ বলিতেছ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যাহা প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহার গ্রহণই ন্যায্য (৭)।২ [আর এইহেতুবশতঃও পরমাত্মাই এখানে গ্রহণীয়। তাহা বলিতেছেন—] আর "তিনি যেখানে স্বমহিমায় অবস্থিত তাহা কে এইপ্রকারে জানিতে পারে," ইত্যাদি যে দুর্ব্বিজ্ঞেয়তা, তাহা পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ, [কারণ জীব ও অগ্নি প্রত্যক্ষসিদ্ধ, দুর্ব্বিজ্ঞেয় নহে]।৩।১।২।১০॥ অত্ত্রধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় প্রাণী লক্ষিত হইতেছে, ইহাই এইস্থলে বিবক্ষিত অর্থ। এইরূপে এখানে "সর্ব্বাত্তৃত্বরূপ" (—সর্ব্বভক্ষণকর্তৃত্বরূপ) পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল, কারণ এতাদৃশ সর্ব্বাত্তৃত্ব পরমাত্মা ভিন্ন অন্যত্র সম্ভব নহে, ইহা ১৪ সংখ্যক বাক্যে বলাই হইয়াছে।

(৬) সিদ্ধান্তী এখানে স্বপক্ষে পরমাত্মবোধক প্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। বহ্নিবিষয়ক প্রকরণ "এষঃ তে অগ্নিঃ" (কঠ ১।১।১৮) ইত্যাদিস্থলেই শেষ হইয়াছে। জীব এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য নহে, কারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুর বোধনে অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই। পরন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ জীবের অনুবাদ করতঃ তাহার অজ্ঞাত যে ব্রহ্মত্ব, তদ্বোধনেই শ্রুতির তাৎপর্য্য। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যাহাকে জীববোধক প্রকরণ মনে করিতেছিলেন (৩ ভাবদীঃ), তাহা নিরাকৃত হইয়া পড়িল।

(৭) এইস্থলে সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক স্বপক্ষে 'যথাসংখ্যাপাঠরূপ স্থানপ্রমাণও' প্রদর্শিত হইল। তাহা এইপ্রকার—প্রথম ও দ্বিতীয় বরে পিতার সৌমনস্য (কঠ ১।১।১০) এবং অগ্নিবিদ্যা (ঐ ১।১।১৩) প্রার্থিত হইয়াছিল, যথাক্রমে "যথা পুরস্তাৎ" (ঐ ১।১।১১) এবং "প্রতে ব্রবীমি" (ঐ ১।১।১৪) ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহা পরিপূরিত হইয়াছে। অতঃপর "যা ইয়ং প্রেতে" (ঐ ১।১।২০) ইত্যাদিস্থলে

৩। গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণম্। [১১-১২সূত্র]

[গুহাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—হৃদয়রূপ গুহাতে জীব ও ঈশ্বরের অবস্থিতি।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে 'মৃত্যু' এই পদের সান্নিধ্যবশতঃ যেমন ব্রহ্ম ও ক্ষত্রিয়-শব্দে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ "গুহাং প্রবিষ্টৌ," এই পদদ্বয়ের সান্নিধ্যবশতঃ 'পিবন্তৌ' এই দ্বিবচনান্ত পদটীর দ্বারা বুদ্ধি ও জীব পরিগৃহীত হইবে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের দৃষ্টান্তসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

গুহাং প্রবিষ্টৌ ধীজীবৌ জীবেশৌ বা হৃদিস্থিতৌ।
ছায়াতপাখ্যদৃষ্টান্তাদ্ধীজীবৌ স্তো বিলক্ষণৌ॥
পিবন্তাবিতি চৈতন্যদ্বয়ং জীবেশ্বরৌ ততঃ।
হৃৎস্থানমুপলব্ধ্যা স্যা দ্বৈলক্ষণ্যমুপাধিতঃ॥

অন্বয়—গুহাং প্রবিষ্টৌ ধীজীবৌ, জীবেশৌ বা ? ছায়াতপাখ্যদৃষ্টান্তাৎ হৃদিস্থিতৌ বিলক্ষণৌ ধীজীবৌ স্তঃ। 'পিবন্তৌ' ইতি চৈতন্যদ্বয়ং, ততঃ জীবেশ্বরৌ, হৃৎস্থানম্ উপলব্ধ্যৈ, বৈলক্ষণ্যম্ উপাধিতঃ স্যাৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[কঠবল্লীষু এব শ্রূয়তে—"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে" (কঠ ১।৩।১) ইত্যাদি। তত্র বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নস্য জীবস্য, নিরবচ্ছিন্নস্য পরমাত্মনশ্চ প্রকৃতত্বাৎ সংশয়ঃ ভবতি—যৌ] গুহাং প্রবিষ্টৌ [তৌ] ধীজীবৌ [স্যাতাম্], জীবেশৌ বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—ছায়াতপাখ্যদৃষ্টান্তাৎ [পরিচ্ছিন্ন-] হৃদিস্থিতৌ [জড়াজড়রূপৌ তৌ] বিলক্ষণৌ ধীজীবৌ স্তঃ, [পরিচ্ছিন্নয়োশ্চ তয়োঃ গুহাপ্রবেশসম্ভবাৎ]।

সিদ্ধান্ত—'পিবন্তৌ ইতি [দ্বিবচনেন] চৈতন্যদ্বয়ং [প্রতীয়তে], ততঃ তৌ [ইহ চেতনৌ] জীবেশ্বরৌ [ভবতঃ। সর্ব্বগতস্যাপি ঈশ্বরস্য] হৃৎস্থানম্ উপলব্ধ্যৈ [বর্ণ্যতে। জীবেশ্বরয়োঃ চেতনত্বসাম্যেঽপি] বৈলক্ষণ্যম্ উপাধিতঃ স্যাৎ। [জীবঃ সোপাধিকঃ, ঈশ্বরশ্চ সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তঃ ইতি তয়োঃ বৈলক্ষণ্যম্ উপপদ্যতে ইত্যর্থঃ]।

ভাবদীপিকা

তৃতীয় বরে যে আত্মবিষয়ক প্রশ্ন করা হইয়াছে "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি" (ঐ ১।২।১৫) ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া সেইপ্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব আত্মবিষয়ক তৃতীয় বরের পরিপূরণের জন্য তৃতীয়স্থানে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যথাসংখ্যাপাঠরূপ স্থানপ্রমাণবলে অবশ্যই আত্মবিষয়কই হইবে। ইহাকে জীবাত্মবিষয়কও বলা যায় না, কারণ জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই প্রতিপাদিত হইলে বাক্যভেদদোষ হইবে। জীবপ্রতিপাদনে শ্রুতির তাৎপর্য্যও নাই, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। আর বাক্যভেদাপেক্ষা একবাক্যতা হয় বলবান্। অতএব জীবাত্মাভিন্ন পরমাত্মার প্রতিপাদক হওয়ায় এই স্থানপ্রমাণটী হইল 'একবাক্যতাপুষ্ট'। এইরূপে একবাক্যতাপুষ্ট স্থানপ্রমাণ ও প্রকরণপ্রমাণপুষ্ট 'সর্ব্বাত্মত্ব' ও 'দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্ব'রূপ লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়ের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক প্রদর্শিত প্রমাণসকল (২ ও ৩ ভাবদীঃ) বাধিত হইল এবং পরমাত্মাই যে 'অত্তা,' ইহা নির্ণীত হইল।

অত্রাধিকরণ সমাপ্ত।

অনুবাদ

সংশয়—[কঠবল্লীসকলেই পঠিত হইতেছে—"স্বকৃতকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবিফলভোগকারী যে দুই জন ভোগায়তন শরীরমধ্যে পরমেশ্বরের উপলব্ধিস্থানভূত উত্তম হৃদয়গুহাতে প্রবিষ্ট আছেন" ইত্যাদি। সেইস্থলে বুদ্ধি-অবছিন্ন জীব এবং নিরবচ্ছিন্ন পরমাত্মা প্রস্তাবিত হইয়াছেন বলিয়া সংশয় হয়—যে দুইজন হৃদয়রূপ] গুহাতে প্রবিষ্ট, তাঁহারা কি বুদ্ধি ও জীব, অথবা জীব ও ঈশ্বর ?

পূর্ব্বপক্ষ—অন্ধকার ও আলোক নামক দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া [পরিচ্ছিন্ন] হৃদয়ে অবস্থিত [জড় এবং চেতনরূপ সেই দুইটী] পরস্পর বিভিন্ন বুদ্ধি এবং জীব হইবে ; [যেহেতু পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় হৃদয়গুহাতে তাহাদের প্রবেশ হয় সম্ভব]।

সিদ্ধান্ত—'পিবন্তৌ' এইপ্রকারে [দ্বিবচনের দ্বারা] দুইটী চেতন বস্তুবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে, সেইহেতু [তাঁহারা এখানে চেতন] জীব ও ঈশ্বর হইবেন। [সর্ব্বগত হইলেও ঈশ্বরের] হৃদয়রূপ স্থান উপলব্ধির জন্য বর্ণিত হইতেছে। [আর জীব ও ঈশ্বরের চেতনতা সমান হইলেও] উপাধি-বশতঃ ইঁহাদের পরস্পর বিভিন্নতা হয়। [জীব হয় উপাধিযুক্ত এবং ঈশ্বর (—ব্রহ্ম) হন সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত, এইহেতু তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্নতা হয় সঙ্গত, ইহাই ভাব]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, বুদ্ধি হইতে ভিন্ন জীববিষয়ক জ্ঞান। সিদ্ধান্তে—নিগু'ণব্রহ্মাত্মজ্ঞান।

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥১।২।১১॥

পদচ্ছেদ—গুহাম্, প্রবিষ্টৌ, আত্মানৌ, হি, তদ্দর্শনাৎ।

সূত্রার্থ—[কঠবল্লীষু শ্রূয়তে—"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে" (কঠ ১।৩।১) ইত্যাদি। তত্র কিং বুদ্ধিজীবৌ নির্দ্দিষ্টৌ, উত জীবপরমাত্মানৌ ইতি বিশয়ে, বুদ্ধিজীবৌ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ—] **গুহাং প্রবিষ্টৌ**—গুহা—বুদ্ধিঃ, হৃদয়ং বা, তাং প্রবিষ্টৌ—অন্তঃস্থিতৌ [তৌ জীবপরমাত্মানৌ এব]। **হি**—যস্মাৎ, [তৌ] **আত্মানৌ**—চেতনৌ। ["ঋতং পিবন্তৌ", ইতি কর্ম্মফলভোগশ্রবণেন একস্য আত্মত্বে দ্বিতীয়স্যাপি আত্মত্বং ন্যায্যম্। কুতঃ ?] **তদ্দর্শনাৎ**—সংখ্যাশ্রবণে সংখ্যাবতঃ একরূপত্বস্য লোকে দর্শনাৎ ; [যথা 'অস্য গোঃ দ্বিতীয়ঃ অন্বেষ্টব্যঃ' ইতি উক্তে গোঃ এব দ্বিতীয়ঃ অন্বিষ্যতে, ন অশ্বঃ, ন বা মনুষ্যঃ, তদ্বৎ]।

অনুবাদ—[কঠবল্লীসকলে পঠিত হইতেছে—"ভোগায়তন শরীরের মধ্যে স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগকারী", ইত্যাদি। সেইস্থলে কি বুদ্ধি ও জীব নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, অথবা জীব ও পরমাত্মা নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন, এইপ্রকার সংশয় হইলে, বুদ্ধি এবং জীব—ইহ পূর্ব্বপক্ষ। সেইস্থলে সিদ্ধান্ত এই—] **গুহাং প্রবিষ্টৌ**—গুহা—বুদ্ধি, অথবা হৃদয়, তাহাতে প্রবিষ্টৌ—যে দুইজন অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন, [তাঁহারা জীব ও পরমাত্মাই হইবেন]। **হি**—যেহেতু, [সেই দুইজন] **আত্মানৌ**—চেতন পদার্থ। ["ঋতং পিবন্তৌ", এইপ্রকারে কর্ম্মফলভোগের শ্রবণ হয় বলিয়া একজন আত্মা হইলে দ্বিতীয়টীও হইবেন আত্মাই, ইহা ন্যায্য। কেন ন্যায্য ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **তদ্দর্শনাৎ**—যেহেতু সংখ্যা শ্রবণ করিলে সংখ্যাবানের একরূপতাই লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হয় ; [যেমন 'এই গোরুর দ্বিতীয়টী (—জোড়া) অন্বেষণ করিতে হইবে', এইরূপ কথিত হইলে দ্বিতীয় একটী গরুরই অন্বেষণ করা হয়, কিন্তু অশ্ব বা মনুষ্য অন্বেষিত হয় না, তদ্রূপ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

কঠবল্লীষু এব পঠ্যতে—"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পঞ্চাগ্নয়োঃ যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ" (কঠ ১।৩।১), ইতি ১। তত্র সংশয়ঃ-কিম্ ইহ বুদ্ধি-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য। বুদ্ধি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রস্তাবিত হইয়াছেন বলিয়া ঋতপানকর্তৃত্ববিষয়ে সংশয়।]

কঠবল্লীসকলেই পঠিত হইতেছে—"স্বকৃতকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবিফলভোগকারী যে দুই জন ভোগায়তন এই শরীরের মধ্যে পরব্রহ্মের উপলব্ধিস্থানভূত উত্তম গুহাতে (—হৃদয়াকাশে, অথবা বুদ্ধিতে) প্রবিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ, পঞ্চাগ্নিক-গণ (১) এবং যাঁহারা নাচিকেত অগ্নি তিনবার চয়ন (২) করিয়াছেন, তাঁহারা ছায়া

ভাবদীপিকা [ত্রেতাগ্নি ও পঞ্চাগ্নির পরিচয়]

(১) পাঁচটী অগ্নি যাঁহাদের, তাঁহারা পঞ্চাগ্নিক—এইপ্রকার বহুব্রীহি বুঝিতে হইবে। গার্হপত্য দক্ষিণাগ্নি আহবনীয় সভ্য এবং আবসথ্য, এই পাঁচটী সংস্কৃত অগ্নিই এখানে পঞ্চাগ্নি-শব্দে বিবক্ষিত। প্রথমোল্লিখিত অগ্নিত্রয়ে সকলপ্রকার শ্রৌত যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। যজ্ঞবেদির পশ্চিমাংশে রক্ষিত গার্হপত্যাগ্নিই সাগ্নিক গৃহস্থের যজ্ঞশালাতে সর্ব্বদা রক্ষিত হয়। ইহাকে বলে—'আকর অগ্নি', কারণ অন্য অগ্নি ইহা হইতে গৃহীত হয়। যে কুণ্ডে তাহা রক্ষিত হয়, তাহাকে বলে—গার্হপত্য কুণ্ড। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ঐ গার্হপত্যকুণ্ড হইতে মন্ত্রপাঠ পুরঃসর অগ্নি গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাগ্নি কুণ্ডে এবং আহবনীয় কুণ্ডে যখন রক্ষিত হয়, তখন সেই অগ্নিদ্বয়কে বলা হয়—দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় অগ্নি। যজ্ঞবেদির পূর্ব্বভাগে অবস্থিত আহবনীয় অগ্নিতে দেবগণকে এবং দক্ষিণভাগে অবস্থিত দক্ষিণাগ্নিতে পিতৃগণকে আহুতি প্রদত্ত হয়। এই অগ্নিত্রয়কে বলা হয় 'ত্রেতাগ্নি'। সভ্য এবং আবসথ্য অগ্নি প্রথম অগ্নিহোত্র গ্রহণকালে বিকল্পে গৃহীত হয়; অর্থাৎ কোন কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ত্রেতা অগ্নিকে গ্রহণ করেন, অপরে পূর্ব্বোক্ত ত্রেতাগ্নিসহ শেষোক্ত অগ্নিদ্বয়কেও গ্রহণ করেন, ইঁহারাই পঞ্চাগ্নিক। শেষোক্ত অগ্নিদ্বয়ের মধ্যে 'সভ্যাগ্নি' আহবনীয় কুণ্ড হইতে আরও দূরে পূর্ব্বভাগে, যজমান যে স্থলটীকে সাধারণতঃ আরামগৃহরূপে ব্যবহার করেন, সেইস্থলে স্থাপিত হয়। ইহাতেও যজ্ঞকালে কোন কোন আহুতি প্রদত্ত হয়। 'আবসথ্য অগ্নি'—ইহাও আহবনীয় প্রভৃতির ন্যায় সংস্কৃত বহ্নি। সভ্যাগ্নি হইতে আরও পূর্ব্বভাগে গৃহভ্যন্তরে ইহা স্থাপিত হয়। যজ্ঞকালে কোন কোন আহুতি ইহাতেও প্রদত্ত হয়। মীমাংসকগণ বলেন—প্রধানতঃ সাগ্নিক গৃহস্থের রন্ধনাদি ব্যাপার এই অগ্নিতেই সম্পাদিত হয়।

শাখাভেদে শেষোক্ত অগ্নিদ্বয়ের নিম্নোক্তপ্রকার ব্যবহারের কথাও কোন কোন দক্ষিণ-দেশীয় মীমাংসক বলেন, যথা—সভ্য ও আবসথ্য অগ্নি সোমযজ্ঞে স্থাপিত হয়। কৌষীতকি-শাখাধ্যায়িগণ সোমযজ্ঞে ১৭ জন ঋত্বিক্ বরণ করেন। [অন্যান্য শাখাধ্যায়িগণ করেন ১৬ জন] তাহার মধ্যে এই 'সভ্য' নামক অগ্নিও একজন ঋত্বিক্। তৎকালে এই অগ্নিতে কোন আহুতি প্রদত্ত হয় না। অন্যান্য ঋত্বিগ্‌গণের কার্য্যকলাপ বিধানুযায়ী হইতেছে কি না, এই সভ্যাগ্নি-দেবতা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, ইহাই অভিপ্রায়। আবসথ্য অগ্নিতেও কোন আহুতি

শাঙ্করভাষ্যম্

জীবৌ নির্দ্দিষ্টৌ, উত জীবপরমাত্মানৌ ইতি।২ যদি বুদ্ধিজীবৌ, ততঃ বুদ্ধিপ্রধানাৎ কার্য্যকরণসংঘাতাৎ বিলক্ষণঃ জীবঃ প্রতিপাদিতঃ ভবতি।৩ তদপি ইহ প্রতিপাদয়িতব্যং, "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ"॥ (কঠ ১।১।২০) ইতি পৃষ্টত্বাৎ।৪ অথ জীবপরমাত্মানৌ, ততঃ জীবাৎ বিলক্ষণঃ পরমাত্মা প্রতিপাদিতঃ ভবতি।৫ তদপি ইহ প্রতিপাদয়িতব্যং, "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ

ভাষ্যানুবাদ

ও আলোকের ন্যায় [পরস্পর বিলক্ষণ] বলিয়া থাকেন," ইত্যাদি।১ সেইস্থলে সংশয় হয়—['পিবন্তৌ', এইরূপে দ্বিবচনের প্রয়োগদ্বারা] এখানে কি বুদ্ধি ও জীব নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, অথবা জীব ও পরমাত্মা নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন ?২ যদি বুদ্ধি ও জীব নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি যাহাতে প্রধান, সেই শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টি হইতে জীব যে ভিন্ন, ইহা প্রতিপাদিত হয়, [কারণ শ্রুতিতে তাহাদিগকে ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর ভিন্ন বলা হইয়াছে]।৩ আর তাহাও (—জীবতত্ত্বও) এখানে প্রতিপাদন করিতে হইবে, যেহেতু "মনুষ্যের মৃত্যু হইলে এই যে সংশয় হয়—কেহ বলেন [ভোক্তা আত্মা পরলোকে] থাকেন, আবার কেহ বলেন—'থাকেন না', আপনার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া আমি ইহা (—আত্মতত্ত্ব) অবগত হইব, বরসকলের মধ্যে ইহাই তৃতীয় বর", ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে।৪ আর যদি জীব ও পরমাত্মা নির্দ্দিষ্ট হন, তাহা হইলে জীব হইতে ভিন্ন পরমাত্মা প্রতিপাদিত হন।৫ আর তাহাও (—পরমাত্মার স্বরূপও) এখানে প্রতিপাদন করিতে হইবে, যেহেতু "ধর্ম্ম

ভাবদীপিকা

প্রবৃত্ত হয় না। এই অগ্নি অতিথিগণের অভ্যর্থনার জন্য সম্পাদিত হয়। যতক্ষণ এই অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, অতিথিগণ নিজদিগকে সৎকৃত মনে করেন। অতিথিগণকে 'আবাস প্রদান' হইতে এই নাম কল্পিত হইয়াছে, ইত্যাদি। [মীমাংসকগণের নিকট হইতে সংগৃহীত]।

অথবা 'পঞ্চাগ্নি' বলিতে—দ্যুলোক পর্জ্জন্য পৃথিবী পুরুষ এবং স্ত্রী, এই পাঁচটীকে গ্রহণ করিতে হইবে। ছান্দোগ্যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, ৫।৪।১—৫।৮।১ দ্রষ্টব্য।

(২) 'অগ্নিচয়ন' শব্দের অর্থ—সংস্কৃত অগ্নিস্থাপনের জন্য বেদিনির্ম্মাণ। বেদি যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্যই নির্ম্মিত হয়। সেইহেতু প্রস্তাবিতস্থলে 'নাচিকেত অগ্নির তিনবার চয়ন' বলিতে—নাচিকেতাগ্নিতে তিনবার সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান বুঝিতে হইবে। রত্নপ্রভাকার বলেন—ত্রিনাচিকেতশব্দে নাচিকেতবহ্নিবিষয়ক শ্রুতিবাক্যের অধ্যয়ন, তাহার অর্থজ্ঞান এবং তদনুযায়ী তাহার অনুষ্ঠান, এই তিনটীকে বুঝিতে হইবে। [৩।৩।২৯ লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণে অগ্নিচয়ন বিষয়ে আরও আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

শাঙ্করভাষ্যম্

কৃতাকৃতাৎ,অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ” ॥(কঠ ১।২।১৪) ইতি পৃষ্টত্বাৎ।৬ অত্র আহ আক্ষেপ্তা—উভৌ অপি এতৌ পক্ষৌ ন সম্ভবতঃ।৭ কস্মাৎ?৮ ঋতপানং কর্ম্মফলোপভোগঃ, “সুকৃতস্য লোকে” (কঠ১।৩।১) ইতি লিঙ্গাৎ।৯ তৎ চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য সম্ভবতি, ন অচেতনায়াঃ বুদ্ধেঃ।১০ পিবন্তৌ” ইতি চ দ্বিবচনেন দ্বয়োঃ পানং দর্শয়তি শ্রুতিঃ।১১ অতঃ বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞপক্ষঃ তাবৎ ন সম্ভবতি।১২ অতঃ এব ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মপক্ষঃ অপি ন সম্ভবতি, চেতনে অপি পরমাত্মনি ঋতপানাসম্ভবাৎ, “অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি” (মুঃ ৩।১।১) ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ইতি।১৩ অত্র উচ্যতে—নৈষঃ দোষঃ, ‘ছত্রিণঃ গচ্ছন্তি’ ইতি একেনাপি ছত্রিণা বহূনাং ছত্রিত্বো-

ভাষ্যানুবাদ

হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, এই কৃত (—কার্য্য) হইতে ভিন্ন এবং অকৃত (—কারণ) হইতে ভিন্ন, অতীত [বর্ত্তমান] ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন যে বস্তুকে আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাহা আমাকে বলুন, ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে।৬

[আক্ষেপ—উভয়ের ভোক্তৃত্ব সম্ভব না হওয়ায় সংশয়ের উদয় হয় না বলিয়া এই অধিকরণ আরব্ধ হইতে পারে না।]

[জড়া বুদ্ধি ও চেতন জীব ইহাদের যেমন একত্র ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তদ্রূপ অভোক্তা পরমাত্মা ও ভোক্তা জীবাত্মা, ইহাদেরও একত্র ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না। সেইহেতু] এখানে আক্ষেপ্তা বলিতেছেন—এই দুইটী পক্ষই সম্ভব নহে।৭ কেন সম্ভব নহে?৮ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] ঋতপানশব্দের অর্থ কর্ম্মফলভোগ, “ভোগায়তন শরীরের মধ্যে স্বকৃত কর্ম্মের ফল”, এইপ্রকার লিঙ্গ (—জ্ঞাপক চিহ্ন) আছে।৯ তাহা (—কর্ম্মফলভোগ) চেতন জীবের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু অচেতন বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নহে।১০ [কিন্তু বুদ্ধির ভোক্তৃত্ব না হইলে ক্ষতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ‘পিবন্তৌ’ এইপ্রকারে দ্বিবচনের দ্বারা শ্রুতি দুইজনের পানক্রিয়া দর্শন করাইতেছেন।১১ সেইহেতু (—শ্রুতি বলিতেছেন, অথচ বুদ্ধির পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না বলিয়া) বুদ্ধি এবং জীবপক্ষ সম্ভব নহে।১২ আর এইহেতুবশতঃই জীব ও পরমাত্মপক্ষও সম্ভব নহে, কারণ চেতন হইলেও পরমাত্মাতে ঋতপান (—কর্ম্মফলভোগ) সম্ভব হয় না, যেহেতু “অপরটী ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করেন”, এইপ্রকার মন্ত্রবর্ণ আছে, ইত্যাদি।১৩ [অতএব সংশয়েরই উদয় হয় না বলিয়া এই বিষয়বাক্যকে গ্রহণ করতঃ এই অধিকরণের আরম্ভই হইতে পারে না]।

[সমাধান—ছত্রিন্যায়, ‘কারকও কর্ত্তা’ এই ন্যায় এবং ‘করণে কর্ত্তৃত্বের গৌণপ্রয়োগ’ এই যুক্তিসকলের বলে সংশয় সম্ভব হওয়ায় অধিকরণ আরব্ধ হইতে পারে।]

আক্ষেপের সমাধান—এই বিষয়ে বলা হইতেছে, ইহা দোষ নহে, যেহেতু ‘ছত্রধারিগণ যাইতেছে’, ইত্যাদিস্থলে একজন ছত্রধারীর দ্বারা অনেকের ছত্রিত্বের

শাঙ্করভাষ্যম্

পচারদর্শনাৎ।১৪ এবম্ একেনাপি পিবতা 'দ্বৌ পিবন্তৌ' উচ্যেতে।১৫ যদ্বা জীবঃ তাবৎ পিবতি,ঈশ্বরস্তু পায়য়তি।১৬ পায়য়ন্ অপি 'পিবতি' ইতি উচ্যতে, পাচয়িতরি অপি পক্তৃত্বপ্রসিদ্ধিদর্শনাৎ।১৭ "বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞপরিগ্রহঃ অপি সম্ভবতি, করণে কর্তৃত্বোপচারাৎ; 'এধাংসি পচন্তি' ইতি প্রয়োগদর্শনাৎ।১৮ ন চ অধ্যাত্মাধিকারে অন্যৌ কৌচিৎ দ্বৌ ঋতং পিবন্তৌ সম্ভবতঃ।১৯ তস্মাৎ বুদ্ধি-জীবৌ স্যাতাং, জীবপরমাত্মানৌ বা ইতি সংশয়ঃ।২০ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?২১ বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞৌ ইতি।২২ কুতঃ?২৩ "গুহাং প্রবিষ্টৌ" ইতি বিশেষণাৎ।২৪ যদি শরীরং গুহা, যদি বা হৃদয়ং, উভয়থাপি বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞৌ গুহাং প্রবিষ্টৌ উপপদ্যেতে।২৫ ন চ সতি সম্ভবে

ভাষ্যানুবাদ

উপচার দেখা যায় (—একজনের ছাতা থাকিলে, অনেকের তা না থাকিলেও 'ছত্রী' এই পদের অজহল্লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা তাহাদের সকলকেই 'ছত্রধারিগণ', এইরূপ বলা হয়)।১৪ এইপ্রকারে ['পিবৎ'পদের অজহল্লক্ষণাবৃত্তির বলে] একজন পানকারীর দ্বারা 'দুইজন পান করিতেছেন', এইরূপ বলা হইতেছে।১৫ অথবা জীব পান (—কর্ম্মফলভোগ) করে, ঈশ্বর কিন্তু পান করান (—জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করান),'এইপ্রকারেও উপপত্তি সম্ভব'।১৬ [কিন্তু 'পিবন্তৌ' এই দ্বিবচন কিপ্রকারে উপপন্ন হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] পান করাইলেও 'পান করেন', এইরূপ বলা হয়, যেহেতু ['যঃ কারয়তি, সঃ করোতি এব', এই ন্যায়বলে] যিনি পাক করান্, তাঁহাতেও পাককর্তৃত্বের প্রসিদ্ধি দেখা যায় (—তাঁহাকেও পাচক বলা হয়)।১৭ বুদ্ধি এবং জীবের পরিগ্রহও সম্ভব, যেহেতু করণে কর্তৃত্বের উপচার হয় (—ক্রিয়া-নিষ্পত্তির প্রতি যাহা সাধন, তাহাকে গৌণভাবে কর্ত্তাও বলা হয়), কারণ ['কাষ্ঠের দ্বারা পাক করিতেছে', এইস্থলে] কাষ্ঠসকল পাক করিতেছে, এইপ্রকার প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়।১৮ [যদি বলা হয়—"দ্বা সুপর্ণা" (মুঃ ৩।১।১) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্রুতিতে প্রতিপাদিত দুইটী পক্ষীকেই কেন ঋতপানকারিরূপে গ্রহণ করিতেছ না? তদুত্তরে বলিতেছেন—] অধ্যাত্মাধিকারে (—আত্মবস্তু প্রতিপাদক প্রকরণে) অন্য কোন দুইটী ঋতপানকারী সম্ভব হয় না।১৯ সেইহেতু বুদ্ধি ও জীব [ঋতপানকারী] হইবে, অথবা জীব ও পরমাত্মা তাহা হইবেন, এইপ্রকার সংশয় হয়।২০ [অতএব সংশয়ের উদয় সম্ভব হওয়ায় এই বিষয়বাক্যাবলম্বনে এই অধিকরণের আরম্ভ হইতে পারে]। তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?২১



[পূঃ—অব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকলের বলে বুদ্ধি ও জীবই গ্রহণীয়।]

পূর্ব্বপক্ষ—বুদ্ধি এবং জীবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।২২ তাহাতে হেতু কি?২৩

শাঙ্করভাষ্যম্

সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণঃ বিশিষ্টদেশত্বং যুক্তং কল্পয়িতুম্।২৬ "সুকৃতস্য লোকে" ইতি চ কর্ম্মগোচরানতিক্রমং দর্শয়তি।২৭ পরমাত্মা তু ন সুকৃতস্য বা দুষ্কৃতস্য বা গোচরে বর্ত্ততে, "ন কর্ম্মণা বর্ধতে নো কনীয়ান্" (বৃঃ ৪।৪।২৩) ইতি শ্রুতেঃ।২৮ "ছায়াতপৌ" ইতি চ চেতনাচেতনয়োঃ নির্দ্দেশঃ উপপদ্যতে; ছায়াতপবৎ পরস্পর-বিলক্ষণত্বাৎ।২৯ তস্মাৎ বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞৌ ইহ উচ্যেয়াতাম্ ইতি।৩০ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানৌ ইহ উচ্যেয়াতাম্।৩১

ভাষ্যানুবাদ

[তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু "গুহাতে (৩) যে দুই জন প্রবিষ্ট আছেন", এই-প্রকার বিশেষণ আছে।২৪ গুহা যদি শরীর হয়, অথবা তাহা যদি হৃদয় হয়, উভয়প্রকারেই বুদ্ধি এবং জীব গুহাতে প্রবিষ্ট, ইহা সঙ্গত হইতেছে।২৫ [কিন্তু "যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্" (তৈঃ ২।১।১) এইস্থলে গুহামধ্যে ব্রহ্মই বর্ণিত হওয়ায়, তাঁহাকেই গ্রহণ করা উচিত। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর সম্ভব হইলে সর্ব্বগত ব্রহ্মের [হৃদয়রূপ] বিশিষ্ট দেশে অবস্থিতি কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে।২৬ আবার "সুকৃতস্য লোকে" (—(৪) 'শরীরের মধ্যে স্বকৃত কর্ম্মের ফল'), এইপ্রকারে শ্রুতি কর্ম্মের বিষয় হওয়ার অনতিক্রমণ (—কর্ম্মফল অবশ্য ভোক্তব্য, ইহা) প্রদর্শন করিতেছেন।২৭ পরমাত্মা কিন্তু সুকৃতের বা দুষ্কৃতের গোচরে বর্ত্তমান থাকেন না (—সৎকর্ম্মের বা অসৎকর্ম্মের ফলভোগী হন না), যেহেতু "তিনি [শুভ] কর্ম্মের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, কিম্বা [অশুভ কর্ম্মের দ্বারা] হ্রাস প্রাপ্ত হন না", এইপ্রকার শ্রুতি আছে। [সুতরাং ব্রহ্ম গুহাপ্রবিষ্ট ও কর্ম্মফলভোক্তা হইতে পারেন না]।২৮ আবার দেখ, [বুদ্ধি ও জীব গৃহীত হইলে] "ছায়াতপৌ" (—(৫) অন্ধকার ও আলোক), এইপ্রকারে চেতন ও অচেতনের নির্দ্দেশ হয় সঙ্গত, কারণ [জড়া বুদ্ধি ও চেতন জীব] অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন।২৯ সেইহেতু (—বুদ্ধি ও জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল থাকায়) এখানে বুদ্ধি এবং জীব কথিত হইতেছে, বলিতে হইবে, ইত্যাদি।৩০

ভাবদীপিকা

(৩) "গুহারূপ বিশিষ্টদেশে অবস্থিতি", ইহা জীব ও বুদ্ধিবোধক লিঙ্গপ্রমাণ। পূর্ব্বপক্ষীর মতে এই দুইটীই হৃদয়গুহাতে অবস্থান করে।

(৪) 'কর্ম্মফলভোক্তৃত্ব', ইহা জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ।

(৫) 'আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিপরীত স্বভাবযুক্ততা', ইহা জড়া বুদ্ধি ও চেতন-জীবেই সম্ভব। সুতরাং ইহা বুদ্ধি ও জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ। এইপ্রকারে এই লিঙ্গপ্রমাণ-সকলের দ্বারা অব্রহ্মই সমর্পিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

কস্মাৎ ?৩২ আত্মানৌ হি তৌ উভৌ অপি চেতনৌ সমানস্বভাবৌ।৩৩ সংখ্যাশ্রবণে চ সমানস্বভাবেষু এব লোকে প্রতীতিঃ দৃশ্যতে।৩৪ 'অস্য গোঃ দ্বিতীয়ঃ অন্বেষ্টব্যঃ' ইতি উক্তে গৌরেব দ্বিতীয়ঃ অন্বিষ্যতে, ন অশ্বঃ, পুরুষঃ বা।৩৫ তদিহ ঋতপানেন লিঙ্গেন নিশ্চিতে বিজ্ঞানাত্মনি, দ্বিতীয়ান্বেষণায়াং সমানস্বভাবঃ চেতনঃ পরমাত্মা এব প্রতীয়তে।৩৬ ননু উক্তং—গুহাহিতত্ব-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'প্রথমশ্রুতানুসারে চরমশ্রুত ব্যাখ্যেয়' এই ন্যায় এবং দ্বিবচনানুগৃহীত ঋতপানকারিত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে জীবাত্মা ও পরমাত্মাই গ্রহণীয়।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—এখানে (—প্রস্তাবিত কঠ ১।৩।১ মন্ত্রে) বিজ্ঞানাত্মা (—জীব) এবং পরমাত্মা কথিত হইতেছেন।৩১ কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ ?৩২ [তাহা বলিতেছেন—] "আত্মানৌ" অর্থাৎ যেহেতু তাঁহারা উভয়েই সমানস্বভাবসম্পন্ন চেতন আত্মা।৩৩ [কিন্তু ঋতপানকারিরূপে জীবাত্মা সিদ্ধ হইলেও পরমাত্মাকেই যে এখানে দ্বিতীয় আত্মরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহার নিয়ামক কি ? তদুত্তরে "তদ্দর্শনাৎ" এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর [কোন কিছুর] সংখ্যা শ্রবণ করিলে সমানস্বভাবসম্পন্ন বস্তুসকলেরই জ্ঞান হয়, ইহা লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হয়।৩৪ [যেমন] এই গোরুর দ্বিতীয়টীকে অন্বেষণ করিতে হইবে', এইপ্রকার কথিত হইলে দ্বিতীয় একটী গোরুই অন্বেষিত হয়, কিন্তু অশ্ব, অথবা পুরুষ অন্বেষিত হয় না।৩৫ সেইহেতু (—লোকমধ্যে এইপ্রকার পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া) এখানে ঋতপানরূপ (—কর্ম্মফলভোগরূপ) লিঙ্গপ্রমাণের (৬) দ্বারা জীব নিশ্চিত হইলে, যখন তাহার দ্বিতীয়ের অন্বেষণ হয়, তখন সমানস্বভাবসম্পন্ন পরমাত্মাই প্রতীত হন।৩৬

ভাবদীপিকা

(৬) "ঋতং পিবন্তৌ", অত্রস্থ 'দ্বিত্ব' শ্রুতি (—দ্বিবচনপ্রয়োগ) এবং 'ঋতপানকারিত্বকে' জীব ও পরমাত্মা, এই উভয়ের বোধক লিঙ্গপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ; কারণ ঋতপানকরা (—কর্ম্মফলভোগ করা) জীববোধক লিঙ্গপ্রমাণ হইলেও "সংখ্যাশ্রবণে সমানস্বভাবেষু এব" ইত্যাদি ভাষ্যানুসারে সজাতীয়েরই গ্রহণ সঙ্গত বলিয়া চেতন জীবের সজাতীয় যে চেতন পরমাত্মা, তাঁহার গ্রহণই হয় সঙ্গত, বিজাতীয় যে অচেতন বুদ্ধি, তাহার গ্রহণ নহে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার "পিবন্তৌ" এইস্থলে পঠিত দ্বিত্ব শ্রুতিটীকে জীব ও পরমাত্মবোধক 'শ্রুতিপ্রমাণ' বলিয়াছেন। তাহা সঙ্গত মনে হয় না, কারণ দ্বিবচনের দ্বারা দুইটী বস্তু মাত্রের বোধ হয়, তাহারা যে জীব ও পরমাত্মা, ইহার বোধ হয় না। সেই দুইটীর মধ্যে একটী যে পরমাত্মা, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে "আত্মানৌ হি তৌ উভৌ অপি চেতনৌ (৩৩ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্যোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ফলে তাহা লিঙ্গপ্রমাণরূপেই পর্য্যবসিত

শাঙ্করভাষ্যম্

দর্শনাৎ ন পরমাত্মা প্রত্যেতব্যঃ ইতি ।৩৭ গুহাহিতত্বদর্শনাদেব পরমাত্মা প্রত্যেতব্যঃ ইতি বদামঃ ।৩৮ গুহাহিতত্বং তু শ্রুতি-স্মৃতিষু অসকৃৎ পরমাত্মনঃ এব দৃশ্যতে—"গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্" (কঠ ১।২।১২), "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্" (তৈঃ ২।১।১), "আত্মানং অন্বিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টম্", ইত্যাদ্যাসু ।৩৯ সর্ব্ব-গতস্যাপি ব্রহ্মণঃ উপলব্ধ্যর্থঃ দেশবিশেষোপদেশঃ ন বিরুধ্যতে,

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—কিন্তু ইহা তো বলা হইয়াছে যে [প্রস্তাবিত শ্রুতিবাক্যে] গুহার মধ্যে অবস্থিতি দেখা যাইতেছে বলিয়া পরমাত্মাকে বুঝা উচিত নহে (২৪-২৬ বাক্য), ইত্যাদি ।৩৭

সিদ্ধান্তীর সমাধান— তদুত্তরে আমরা বলিতেছি—[শ্রুতিবাক্যসকলে] গুহার মধ্যে অবস্থিতি দেখা যায় বলিয়াই পরমাত্মাকে বুঝিতে হইবে (৭) ।৩৮ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] কিন্তু গুহামধ্যে পরমাত্মারই অবস্থিতি শ্রুতি এবং স্মৃতি-বাক্যসকলে পুনঃ পুনঃ পরিদৃষ্ট হইতেছে, যথা—"গহ্বরে (—অনর্থবহুল শরীরে) স্থিত এবং বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত অনাদি পুরুষ", "হৃদয়স্থ পরম আকাশে বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিতরূপে যিনি জানেন", "বুদ্ধিরূপ গুহাতে প্রবিষ্ট আত্মাকে বিচারপূর্ব্বক নির্দ্ধারণ কর", ইত্যাদি এইসকল ।৩৯ [আর যে বলা হইয়াছে—সর্ব্বগত ব্রহ্মের বিশিষ্টদেশে অবস্থিতি কল্পনা করা উচিত নহে (২৬ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] সর্ব্বগত হইলেও ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য দেশবিশেষের উপদেশ বিরুদ্ধ নহে, ইত্যাদি ইহা বলাই হইয়াছে (১।২।৭ সূঃ) ।৪০ [আর

ভাবদীপিকা

হইয়া পড়ে। ইহা স্বীকার না করিলে "ঋতপানেন লিঙ্গেন" ইত্যাদি ৩৬ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যটী ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, তাহা সঙ্গত নহে।

(৭) কোন বাধক না থাকিলে অসংজাতবিরোধী উপক্রমের অনুযায়িভাবেই উপসংহারস্থ পদের অর্থ নির্ণীত হয় (১।১।৬ অধিঃ ২ বর্ণক, ১০ ভাবদীঃ এবং ১।১।৮ অধিঃ ১১ ভাবদীঃ)। প্রস্তাবিতস্থলে "ঋতং পিবন্তৌ" এইস্থলে উপক্রমে পানকর্তৃরূপ লিঙ্গের বলে কোন চেতনেরই প্রতীতি হইতেছে, কারণ যাহা অচেতন, তাহা কোন কিছু পান করিতে পারে না। এই যে পানকারিরূপে চেতনের প্রতীতি, তাহার বাধক কিছু নাই। সুতরাং প্রথমে (—উপক্রমে) যিনি শ্রুত হইতেছেন, তিনি চেতন হওয়ায়, চরমে (—উপসংহারে) গুহাপ্রবেশাদিস্থলে যিনি শ্রুত হইতেছেন, তাঁহাকেও চেতন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। বুদ্ধি অচেতন হওয়ায় তাহার গ্রহণ চলিবে না। আর দ্বিবচনের প্রয়োগ থাকায় সেই চেতনদ্বয় যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, ইহাই ৬ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বর্ণিত যুক্তি অনুসারে নির্ণীত হয়, বুদ্ধি ও জীব নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি এতদপি উক্তম্, এব।৪০ সুকৃতলোকবর্ত্তিত্বং তু ছত্রিত্ববৎ একস্মিন্ অপি বর্ত্তমানম্, উভয়োঃ অবিরুদ্ধম্।৪১। "ছায়াতপৌ" ইতি অপি অবিরুদ্ধং, ছায়াতপবৎ পরস্পরবিলক্ষণত্বাৎ সংসারিত্বাসংসারিত্বয়োঃ; অবিদ্যাকৃতত্বাৎ সংসারিত্বস্য, পারমার্থিকত্বাৎ চ অসংসারিত্বস্য।৪২ তস্মাৎ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানৌ গুহাং প্রবিষ্টৌ গৃহ্যেতে।৪৩॥১।২।১১

ভাষ্যানুবাদ

যে বলা হইয়াছে, পরমাত্মা কর্ম্মফলভোগী হন না ইত্যাদি (২৭-২৮ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর সুকৃতলোকবর্ত্তিতা (—স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোক্তৃত্ব) ছত্রিত্বের ন্যায় একটীতে বর্ত্তমান থাকিলেও উভয়ের প্রতি হয় অবিরুদ্ধ (১৪-১৫ বাক্য)।৪১ [আর যে ছায়া ও আতপের দৃষ্টান্ত বুদ্ধি ও জীবপক্ষে সঙ্গত হয় বলা হইয়াছে (২৯ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর 'ছায়াতপৌ' ইহাও (—আলোক ও অন্ধকারের দৃষ্টান্তও) বিরুদ্ধ নহে, কারণ সংসারিত্ব এবং অসংসারিত্ব, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন ; [কেন বিভিন্ন ? তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু সংসারিত্ব অবিদ্যাকৃত এবং অসংসারিত্ব পারমার্থিক।৪২ সেইহেতু (—এইপ্রকারে পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তিসকল নিরাকৃত হওয়ায় এবং স্বপক্ষে যুক্তিসকল প্রদর্শিত হওয়ায়) জীব এবং পরমাত্মা, এই দুইটীই গুহাতে প্রবিষ্টরূপে গৃহীত হইতেছেন।৪৩॥১।২।১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কুতশ্চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানৌ গৃহ্যেতে?

ভাষ্যানুবাদ—আর কি হেতুবশতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মা গৃহীত হইতেছেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন]

বিশেষণাচ্চ ॥১।২।১২॥

পদচ্ছেদ—বিশেষণাৎ, চ।

সূত্রার্থ—["সঃ অধ্বনঃ পারম্ আপ্নোতি" (কঠ ১।৩।৯) ইতি গন্তৃত্বেন জীবস্য "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" (ঐ) ইতি গম্যত্বেন চ পরমাত্মনঃ] **বিশেষণাৎ**—বিশেষিতত্বাৎ [জীব-পরমাত্মানৌ এব গুহাং প্রবিষ্টৌ]। **চকারঃ**—বুদ্ধেঃ প্রকৃতবিশেষণাভাবং সমুচ্চিনোতি।

অনুবাদ—["তিনি সংসারমার্গের অতীত বস্তুকে প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে গমনকারিরূপে জীব এবং "তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ", এইপ্রকারে গন্তব্যরূপে পরমাত্মা] **বিশেষণাৎ** —বিশেষিত হইয়াছেন বলিয়া [জীব ও পরমাত্মাই গুহাতে প্রবিষ্ট আছেন, বুঝিতে হইবে]। **চকারটী**—বুদ্ধিপক্ষে প্রস্তাবিত এই [গন্তৃত্ব ও গম্যত্বরূপ] বিশেষণের অভাবকে, সমুচ্চয় (—যোজিত) করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্—বিশেষণং চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোঃ এব ভবতি।১ "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু" (কঠ ১।৩।৩) ইত্যাদিনা

শাঙ্করভাষ্যম্

পরেণ গ্রন্থেন রথিরথাদিরূপককল্পনয়া বিজ্ঞানাত্মানং রথিনং সংসারমোক্ষয়োঃ গন্তারং কল্পয়তি।২ "সঃ অধ্বনঃ পারম্ আপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" (কঠ ১।৩।৯) ইতি চ পরমাত্মানং গন্তব্যম্।৩ তথা "তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি" (কঠ ১।২।১২) ইতি পূর্ব্বস্মিন্ অপি গ্রন্থে মন্তৃমন্তব্যত্বেন এতৌ এব বিশে-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—গন্তৃত্ব, গম্যত্ব, ব্রহ্মবিদ্বক্তৃত্ব প্রভৃতি পরমাত্মবোধক অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণ, মহাপ্রকরণ অবান্তরপ্রকরণ ও যথাসংখ্যাপাঠরূপ স্থানপ্রমাণের বলে গুহাপ্রবিষ্টরূপে জীব ও পরমাত্মাই গ্রহণীয়।]

আর [গন্তৃত্ব ও গম্যত্বরূপ] বিশেষণ জীব ও পরমাত্মার পক্ষেই হয় সঙ্গত।১ [গন্তৃত্বরূপ জীববিশেষণকে স্পষ্ট করিতেছেন—] "জীবাত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে, শরীরকে কিন্তু রথ বলিয়া জানিবে", ইত্যাদি পরবর্ত্তী গ্রন্থে রথী এবং রথ প্রভৃতি রূপকের কল্পনাদ্বারা জীবকে সংসার ও মোক্ষের অভিমুখে গমনকর্ত্তা রথিরূপে [শ্রুতি] কল্পনা করিতেছেন।২ [গম্যত্বরূপ পরমাত্মবিশেষণকে স্পষ্ট করিতেছেন—] আর "তিনি বিষ্ণুর পরমপদরূপ সংসারগতির সেই পরম পারকে প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে পরমাত্মাকে গন্তব্যরূপে [শ্রুতি] কল্পনা করিতেছেন (৮)।৩ [উপরে বিচার্য্য কঠ ১।৩।১ বাক্যের পরবর্ত্তিবাক্যে জীব ও পরমাত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে উক্ত বিচার্য্য বাক্যের পূর্ব্ববর্ত্তিবাক্যেও যে তাঁহারাই প্রদর্শিত হইয়াছেন, ইহা প্রদর্শিত হইতেছে—] এইরূপেই "অতি দুঃখে যাঁহাকে দর্শন করা যায়, সেই গূঢ় (—দুর্বিজ্ঞেয়), অনুপ্রবিষ্ট (—প্রাকৃতবিষয়-বিষয়কবুদ্ধির দ্বারা প্রচ্ছন্ন), বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত, গহ্বরেষ্ঠ (—অনর্থবহুল শরীরে অবস্থিত), সনাতন স্বপ্রকাশ আত্মাকে অধ্যাত্মযোগাধিগমের দ্বারা (—বিষয় হইতে প্রত্যাহার করতঃ পরমাত্মাতে মনের সমাধানদ্বারা) অবগত হইয়া ধীমান্ ব্যক্তি সুখ ও দুঃখকে ত্যাগ করেন", ইত্যাদি এই পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থেও মননকর্ত্তৃরূপে এবং মননের বিষয়রূপে এই দুইটীই (—জীবাত্মা ও পরমাত্মাই) বিশেষিত হইয়াছেন(৯)।৪

ভাবদীপিকা

(৮) এইস্থলে গন্তৃত্ব ও গম্যত্বরূপ জীব ও পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় প্রদর্শিত হইল। পরবর্ত্তিবাক্যে মন্তৃত্ব ও মন্তব্যত্বকেও এইভাবে জীব ও পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণরূপে বুঝিতে হইবে। জড়া বুদ্ধি গন্তা বা গম্য, অথবা মন্তা বা মন্তব্য কিছুই হইতে পারে না। অতএব এই গন্তৃত্ব ও গম্যত্ব প্রভৃতি হইল জীব ও পরমাত্মবোধক অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণ।

(৯) এইস্থলে সন্দংশন্যায় সূচিত জীব ও পরমাত্মবোধক অবান্তর প্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল বুঝিতে হইবে। বিচার্য্য "ঋতং পিবন্তৌ" (কঠ ১।৩।১) ইত্যাদি বাক্যের পূর্ব্বে "তং দুর্দ্দর্শং" (কঠ ১।২।১২) ইত্যাদি বাক্যে মন্তা এবং মন্তব্যরূপে যথাক্রমে জীব ও পরমাত্মা

শাঙ্করভাষ্যম্

দ্বিতৌ ।৪ প্রকরণং চ ইদং পরমাত্মনঃ।৫ "ব্রহ্মবিদঃ বদন্তি" (কঠ ১।৩।১) ইতি চ বক্তৃবিশেষোপাদানং পরমাত্মপরিগ্রহে ঘটতে।৬ তস্মাৎ ইহ জীবপরমাত্মানৌ উচ্যেয়াতাম ।৭ এষঃ এব ন্যায়ঃ

ভাষ্যানুবাদ

আর ইহা পরমাত্মবোধক প্রকরণ (১০)।৫ আবার "ব্রহ্মবিদ্গণ বলিয়া থাকেন", এইপ্রকারে যে বিশেষ বক্তার গ্রহণ, তাহা পরমাত্মা গৃহীত হইলেই হয় সঙ্গত, [কারণ যাঁহারা যে বস্তুকে জানেন, তাঁহারাই তাহাকে বিশেষভাবে বলিতে সমর্থ (১১)।৬ সেইহেতু (—জীব ও ব্রহ্মপক্ষপ্রতিপাদক প্রমাণসকলের আধিক্য বশতঃ) এখানে জীব ও পরমাত্মা কথিত হইতেছেন, বুঝিতে হইবে (১২)।৭

ভাবদীপিকা

প্রদর্শিত হইয়াছেন। উক্ত কঠ ১।৩।১ বাক্যের পরেও "সোঽধ্বনঃ পারম্" (কঠ ১.৩।৯) বাক্যে গন্তা এবং গন্তব্যরূপে যথাক্রমে জীব ও পরমাত্মাই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। সুতরাং সন্দংশন্যায়-সূচিত অবান্তর প্রকরণপ্রমাণবলে মধ্যস্থলে "ঋতং পিবন্তৌ" ইত্যাদি বিচার্য্য বাক্যেও যে জীব ও পরমাত্মাই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহাই নিশ্চিত হয়। [সন্দংশন্যায় ও অবান্তরপ্রকরণ-প্রমাণ ১।৩।২ ভূমাধিকরণে দ্রষ্টব্য] লক্ষ্য করিতে হইবে—কঠ ১।২।১২ এবং ১।৩।৯ উভয়-স্থলেই জীবের দ্বিতীয়রূপে পরমাত্মাই গৃহীত হইয়াছেন, বুদ্ধি নহে। সুতরাং মধ্যস্থলে ১।৩।১ বাক্যেও ঋতপানকারী জীবের দ্বিতীয়রূপে পরমাত্মাকেই গ্রহণ করিতেহইবে, ইহাই ভাব।

(১০) সিদ্ধান্তী এখানে স্বপক্ষে পরমাত্মবোধক মহাপ্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। যদি বলা হয়—"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা" (কঠ ১।১।২০) ইত্যাদি বাক্যে জীবও জিজ্ঞাসিত হওয়ায় এইপ্রকরণকে জীববিষয়ক প্রকরণও বলিতে হইবে। তদুত্তরে বলা যায়—প্রত্যক্ষসিদ্ধ জীব প্রতিপাদনে অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই; পরন্তু জীবের অনুবাদ করতঃ অজ্ঞাত যে সেই জীবের ব্রহ্মত্ব, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মবোধক প্রকরণই বলিতে হইবে (১।২।২ অধিঃ ৬ ভাবদীঃ দ্রঃ)। আর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমতাবশতঃ ১।২।২ অধিঃ ৭ ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত যথাসংখ্যাপাঠরূপ স্থানপ্রমাণও এখানে সিদ্ধান্তপক্ষে আছে বুঝিতে হইবে।

(১১) এইস্থলে 'ব্রহ্মবিদ্বক্তৃত্ব'রূপ পরমাত্মবোধক অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এইস্থলে সংশয় হয়—'পঞ্চাগ্নিবিদ্ প্রভৃতি অব্রহ্মবিদ্গণও ইহা বলিয়া থাকেন' এইরূপ পঠিত হইয়াছে (কঠ ১।৩।১)। সুতরাং 'অব্রহ্মবিদ্বক্তৃত্ব'রূপ অব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণও এইস্থলে থাকায় জীবের দ্বিতীয়রূপে বুদ্ধিও গ্রহণীয়। তদুত্তরে বলা যায়—এতগুলি ব্রহ্মবোধক প্রমাণের বলে উক্ত 'অব্রহ্মবিদ্বক্তৃত্বকে' স্তুতিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; অর্থাৎ "পঞ্চাগ্নিবিদ্গণ ও ত্রিণাচি-কেতগণ বলিয়া থাকেন" এইপ্রকার যে কথন, তাহা ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতিমাত্র। একই বাক্যে পঠিত হওয়ায় 'ব্রহ্মবিদ্বক্তৃত্বকেও' অর্থাৎ "ব্রহ্মবিদ্গণ বলিয়া থাকেন", ইহাকেও স্তুতিই বলিব, এইপ্রকার বলা যায় না; কারণ "স্বার্থপরত্বে সম্ভবতি স্তুতিপরত্বকল্পনানুপপত্তেঃ"—স্বার্থ প্রতিপাদন সম্ভব হইলে স্তুতিপররূপে ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত, যেহেতু "শ্রুতিলক্ষণাবিশয়ে শ্রুতের্ন্যায্যত্বাৎ"—শ্রুতি

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্ষেত্রজ্ঞৌ" ইতি।১৩ সত্ত্বশব্দঃ জীবঃ, ক্ষেত্রজ্ঞশব্দঃ পরমাত্মা ইতি যৎ উচ্যতে, তন্ন, সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞশব্দয়োঃ অন্তঃকরণশারীরপরতয়া প্রসিদ্ধত্বাৎ।১৪ তত্রৈব চ ব্যাখ্যাতত্বাৎ—"তৎ এতৎ সত্ত্বং যেন স্বপ্নং পশ্যতি, অথ যঃ অয়ং শারীরঃ উপদ্রষ্টা সঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ, তৌ এতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ", ইতি।১৫ নাপি অস্য অধিকরণস্য পূর্ব্বপক্ষং ভজতে, নহি অত্র শারীরঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিনা সংসারধর্ম্মেণ উপেতঃ বিবক্ষ্যতে।১৬ কথং তর্হি ?১৭ সর্ব্বসংসারধর্ম্মাতীতঃ ব্রহ্ম-স্বভাবঃ চৈতন্যমাত্রস্বরূপঃ, "অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি ইতি অনশ্নন্ অন্যঃ অভিপশ্যতি জ্ঞঃ", ইতি বচনাৎ।১৮ "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি" (গীতা ১৩।২) ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিভ্যশ্চ।১৯ তাবতা চ বিদ্যোপসংহারদর্শনম্ এবম্ এব অব-

ভাষ্যানুবাদ

ক্ষেত্রজ্ঞশব্দের অর্থ—'পরমাত্মা', এইরূপ যাহা বলা হয়, তাহা সঙ্গত নহে ; যেহেতু সত্ত্ব এবং ক্ষেত্রজ্ঞ, এই শব্দদ্বয়ের অন্তঃকরণ এবং শারীর (—জীব) প্রতিপাদকরূপে প্রসিদ্ধি আছে।১৪ আর সেইস্থলেই (—পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণেই) "তাহাই এই সত্ত্ব, যাহার দ্বারা স্বপ্নদর্শন করে, আর যিনি শরীরে অবস্থিত এই উপদ্রষ্টা, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, সেই দুইটী এই সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ, ইত্যাদি এইপ্রকারে ব্যাখ্যাত হওয়ায় 'সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞশব্দের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করা যায় না'।১৫ [যদি বলা হয়—সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ (—জীবরূপ) অর্থ প্রতিপাদনকরতঃ "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্রটী এই অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষকে সমর্পণ করিতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—এই ঋগ্‌মন্ত্রটী] এই অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষভাবও প্রাপ্ত হয় না, যেহেতু এখানে (—"দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্রে এবং তৎব্যাখ্যাভূত পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণে) শরীরে অবস্থিত যে ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সংসারধর্ম্মের দ্বারা যুক্তরূপে বিবক্ষিত হইতেছেন না।১৬ তবে কিপ্রকারে বিবক্ষিত হইতেছেন ?১৭ [তাহা বলিতেছেন—] সকলপ্রকার সংসারধর্ম্মের অতীত ব্রহ্মস্বভাব চৈতন্যমাত্রস্বরূপেই (—শোধিত ত্বংপদার্থরূপেই) বিবক্ষিত হইতেছেন, যেহেতু "অপরটী ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করেন, অর্থাৎ অপরটী কর্ম্মফলভোগ না করিয়া দর্শন করেন, তিনিই জ্ঞাতা," এইপ্রকার বচন রহিয়াছে।১৮ [এইপ্রকার বাক্যার্থ যে সঙ্গত, তাহা সমর্থন করিবার জন্য শ্রুতি এবং স্মৃতি-প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "তুমি তৎস্বরূপ," "আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে," ইত্যাদি শ্রুতি এবং স্মৃতিবচনসকল হইতে 'এইপ্রকার অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়'।১৯ আর সেইপ্রকারে (—"দ্বা সুপর্ণা" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যামাত্রদ্বারা) বিদ্যার যে উপসংহার [পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণে] দেখা যায়, যথা—"সেই দুইটী এই সত্ত্ব এবং

শাঙ্করভাষ্যম্

কল্পতে—"তৌ এতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ, ন হ বৈ এবংবিদি কিঞ্চন রজঃ আধ্বংসতে", ইত্যাদি।২০ কথং পুনঃ অস্মিন্ পক্ষে "তয়োঃ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি ইতি সত্ত্বম্", ইতি অচেতনে সত্ত্বে ভোক্তৃত্ববচনম্ ইতি?২১ উচ্যতে—ন ইয়ং শ্রুতিঃ অচেতনস্য সত্ত্বস্য ভোক্তৃত্বং বক্ষ্যামি ইতি প্রবৃত্তা।২২ কিং তর্হি?২৩ চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য অভোক্তৃত্বং ব্রহ্মস্বভাবতাং চ বক্ষ্যামি ইতি।২৪ তদর্থং সুখাদিবিক্রিয়াবতি সত্ত্বে ভোক্তৃত্বম্ অধ্যারোপয়তি।২৫ ইদং হি কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং চ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ ইতরেতরস্বভাবাবিবেককৃতং

ভাষ্যানুবাদ

ক্ষেত্রজ্ঞ, এইপ্রকার যিনি জানেন, তাঁহাতে রজঃ (—অবিদ্যা) কোন কিছু সম্পাদন করিতে পারে না, [কারণ জ্ঞানাগ্নিদ্বারা তাহা স্বয়ং দগ্ধ হইয়া যায়"] ইত্যাদি, তাহা এইরূপেই (—জীবের ব্রহ্মত্ব কথিত হইলেই) হয় সঙ্গত ; [কিন্তু বুদ্ধি ও জীবের বিবেকজ্ঞানমাত্র কথিত হইলে তাহা সঙ্গত হয় না, কারণ বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ ভেদ-জ্ঞান হয় মিথ্যা, তাহার দ্বারা অবিদ্যা দগ্ধ হইতে পারে না। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞের (—জীবের) ব্রহ্মত্বই এখানে বর্ণিত হওয়ায় ইহা পূর্ব্বপক্ষও হইতে পারে না]।২০

[পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণানুযায়ী ব্যাখ্যার অবশিষ্টাংশ—কর্তৃত্বাদি বুদ্ধির বা জীবের নহে, পরন্তু অবিবেককৃত মিথ্যা প্রতীতি মাত্র।]

আচ্ছা এইপক্ষে (—জীবের ব্রহ্মত্বপক্ষে) "তাহাদের মধ্যে একজন বিচিত্র আস্বাদযুক্ত পিপ্পল ভক্ষণ করে (—কর্ম্মফল ভোগ করে), এইটী সত্ত্ব (—বুদ্ধি"), এইস্থলে অচেতন বুদ্ধিতে ভোক্তৃত্বের কথন কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে (১৪)?২১ তাহা বলা হইতেছে—এই শ্রুতি 'অচেতন বুদ্ধির ভোক্তৃত্বের কথা বলিব' বলিয়া প্রবৃত্ত হন নাই।২২ তবে কি জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন?২৩ [বলিতেছি—] 'চেতন যে ক্ষেত্রজ্ঞ (—জীব), তাহার অভোক্তৃত্ব ও ব্রহ্মস্বরূপতার কথা বলিব', এইজন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন (—ইহাই "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্র এবং তাহার ব্যাখ্যাভূত পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণের তাৎপর্য্য)।২৪ তাহার জন্য (—জীবের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধির জন্য, শ্রুতি] সুখাদিবিক্রিয়াযুক্ত বুদ্ধিতে ভোক্তৃত্বকে অধ্যারোপ করিতেছেন।২৫ [আচ্ছা, ভোক্তৃত্ব আছে কোথায়? কাহার ভোক্তৃত্ব বুদ্ধিতে আরোপিত হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন] এই যে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব, তাহাদিগকে

ভাবদীপিকা

(১৪) এইস্থলে আক্ষেপ্তার অভিপ্রায় এই—বুদ্ধি অচেতন, সুতরাং সে ভোগ করিতে পারে না। আর জীব হয় ব্রহ্মস্বরূপ ; সুতরাং তাহার পক্ষেও ভোক্তৃত্ব সম্ভব নহে। "দ্বা সুপর্ণা" শ্রুতিতে দ্বিবচনের সামর্থ্যবলে এই বুদ্ধি ও ব্রহ্মস্বরূপ জীব ব্যতিরেকে তৃতীয় কেহ বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং বিচিত্র কর্ম্মফল কে ভোগ করিবে?

শাঙ্করভাষ্যম্

কল্প্যতে।২৬ পরমার্থতস্তু ন অন্যতরস্যাপি সম্ভবতি; অচেতনত্বাৎ সত্ত্বস্য, অবিক্রিয়ত্বাৎ চ ক্ষেত্রজ্ঞস্য।২৭ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-স্বভাবত্বাৎ চ সত্ত্বস্য সুতরাং ন সম্ভবতি।২৮ তথাচ শ্রুতিঃ—"যত্র বৈ অন্যৎ ইব স্যাৎ, তত্র অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৩।৩১) ইত্যাদিনা স্বপ্নদৃষ্টহস্ত্যাদিব্যবহারবৎ অবিদ্যাবিষয়ে এব কর্তৃত্বাদিব্যবহারং

ভাষ্যানুবাদ

বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পরের স্বভাবের অবিবেকবশতঃ উৎপন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয় (১৫)।২৬ পরমার্থতঃ কিন্তু [এই কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি ও জীব এই] দুইটীর মধ্যে একটীরও সম্ভব হয় না, কারণ বুদ্ধি অচেতন এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বিকার-রহিত।২৭ আর বুদ্ধির স্বভাব (—স্বরূপ, মিথ্যা] অবিদ্যাকর্তৃক প্রকৃষ্টরূপে উপ-স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া তাহার [কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব] আরও অধিকতরভাবে সম্ভব হয় না, ['কারণ যাহা মিথ্যা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন, তাহা স্বয়ংই মিথ্যা হওয়ায় তাহার কার্য্যভূত কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বও হয় আরও অধিকতর মিথ্যা'।২৮ ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি যে মিথ্যা, সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর এই বিষয়ে শ্রুতিও আছে, যথা—"যখন অন্যের ন্যায় হয় (—নিজ হইতে ভিন্ন বস্তু প্রতীয়মান হয়), তখন একে অপরকে দর্শন করে", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [শ্রুতি] স্বপ্নদৃষ্ট হস্তী প্রভৃতি ব্যবহারের ন্যায় অবিদ্যাবিষয়েই (—অবিদ্যাবস্থাতেই) কর্তৃত্বাদিব্যবহার প্রদর্শন করিতেছেন।২৯ [কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি যে বাস্তবিক নাই, এই বিষয়ে

ভাবদীপিকা [জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির স্বরূপ]

(১৫) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—ইহা দেখা যায় যে, লৌহ বহ্নিতপ্ত না হইলে, তাহাতে আঘাত করিয়া তাহাকে লম্বা গোল ইত্যাদি নানা আকার দেওয়া যায় না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে—বহ্নিব্যতিরিক্ত শুদ্ধ লৌহকে কোন আকার দেওয়া যায় না। আবার লৌহব্যতিরিক্ত শুদ্ধ বহ্নিকেও কোন আকার দেওয়া যায় না। সুতরাং তপ্তলৌহের এই যে নানা আকার, তাহা শুদ্ধ বহ্নিরও নহে, শুদ্ধ লৌহেরও নহে, পরন্তু বহ্নি ও লৌহের মিলিতাবস্থা হইতেই হয় উক্ত আকারের উৎপত্তি। ইহা হইল দৃষ্টান্ত। উক্ত লৌহাকারসকলের ন্যায় প্রস্তাবিত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতিও তদ্রূপ বুদ্ধিরও নহে, চৈতন্যস্বরূপ জীবেরও নহে। পরন্তু তাহাদের মিলিতাবস্থা হইতেই হয় ইহাদের উৎপত্তি। কিন্তু ইহা কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? লৌহ ও অগ্নি বিভিন্ন পদার্থ হইলেও উভয়েই সাবয়ব হওয়ায় বহ্নি লৌহে কোনপ্রকারে সংক্রামিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। চৈতন্য কিন্তু নিরবয়ব ও নির্ব্বিকার। তিনি বুদ্ধিতে কিপ্রকারে সংক্রামিত হইবেন? বলিতেছি—সত্যই চৈতন্য বুদ্ধিতে সংক্রামিত হন না, কিন্তু তথাপি তিনি যেন বুদ্ধিতে সংক্রামিত হইয়াছেন, এইরূপে প্রতিভাত হন। যেমন নির্লেপ আকাশে তল ও মালিন্য না থাকিলেও তাহাকে তল ও মলিনতাযুক্তরূপে বোধ হয়। ইহাই ইতরেতরাবিবেককৃত অনাদি অধ্যাস (অধ্যাসভাষ্য, প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য)। এইপ্রকার অবিবেককৃত

শাঙ্করভাষ্যম্

দর্শয়তি।২৯ "যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৫।১৫) ইত্যাদিনা চ বিবেকিনঃ কর্ত্তৃত্বাদিব্যবহারাভাবং দর্শয়তি ।৩০॥১।২।১২॥ ইতি তৃতীয়ং গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] "কিন্তু যখন সমস্ত ইহার আত্মস্বরূপই হইয়া গেল, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে," ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [শ্রুতি] বিবেকি-পুরুষের কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি ব্যবহারের অভাব প্রদর্শন করিতেছেন (১৬) ।৩০॥১।২।১২॥ গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

অধ্যাসবশতঃই বুদ্ধি চৈতন্যের ছায়াপ্রাপ্তা (—চিৎপ্রতিবিম্বযুক্তা ও চিত্তাদাত্ম্যযুক্তা) হইয়া পড়ে। তখন সেই তাদৃশ বুদ্ধি সুখাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইলে, সেই বুদ্ধি হইতে অবিবিক্ত, অর্থাৎ তাহার সহিত যেন মিশ্রিত যে চৈতন্য, তিনিও সেই বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন। তত্তৎ সুখাদ্যাকারা বৃত্তিতে এই যে চৈতন্যের প্রতিবিম্বিত হওয়া, অর্থাৎ অভিব্যক্তি, ইহাই চৈতন্যের সুখাদিভোক্তৃত্ব। অন্তঃ-করণের অহমাকারাবৃত্তিতে যে চৈতন্যের অভিব্যক্তি, তাহাই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব। এইপ্রকারে আমি দুঃখী, আমি জ্ঞানী, ইত্যাদি সকলস্থলেই বুঝিতে হইবে। (৩।২।১ সন্ধ্যাধিকরণে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার দ্রষ্টব্য)। এইপ্রকারে ইহা নিশ্চিত হইল যে—কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি বুদ্ধিরও নহে এবং চৈতন্যেরও (—শুদ্ধ জীবেরও) নহে; পরন্তু বুদ্ধি ও চৈতন্যের পরস্পর অনির্ব্বচনীয় মিলিতা-বস্থা হইতেই হয়, তাহাদের উৎপত্তি। এই কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি যে অবিদ্যাজনিত, সুতরাং মিথ্যা, তাহাদের যে বাস্তব সত্তা নাই, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকার নিম্নে স্বয়ংই বলিতেছেন।

(১৬) এইপ্রকারে "দ্বা সুপর্ণা" (মুঃ ৩।১।১) ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যাভূত পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণে জীবের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি মিথ্যা হওয়ায় তাহা নিরাকরণদ্বারা জীবের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইল। তাহার ফলে ইহাও নির্ণীত হইল যে—"দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতিতে বুদ্ধি এবং ত্বংপদলক্ষ্য ব্রহ্মাভিন্ন শুদ্ধ জীবকে দুইটী পক্ষিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ভোক্তা জীবাত্মা ও অভোক্তা পরমাত্মা দুইটী পক্ষিরূপে কল্পিত হন নাই। সেইহেতু এই গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণন্যায়ের উক্ত শ্রুতিতে অতিদেশ হইতে পারে না। এই হেতুবশতঃই ভগবান্ সূত্রকার "গুহাং প্রবিষ্টৌ" ইত্যাদি প্রকার সূত্ররচনা করিয়াছেন এবং ভগবান্ ভাষ্যকারও "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে এখানে বিষয়-বাক্যরূপে গ্রহণ না করিয়া "ঋতং পিবন্তৌ" (কঠ ১।৩।১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকেই তাহা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ব্যাখ্যাকারকে অনুসরণকরতঃ ভগবান্ ভাষ্যকার "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতিতে গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণন্যায়ের অতিদেশ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে তাহাকে কৃত্বাচিন্তা বলিয়া "অপরঃ আহঃ" ইত্যাদি প্রকারে স্বমত ব্যক্ত করিলেন। ৩।৩।২১ ইয়দধিকরণে কিন্তু পুনরায় ইহার ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইবে। সেইস্থলে পুনরায় "দ্বা সুপর্ণা" এবং "ঋতং পিবন্তৌ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বয়কে একই বিদ্যার প্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার সেই সমগ্র অধিকরণটীকেই 'কৃত্বাচিন্তা' বলিয়াছেন। গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণ সমাপ্ত।

৪। অন্তরাধিকরণম্। [১৩—১৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উপকোশলবিদ্যাতে ছায়া, জীব বা দেবতা নহে, ঈশ্বরই উপাস্য।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন ঋতপানরূপ লিঙ্গপ্রমাণদ্বারা জীবাত্মা নিশ্চিত হইলে, প্রথমে শ্রুত 'পিবন্তৌ' এই দ্বিবচনান্ত শ্রৌতপদের অনুরোধে জীবাত্মার সজাতীয় পরমাত্মা গৃহীত হইয়াছেন এবং চরমশ্রুত 'গুহাপ্রবেশাদি', তাহার অনুকূলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ প্রথমশ্রুত 'দৃশ্যতে' এই পদে প্রত্যক্ষদর্শনের কথনদ্বারা অক্ষিতে প্রতিবিম্বিত ছায়াপুরুষ গৃহীত হইলে, তাহার অনুরোধে চরমশ্রুত 'অমৃতত্ব' প্রভৃতি পরমেশ্বরবোধক ধর্ম্মসকলকে ছায়াপুরুষের স্তুতি, অথবা ধ্যানের জন্য বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ছায়াজীবৌ দেবতেশৌ বাঽসৌ যোঽক্ষিণি দৃশ্যতে।
আধারদৃশ্যতোক্ত্যেশাদন্যেষু ত্রিষু কশ্চন॥
কং খং ব্রহ্ম যদুক্তং প্রাক্ তদেবাক্ষিণ্যুপাস্যতে।
বামনীত্বাদিনাঽন্যেষু নামৃতত্বাদিসম্ভবঃ॥

অন্বয়—অসৌ যঃ অক্ষিণি দৃশ্যতে, ছায়াজীবৌ দেবতেশৌ বা? আধারদৃশ্যতোক্ত্যা ঈশাৎ অন্যেষু ত্রিষু কশ্চন। 'কং খং ব্রহ্ম' যৎ প্রাক্ উক্তং, তদেব বামনীত্বাদিনা অক্ষিণি উপাস্যতে। অন্যেষু অমৃতত্বাদিসম্ভবঃ ন।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ছান্দোগ্যে উপকোশলবিদ্যায়াম্ আম্নায়তে—"যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে, এষঃ আত্মা" (ছাঃ ৪।১৫।১) ইত্যাদি। দর্শনস্য অস্য লৌকিকত্ব-শাস্ত্রীয়ত্বাভ্যাং তত্র চতুর্ধা সংশয়ঃ ভবতি—] অসৌ যঃ অক্ষিণি দৃশ্যতে, [সঃ কিং] ছায়াজীবৌ [স্যাতাম্], দেবতেশৌ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[অক্ষ্যাধারত্বদৃশ্যত্বে ঈশভিন্নেষু ত্রিষু দৃশ্যেতে, যথা—অক্ষিণি প্রতিবিম্বিতচ্ছায়ায়াং তাবৎ তে স্পষ্টম্ উপলভ্যেতে। জীবে অপি তে উপলভ্যেতে—রূপদর্শনবেলায়াং চক্ষুষি অবস্থিতত্বেন অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তস্য দৃশ্যমানত্বাৎ। দেবতাত্মনি অপি চ তে স্যাতাম্, "আদিত্যঃ চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ" (ঐতঃ ১।২।৪) ইতি শ্রুতেঃ। অতঃ] আধারদৃশ্যতোক্ত্যা [অক্ষিপুরুষঃ] ঈশাৎ অন্যেষু ত্রিষু কশ্চন [ভবিষ্যতি]।

সিদ্ধান্ত—"কং [ব্রহ্ম] খং ব্রহ্ম" [ছাঃ ৪।১০।৪, ইতি সুখস্বরূপম্ আকাশবৎ পরিপূর্ণং] যৎ [ব্রহ্ম] প্রাক্ উক্তং, তদেব ["যঃ এষঃ অক্ষিণি" (ছাঃ ৪।১৫।১) ইতি প্রকৃতবাচকেন এতচ্ছব্দেন পরামৃষ্টং সৎ] বামনীত্বাদিনা [গুণযোগেন] অক্ষিণি উপাস্যতে। [এতৈঃ গুণৈঃ উপাস্যস্য ব্রহ্মণঃ সোপাধিকত্বাৎ অক্ষ্যাধারত্বং, শাস্ত্রদৃষ্ট্যা দৃশ্যমানত্বং চ ন বিরুধ্যতে। ছায়াজীব-দৈবতেষু তু] অন্যেষু অমৃতত্বাদিসম্ভবঃ ন [স্যাৎ। তস্মাৎ ঈশ্বরঃ অত্র উপাস্য]।

অনুবাদ

সংশয়—[ছান্দোগ্যে উপকোশলবিদ্যাতে ইহা পঠিত হইতেছে—"চক্ষুতে এই যে পুরুষ পরিদৃষ্ট হইতেছেন, ইনি আত্মা," ইত্যাদি। এই দর্শনটী লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় হওয়ায় সেইস্থলে চারিপ্রকার সংশয় হয়—] চক্ষুতে ঐ যিনি পরিদৃষ্ট হইতেছেন, তিনি কি ছায়া, অথবা জীব, অথবা দেবতা, অথবা ঈশ্বর?

পূর্ব্বপক্ষ—['চক্ষুরূপ আধার' এবং 'দৃশ্য হওয়া'—এই দুইটী ঈশ্বর ভিন্ন অন্য তিনটীতে পরিদৃষ্ট হইতেছে, যেমন চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত ছায়াতে তাহারা স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। জীবেও তাহারা উপলব্ধ হয়, কারণ রূপদর্শনকালে অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা চক্ষুতে অবস্থিতরূপে তাহা (—জীব) দৃশ্যমান হয় (—চক্ষুতে জীব যদি অধিষ্ঠিত হয়, তবেই চক্ষু রূপদর্শন করে, অন্যথা উন্মীলিত থাকিলেও চক্ষু কিছুই দর্শন করে না। অতএব জীবপক্ষেও চক্ষুরূপ আধার এবং তাহাতে জীবের দৃশ্য (—অনুভূত) হওয়া সিদ্ধ হয়)। আর দেবতাত্মাতেও তাহারা থাকে, যেহেতু "আদিত্য দর্শনেন্দ্রিয়রূপে অক্ষিগোলকদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন," এইপ্রকার শ্রুতি আছে। অতএব] আধারতার এবং দৃশ্যতার কথন আছে বলিয়া [চক্ষুতে পরিদৃষ্ট পুরুষ] ঈশ্বর হইতে ভিন্ন তিনটীর মধ্যে যে কোন একটী হইবে।

সিদ্ধান্ত—"কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম", এইপ্রকারে [সুখস্বরূপ এবং আকাশের ন্যায় পরিপূর্ণস্বভাব] যে ব্রহ্ম পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই ["এই যিনি চক্ষুতে পরিদৃষ্ট হইতেছেন", এইপ্রকারে প্রস্তাবিত বস্তুর বাচক 'এতৎ'শব্দটীর দ্বারা পরামৃষ্ট (—অনুদিত) হইয়া] বামনীত্ব (—সর্ব্বকাম-প্রাপকত্ব) প্রভৃতি গুণসকলের দ্বারা চক্ষুতে উপাসিত হইতেছেন। [এই গুণসকলের দ্বারা উপাস্য ব্রহ্ম সোপাধিক হওয়ায় [তাঁহার] অক্ষিরূপ আধারে অবস্থিতি এবং শাস্ত্রদৃষ্টি অবলম্বনে দৃশ্যমান হওয়া বিরুদ্ধ হয় না। ছায়া, জীব ও দেবতা প্রভৃতি] অন্য সকলে কিন্তু অমৃতত্ব সম্ভব হয় না। [সেইহেতু ঈশ্বরই এখানে (—অক্ষিরূপ আধারে) উপাস্য]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, প্রতিবিম্বের উপাসনা। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মের উপাসনা।

অন্তর উপপত্তেঃ ॥১।২।১৩॥

সূত্রার্থ—[ছান্দোগ্যে উপকোশলবিদ্যায়াং শ্রূয়তে—"যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে" (ছাঃ ৪।১৫।১) ইত্যাদি। তত্র অক্ষিণ্যন্তরুপদিশ্যমানঃ প্রতিবিম্বাদিঃ, উত পরমাত্মা ইতি সংশয়ে, প্রতিবিম্বাদিঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অন্তরঃ**—অক্ষিমধ্যগতঃ [পরমাত্মা এব। কুতঃ ?] **উপপত্তেঃ**—আত্মত্বামৃতত্বাভয়ত্বাদীনাং ইহ উক্তানাং পরমাত্মনি এব উপপত্তেঃ।

অনুবাদ—[ছান্দোগ্য উপনিষদে উপকোশলবিদ্যাতে পঠিত হইতেছে—"চক্ষুতে এই যে পুরুষ পরিদৃষ্ট হইতেছেন", ইত্যাদি। সেইস্থলে যিনি চক্ষুর মধ্যে উপদিষ্ট হইতেছেন, তিনি কি প্রতিবিম্ব প্রভৃতি হইবেন, অথবা পরমাত্মা—এইপ্রকার সংশয় হইলে, 'প্রতিবিম্ব প্রভৃতি হইবেন'—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অন্তরঃ**—যিনি চক্ষুর মধ্যে স্থিত, তিনি [পরমেশ্বরই হইবেন। তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—] **উপপত্তেঃ**—যেহেতু আত্মত্ব, অমৃতত্ব এবং অভয়ত্ব প্রভৃতি এখানে বর্ণিত ধর্ম্মসকল হয় পরমাত্মাতেই সঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যম্

"যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে, এষঃ আত্মা ইতি হ উবাচ, এতৎ অমৃতং অভয়ম্ এতৎ ব্রহ্ম ইতি। তৎ যদ্যপি অস্মিন্ সর্পিঃ বা

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য। 'দৃশ্যতে' এই পদোক্ত দর্শনটী লৌকিক দর্শন ও যোগিগণের শাস্ত্রদৃষ্টিজনিত দর্শন, এই উভয়প্রকার হয় বলিয়া সংশয়।

শ্রুতিতে—"চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, ইনিই আত্মা, [আচার্য্য সত্যকাম] ইহা বলিলেন, ইনি অমর ও ভয়াতীত, ইনি ব্রহ্ম, সেইহেতু ইহাতে

শাঙ্করভাষ্যম্

উদকং বা সিঞ্চতি, বর্ত্মনী এব গচ্ছতি" (ছাঃ ৪।১৫।১) ইত্যাদি শ্রূয়তে।১ তত্র সংশয়ঃ—কিম্ অয়ং প্রতিবিম্বাত্মা অক্ষ্যধিকরণঃ নির্দ্দিশ্যতে, অথবা বিজ্ঞানাত্মা, উত দেবতাত্মা ইন্দ্রিয়স্য অধিষ্ঠাতা, অথবা ঈশ্বরঃ ইতি ?২ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ?৩ ছায়াত্মা পুরুষপ্রতিরূপঃ ইতি।৪ কুতঃ ?৫ তস্য দৃশ্যমানত্বপ্রসিদ্ধেঃ, "যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে" ইতি চ প্রসিদ্ধবৎ উপদেশাৎ।৬ বিজ্ঞানাত্মনঃ বা অয়ং নির্দ্দেশঃ ইতি যুক্তম্, সঃ হি চক্ষুষা রূপং পশ্যন্ চক্ষুষি সন্নিহিতঃ ভবতি।৭ আত্মশব্দশ্চ অস্মিন্ পক্ষে অনুকূলঃ ভবতি।৮ আদিত্যপুরুষঃ বা

ভাষ্যানুবাদ

(—নেত্রগোলকে) যদি ঘৃত অথবা জল সিঞ্চিত হয়, [তাহা] চক্ষুর পল্লবেই গমন করে," ইত্যাদি পঠিত হইতেছে ।১ সেইস্থলে সংশয় হয়—ইনি কি অক্ষিরূপ অধিকরণে অবস্থিত প্রতিবিম্বাত্মা (—চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত ছায়াদেহ) নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, অথবা জীবাত্মা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, অথবা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন, অথবা ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন ? ২ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? ৩

[পূঃ—দৃষ্টত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে ছায়াত্মাকে, অথবা সম্ভাবনামাত্রদ্বারা জীবাত্মা বা দেবতাত্মাকে গ্রহণ করিতে হইবে।]

পূর্ব্বপক্ষ—পুরুষের প্রতিবিম্বরূপ ছায়াত্মা (—ছায়াদেহ) নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন ।৪ তাহাতে হেতু কি ? ৫ [তদুত্তরে বলিতেছেন] যেহেতু [চক্ষুতে] তিনি পরিদৃষ্ট হন, এইপ্রকার প্রসিদ্ধি আছে, আর যেহেতু "চক্ষুতে এই যে পুরুষ পরিদৃষ্ট (১) হইতেছেন," এইপ্রকারে প্রসিদ্ধ পদার্থের ন্যায় উপদেশ আছে ।৬ অথবা এই নির্দ্দেশ হয় জীবাত্মার, ইহা যুক্তিসঙ্গত, কারণ চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করতঃ তিনি চক্ষুতে সন্নিহিত হন ।৭ আর আত্মশব্দও হয় এই পক্ষে অনুকূল ।৮ অথবা চক্ষুর অনুগ্রাহক আদিত্যপুরুষ (—সূর্য্যমণ্ডলাভিমানিনী দেবতা, এখানে] প্রতীত হইতেছেন,

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষী এখানে 'দৃষ্টত্বরূপ' (—লৌকিক প্রত্যক্ষদর্শনরূপ) ছায়াত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু "এষঃ আত্মা ইতি" " এতৎ ব্রহ্ম ইতি" (ছাঃ ৪।১৫।১) এইপ্রকারে ব্রহ্মবস্তুবোধক ব্রহ্মশব্দ ও আত্মশব্দরূপ অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ থাকায়, লিঙ্গপ্রমাণবলে কিপ্রকারে ছায়াত্মা নির্ণীত হইবে ? তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—"মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১) এইস্থলে ব্রহ্মশব্দের পর 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ থাকায় সেইস্থলে যেমন উপাসনামাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে, বাক্যের প্রতিপাদ্যরূপে ব্রহ্ম বিবক্ষিত হন নাই। এখানেও তদ্রূপ ব্রহ্মশব্দ ও আত্মশব্দের পর 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ থাকায় এই বাক্যের প্রতিপাদ্যরূপে ব্রহ্ম ও আত্মা বিবক্ষিত হন নাই । সুতরাং ইহারা শ্রুতি প্রমাণই নহে। চাক্ষুষত্ব (—চক্ষে বর্ত্তমান থাকা) প্রভৃতি অন্যত্র সম্ভব না হওয়ায় 'বামনীত্ব' (—সর্ব্বকামপ্রাপকত্ব) প্রভৃতি গুণসকলকে ছায়াত্মার স্তুতিমাত্ররূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এইপ্রকারে সম্ভাবনামাত্রদ্বারা জীবাত্মা প্রভৃতি পক্ষসকল গৃহীত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

চক্ষুষঃ অনুগ্রাহকঃ প্রতীয়তে, "রশ্মিভিঃ এষঃ অস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" (বৃঃ ৫।৫।২) ইতি শ্রুতেঃ।৯ অমৃতত্বাদীনাং চ দেবতাত্মনি অপি কথঞ্চিৎ সম্ভবাৎ।১০ ন ঈশ্বরঃ, স্থানবিশেষনির্দ্দেশাৎ ইতি।১১ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—পরমেশ্বরঃ এব অক্ষিণি অভ্যন্তরঃ পুরুষঃ ইহ উপদিষ্টঃ ইতি।১২ কস্মাৎ?১৩ উপপত্তেঃ, উপপদ্যতে হি পরমেশ্বরে গুণজাতম্ ইহ উপদিশ্যমানম্।১৪ আত্মত্বং তাবৎ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা পরমেশ্বরে উপপদ্যতে, "সঃ আত্মা, তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি শ্রুতেঃ।১৫ অমৃতত্বা-

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু "রশ্মিসকলের দ্বারা ইনি ইহাতে (—চক্ষুতে) প্রতিষ্ঠিত আছেন," এই-প্রকার শ্রুতি আছে।৯ আর যেহেতু অমৃতত্ব প্রভৃতি [তাঁহারা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অধিকার ভোগ করেন বলিয়া] দেবতাত্মাতেও কোনপ্রকারে সম্ভব হয়।১০ ঈশ্বর কিন্তু [এখানে] নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন না, যেহেতু [চক্ষুরূপ] স্থানবিশেষের নির্দ্দেশ আছে, [সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর চক্ষুরূপ ক্ষুদ্র স্থানে থাকিতে পারেন না], ইত্যাদি।১১

[সিঃ—আত্ম ও ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ এবং অমৃতত্ব প্রভৃতি তাৎপর্য্যবান্, বহু লিঙ্গপ্রমাণের বলে ব্রহ্মই উপাস্য।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—পরমেশ্বরই এখানে চক্ষুতে অভ্যন্তরবর্ত্তী পুরুষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন।১২ তাহাতে হেতু কি?১৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] "উপপত্তেঃ," অর্থাৎ যেহেতু এখানে যে গুণ-সকল উপদিষ্ট হইতেছে, তাহারা পরমেশ্বরেই উপপন্ন হয়।১৪ [সেই উপপত্তিকেই পরিস্ফুট করিতেছেন—] দেখ, আত্মত্ব ধর্ম্মটী শক্তিবৃত্তিতে পরমেশ্বরেই হয় সঙ্গত (২), যেহেতু "তিনিই আত্মা, তুমি তৎস্বরূপ" এইপ্রকার শ্রুতি আছে।১৫ আবার 'অমৃতত্ব'

ভাবদীপিকা

(২) সিদ্ধান্তী এখানে ছাঃ ৪।১৫।১ বাক্যস্থ আত্মশব্দ এবং ব্রহ্মশব্দকে পরমেশ্বরবোধক অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণরূপে উপন্যস্ত করিলেন এবং তাহার পুষ্টির জন্য "সঃ আত্মা তত্ত্বমসি" এই ছান্দোগ্যবাক্যটীকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলেন। 'ইতি' শব্দ সহযোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষী যে ব্রহ্মশব্দ ও আত্মশব্দের শ্রুতিপ্রমাণতাবিষয়ে আপত্তি করিয়াছেন (১ ভাবদীঃ), তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—"মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত", এইস্থলে 'ইতি'শব্দটী 'ইতি উপাসীত', এইরূপে উপাসনার সহিত অন্বিত হইয়াছে বলিয়া উপাসনার প্রতিপাদক হইয়াছে। প্রস্তাবিতস্থলে "আত্মা ইতি হ উবাচ", ইত্যাদিস্থলে 'উবাচ', এই পদের অর্থ যে উক্তি (—উপদেশ), তাহার সহিত 'ইতি হ উবাচ', এইপ্রকারে অন্বিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিপাদ্য অর্থের বৈষম্য হইবে। ইতি হ স্ম উপাধ্যায়ঃ কথয়তি"—'অধ্যাপক এইপ্রকার বলিয়াছেন', এইস্থলে যেমন 'ইতি' শব্দটী অধ্যাপকের উক্তিকেই সমর্পণ করে, প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ 'ইতি' শব্দটী 'উবাচ' এই পদপ্রতিপাদ্য 'উক্তিকেই' সমর্পণ করিবে, অর্থাৎ 'উক্তির' সহিত অন্বিত হইবে। আর সেই উক্তি হইতেছে 'আত্মবিষয়ক' উক্তি। সুতরাং যদ্বিষয়ক উক্তি, তাহাই প্রধান প্রতিপাদ্য হয় বলিয়া এবং "আত্মশব্দ" এখানে

শাঙ্করভাষ্যম্

ভয়ত্বে চ তস্মিন্ অসকৃৎ শ্রুতৌ শ্রূয়েতে।১৬ তথা পরমেশ্বরানুরূপম্ এতৎ অক্ষিস্থানম্।১৭ যথাহি পরমেশ্বরঃ সর্ব্বদোষৈঃ অলিপ্তঃ, অপহতপাপ্মত্বাদিশ্রবণাৎ; তথা অক্ষিস্থানং সর্ব্বলেপরহিতম্ উপদিষ্টং "তৎ যদ্যপি অস্মিন্ সর্পিঃ বা উদকং বা সিঞ্চতি, বর্ত্মনী এব গচ্ছতি," ইতি শ্রুতেঃ।১৮ সংযদ্বামত্বাদিগুণোপদেশশ্চ তস্মিন্ অবকল্পতে।১৯ "এতং সংযদ্বামঃ ইতি আচক্ষতে, এতং হি সর্ব্বাণি বামানি অভিসংযন্তি," "এষঃ উ এব বামনীঃ, এষঃ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি," "এষঃ উ এব ভামনীঃ, এষঃ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি" (ছাঃ ৪।১৫।২-৪) ইতি চ।২০ অতঃ উপপত্তেঃ অন্তরঃ পরমেশ্বরঃ।২১॥১।২।১৩॥

ভাষ্যানুবাদ

(৩) এবং 'অভয়ত্ব' (ছাঃ ৪।১৫।১) তাঁহাতেই (—ঈশ্বরেই) শ্রুতিতে বহুবার পঠিত হইতেছে।১৬ এইরূপেই (—অমৃতত্বাদিরই ন্যায়) এই অক্ষিরূপ স্থানটী হয় পরমেশ্বরের অনুরূপ (—উপযোগী)।১৭ [কিপ্রকারে উপযোগী, তাহা পরিষ্কার করিতেছেন—] যেমন পাপরাহিত্য (ছাঃ ৮।১।৫) প্রভৃতি শ্রুত হয় বলিয়া পরমেশ্বর হন সকলপ্রকার দোষের দ্বারা অস্পৃষ্ট, সেইরূপে চক্ষুরূপ স্থানটী সকলপ্রকার লেপরহিতভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, যেহেতু "সেইহেতু যদি ইহাতে ঘৃত অথবা জল সিঞ্চিত হয়, তাহা চক্ষুপল্লবেই গমন করে", এইপ্রকার শ্রুতি আছে। [অতএব নির্লেপ চক্ষুই হয় নির্লেপ ঈশ্বরের ধ্যানের জন্য অনুকূল স্থান ইহাই নির্ণীত হয়]।১৮ আর সংযদ্বামত্ব (—নিখিলমঙ্গলাশ্রয়ত্ব) প্রভৃতি গুণসকলের উপদেশও তাঁহাতে হয় সঙ্গত।১৯ [এই সংযদ্বামত্ব প্রভৃতি গুণসকল শ্রুতিবাক্যদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন—] "ইহাকে [ব্রহ্মবিদ্‌গণ] 'সংযদ্বাম' এই নামে অভিহিত করেন, কারণ ইহাকেই বামসকল (—শোভন বস্তুসকল) আশ্রয় করে," "ইনিই আবার বামনী (—পুণ্যকর্ম্মের ফলদাতা), কারণ ইনি বামসকলকে বহন করেন (—পুণ্যকর্ম্মের ফলপ্রদান করেন"), এবং "ইনিই আবার ভামনী (—সর্ব্বার্থপ্রকাশক), কারণ ইনি সমস্ত লোকে প্রকাশ প্রাপ্ত হন,"(৪) ইত্যাদি।২০ অতএব (—বাক্যোপক্রমস্থ একটী লিঙ্গ-

ভাবদীপিকা

শক্তিবৃত্তিতে পরমাত্মাকেই সমর্পণ করে বলিয়া তাহা হইবে এধানে পরমাত্মবোধক অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ। "ব্রহ্ম ইতি" এইস্থলে "ব্রহ্ম ইতি হ উবাচ", এইপ্রকার অন্বয় বুঝিতে হইবে। ফলে উক্ত যুক্তিবলে ব্রহ্মশব্দটীও হইবে, পরমাত্মবোধক অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ।

(৩) এইস্থলে 'অমৃতত্ব', 'অভয়ত্ব' ইত্যাদি ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল প্রদর্শিত হইল।

(৪) এইস্থলে বামনীত্ব (—পুণ্যকর্ম্মফলদাতৃত্ব), ভামনীত্ব (—সর্ব্বার্থপ্রকাশকত্ব) প্রভৃতি ব্রহ্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণসকল প্রদর্শিত হইল। উক্ত গুণসকল ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র সম্ভব হয় না।

ভাষ্যানুবাদ

প্রমাণাপেক্ষা শ্রুতিপ্রমাণ ও বাক্যশেষগত তাৎপর্য্যবান্ অনেক লিঙ্গপ্রমাণ বলবান্ হয় বলিয়া) সঙ্গত হওয়ায় অক্ষিমধ্যগত পুরুষ হন পরমেশ্বর ।২১॥১।২।১৩॥

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥১।২।১৪॥

পদচ্ছেদ—স্থানাদিব্যপদেশাৎ, চ।

সূত্রার্থ—[সর্ব্বগতস্য ঈশ্বরস্য অল্পস্থানাদিব্যপদেশঃ ন অনুপপন্নঃ। কুতঃ ?] **স্থানাদিব্যপদেশাৎ**—স্থানাদীনাম্—"যঃ চক্ষুষি তিষ্ঠন্" (বৃঃ ৩।৭।১৮) ইত্যাদৌ ঈশ্বরস্য চক্ষুঃস্থানস্য, 'আদি'পদেন—"তস্যোদিতি নাম" (ছাঃ ১।৬।৭) ইত্যাদৌ ঈশ্বরস্য নাম্নঃ, "হিরণ্যশ্মশ্রু" (ছাঃ ১।৬।৬) ইত্যাদৌ ঈশ্বরস্য রূপস্য চ ব্যপদেশাৎ— কথনাৎ। **চকারঃ**—অন্যস্য স্থানাদ্যভাবসমুচ্চয়ার্থঃ। [অতঃ ইহাপি উপাসনার্থং ঈশ্বরস্য অক্ষিস্থানব্যপদেশঃ ন অনুপপন্নঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[সর্ব্বগত ঈশ্বরের অল্পস্থানাদির কথন অযুক্তিসঙ্গত নহে। কেন নহে ? তাহা বলিতেছেন —] **স্থানাদিব্যপদেশাৎ**—যেহেতু স্থানাদীনাম্—স্থান প্রভৃতির, অর্থাৎ "যিনি চক্ষুতে অবস্থানকরতঃ" ইত্যাদি বাক্যে ঈশ্বরের চক্ষুরূপ স্থানের, আদিপদের দ্বারা—"তাঁহার নাম 'উৎ", ইত্যাদি স্থলে ঈশ্বরের নামের এবং "যাঁহার শ্মশ্রু সুবর্ণবর্ণ" ইত্যাদি বাক্যে ঈশ্বরের রূপের, ব্যপদেশাৎ—কথন হইয়াছে। **চকারটী**—ঈশ্বরব্যতিরেকে অন্যের তাদৃশ স্থানাদির অভাব সমুচ্চয়ের জন্য। [সেইহেতু এখানেও উপাসনার জন্য ঈশ্বরের চক্ষুরূপ স্থানের কথন অসঙ্গত নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

কথং পুনঃ আকাশবৎ সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণঃ অক্ষ্যল্পস্থানম্ উপপদ্যতে ইতি ? অত্র উচ্যতে—ভবেৎ এষা অনবক্লৃপ্তিঃ, যদি এতৎ এব একং স্থানম্ অস্য নির্দ্দিষ্টং ভবেৎ।২ সন্তি হি অন্যানি অপি পৃথিব্যাদীনি স্থানানি অস্য নির্দ্দিষ্টানি—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" (বৃঃ ৩।৭।৩)

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উপাসনার জন্য সর্ব্বগত ব্রহ্মের স্থানাদি কল্পনা অসঙ্গত নহে।]

আচ্ছা, আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ব্রহ্মের চক্ষুরূপ অল্প স্থান কিপ্রকারে সঙ্গত হয় ?১ এইবিষয়ে বলা হইতেছে—ইহা অনবক্লৃপ্তি (—অনুচিত কল্পনা) হইত, যদি ইহার এই একটী মাত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত।২ কিন্তু "যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করতঃ," ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ইহার পৃথিবী প্রভৃতি অন্যান্য স্থানসকলও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।৩

ভাবদীপিকা

এইরূপে পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক প্রদর্শিত বাক্যোপক্রমগত 'দৃশ্যত্ব'রূপ একটী লিঙ্গপ্রমাণাপেক্ষা বাক্যশেষগত অনেক লিঙ্গপ্রমাণ হইল বলবান্, কারণ "**প্রত্যয়সংবাদস্য তাৎপর্য্যনিমিত্তত্বাৎ**" অর্থাৎ অনেক প্রমাণের দ্বারা একই বস্তুবিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তি হইলে, সেই প্রমাণসকল তাৎপর্য্যবান্ হইয়া থাকে। ফলে আত্ম ও ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণদ্বয় এবং এই তাৎপর্য্যবান লিঙ্গপ্রমাণবৃন্দের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর একটী লিঙ্গপ্রমাণ বাধিত হইল এবং ব্রহ্মই যে এখানে উপাস্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, ইহা নির্ণীত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইত্যাদিনা।৩ তেষু হি চক্ষুরপি নির্দ্দিষ্টম্—"যঃ চক্ষুষি তিষ্ঠন্" (বৃ: ৩।৭।১৮) ইতি।৪ "স্থানাদিব্যপদেশাৎ" ইতি 'আদি'-গ্রহণেন এতৎ দর্শয়তি—ন কেবলং স্থানম্ এব একম্ অনুচিতং ব্রহ্মণঃ নির্দ্দিশ্যমানং দৃশ্যতে।৫ কিঃ তর্হি?৬ নামরূপম্ ইতি এবংজাতীয়কম্ অপি অনামরূপস্য ব্রহ্মণঃ অনুচিতং নির্দ্দিশ্যমানং দৃশ্যতে—"তস্য উৎ ইতি নাম" (ছাঃ ১।৬।৭), "হিরণ্যশ্মশ্রুঃ" (ছাঃ ১।৬।৬) ইত্যাদি।৭ নির্গুণমপি সৎ ব্রহ্ম নামরূপগতৈঃ গুণৈঃ সগুণম্ উপাসনার্থং তত্র তত্র উপদিশ্যতে ইতি এতদপি উক্তম্ এব।৮ সর্ব্বগতস্যাপি ব্রহ্মণঃ উপলব্ধ্যর্থং স্থানবিশেষঃ ন বিরুধ্যতে, শালগ্রামঃ ইব বিষ্ণোঃ, ইতি এতদপি উক্তম্ এব।৯॥১।২।১৪॥

ভাষ্যানুবাদ

সেই [স্থান] সকলের মধ্যে চক্ষুও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—"যিনি চক্ষুতে অবস্থান করতঃ," ইত্যাদি।৪ 'স্থানাদিব্যপদেশাৎ,' এইস্থলে 'আদি' পদের গ্রহণদ্বারা [ভগবান্ সূত্রকার] ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—'ব্রহ্মের যে কেবলমাত্র স্থানরূপ একটী অনুচিত বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে, তাহা নহে।৫ আরও কি দেখা যাইতেছে?৬ [তাহা বলিতেছেন—] নাম এবং রূপ ইত্যাদি এই জাতীয় অনুচিত বিষয়সকলও নামরূপবিহীন ব্রহ্মে নির্দ্দিষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে, যথা—"তাঁহার নাম উৎ," "তাঁহার শ্মশ্রু সুবর্ণবর্ণ," ইত্যাদি।৭ [কিন্তু একটী অনুচিত কল্পনা সমর্থনের জন্য তুমি অনেকগুলি অনুচিত কল্পনার স্থল প্রদর্শন করিলে। ইহাকে তো আর কোনপ্রকার সমাধান বলা যায় না! তদুত্তরে বলিতেছেন—] ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও, উপাসনার জন্য নাম ও রূপগত গুণসকলের দ্বারা সগুণরূপে সেই সেই স্থলে উপদিষ্ট হইতেছেন, ইত্যাদি ইহা বলাই হইয়াছে (১।২।৭ সূঃ)।৮ সর্ব্বগত হইলেও ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য বিশেষ স্থান বিরুদ্ধ নহে, যেমন শালগ্রাম বিষ্ণুর বিশেষ স্থান, ইত্যাদি ইহাও বলাই হইয়াছে (১।২।৭ সূঃ ১০ বাক্য)।৯॥ ১।২।১৪ ॥

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥১।২।১৫॥

পদচ্ছেদ—সুখবিশিষ্টাভিধানাৎ, এব, চ।

সূত্রার্থ—[পরমাত্মা এব ইহ অক্ষিপুরুষঃ উপদিশ্যতে। কুতঃ?] সুখবিশিষ্টাভিধানাৎ—"কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৪।১০।৪) ইতি বাক্যোপক্রমে শ্রূয়মাণং যৎ সুখবিশিষ্টং ব্রহ্ম, তস্য এব ইহ 'অভিধানাৎ'—কথনাৎ। এবকারেণ—নাত্র সংশয়ঃ কার্য্যঃ ইতি সূচ্যতে। চকারঃ—জীবস্য অনুপাস্যস্য অব্যাপিনঃ অক্ষিস্থানাসম্ভবসমুচ্চয়ার্থঃ।

অনুবাদ—[পরমাত্মাই এখানে অক্ষিপুরুষরূপে উপদিষ্ট হইতেছেন। তাহাতে হেতু কি? তাহ বলিতেছে—] সুখবিশিষ্টাভিধানাৎ—যেহেতু "সুখই ব্রহ্ম আকাশই ব্রহ্ম" এইপ্রকার

বাক্যের প্রারম্ভে যে সুখবিশিষ্ট ব্রহ্ম শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহারই এখানে 'অভিধানাৎ'—কথন হইয়াছে। এবকারটীর দ্বারা 'এইবিষয়ে সংশয় করা উচিত নহে', ইহা সূচিত হইতেছে। চকারটী—অব্যাপী ও অনুপাস্য জীবের চক্ষুরূপ স্থান সম্ভব হয় না, ইহা সমুচ্চয় করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ নৈবাত্র বিবদিতব্যং, কিং ব্রহ্ম অস্মিন্ বাক্যে অভিধীয়তে, ন বা ইতি।১ সুখবিশিষ্টাভিধানাৎ এব ব্রহ্মত্বং সিদ্ধম্।২ সুখবিশিষ্টং হি ব্রহ্ম, যৎ বাক্যোপক্রমে প্রক্রান্তং "প্রাণঃ ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৪।১০।৪) ইতি, তদেব ইহ অভিহিতং, প্রকৃতপরিগ্রহস্য ন্যায্যত্বাৎ।৩ "আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" (ছাঃ ৪।১৪।১) ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—একবাক্যতাসম্পাদক প্রকরণপ্রমাণবলে বাক্যভেদক'দৃশ্যত্ব লিঙ্গ' বাধিত হয় বলিয়া ব্রহ্মই এই বাক্যের প্রতিপাদ্য।]

আর এখানে বিবাদ করা উচিত নহে যে, ["যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে" ইত্যাদি] এই বাক্যে ব্রহ্ম অভিহিত হইতেছেন, অথবা হইতেছেন না।১ সুখবিশিষ্টের কথন হইয়াছে বলিয়াই [অক্ষিপুরুষের] ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইয়াছে।২ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] সুখবিশিষ্ট যে প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম, যিনি বাক্যের প্রারম্ভে "প্রাণ ব্রহ্ম, 'ক' (—সুখ) ব্রহ্ম এবং 'খ' (—আকাশ) ব্রহ্ম" এইপ্রকারে প্রক্রান্ত (—বর্ণনীয় বিষয়রূপে উপন্যস্ত) হইয়াছেন, তিনিই এখানে অভিহিত হইয়াছেন, যেহেতু যাহা প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহার গ্রহণই ন্যায্য (৫)।৩ আর [এখানে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ব্রহ্মেরই গ্রহণ হইয়াছে], যেহেতু "আচার্য্য কিন্তু তোমাকে গতির (—গমনসাধনভূত

ভাবদীপিকা

(৫) সিদ্ধান্তী এখানে স্বপক্ষে 'প্রকরণপ্রমাণ' প্রদর্শন করিলেন। পূর্ব্বে "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৪।১০।৪) ইত্যাদিরূপে যে ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে, তাহারই ফলপ্রাপ্তির জন্য "যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে" (ছাঃ ৪।১৫।১) ইত্যাদি বাক্যে দেবযানমার্গ বর্ণনার উপক্রম করা হইয়াছে। সেইহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী ও উত্তরবর্ত্তী বাক্যের মধ্যে পরস্পরাকাঙ্ক্ষা থাকায় এখানে 'প্রকরণপ্রমাণ' আছে, বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে আত্মশব্দ ও ব্রহ্মশব্দের অনন্তর 'ইতি'শব্দের প্রয়োগ থাকায় তাহাদিগকে শ্রুতিপ্রমাণরূপে গ্রহণ না করা (১ভাবদীঃ) এবং তদ্রূপে গ্রহণ করা বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে (২ভাবদীঃ)। যদি আত্মশব্দ ও ব্রহ্মশব্দকে শ্রুতিপ্রমাণরূপে অঙ্গীকার নাও করা হয়, তাহা হইলেও এই প্রকরণপ্রমাণবলেই পূর্ব্বপক্ষীর 'দৃশ্যত্বরূপ' (১ভাবদীঃ) লিঙ্গপ্রমাণ বাধিত হইল, ইহাই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়। তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ইহা সম্ভব নহে, কারণ প্রকরণপ্রমাণাপেক্ষা লিঙ্গপ্রমাণ হয় বলবান্। সুতরাং সেই 'দৃশ্যত্বরূপ' লিঙ্গপ্রমাণের বলে "যঃ এষঃ অক্ষিণি," ইত্যাদিস্থলে ছায়াত্মাই গৃহীত হইয়াছে বলিতে হইবে, কিন্তু পূর্ব্বপ্রস্তাবিত "কং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম গৃহীত হন নাই। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—'আর' [এখানে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ব্রহ্মেরই গ্রহণ হইয়াছে], যেহেতু আচার্য্যস্তু তে—'আচার্য্য কিন্তু তোমাকে' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

চ গতিমাত্রাভিধানপ্রতিজ্ঞানাৎ ।৪ কথং পুনঃ বাক্যোপক্রমে সুখবিশিষ্টং ব্রহ্ম বিজ্ঞায়তে ইতি ।৫ উচ্যতে—"প্রাণঃ ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইতি এতৎ অগ্নীনাং বচনং শ্রুত্বা উপকোশলঃ উবাচ—"বিজানামি অহং যৎ প্রাণঃ ব্রহ্ম, কং চ তু খং চ ন বিজানামি" (ছাঃ ৪।১০।৫)

ভাষ্যানুবাদ

দেবযান মার্গের) কথা বলিবেন," এইপ্রকারে মার্গমাত্রের কথন প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে (৬), [অন্য কিছুই প্রতিজ্ঞাত হয় নাই] ।৪

[সিঃ—"কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" বাক্যের ব্রহ্মবোধকতা প্রদর্শন ।]

[আচ্ছা, সিদ্ধান্তী তুমি বলিতেছ পূর্ব্বে সুখবিশিষ্ট ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন], কিন্তু বাক্যের প্রারম্ভে সুখবিশিষ্ট ব্রহ্ম কিপ্রকারে বিজ্ঞাত হইতেছেন (—সেইস্থলে সুখবিশিষ্ট ব্রহ্ম যে বর্ণিত হইয়াছেন, ইহা কি প্রকারে অবগত হওয়া যায়) ?৫ [সিদ্ধান্তী—] তাহা বলা হইতেছে—অগ্নিসকলের "প্রাণঃ ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম," ইত্যাদি এই বচন শ্রবণ করিয়া উপকোশল বলিয়াছিলেন—"আমি জানি 'প্রাণ

ভাবদীপিকা

(৬) এইস্থলে সিদ্ধান্তীর তাৎপর্য্য এই—অগ্নিসকল অগ্নিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া (ছাঃ ৪।১০।৪—৪।১৪।১) উপকোশলকে বলিলেন, "আচার্য্য তোমাকে গমনসাধনভূত মার্গের কথা মাত্র বলিবেন" (ছাঃ ৪।১৪।১) । [গম্+করণবাচ্যে ক্তিন্=গতি, অর্থ—গমনসাধনমার্গ] । এখানে "যঃ এষঃ অক্ষিণি" (ছাঃ ৪।১৫।১) এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া আচার্য্য কর্ত্তৃক সেই অর্চ্চিরাদি মার্গের বর্ণনা আরব্ধ হইয়াছে। সেইহেতু অগ্নিগণকর্ত্তৃক উক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী আত্মবিদ্যাপ্রতিপাদক বাক্যসকলের সহিত এই "যঃ এষঃ অক্ষিণি", ইত্যাদি বাক্যের একবাক্যতা (—একার্থপ্রতিপাদকতা, 'একই বিষয় প্রতিপাদন করা') আছে বলিতে হইবে। আর সেই একবাক্যতা, "যঃ এষঃ অক্ষিণি" ইত্যাদি বাক্যে যদি ব্রহ্ম গৃহীত হন, তাহা হইলেই হয় সম্ভব। সুতরাং ৫ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত যে প্রকরণপ্রমাণ, তাহা একবাক্যতার সম্পাদক হইল বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে "যঃ এষঃ অক্ষিণি", ইত্যাদি বাক্যে যদি ছায়াত্মার সমর্পক দৃষ্টত্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণ (১ভাবদীঃ) স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ছাঃ ৪।১০।৪—৪।১৪।১ ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ্যাবোধক বাক্যসকলের সহিত আচার্য্য কর্ত্তৃক উক্ত "যঃ এষঃ অক্ষিণি," ইত্যাদি বাক্যের একবাক্যতা থাকে না, কারণ শেষোক্ত এই বাক্যে ছায়াত্মারূপ অন্তবিষয় প্রতিপাদিত হইলে বিভিন্ন বিষয় প্রতিপাদিত হওয়ায় 'বাক্যভেদ' (—বিভিন্নার্থপ্রতিপাদকতা) হইয়া পড়ে। আর "বাক্যভেদক প্রমাণাপেক্ষা একবাক্যতাসম্পাদক প্রমাণ হয় বলবান্"। ফলে একবাক্যতানির্ব্বাহক প্রকরণ প্রমাণ, বাক্যভেদক লিঙ্গপ্রমাণাপেক্ষা বলবান্ হওয়ায় সেই প্রকরণপ্রমাণবলে পূর্ব্বপক্ষীর 'দৃষ্টত্ব'রূপ লিঙ্গপ্রমাণ বাধিত হইল এবং ব্রহ্মই যে "যঃ এষঃ অক্ষিণি" ইত্যাদি বাক্যে সমর্পিত হইয়াছেন, ইহা নির্ণীত হইল। [এইপ্রকারে পূর্ব্বপ্রদর্শিত শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণসকলকে অপেক্ষা না করিয়াই স্বপক্ষ সমর্থিত হওয়ায়, সিদ্ধান্তপক্ষের প্রাবল্য সূচিত হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি।৬ তত্র ইদং প্রতিবচনম্—"যদ্বাব কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কম্" (ছাঃ ৪।১০।৫) ইতি।৭ তত্র খংশব্দঃ ভূতাকাশে নিরূঢ়ঃ লোকে।৮ যদি তস্য বিশেষণত্বেন কংশব্দঃ সুখবাচী ন উপাদীয়েত, তথা সতি কেবলে ভূতাকাশে ব্রহ্মশব্দঃ নামাদিষু ইব প্রতীকাভিপ্রায়েণ প্রযুক্তঃ ইতি প্রতীতিঃ স্যাৎ।৯ তথা কংশব্দস্য বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্কজনিতে সাময়ে সুখে প্রসিদ্ধত্বাৎ, যদি তস্য খংশব্দঃ বিশেষণত্বেন ন উপাদীয়েত, লৌকিকং সুখং ব্রহ্ম ইতি প্রতীতিঃ

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্ম', কিন্তু 'ক' ও 'খ' কে [ব্রহ্ম বলিয়া] জানিনা (—যাহা থাকিলে জীবগণ জীবিত থাকে, যাহা অপগত হইলে তাহাদের জীবন থাকেনা, সেই বায়ুবিশেষরূপ প্রাণ যে ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি, কিন্তু 'ক' (—বিষয়সুখ) এবং 'খ' (—ভূতাকাশ) যে কিপ্রকারে ব্রহ্ম হইবেন, তাহা আমি জানি না"), ইত্যাদি।৬ সেইস্থলে [অগ্নিসকলের] উত্তর এই—"যাহাই বিষয়সুখ, তাহাই ভূতাকাশ এবং যাহাই ভূতাকাশ, তাহাই বিষয়সুখ," ইত্যাদি।৭ তন্মধ্যে 'খ' শব্দটী লোকমধ্যে ভূতাকাশে প্রসিদ্ধ।৮ যদি তাহার (—সেই ভূতাকাশের) বিশেষণরূপে সুখবাচী 'ক' শব্দটী গৃহীত না হইত, তাহা হইলে ["নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে" (ছাঃ ৭।১।৫) ইত্যাদিস্থলে] নাম প্রভৃতিতে যে প্রকার হয়, সেইপ্রকারে কেবল ভূতাকাশে ব্রহ্মশব্দটী প্রতীকের অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে, এইপ্রকার প্রতীতি হইত (—ভূতাকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবার জন্য বলা হইয়াছে, ইহা অবগত হওয়া যাইত। সেইপ্রকার প্রতীতি কিন্তু হইতেছে না (৭)।৯ এইরূপে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগজনিত দোষযুক্ত বিষয়সুখে 'ক' এই শব্দটীর প্রসিদ্ধি থাকায়, 'খ' শব্দটী যদি তাহার বিশেষণরূপে গৃহীত না হইত, তাহা হইলে লৌকিক সুখই যে ব্রহ্ম, এইপ্রকার

ভাবদীপিকা

(৭) "যে অনাত্মবস্তু দেবতাদৃষ্টিদ্বারা সংস্কৃত হইয়া উপাসিত হয়, তাহাকে বলা হয়—**প্রতীক** (বৈঃ ন্যায়মালা ৩।৩।৩৪ অধিঃ)। প্রস্তাবিতস্থলে ভূতাকাশরূপ অনাত্মবস্তুকে ব্রহ্মদৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত করিয়া তাহার উপাসনার কথা যদি বলা হয়, অর্থাৎ আকাশে ব্রহ্মদৃষ্টি পূর্ব্বক উপাসনার কথা যদি বলা হয়, তাহা হইলে সেই 'আকাশ' হইবে প্রতীক। প্রস্তাবিতস্থলে কিন্তু আকাশকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনার কথা বলা হইতেছে না, কারণ 'অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি" (৪।৩।১৫) ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে প্রতীকাবলম্বনে যাঁহারা ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারেন না। প্রস্তাবিত উপকোশলবিদ্যাতে কিন্তু উপাসকের ব্রহ্মলোকে গতি বর্ণিত হইয়াছে। (ছাঃ ৪।১৫।৫)। সুতরাং উপকোশলবিদ্যা প্রতীকোপাসনা নহে এবং প্রস্তাবিত আকাশও প্রতীক নহে, ইহাই নির্ণীত হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাৎ।১০ ইতরেতরবিশেষিতৌ তু কংখংশব্দৌ সুখাত্মকং ব্রহ্ম গময়তঃ।১১ তত্র দ্বিতীয়ে ব্রহ্মশব্দে অনুপাদীয়মানে, "কং খং ব্রহ্ম" ইতি এব উচ্যমানে, কংশব্দস্য বিশেষণত্বেন এব উপযুক্তত্বাৎ সুখস্য গুণস্য অধ্যেয়ত্বং স্যাৎ; তৎ মা ভূৎ ইতি উভয়োঃ কংখং-শব্দয়োঃ ব্রহ্মশিরস্ত্বং "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইতি।১২ ইষ্টং হি সুখস্যাপি গুণস্য গুণিবৎ ধ্যেয়ত্বম্।১৩ তদেবং বাক্যোপক্রমে সুখবিশিষ্টং ব্রহ্ম উপাদিষ্টম্।১৪ প্রত্যেকং চ গার্হপত্যাদয়ঃ অগ্নয়ঃ স্বং স্বং মহিমানম্ উপাদিশ্য "এষা সোম্য তে অস্মদ্বিদ্যা আত্মবিদ্যা চ"

ভাষ্যানুবাদ

প্রতীতি হইত; [তাহাও কিন্তু হইতেছে না।১০ তবে কিপ্রকার প্রতীতি হইতেছে? তাহা বলিতেছেন—] পরস্পরের দ্বারা বিশেষিত 'ক' এবং 'খ' শব্দ কিন্তু সুখস্বরূপ ব্রহ্মকে বোধ করাইতেছে (৮)।১১ সেইস্থলে দ্বিতীয় ব্রহ্মশব্দটী গৃহীত না হইলে, "কং খং ব্রহ্ম"—এতাবৎ মাত্র কথিত হইলে, 'ক' শব্দটী ['খ' শব্দের ভূতত্বব্যাবর্ত্তক] বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া (—তাহাতেই তাহার কার্য্য শেষ হইয়াছে বলিয়া) সুখরূপ গুণটী ধ্যানের অবিষয় হইয়া পড়িত, তাহা না হউক, এইজন্য ক এবং খ এই শব্দ দুইটীর ব্রহ্মশব্দশিরস্ত্ব হইয়াছে (—তাহাদের প্রত্যেকের অনন্তর ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে), যথা—'কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম', ইত্যাদি।১২ [আচ্ছা, সুখ ধ্যেয় নাই হউক্, তাহাতে দোষ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—দেবযানমার্গের বর্ণনা এই বিদ্যাতে পরিদৃষ্ট হইতেছে বলিয়া ইহা যে সগুণব্রহ্মবিদ্যা, ইহাই নির্ণীত হয়। আর সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে] গুণীর ন্যায় সুখরূপ গুণেরও ধ্যেয়ত্ব হয় অভিপ্রেত।১৩ এইপ্রকারে [ইহা নির্ণীত হইল যে] বাক্যের প্রারম্ভে সুখবিশিষ্ট ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন।১৪

ভাবদীপিকা

(৮) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—'ক' এর অর্থাৎ সুখের দ্বারা বিশেষিত ভূতাকাশের ভূতত্ব নিরাকৃত হইতেছে এবং 'খ' এর অর্থাৎ বিভু আকাশের দ্বারা বিশেষিত বিষয়সুখের সাময়ত্ব (—দোষযুক্ততা) নিরাকৃত হইতেছে। এইরূপে পরস্পর বিশেষিত 'ক' ও 'খ' এই শব্দদ্বয় অনবচ্ছিন্ন ও নির্দ্দোষ সুখগুণবিশিষ্ট কোন বস্তুবিষয়ক বোধ উৎপাদন করিতেছে। সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মবস্তুই অনবচ্ছিন্ন (—কোন কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন) এবং তিনিই নিরবচ্ছিন্ন নির্দ্দোষ সুখ-স্বরূপ। সুতরাং এখানে পরস্পর বিশেষিত 'ক' ও 'খ' শব্দদ্বয় নির্দ্দোষ সুখস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী-ব্রহ্মবস্তুর বোধ উৎপাদন করিয়া চরিতার্থ হইতেছে, ইহাই নির্ণীত হয়। যদি বলা হয়—যদি ব্রহ্মই এখানে ধ্যেয়রূপে প্রতিপাদ্য হন, তাহা হইলে একটী ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ থাকিলেই চলিত, "কং ব্রহ্ম", "খং ব্রহ্ম," এইপ্রকারে দুইটী ব্রহ্মশব্দ কেন প্রযুক্ত হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—তত্র দ্বিতীয়ে—'সেইস্থলে দ্বিতীয়' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

(ছাঃ ৪।১৪।১) ইতি উপসংহরন্তঃ পূর্ব্বত্র ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টম্ ইতি জ্ঞাপয়ন্তি।১৫ "আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" (ছাঃ ৪।১৪।১) ইতি চ গতিমাত্রাভিধানপ্রতিজ্ঞানম্ অর্থান্তরবিবক্ষাং বারয়তি।১৬ "যথা পুষ্করপলাশে আপঃ ন শ্লিষ্যন্তে, এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" (ছাঃ ৪।১৪।৩) ইতি চ অক্ষিস্থানং পুরুষং বিজানতঃ পাপেন অনুপঘাতং ব্রুবন্ অক্ষিস্থানস্য পুরুষস্য ব্রহ্মত্বং দর্শয়তি।১৭ তস্মাৎ প্রকৃতস্যৈব ব্রহ্মণঃ অক্ষিস্থানতাং সংযদ্বামত্বাদিগুণতাং চ উক্ত্বা অর্চ্চিরা-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রকরণপর্য্যালোচনাদ্বারা অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মতা প্রতিপাদন।]

["কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মই প্রস্তাবিত হইয়াছেন, এইবিষয়ে অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর গার্হপত্য প্রভৃতি অগ্নিসকলের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মহিমাবিষয়ে উপদেশ করিয়া "হে প্রিয়দর্শন, এই অস্মদ্বিষয়ক (—অগ্নিবিষয়ক) বিদ্যা এবং আত্মবিদ্যা তোমার জন্য কথিত হইল," এইপ্রকারে উপসংহার করতঃ পূর্ব্বে (—"প্রাণঃ ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম", ইত্যাদিস্থলে) ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা জ্ঞাপন করিতেছেন।১৫ [যদি বলা হয়—অগ্নিগণ ব্রহ্মের কথা বলিলেও, আচার্য্য কিন্তু "যঃ এষঃ অক্ষিণি" (ছাঃ ৪।১৫।১) ইত্যাদিস্থলে ছায়াত্মার কথাই বলিয়াছেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর "আচার্য্য কিন্তু তোমাকে গতির (—মার্গের) কথা বলিবেন," এইপ্রকারে মার্গমাত্র কথনের যে প্রতিজ্ঞা, তাহা [ছায়াত্মা প্রভৃতি] অন্য বিষয় বর্ণনা করিবার ইচ্ছাকে নিবারণ করিতেছে, [কারণ বক্তা বিভিন্ন হইলেও, পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী বাক্যসকলে যথাক্রমে বিদ্যা ও তাহার ফললাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া তাহাদের পরস্পরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকায় একবাক্যতাই (—একার্থপ্রতিপাদকতাই) স্বীকার করা উচিত, যেহেতু একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ (—বিভিন্নার্থপ্রতিপাদকতা) অসঙ্গত।১৬ আর বিদ্যার যে ফল বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতেও ৪।১।১৯ তদধিগমাধিকরণন্যায়বলে অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মতাই সিদ্ধ হয়, ইহাই বলিতেছেন—] আর "যেমন পদ্মপত্রে জল সংশ্লিষ্ট হয় না, এইরূপে এবংবিদে (—ব্রহ্মকে যিনি এইপ্রকারে অর্থাৎ যথোক্ত গুণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করেন, তাঁহাতে) পাপকর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না," এইপ্রকারে [শ্রুতি] অক্ষিস্থ পুরুষকে যিনি জানেন, তাঁহার পাপের দ্বারা অনুপঘাতের (—বাধাহীনতার) কথা বলিয়া অক্ষিস্থ পুরুষের ব্রহ্মতা প্রদর্শন করিতেছেন।১৭ সেইহেতু (—পূর্ব্বাপর আলোচনার দ্বারা একবাক্যতাই নিশ্চিত হয় বলিয়া) প্রস্তাবিত ব্রহ্মেরই অক্ষিরূপ স্থানে অবস্থিতি এবং সংযদ্বামত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ততার কথা বলিয়া তদ্বিদের (—তাদৃশ ব্রহ্মবিদের) অর্চ্চিরাদিমার্গে গতির কথা

শাঙ্করভাষ্যম্

দিকাং তদ্বিদঃ গতিং বক্ষ্যামি ইতি উপক্রমতে—"যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে, এষঃ আত্মা ইতি হোবাচ" (ছাঃ ৪।১৫।১) ইতি ।১৮॥১।২।১৫॥

ভাষ্যানুবাদ

বলিব, ইহা মনে করিয়া [শ্রুতি] বলিতে আরম্ভ করিতেছেন—"চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, ইনিই আত্মা, ইহা বলিলেন," ইত্যাদি ।১৮ [অতএব "কং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৪।১০।৪) ইত্যাদি বাক্যে যে ব্রহ্মবিষয়ক বর্ণনার উপক্রম হইয়াছিল, "যঃ এষঃ অক্ষিণি" (ছাঃ ৪।১৫।১) ইত্যাদি উপসংহারবাক্যেও তিনিই বর্ণিত হইয়াছেন, ইহা নির্ণীত হইল] ॥১।২।১৫॥

শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ॥১।২।১৬॥

পদচ্ছেদ—শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাৎ, চ।

সূত্রার্থ—শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাৎ—'শ্রুতা'—অভ্যস্তা, 'উপনিষৎ'—রহস্যং সগুণব্রহ্মোপাসনং যেন সঃ 'শ্রুতোপনিষৎকঃ,' তস্য যা 'গতিঃ'—দেবযানাখ্যা, তস্যাঃ প্রকৃতে 'অভিধানাৎ'—কথনাৎ [অক্ষিস্থস্য পুরুষস্য ব্রহ্মত্বং নিশ্চীয়তে]। চকারঃ—ব্রহ্মশব্দাদেঃ অন্যত্র অনুপপত্তিঃ সমুচ্চয়ার্থঃ।

অনুবাদ—শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাৎ— শ্রুতা— অভ্যস্তা হইয়াছে, উপনিষৎ—রহস্যভূত সগুণব্রহ্মোপাসনা যৎ কর্তৃক, তিনি 'শ্রুতোপনিষৎক,' তাঁহার যে 'গতি'—দেবযান নামক গমনের মার্গ, প্রস্তাবিতস্থলে তাহার 'অভিধানাৎ'—কথন হইয়াছে বলিয়া [অক্ষিস্থ পুরুষের ব্রহ্মত্ব নিশ্চিত হইতেছে]। চকারটী—ব্রহ্মশব্দ প্রভৃতির অন্যত্র অনুপপত্তি সমুচ্চয়ের জন্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ অক্ষিস্থানঃ পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ, যস্মাৎ শ্রুতোপনিষৎকস্য শ্রুতরহস্যবিজ্ঞানস্য ব্রহ্মবিদঃ যা গতিঃ দেবযানাখ্যা প্রসিদ্ধা শ্রুতৌ—"অথ উত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া আত্মানম্ অন্বিষ্য আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানাম্ আয়তনম্,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—দেবযানমার্গের কথনরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন]

আর এইহেতুবশতঃও চক্ষু যাঁহার স্থান, সেই পুরুষ হন পরমেশ্বর, যেহেতু শ্রুতোপনিষৎকের অর্থাৎ যিনি রহস্যবিজ্ঞান শ্রবণ করিয়াছেন (—সগুণব্রহ্মের উপাসনার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করতঃ তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন), এইপ্রকার যে ব্রহ্মবিৎ, তাঁহার যে দেবযান নামক গতি (—মার্গ) শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে, যথা—"আর [তিনি] তপস্যা (—ইন্দ্রিয় জয়), ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা এবং বিদ্যার (—প্রজাপতিকে আত্মরূপে উপাসনার) দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করতঃ উত্তরমার্গদ্বারা (—দেবযানমার্গদ্বারা) আদিত্যকে প্রাপ্ত হন (১)। ইনিই (—এই প্রসিদ্ধ

ভাবদীপিকা

(১) এইস্থলে ন্যায়নির্ণয়কার বলিয়াছেন—"তেন আদিত্যদ্বারা কার্য্যং ব্রহ্ম আপ্নবন্তি

শাঙ্করভাষ্যম্

এতৎ অমৃতম্ অভয়ম্ এতৎ পরায়ণম্, এতস্মাৎ ন পুনরাবর্ত্তন্তে" (প্রশ্ন ১।১০) ইতি।১ স্মৃতৌ অপি "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্। তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ" ॥ (গীতা ৮।২৪) ইতি।২ সা এব ইহ অক্ষিপুরুষবিদঃ অভিধীয়মানা দৃশ্যতে।৩ "অথ যৎ উ চ এব অস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি, যদি চ ন, অর্চ্চিষম্ এব অভি-সম্ভবন্তি ইতি উপক্রম্য "আদিত্যাৎ চন্দ্রমসং, চন্দ্রমসঃ বিদ্যুতং;

ভাষ্যানুবাদ

আদিত্যই) সকল প্রাণের আশ্রয়, ইনি অবিনাশী ও ভয়হীন, ইনিই পরমগতি (—সর্ব্বোত্তম গম্যস্থান), ইঁহা হইতে কেহ প্রত্যাগমন করে না," ইত্যাদি।১ স্মৃতিতেও মার্গ প্রসিদ্ধ আছে,' যথা—"অগ্নিঃ জ্যোতিঃ (—শ্রুত্যুক্ত অর্চ্চির-ভিমানিনী দেবতা), দিবস শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণ ছয়মাসের অভিমানিনী দেবতা-গণদ্বারা উপলক্ষিত যে মার্গ, তদবলম্বনে গমনকারী ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ ব্রহ্মকে (—কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভকে) প্রাপ্ত হন," ইত্যাদি।২ সেই গতিই এখানে অক্ষিস্থ-পুরুষকে যিনি জানেন, তাঁহার প্রতিও কথিত হইতে দেখা যাইতেছে।৩ [তাহা এই—] "অতঃপর এই ব্রহ্মবিদের [শরীরত্যাগান্তে] যদিই বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে, আর যদিই বা না করে, [এই ব্রহ্মবিদ্গণ] অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতাকেই প্রাপ্ত হন,"

ভাবদীপিকা

ইত্যর্থঃ"—সেই আদিত্যরূপ দ্বার অবলম্বনে কার্য্যব্রহ্মকে (—হিরণ্যগর্ভকে, অর্থাৎ তদধিষ্ঠিত ব্রহ্ম-লোককে) প্রাপ্ত হন, এইপ্রকার অর্থ বুঝিতে হইবে'। এইপ্রকার ব্যাখ্যাই সঙ্গত মনে হয়, অন্যথা সূর্য্যলোক প্রাপ্তগণের অপুনরাবৃত্তি স্বীকৃত হইয়া পড়িবে, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ। [অপরে বলেন—"বিদ্যয়া চ প্রজাপত্যাত্মবিষয়য়া আত্মানং প্রাণং সূর্য্যম্" ইত্যাদি প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য আলোচনা করিলে এখানে আদিত্যশব্দে হিরণ্যগর্ভ বিবক্ষিত, ইহাই প্রতিভাত হয়, যেহেতু "প্রাণং সূর্য্যম্." এইপ্রকার প্রতিশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'প্রাণ'শব্দ সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভেই প্রসিদ্ধ। আর যেহেতু বিদ্যাকেও বলা হইয়াছে প্রজাপতিবিষয়ক বিদ্যা। আবার এই আদিত্যকে "প্রাণানাম্ আয়তনম্" (প্রশ্ন ১।১০)—'প্রাণসকলের' আশ্রয় বলা হইয়াছে। প্রাণসকলের (—মুখ্য-প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের) আশ্রয় হওয়া সমষ্টি লিঙ্গশরীরাভিমানী "জীবঘন" (প্রশ্নঃ ৫।৫) সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভের পক্ষেই সম্ভব, সূর্য্যাভিমানিনী দেবতার পক্ষে নহে। আবার "অভয়ত্ব অমৃতত্ব" (প্রশ্ন ১।১০) প্রভৃতি এই সূত্রাত্মাতেই হয় কথঞ্চিৎ সম্ভব, তদপেক্ষা অল্পকালস্থায়ী সূর্য্যদেবতাতে নহে। 'অপুনরাবৃত্তি' (প্রশ্ন ১।১০) ব্রহ্মলোক হইতেই হইয়া থাকে (৪।৪।২২ সূঃ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এখানে ন্যায়নির্ণয়কারের ব্যাখ্যানুসারে 'আদিত্যরূপ দ্বার অবলম্বনে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন' এইপ্রকার অর্থ বুঝিতে হইবে। অথবা উপরোক্ত যুক্তিসকলের বলে আদিত্যশব্দের দ্বারা লক্ষিত যে সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ, তদধিষ্ঠিত ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত হন,' এই প্রকার অর্থ বুঝিতে হইবে। ['অপরে বলেন—' ইত্যাদিরূপে আরব্ধ শেষোক্ত ব্যাখ্যাটী জনৈক অধ্যাপকের]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তৎ পুরুষঃ অমানবঃ সঃ এনান্ ব্রহ্ম গময়তি। এষঃ দেবপথঃ ব্রহ্মপথঃ, এতেন প্রতিপদ্যমানাঃ ইমং মানবম্ আবর্ত্তং ন আবর্ত্তন্তে" (ছাঃ ৪।১৫।৫) ইতি।৪ তৎ ইহ ব্রহ্মবিদ্বিষয়য়া প্রসিদ্ধয়া গত্যা অক্ষিস্থানস্য ব্রহ্মত্বং নিশ্চীয়তে।৫॥১।২।১৬॥

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "আদিত্য হইতে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হন, সেইস্থলে [ব্রহ্মলোক হইতে আগত] মনুর সৃষ্টিতে অনুৎপন্ন কোন পুরুষ ইঁহাদিগকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করান। ইহাই দেবযান মার্গ, ইহাই ব্রহ্মপথ (—কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তির মার্গ), ইহার দ্বারা যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা মনুর সৃষ্ট এই [সংসার] আবর্ত্তে পুনরায় আগমন করেন না,' ইত্যাদি।৪ এইরূপে এখানে ব্রহ্মবিদ্‌গণকে যাহা বিষয় করে, এতাদৃশ যে প্রসিদ্ধ [দেবযান] মার্গ, তাহার দ্বারা (—দেবযানমার্গের কথনরূপ লিঙ্গপ্রমাণদ্বারা) অক্ষিস্থ পুরুষের ব্রহ্মত্ব নিশ্চিত হইতেছে।৫॥১।২।১৬॥

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥১।২।১৭॥

পদচ্ছেদ—অনবস্থিতেঃ, অসম্ভবাৎ, চ, ন, ইতরঃ।

সূত্রার্থ—[উপাসকস্য অক্ষিণি প্রতিবিম্বসম্পাদকস্য বিম্বভূতপুরুষান্তরস্য উপাসনাকালে সর্ব্বত্র] **অনবস্থিতেঃ**—অনবস্থানাৎ, **অসম্ভবাৎ**—অমৃতত্বাদিগুণানাং ছায়াপুরুষে অসম্ভবাৎ, **ইতরঃ**—ব্রহ্মভিন্নঃ ছায়াত্মা, **ন**—অক্ষিস্থানে ন উপদিশ্যতে, [অপিতু পরমাত্মা এব উপদিশ্যতে ইত্যর্থঃ]। **চকারঃ**—বিজ্ঞানাত্মনি দেবতাত্মনি চ উক্তানুক্তদূষণসমুচ্চয়ার্থঃ।

অনুবাদ—[উপাসকের চক্ষুতে ছায়াসম্পাদক বিম্বভূত অন্য পুরুষ উপাসনাকালে সকলস্থলে] **অনবস্থিতেঃ**—উপস্থিত থাকে না বলিয়া, [এবং] **অসম্ভবাৎ**—অমৃতত্বপ্রভৃতি গুণসকল ছায়াপুরুষে সম্ভব হয় না বলিয়া, **ইতরঃ**—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ছায়াত্মা, **ন**—অক্ষিরূপ স্থানে উপদিষ্ট হইতেছেন না, [কিন্তু পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইতেছেন]। **চকারটী**—জীবাত্মা ও দেবতাত্মাতে কথিত ও অকথিত দোষসকলের সমুচ্চয়ের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যৎ পুনঃ উক্তং—ছায়াত্মা, বিজ্ঞানাত্মা, দেবতাত্মা বা স্যাৎ অক্ষিস্থানঃ ইতি।১ অত্র উচ্যতে—ন ছায়াত্মাদিঃ ইতরঃ ইহ গ্রহণম্ অর্হতি।২ কস্মাৎ?৩ 'অনবস্থিতেঃ'।৪ ন তাবৎ ছায়াত্মনঃ চক্ষুষি

ভাষ্যানুবাদ

[টিঃ—সর্ব্বদা থাকে না বলিয়া এবং অমৃতত্বাদিধর্ম্মসকল তাহাতে সম্ভব হয় না বলিয়া ছায়াদেহ উপাস্য নহে।]

আর যে বলা হইয়াছে—অক্ষি যাঁহার স্থান, তিনি ছায়াদেহ, জীবাত্মা অথবা দেবতা হইবেন (১।২।১৩ সূঃ ৫-১০ বাক্য), ইত্যাদি।১ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—ছায়া প্রভৃতি অন্য (—ঈশ্বরভিন্ন) বস্তুসকল এখানে গ্রহণযোগ্য নহে।২ কেন নহে?৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] "অনবস্থিতেঃ" (—'যেহেতু অবস্থান করে না।৪ ইহার

শাঙ্করভাষ্যম্

নিত্যম্ অবস্থানম্ সম্ভবতি।৫ যদা এব হি কশ্চিৎ পুরুষঃ চক্ষুরাসীদতি, তদা চক্ষুষি পুরুষচ্ছায়া দৃশ্যতে, অপগতে তস্মিন্ ন দৃশ্যতে।৬ "যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ" ইতি চ শ্রুতিঃ সন্নিধানাৎ স্বচক্ষুষি দৃশ্যমানং পুরুষম্ উপাস্যত্বেন উপদিশতি।৭ নচ উপাসনাকালে ছায়াকরং কঞ্চিৎ পুরুষং চক্ষুঃসমীপে সন্নিধাপ্য উপাস্তে ইতি যুক্তং কল্পয়িতুম্।৮ "অস্যৈব শরীরস্য নাশম্ অনু এষঃ নশ্যতি" (ছাঃ ৮।৯।১) ইতি শ্রুতিঃ ছায়াত্মনঃ অপি অনবস্থিতত্বং দর্শয়তি।৯ অসম্ভবাৎ চ তস্মিন্ অমৃতত্বাদীনাং গুণানাং ন ছায়াত্মনি প্রতীতিঃ।১০ তথা বিজ্ঞানাত্মনঃ অপি সাধারণে কৃৎস্নশরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধে সতি চক্ষুষি এব অবস্থিতত্বং বক্তুং ন শক্যম্।১১ ব্রহ্মণস্তু ব্যাপিনঃ অপি দৃষ্টঃ উপ-

ভাষ্যানুবাদ

ব্যাখ্যা করিতেছেন—] চক্ষুতে ছায়াত্মার (—ছায়াদেহের) নিত্য অবস্থান সম্ভব নহে।৫ যেহেতু যখনই কোন পুরুষ চক্ষুর নিকট অবস্থান করে, তখনই চক্ষুতে পুরুষের ছায়া পরিদৃষ্ট হয়, সে (—সেই পুরুষ, দূরে] গমন করিলে পরিদৃষ্ট হয় না। [এতাদৃশ অস্থায়ী ছায়ার সর্ব্বদা উপাসনা সম্ভব নহে]।৬ আর 'চক্ষুতে এই যে পুরুষ পরিদৃষ্ট হইতেছেন," এই শ্রুতি, সন্নিকৃষ্ট হওয়ায় (—অপরের চক্ষু হইতে নিজের চক্ষু নিকটবর্ত্তী হয় বলিয়া) নিজের চক্ষুতে যে পুরুষ পরিদৃষ্ট হন, তাঁহাকে উপাস্যরূপে উপদেশ করিতেছেন, [স্বচক্ষুস্থ সেই ছায়াপুরুষকে কিন্তু নিজে দর্শন করা যায় না, সেইহেতু উপাসনাও করা যায় না।৭ আচ্ছা, অপর কর্ত্তৃক স্বচক্ষুতে যে ছায়াপুরুষ পরিদৃষ্ট হন, তিনিই উপাস্য হউন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর উপাসনাকালে ছায়াকারী কোন পুরুষকে চক্ষুর নিকটে [স্বচক্ষুস্থ ছায়ার দর্শকরূপে] স্থাপন করতঃ উপাসনা করেন, ইহা কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে, [কারণ তাহাতে কল্পনাগৌরব দোষ হয়।৮ ছায়া যে অনবস্থিত, এইবিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] "এই শরীরের নাশ হইলেই ইহা (—ছায়াদেহ) নষ্ট হয়," এই শ্রুতি ছায়াদেহেরও অনবস্থিতি প্রদর্শন করিতেছেন।৯ আর অসম্ভব হয় বলিয়াও তাহাতে (—ছায়াদেহে) অমৃতত্ব প্রভৃতি গুণসকলের প্রতীতি হয় না।১০ [অতএব ছায়াত্মা উপাস্য নহে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

[সিঃ—সমগ্রশরীরব্যাপী জীবের মাত্র চক্ষুতে অবস্থান এবং অমৃতত্বাদি গুণযুক্ততা সম্ভব না হওয়ায় জীব উপাস্য নহে।]

তদ্রূপ জীবাত্মারও সমগ্রশরীর ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত সাধারণ সম্বন্ধ থাকায় চক্ষুতেই তাহার অবস্থিতি বলিতে পারা যায় না। [কারণ জন্মান্ধ ব্যক্তিরও সমগ্রশরীরেন্দ্রিয়সমষ্টিতে 'আমি' এইপ্রকারে অভিব্যক্তি পরিদৃষ্ট হয়।১১ আচ্ছা, ব্রহ্মও তো সর্ব্বত্র অবস্থিত, তাঁহারই বা চক্ষুতে কিপ্রকারে অবস্থিতি হইবে? তদুত্তরে

শাঙ্করভাষ্যম্

লব্ধ্যর্থঃ হৃদয়াদিদেশবিশেষসম্বন্ধঃ।১২ সমানশ্চ বিজ্ঞানাত্মনি অপি অমৃতত্বাদীনাং গুণানাম্ অসম্বন্ধঃ।১৩ যদ্যপি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনঃ অনন্যঃ এব, তথাপি অবিদ্যাকামকর্ম্মকৃতং তস্মিন্ মর্ত্ত্যত্বম্ অধ্যারোপিতং, ভয়ং চ ইতি অমৃতত্বাভয়ত্বে ন উপপদ্যেতে।১৪ সংযদ্বামত্বাদয়শ্চ এতস্মিন্ অনৈশ্বর্য্যাৎ অনুপপন্নাঃ এব।১৫ দেবতাত্মনস্তু "রশ্মিভিঃ এষঃ অস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" (বৃঃ ৫।৫।২) ইতি শ্রুতেঃ যদ্যপি চক্ষুষি অবস্থানং স্যাৎ, তথাপি আত্মত্বং তাবৎ ন সম্ভবতি, পরাগ্রূপত্বাৎ।১৬ অমৃতত্বাদয়ঃ অপি ন সম্ভবন্তি, উৎপত্তিপ্রলয়শ্রবণাৎ।১৭ অমরত্বম্ অপি দেবানাং চিরকালাবস্থানাপেক্ষম্।১৮ ঐশ্বর্য্যম্ অপি পরমেশ্বরায়ত্তং, ন স্বাভাবিকম্; "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ

ভাষ্যানুবাদ

বলিতেছেন—] [কিন্তু ব্রহ্ম ব্যাপক হইলেও, তাঁহার উপলব্ধির জন্য হৃদয় প্রভৃতি দেশবিশেষের সহিত সম্বন্ধ ["এষঃ মে আত্মা অন্তঃ হৃদয়ে" (ছাঃ ৩।১৪।৩) ইত্যাদি শ্রুতিতে] দেখা গিয়াছে।১২ আর [ছায়াত্মার ন্যায়] জীবাত্মাতেও অমৃতত্ব প্রভৃতি গুণসকলের সম্বন্ধহীনতা হয় সমান।১৩ [কিন্তু তোমার মতে জীব ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং অমৃতত্বাদি গুণসকল জীবে থাকিতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] যদিও জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, তাহা হইলেও অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মের দ্বারা সম্পাদিত যে মর্ত্ত্যত্ব (—বিনাশিত্ব) এবং ভয়, তাহারা তাহাতে (—জীবে) অধ্যারোপিত হইয়াছে, এইহেতু অমৃতত্ব এবং ভয়রাহিত্য তাহাতে সঙ্গত হয় না।১৪ আর সংযদ্বামত্ব (—নিখিলমঙ্গলাশ্রয়ত্ব) প্রভৃতি ইহাতে (—জীবে) ঐশ্বর্য্যহীনতা প্রযুক্ত নিশ্চয়ই সঙ্গত নহে।১৫ [অতএব জীবাত্মা উপাস্য নহে, ইহা সিদ্ধ হইল।]

[সিঃ—নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য ও আত্মত্বপ্রভৃতি সম্ভব নহে বলিয়া এখানে দেবতা উপাস্য নহেন।]

"রশ্মিসকলের দ্বারা ইনি ইহাতে (—চক্ষুতে) প্রতিষ্ঠিত আছেন", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় যদিও দেবতাত্মার চক্ষুতে অবস্থিতি হয়, তাহা হইলেও [তাঁহার] আত্মতা (—উপাসকের আত্মা হওয়া) সম্ভব হয় না, যেহেতু [তিনি] বাহ্য অনাত্মস্বরূপ।১৬ অমৃতত্ব প্রভৃতিও [দেবতাতে] সম্ভব হয় না, কারণ ["চক্ষোঃ সূর্য্যঃ অজায়ত", "সূর্য্যঃ অস্তমেতি" ইত্যাদি] শ্রুতিতে [দেবতার] উৎপত্তি ও প্রলয় (—জন্ম ও মরণ) বর্ণিত হইতেছে।১৭ দেবতাগণের অমরত্বও দীর্ঘকাল অবস্থানকে অপেক্ষা করে (—দীর্ঘজীবী বলিয়া তাঁহাদিগকে অমর বলা হয়, বস্তুতঃ তাঁহারাও মরণশীল)।১৮ [তাঁহাদের] ঐশ্বর্য্যও পরমেশ্বরের অধীন, স্বাভাবিক নহে; যেহেতু "ইঁহা (—ব্রহ্ম) হইতে ভয় হয় বলিয়া বায়ু প্রবাহিত হন, ভয় হয় বলিয়া

শাঙ্করভাষ্যম্

মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" ॥ (তৈঃ ২।৮) ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ।:৯ তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ এব অয়ম্ অক্ষিস্থানঃ প্রত্যেতব্যঃ ।২০ অস্মিংশ্চ পক্ষে 'দৃশ্যতে' ইতি প্রসিদ্ধবৎ উপাদানং শাস্ত্রাদ্যপেক্ষং বিদ্বদ্বিষয়ং প্ররোচনার্থম্ ইতি ব্যাখ্যেয়ম্ ।২১॥১।২।১৭॥ ইতি চতুর্থম্ অন্তরাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

সূর্য্য উদিত হন, ইহা হইতে ভয় হয় বলিয়া অগ্নি, ইন্দ্র এবং পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যু (—যম) ধাবিত হন (—স্ব স্ব আধিকারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন"), এইপ্রকার মন্ত্রবর্ণ আছে।১৯ সেইহেতু (—ছায়াত্মা, জীবাত্মা ও দেবতাত্মা, এই পক্ষত্রয় সম্ভব হয় না বলিয়া) অক্ষি যাঁহার স্থান, তিনি এই পরমেশ্বরই, এইপ্রকার বুঝিতে হইবে।২০ [আচ্ছা, পরমেশ্বরপক্ষে 'দৃশ্যতে' এই পদটী কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এইপক্ষে 'দৃশ্যতে' এইরূপে যে প্রসিদ্ধ বস্তুর ন্যায় গ্রহণ, তাহা শাস্ত্রাদি সাপেক্ষ, বিদ্বান্‌গণের বিষয় (—শাস্ত্র হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়, বিদ্বান্‌গণ এইপ্রকার অনুভব করেন) এবং [উপাসনাতে] প্ররোচনার জন্য, এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।২১ [অতএব উপকোশলবিদ্যাতে পঠিত "যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে" (ছাঃ ৪।১৫।১) ইত্যাদি বাক্যে উপাস্যরূপে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন ইহা সিদ্ধ হইল] ॥১।২।১৭॥ অন্তরাধিকরণ সমাপ্ত।

৫। অন্তর্যাম্যধিকরণম্। [১৮-২০ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ঈশ্বরই অন্তর্যামী, দেবতা প্রধান বা জীব নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বে 'স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ' (১।২।১৪) এই সূত্রে অন্তর্যামিব্রাহ্মণে পঠিত "যঃ চক্ষুষি তিষ্ঠন্" (বৃঃ ৩।৭।১৮) ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া অন্তর্যামিশব্দে ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বসিদ্ধ জ্ঞাতপদার্থের ন্যায় স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু অন্তর্যামী যে ব্রহ্মই, এই বিষয়ে নিশ্চয়তা কি ? এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণটী আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

প্রধানং জীব ঈশো বা কোঽন্তর্যামী জগৎপ্রতি।
কারণত্বাৎ প্রধানং স্যাজ্জীবো বা কর্ম্মণো মুখাৎ॥
জীবৈকত্বামৃতত্বাদেরন্তর্যামী পরেশ্বরঃ।
দ্রষ্টৃত্বাদের্ন প্রধানং ন জীবোঽপি নিয়ম্যতঃ॥

অন্বয়—জগৎপ্রতি কঃ অন্তর্যামী, প্রধানং জীবঃ ঈশঃ বা ? কারণত্বাৎ প্রধানং স্যাৎ, কর্ম্মণঃ মুখাৎ জীবঃ বা। জীবৈকত্বামৃতত্বাদেঃ পরেশ্বরঃ অন্তর্যামী। দ্রষ্টৃত্বাদেঃ প্রধানং ন। নিয়ম্যতঃ জীবঃ অপি ন।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে—"যঃ পৃথিবীম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ" (বৃঃ ৩।৭।৩) ইতি। পৃথিব্যাদিজগৎ প্রতি যঃ অন্তর্যামী শ্রূয়তে, তস্য অশরীরস্য নিয়ন্তৃত্বসম্ভবাসম্ভবাভ্যাং, 'অন্তর্যামী' ইতি অপূর্ব্বসংজ্ঞাদর্শনাৎ চ তত্র ত্রিধা সংশয়ঃ ভবতি—] জগৎপ্রতি কঃ অন্তর্যামী ? প্রধানং জীবঃ ঈশঃ বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[সকলজগদুপাদানত্বেন] কারণত্বাৎ [স্বকার্য্যং প্রতি নিয়ামকত্বসম্ভবাৎ] প্রধানং [অন্তর্যামি] স্যাৎ। [জীব হি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপং কর্ম্ম অনুষ্ঠিতবান্। তচ্চ কর্ম্ম স্বফলদানায় ফলভোগসাধনং জগদুৎপাদয়তি। অতঃ] কর্ম্মণঃ মুখ্যাৎ জীবঃ বা [অন্তর্যামী স্যাৎ]।

সিদ্ধান্ত—["এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ" (বৃঃ ৩।৭।৩) ইতি অন্তর্যামিণঃ জীবতাদাত্ম্যম্ অমৃতত্বং চ শ্রূয়তে। তথা পৃথিব্যন্তরিক্ষাদিষু সর্ব্ববস্তুষু অন্তর্যামিত্বোপদেশেন সর্ব্বব্যাপিত্বং প্রতীয়তে। অতঃ] জীবৈকত্বামৃতত্বাদেঃ [শ্রবণাৎ] পরেশ্বরঃ অন্তর্যামী [ভবতি। "অদৃষ্টঃ দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা"(বৃঃ ৩।৭।২৩) ইতি] দ্রষ্টৃত্বাদেঃ [শ্রবণাৎ অচেতনং] প্রধানং ন [অন্তর্যামি ভবতি। "যঃ আত্মানম্ অন্তরঃ যময়তি" (বৃঃ মাধ্যঃ ৩।৭।৩০) ইতি শ্রুতেন প্রকারেণ] নিয়ম্যতঃ জীবঃ অপি ন [অন্তর্যামী ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[বৃহদারণ্যকে পঠিত হইতেছে—"যিনি অভ্যন্তরে অবস্থান করতঃ পৃথিবী-দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা", ইত্যাদি। পৃথিবী প্রভৃতি জগতের প্রতি যিনি অন্তর্যামিরূপে শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছেন, শরীরবিহীন তাঁহার পক্ষে নিয়ন্তৃত্বের সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনাবশতঃ এবং 'অন্তর্যামী' এই অপূর্ব্ব (—পূর্ব্বে অজ্ঞাত) সংজ্ঞাবশতঃ সেইস্থলে তিন প্রকার সংশয় হয়—] জগতের প্রতি অন্তর্যামী কে ? প্রধান, জীব অথবা ঈশ্বর ?

পূর্ব্বপক্ষ—[সকল জগতের উপাদান হওয়ায়] কারণ হয় বলিয়া [নিজের কার্য্যের প্রতি নিয়ামকত্ব সম্ভব, সেইহেতু] প্রধানই [অন্তর্যামি] হইবে। অথবা [জীবই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। আর সেই কর্ম্ম নিজের ফলদান করিবার জন্য ফলভোগের সাধনভূত জগৎকে উৎপাদন করে। সেইহেতু] কর্ম্মের উপায় হওয়ায় জীবই হইবে অন্তর্যামী।

সিদ্ধান্ত—["ইনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা", এইপ্রকারে জীবের সহিত অন্তর্যামীর অভিন্নতা এবং অমৃতত্ব শ্রুত হইতেছে। সেইরূপে পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ প্রভৃতি সকল বস্তুতে অন্তর্যামিরূপে উপদেশের দ্বারা সর্ব্বব্যাপিতা প্রতীত হইতেছে। অতএব] জীবের সহিত একত্ব ও অমৃতত্ব প্রভৃতি শ্রুত হইতেছে বলিয়া পরমেশ্বর হন অন্তর্যামী। ["অদৃষ্ট হইলেও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইলেও শ্রোতা", এইপ্রকারে] দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতির শ্রবণ হয় বলিয়া প্রধান অন্তর্যামি নহে। আর ["যিনি অভ্যন্তরে অবস্থান করতঃ আত্মাকে (—জীবকে) নিয়মিত করেন", এই শ্রুতিতে বর্ণিতপ্রকারে] নিয়ম্য হয় বলিয়া জীবও অন্তর্যামী নহে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, অনীশ্বরের উপাস্যত্ব সিদ্ধি। সিদ্ধান্তে—পরমাত্মাই উপাস্য। [রত্নপ্রভাকার বলেন—প্রত্যগ্ব্রহ্মজ্ঞান। অন্তর্যামিব্রাহ্মণের প্রতিপাদ্যবিষয়ে মতভেদ আছে। রত্নপ্রভাকার বলেন—জ্ঞেয় নির্ব্বিশেষব্রহ্মবিদ্যা এবং ন্যায়নির্ণয়কার, ব্রহ্মামৃতবর্ষিণীকার ও ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকাকার বলেন—উপাস্য সবিশেষ ব্রহ্মবিদ্যা ইহার প্রতিপাদ্য]।

অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥১।২।১৮॥

পদচ্ছেদ—অন্তর্যামী, অধিদৈবাদিষু, তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ।

সূত্রার্থ—[বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে—"যঃ পৃথিবীম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ" (বৃঃ ৩।৭।৩) ইত্যাদি। তত্র অন্তর্যামী প্রধানম্, উত অণিমাদিবিশিষ্টঃ জীবঃ, উতাহো পরমাত্মা ইতি বিশয়ে, প্রধানজীবৌ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অধিদৈবাদিষু**—পৃথিবীদেবতাত্বধিষ্ঠানেষু [শ্রূয়মাণঃ যঃ] **অন্তর্যামী**—নিয়ামকঃ, [সঃ পরমাত্মা এব। কুতঃ?] **তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ**—তস্য—পরমাত্মনঃ, যে ধর্ম্মাঃ—সর্ব্বান্তর্যামিত্বাত্মত্বামৃতত্বাদয়ঃ, তেষাম্ ইহ ব্যপদেশাৎ—কথনাৎ।

অনুবাদ—[বৃহদারণ্যকে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে—"যিনি অভ্যন্তরে অবস্থান করতঃ পৃথিবী দেবতাকে নিয়মন করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা", ইত্যাদি। সেইস্থলে অন্তর্যামী কি প্রধান হইবে, অথবা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত জীব হইবে, অথবা পরমাত্মা হইবেন, এইপ্রকার সংশয় হইলে, 'প্রধান' বা 'জীব', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এইপ্রকার—] **অধিদৈবাদিষু**—পৃথিবীতে অভিমানকারিণী দেবতা প্রভৃতিরূপ অধিষ্ঠানসকলে [শ্রুত হইতেছেন যে] **অন্তর্যামী**—নিয়ামক, [তিনি পরমাত্মাই। কেন?] **তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ**—যেহেতু তস্য—সেই পরমাত্মার, ধর্ম্মাঃ—সর্ব্বান্তর্যামিত্ব, আত্মত্ব এবং অমৃতত্ব প্রভৃতি যে ধর্ম্মসকল, তাহাদের এখানে **ব্যপদেশাৎ**—কথন হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"যঃ ইমং চ লোকং, পরং চ লোকং, সর্ব্বাণি চ ভূতানি যঃ অন্তরঃ যময়তি" (বৃঃ ৩।৭।১) ইতি উপক্রম্য শ্রূয়তে—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যাঃ অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীম্ অন্তরঃ যময়তি, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ" (বৃঃ ৩।৭।৩) ইত্যাদি।১ অত্র অধিদৈবতম্ অধিলোকম্ অধিবেদম্ অধিযজ্ঞম্ অধিভূতম্ অধ্যাত্মং চ কশ্চিৎ অন্তরবস্থিতঃ যময়িতা

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য। 'অন্তর্যামী' এই অপরিচিত শব্দপ্রয়োগবশতঃ সংশয়।]

"যিনি ইহলোক, পরলোক এবং সমস্ত প্রাণিবর্গকে অভ্যন্তরে অবস্থান করতঃ নিয়মন করেন", এইরূপে আরম্ভ করিয়া শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে—"যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরবর্ত্তী, যাঁহাকে পৃথিবীদেবতা জানেন না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীদেবতাকে নিয়মন করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ (—অমরণধর্ম্মী, সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিত) আত্মা", ইত্যাদি।১ এইস্থলে অধিদৈবতরূপে (—পৃথিব্যাদিতে অভিমানকারিণী দেবতার অধিষ্ঠাতৃরূপে, বৃঃ ৩।৭।৩) লোকের অধিষ্ঠাতৃরূপে (বৃঃ মাধ্যঃ ৩।৭।১৭), বেদের অধিষ্ঠাতৃরূপে (বৃঃ মাধ্যঃ ৩।৭।১৮), যজ্ঞের অধিষ্ঠাতৃরূপে (বৃঃ মাধ্যঃ ৩।৭।১৯), ভূতসকলের অধিষ্ঠাতৃরূপে (বৃঃ কাণ্ব ৩।৭।১৫) এবং অধ্যাত্মরূপে (—ঘ্রাণ, চক্ষু,

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্তর্যামী ইতি শ্রূয়তে।২ সঃ কিম্, অধিদৈবাদ্যভিমানী দেবতাত্মা কশ্চিৎ, কিম্বা প্রাপ্তাণিমাদ্যৈশ্বর্য্যঃ কশ্চিৎ যোগী, কিম্বা পরমাত্মা, কিম্বা অর্থান্তরং কিঞ্চিৎ ইতি অপূর্ব্বসংজ্ঞাদর্শনাৎ সংশয়ঃ।৩ কিং তাবৎ নঃ প্রতিভাতি?৪ সংজ্ঞায়াঃ অপ্রসিদ্ধত্বাৎ

ভাষ্যানুবাদ

মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃরূপে, বৃঃ ৩।৭।১৬) অন্তরে অবস্থিত কোন একজন যময়িতা (—নিয়ামক) 'অন্তর্যামী' এইরূপে শ্রুতিতে পঠিত হইতেছেন।২ তিনি কি অধিদৈবাদি অভিমানী (—পৃথিবী প্রভৃতিতে অভিমানকারিণী দেবতারও অধিষ্ঠাতৃরূপে অভিমানকারী) কোন দেবতাত্মা, কিম্বা অণিমাদি (১) ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত কোন যোগিপুরুষ, কিম্বা পরমাত্মা, অথবা অন্য কোন বস্তু, অপূর্ব্ব সংজ্ঞা পরিদৃষ্ট হইতেছে বলিয়া (—'অন্তর্যামী' এই অপরিচিত নামটী শ্রুতিতে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া) সংশয় হইতেছে।৩

[পূঃ—লোকপ্রসিদ্ধ্যনুগৃহীত লিঙ্গপ্রমাণবলে দেবতা অথবা সিদ্ধযোগীই অন্তর্যামী।]

পূর্ব্বপক্ষ—তাহাতে আমাদের নিকট কি প্রতিভাত হইতেছে?৪ [তাহা

ভাবদীপিকা

(১) আট প্রকার যোগজ সিদ্ধির মধ্যে একটীকে বলে 'অণিমা'। সেই সিদ্ধিগুলি এই—"অণিমা মহিমা চৈব লঘিমা প্রাপ্তিরীশিতা। প্রাকাম্যং চ বশিত্বং চ যত্রকামাবসায়িতা"॥ ইহাদের পরিচয় এই—১। অণিমা—ক্ষণমাত্রেই শরীরকে অতি ক্ষুদ্র করিবার সামর্থ্য। ২। মহিমা—ক্ষণকালমধ্যেই শরীরকে পর্ব্বতাদির ন্যায় অত্যন্ত বৃহৎ ও গুরুভার করিবার সামর্থ্য। ৩। লঘিমা—ক্ষণমাত্রেই শরীরকে লঘু করিবার সামর্থ্য; এত লঘু যে তুলার ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে পারে। ৪। প্রাপ্তি—অঙ্গুলির দ্বারা চন্দ্র প্রভৃতি দূরবর্ত্তী বস্তু স্পর্শ করিবার সামর্থ্য। ৫। ঈশিতা—ভূতভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি, বিনাশ ও সংগঠন শক্তি*। ৬। প্রাকাম্য—অমোঘ ইচ্ছা শক্তি, জলে নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতেও নিমজ্জিত হইবার সামর্থ্য। ৭। বশিত্ব—নিয়মনশক্তি, ভূত ও ভৌতিক পদার্থকে যথেচ্ছ স্থাপন করিবার সামর্থ্য, যেমন নদীপ্রবাহের বিপরীত গতি (—উজানে গমন) সম্পাদন। ৮। যত্রকামাবসায়িতা—ইহার অর্থ—'সত্যসঙ্কল্পতা', সঙ্কল্পমাত্রেই ভূতসকল ও প্রকৃতিকে স্ববশে আনয়ন করতঃ অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তির সামর্থ্য। ইহার বলে যোগী বিষকেও অমৃতে পরিণত করিতে পারেন। এই যোগজসিদ্ধিগুলিকে 'অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য' বলা হয়। [যোঃ সূঃ ৩।৪৫ ব্যাসভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য]।

---

* ইহা বস্তুতঃ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিবার সামর্থ্যকে বুঝাইতেছে। সিদ্ধান্তে কিন্তু এই শক্তি একমাত্র পরমেশ্বরেরই সম্ভব। এইস্থলে রহস্য এই—নবকল্পারম্ভে জগতের আদি সৃষ্টিতে, সেই জগতের বিধারণে এবং প্রলয়কালে সেই জগতের উপসংহারে যে সামর্থ্য, তাহা একমাত্র পরমেশ্বরেরই আছে, যোগিগণের তাহা নাই (৪।৪।৭ জগদ্ব্যাপারাধিকরণ দ্রষ্টব্য) অবান্তর সৃষ্টিসামর্থ্য কিন্তু যোগিগণেরও আছে, যেমন প্রধান জীব হিরণ্যগর্ভ অনেক পদার্থের স্রষ্টা হওয়ায় সিদ্ধান্তে 'অবান্তর প্রকৃতিরূপে' স্বীকৃত হন। পুরাণে বিশ্বামিত্রের ও ব্যাসের কোন কোন পদার্থের স্রষ্টৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে। যোগিগণের যে যুগপৎ বহুশরীরধারণ (—কায়ব্যূহ), তাহা এই শক্তিবলেই সম্পাদিত হয়। যোগিগণের এইপ্রকার যে ঐশ্বর্য্য, ইহাই 'ঈশিতা'। ইঁহাদের এই ঐশ্বর্য্য কিন্তু নিরঙ্কুশ নহে, ঈশ্বরপ্রসাদলভ্য ও ঈশ্বরাধীন।

শাঙ্করভাষ্যম্

সংজ্ঞিনা অপি অপ্রসিদ্ধেন অর্থান্তরেণ কেনচিৎ ভবিতব্যম্, ইতি।৫ অথবা ন অনিরূপিতরূপম্ অর্থান্তরং শক্যম্ অস্তি ইতি অভ্যুপগন্তুম্।৬ অন্তর্যামিশব্দশ্চ অন্তর্যমনযোগেন প্রবৃত্তঃ ন অত্যন্তম্ অপ্রসিদ্ধঃ।৭ তস্মাৎ পৃথিব্যাদ্যভিমানী কশ্চিৎ দেবঃ অন্তর্যামী স্যাৎ।৮ তথাচ শ্রূয়তে—"পৃথিবী এব যস্য আয়তনম্ অগ্নিঃ লোকঃ মনো জ্যোতিঃ" (বৃঃ ৩।৯।১০) ইত্যাদি।৯ সঃ চ কার্য্য-করণবত্ত্বাৎ পৃথিব্যাদীন্ অন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তি, ইতি যুক্তং দেবতা-ত্মনঃ যময়িতৃত্বম্।১০ যোগিনঃ বা কস্যচিৎ সিদ্ধস্য সর্ব্বানুপ্রবেশেন

ভাষ্যানুবাদ

বলিতেছি—'অন্তর্যামী' এই] সংজ্ঞা (—নাম) অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় নামীও অপ্রসিদ্ধ অন্য কোন বস্তু হইবে, ইহাই উচিত।৫ অথবা অন্য কোন পদার্থ, যাহার স্বরূপ নিরূপিত হয় নাই, তাহাকে 'আছে' এইরূপে স্বীকার করিতে পারা যায় না।৬ [অথচ শ্রুতিতে তাহা বর্ণিত হইতেছে। অপুরুষার্থসাধক কোন কিছু পুরুষার্থের উপদেশকারিণী শ্রুতিতে বর্ণিত হইতে পারে না ; সেইহেতু উক্ত শব্দের অর্থনিরূপণ করিতে হইবে। তাহা নিরূপণ করিতেছেন—] 'অন্তর্যামী' এই শব্দটী অন্তর্যমন-যোগদ্বারা (—(২) অভ্যন্তরে অবস্থিতি করতঃ যিনি নিয়মন করেন তিনি 'অন্তর্যামী', এইপ্রকার যৌগক বৃত্তিদ্বারা) প্রবৃত্ত হইয়াছে. [এইহেতু] অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ নহে।৭ সেইহেতু (—এইপ্রকার যৌগিক বৃত্তিবলে উক্ত শব্দের অর্থ নির্ণীত হয় বলিয়া) পৃথিবী প্রভৃতিতে অভিমানী কোন দেবতা অন্তর্যামী হইবেন।৮ আর শ্রুতিতেও সেইপ্রকার পঠিত হইতেছে, যথা—"পৃথিবীই যাঁহার আয়তন (—শরীর), অগ্নি যাঁহার লোক (—চক্ষু), মন যাঁহার জ্যোতিঃ (—(৩) সর্ব্বার্থপ্রকাশক), ইত্যাদি।৯ আর তিনি (—পৃথিবী প্রভৃতিতে অভিমানকারী সেই দেবতা) শরীরেন্দ্রিয়-যুক্ত হওয়ায় পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে অবস্থান করতঃ [তাহাদিগকে] নিয়মন করেন, এইহেতু দেবতার নিয়ন্তৃত্ব হয় যুক্তিসঙ্গত।১০ [কিন্তু উপক্রম ও উপসংহারে একটী মাত্র অন্তর্যামী বর্ণিত হইয়াছেন। তুমি পৃথিবী প্রভৃতিতে অভিমানকারী অনেক অন্তর্যামী স্বীকার করিতেছ, ইহা সঙ্গত নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—]

ভাবদীপিকা

(২) এইস্থলে অন্তর্যমনসামর্থ্যরূপ' দেবতাবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

(৩) এইস্থলে "শরীরেন্দ্রিয়যুক্ততারূপ" দেবতাবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এই উভয়লিঙ্গ প্রমাণই লোকপ্রসিদ্ধির দ্বারা অনুগৃহীত। সিদ্ধযোগীর পক্ষেও উক্ত লোক-প্রসিদ্ধ্যনুগৃহীত লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় প্রযুক্ত হইবে। শরীর ও ইন্দ্রিয়যুক্ত দেবতা ও সিদ্ধযোগী সর্ব্ববস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ, ইহা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ।

শাঙ্করভাষ্যম্

যময়িতৃত্বং স্যাৎ ।১১ ন তু পরমাত্মা প্রতীয়তে, অকার্য্যকরণত্বাৎ ইতি ।১২ এবং প্রাপ্তে ইদম্ উচ্যতে—যঃ অন্তর্যামী অধিদৈবাদিষু শ্রূয়তে, সঃ পরমাত্মা এব স্যাৎ, ন অন্যঃ ইতি ।১৩ কুতঃ?১৪ তদ্ধর্ম্ম-ব্যপদেশাৎ, তস্য হি পরমাত্মনঃ ধর্ম্মাঃ ইহ নির্দ্দিশ্যমানাঃ দৃশ্যন্তে ।১৫ পৃথিব্যাদি তাবৎ অধিদৈবাদিভেদভিন্নং সমস্তং বিকারজাতম্ অন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তি ইতি পরমাত্মনঃ যময়িতৃত্বং ধর্ম্মঃ উপপদ্যতে ।১৬ সর্ব্ববিকারকারণত্বে সতি সর্ব্বশক্ত্যুপ-

ভাষ্যানুবাদ

অথবা কোন সিদ্ধ যোগীরই সকল বস্তুতে অনুপ্রবেশদ্বারা নিয়ন্তৃত্ব হউক ।১১ [কিন্তু যাঁহার অনুগ্রহে যোগিগণ নিয়ন্তৃত্বশক্তি লাভ করেন, সেই ঈশ্বরকে অন্তর্যামিরূপে গ্রহণ করিতেছ না কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] পরমাত্মা কিন্তু এখানে গৃহীত হইতে পারেন না, যেহেতু তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই, ইত্যাদি ।১২

[সিঃ—লাঘবানুগৃহীত বহুলিঙ্গপ্রমাণ ও শ্রুতিপ্রমাণবলে পরমাত্মাই অন্তর্যামী ।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে ইহা বলা হইতেছে—অধিদৈবাদি-সকলে (—পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রভৃতিতে) যিনি অন্তর্যামিরূপে শ্রুতিতে পঠিত হইতেছেন, তিনি পরমাত্মাই, অন্য কিছু নহেন ।১৩ তাহাতে প্রমাণ কি ?১৪ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ'—'যেহেতু সেই পরমেশ্বরের ধর্ম্মসকল এখানে (—অন্তর্যামীতে) নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, ইহা দেখা যাইতেছে ।১৫ [সেই ধর্ম্ম-সকল প্রদর্শন করিতেছেন—] অধিদৈব [ও অধিভূত] প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যবস্তুকে [তাহাদের] অভ্যন্তরে অবস্থান করতঃ নিয়মন করেন (৪) এইহেতু পরমাত্মার নিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্ম হয় সঙ্গত ।১৬ যেহেতু সকল কার্য্যবস্তুর কারণ বলিয়া পরমাত্মাতে সকলপ্রকার শক্তি উপপন্ন হয় (—(৫) তাঁহাতে সেই শক্তিসকল

ভাবদীপিকা

(৪) সিদ্ধান্তী এইস্থলে বৃঃ ৩।৭।৩ ইত্যাদি বাক্যাবলম্বনে 'সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বরূপ' পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন ।

(৫) এইস্থলে, উক্ত লিঙ্গপ্রমাণ যে 'লাঘবানুগৃহীত', তাহা প্রদর্শিত হইল । তাহা এইপ্রকার —দেবতা, বা দহরাদি উপাসনাতে সিদ্ধ যোগী 'অভ্যন্তরে অবস্থান করতঃ যে নিয়মন-কর্ত্তৃত্ব' প্রাপ্ত হন, তাহা সাধনসাপেক্ষ । কিন্তু পরমাত্মার যে নিয়মনকর্ত্তৃত্ব, তাহা নিত্যসিদ্ধ । তিনি নিরবয়ব হইলেও অচিন্ত্য মায়াশক্তিযুক্ত তাঁহাতে তাহা সদাই বর্ত্তমান থাকে। যাহা সাধনসাধ্য, তদপেক্ষা যাহা নিত্যসিদ্ধ, তাহা হয় লঘু, যেহেতু ঝটিতি তাহা বুদ্ধিতে আরোহণ করে । পক্ষান্তরে দেবতা ও যোগীর যে নিয়মনকর্ত্তৃত্ব, তাহা সাধন ও পরমেশ্বরের প্রসাদাধীন হওয়ায় সাধন ও পরমেশ্বরের প্রসাদদ্বারে বুদ্ধিতে আরূঢ় হইতে তাহার বিলম্ব হয় । অতএব 'সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বরূপ' পরমাত্মলিঙ্গটী লাঘবানুগৃহীত হইল ।

শাঙ্করভাষ্যম্

পত্তেঃ ।১৭ "এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ" (বৃঃ ৩।৭।৩) ইতি চ আত্মত্বামৃতত্বে মুখ্যে পরমাত্মনঃ উপপদ্যেতে ।১৮ "যং পৃথিবী ন বেদ" (বৃঃ ৩।৭।৩) ইতি চ পৃথিবীদেবতায়াঃ অবিজ্ঞেয়ম্ অন্তর্যামিণং ব্রুবন্ দেবতাত্মনঃ অন্যম্ অন্তর্যামিণং দর্শয়তি ।১৯ পৃথিবীদেবতা হি 'অহম্ অস্মি পৃথিবী' ইতি আত্মানং বিজানীয়াৎ ।২০

ভাষ্যানুবাদ

নিত্যই বর্ত্তমান থাকে, নিত্যসিদ্ধ)।১৭ আর "ইনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ (৬) আত্মা" (৭), এইপ্রকারে পঠিত যে মুখ্য আত্মত্ব ও মুখ্য অমৃতত্ব, তাহারা পরমাত্মার পক্ষেই হয় সঙ্গত।১৮ [অন্তর্যামী যে দেবতা নহেন, সেই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "যাঁহাকে পৃথিবীদেবতা জানেন না", এইপ্রকারে অন্তর্যামীকে পৃথিবীদেবতার অবিজ্ঞেয়রূপে বর্ণনা করতঃ [যাজ্ঞবল্ক্য] দেবতা হইতে ভিন্নরূপে অন্তর্যামীকে প্রদর্শন করিতেছেন।১৯ [কিন্তু কর্ম্মকর্তৃবিরোধ হইবে, এইজন্য 'পৃথিবীদেবতা নিজে নিজেকে জানেন' ইহা বলা যায় না। সুতরাং "পৃথিবীদেবতা যাঁহাকে জানেন না", এই বাক্যের দ্বারা অন্তর্যামী যে পৃথিবীদেবতার অবিজ্ঞেয় ও তাঁহা হইতে ভিন্ন, ইহা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] পৃথিবীদেবতা 'আমি পৃথিবী' এইরূপে নিজেকে অবশ্যই জানেন (—'অহম্' এইপ্রকার যে আত্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহা সকলের অনুভবসিদ্ধ, দেবতার বেলায় তাহাকে অন্যথা করিতে পারা যায় না। অতএব পৃথিবীদেবতা যাঁহাকে জানেন না, তাঁহাকে অবশ্যই তদ্ভিন্ন অন্তর্যামিরূপে স্বীকার করিতে হইবে)।২০ [পরমাত্মাই যে অন্তর্যামী, তাহা পুনরায় প্রতিপাদন করিতেছেন—] এইরূপে "দর্শনের বিষয় নহেন" (৮) "শ্রবণের বিষয় নহেন", ইত্যাদি কথনও রূপাদিবিহীন হওয়ায় পরমাত্মার পক্ষেই হয় সঙ্গত ।২১

ভাবদীপিকা

(৬) এইস্থলে 'অমৃতত্বরূপ' পরমাত্মবোধক অসাধারণ লিঙ্গপ্রমাণ এবং (৭) এইস্থলে পরমাত্মবোধক আত্মশব্দরূপ অসাধারণ শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এই প্রমাণদ্বয়ও লাঘবানুগৃহীত হইল বুঝিতে হইবে, কারণ পরমাত্মাতেই তাহারা মুখ্য ও নিত্যসিদ্ধ। বিম্বস্থানীয় পরমাত্মা অধিষ্ঠানরূপে থাকেন বলিয়াই প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবাত্মা বা দেবতাত্মা প্রভৃতির আত্মত্ব সিদ্ধ হয়। আর দেবতাত্মার যে অমৃতত্ব, তাহা সাধনসাপেক্ষ, আপেক্ষিক মাত্র। যাহা অমুখ্য ও সাধনসাপেক্ষ, তদপেক্ষা যাহা মুখ্য ও নিত্যসিদ্ধ তাহা ঝটিতি বুদ্ধিতে আরূঢ় হয়, সুতরাং লঘু হয়, এইপ্রকার সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে।

(৮) এইস্থলে 'অদৃষ্টত্ব' ও 'অশ্রুতত্বরূপ' পরমাত্মবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। রূপাদিবিহীন পরমাত্মাতে ইহারাও নিত্যসিদ্ধ।

শাঙ্করভাষ্যম্

তথা "অদৃষ্টঃ" "অশ্রুতঃ" (বৃঃ ৩।৭।২৩) ইত্যাদিব্যপদেশঃ রূপাদিবিহীনত্বাৎ পরমাত্মনঃ উপপদ্যতে ইতি।২১ যত্তু, অকার্য্যকরণস্য পরমাত্মনঃ যময়িতৃত্বং ন উপপদ্যতে ইতি।২২ নৈষঃ দোষঃ, যান নিযচ্ছতি তৎকার্য্যকরণৈরেব তস্য কার্য্যকরণবত্ত্বোপপত্তেঃ।২৩ তস্যাপি অন্যঃ নিয়ন্তা ইতি অনবস্থাদোষশ্চ ন সম্ভবতি,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শরীরেন্দ্রিয়রহিত হইলেও পরমাত্মাই অন্তর্যামী ; একরস পরমেশ্বরে অনবস্থাও সম্ভব নহে।]

আর যে বলা হইয়াছে—শরীর ও ইন্দ্রিয়রহিত পরমাত্মার নিয়ন্তৃত্ব সঙ্গত হয় না (১২ বাক্য) ইত্যাদি।১২ [এই বিষয়ে বলা হইতেছে—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু [পরমাত্মা] যাহাদিগকে নিয়মন করেন, তাহাদের শরীর ও ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হওয়া হয় সঙ্গত (৯)।২৩ [যদি বলা হয়—স্বদেহের নিয়মনকারী জীবের যদি অন্তর্যামিরূপ অন্য নিয়ন্তার আবশ্যকতা থাকে, তাহা হইলে সেই অন্তর্যামীরও অন্য নিয়ন্তার আবশ্যকতা হইবে। ফলে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] তাঁহারও অন্য নিয়ন্তা হইবে, এইপ্রকারে অনবস্থাদোষও সম্ভব হয় না, কারণ ভেদ নাই (১০)।২৪ ভেদ থাকিলে

ভাবদীপিকা

(৯) এইস্থলে তাৎপর্য্য তিনপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—১। প্রযোজ্যকর্ত্তার সাধন-সকলই প্রযোজক কর্ত্তার সাধন হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যেমন রাজনিয়ন্তৃত সৈনিকের হস্তস্থিত যে প্রহরণ, তাহা বস্তুতঃ রাজারই প্রহরণ, কারণ তাহার দ্বারা রাজারই জয়পরাজয় নিশ্চিত হইয়া থাকে। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ পরমাত্মার দ্বারা নিয়ন্তৃত হইয়া জীবের শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রবৃত্ত হয় বলিয়া, জীবের সেই শরীরেন্দ্রিয়কে পরমাত্মারই বলিতে হইবে। ২। নিরবয়ব পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী হওয়ায়, জীবের নিজের অবিদ্যা কাম ও কর্ম্মবলে তাহার যে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অর্জ্জন হয়, তাহার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ থাকেই। সুতরাং জীবের সেই শরীরেন্দ্রিয়কে পরমাত্মার বলিতে কোন বাধা হয় না। "বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ। একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরাচারী যথাসুখম্॥" (মহাভাঃ শাঃ ৩৫১।৫), ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতে ইহাই অবগত হওয়া যায়। ৩। লোকদৃষ্টি অনুসরণ করতঃ উক্ত ব্যাখ্যাদ্বয় করা হইয়াছে। পরমার্থতঃ কিন্তু অচিন্ত্যমায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরের শরীরাদিব্যতিরেকেই সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব সম্ভব, কারণ চেতনের সন্নিধিমাত্রবশতঃই জড়ে যে ক্রিয়া হয়, তাহাকেই চেতনকর্ত্তৃক জড়ের নিয়মন বলা হয়। চেতনের তাদৃশ শক্তিযুক্ততাই তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব। সুতরাং শরীরেন্দ্রিয়রহিত হইলেও অচিন্ত্যমায়াশক্তিযুক্ত পরমাত্মার নিয়ন্তৃত্ব উপপন্ন হয়।

(১০) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—পরমেশ্বরের যে নিরঙ্কুশ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, তাহা শ্রুতিমাত্রগম্য। অনুমান প্রয়োগকরতঃ অন্য নিয়ন্তাকল্পনাদ্বারা তাদৃশ বিষয়কে বাধিত করিতে পারা যায় না, কারণ আগমপ্রমাণ অন্যান্য প্রমাণাপেক্ষা বলবান্। শ্রুতি বলেন—পরমাত্মাতে কোনপ্রকার

শাঙ্করভাষ্যম্

ভেদাভাবাৎ।২৪ ভেদে হি সতি অনবস্থাদোষোপপত্তিঃ। ২৫ তস্মাৎ পরমাত্মা এব অন্তর্যামী ।২৬॥১।২।১৮॥

ভাষ্যানুবাদ

অনবস্থার উপপত্তি হয় ।২৫ সেইহেতু (—এইরূপে পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তিসকল নিরাকৃত হওয়ায়, লাঘবানুগৃহীত লিঙ্গপ্রমাণবলে] পরমাত্মাই অন্তর্যামী ।২৬॥১।২।১৮॥

ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥১।২।১৯॥

পদচ্ছেদ—ন, চ, স্মার্ত্তম্, অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ।

সূত্রার্থ—[ননু প্রধানম্ অন্তর্যামি অস্তু, ইতি আশঙ্ক্য আহ—] **স্মার্ত্তম্**—সাংখ্যস্মৃতিকল্পিতং প্রধানং, **চ**—অপি, **ন**—অন্তর্যামি ন [স্যাৎ। কুতঃ?] **অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ**—তস্য—প্রধানস্য ধর্ম্মাঃ তদ্ধর্ম্মাঃ, ন তদ্ধর্ম্মাঃ—অতদ্ধর্ম্মাঃ; [কে তে? তদাহ—] "অদৃষ্টঃ দ্রষ্টাঃ" (বৃঃ ৩।৭।২৩) ইত্যাদিনা বাক্যশেষেণ উক্তাঃ দ্রষ্টৃত্বাদয়ঃ ইত্যর্থঃ; তেষাম্ অভিলাপাৎ—অভিধানাৎ। [দ্রষ্টৃত্বাদীনাং চেতনধর্ম্মাণাং বাক্যশেষে উক্তত্বাৎ ন অচেতনং প্রধানম্ অন্তর্যামি ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[আচ্ছা, প্রধান অন্তর্যামি হউক, এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন— **স্মার্ত্তম্ চ**—সাংখ্যস্মৃতিতে কল্পিত প্রধানও, **ন**—অন্তর্যামি নহে। [কেন নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ**—সেই প্রধানের যে ধর্ম্মসকল, তাহারাই 'তদ্ধর্ম্ম', যাহারা তাহার ধর্ম্ম নহে, তাহারা 'অতদ্ধর্ম্ম'; [তাহারা কে? তাহা বলিতেছেন] "অদৃষ্ট হইলেও দ্রষ্টা" ইত্যাদি বাক্যশেষের দ্বারা কথিত যে দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি, তাহারা; তাহাদের অভিলাপাৎ—যেহেতু কথন হইয়াছে। [দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি চেতনের ধর্ম্মসকল বাক্যশেষে বর্ণিত হওয়ায় অচেতন প্রধান অন্তর্যামি নহে, ইহাই অর্থ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাদেতৎ।১ অদৃষ্টত্বাদয়ঃ ধর্ম্মাঃ সাংখ্যস্মৃতিকল্পিতস্য প্রধানস্য অপি উপপদ্যন্তে, রূপাদিহীনতয়া তস্য তৈঃ অভ্যুপগমাৎ।২ "অপ্রতর্ক্যম্ অবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তম্ ইব সর্ব্বতঃ" (মনু সং ১।৫) **ইতি**

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—শ্রুতিবর্ণিত অদৃষ্টত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল সম্ভব হওয়ায় প্রধানই অন্তর্যামি।]

আচ্ছা, তাহা হউক্।১ অদৃষ্টত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল (বৃঃ ৩।৭।২৩) সাংখ্যস্মৃতিতে পরিকল্পিত প্রধানের পক্ষেও হয় সঙ্গত, যেহেতু রূপাদিবিহীনরূপে তাহা সাংখ্যমতাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়।২ [যুক্তিসঙ্গত অর্থে স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] "প্রধান তর্কের বিষয় নহে (—কেন তাহা মহদাদিক্রমে পরিণাম প্রাপ্ত হয়,

ভাবদীপিকা

ভেদ নাই, তিনি স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদবিবর্জ্জিত একরসস্বরূপ। সেইহেতু তদ্ভিন্ন কোন বস্তু সিদ্ধ হয় না বলিয়া সেইস্থলে অনবস্থাদোষের প্রসক্তি হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

হি স্মরন্তি।৩ তস্যাপি নিয়ন্তৃত্বং সর্ব্ববিকারকারণত্বাৎ উপপদ্যতে।৪ তস্মাৎ প্রধানম্ অন্তর্যামিশব্দং স্যাৎ।৫ "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (১।১।৫) ইত্যত্র নিরাকৃতম্ অপি সৎ প্রধানম্ ইহ অদৃষ্টত্বাদিব্যপদেশসম্ভবেন পুনঃ আশঙ্ক্যতে।৬ অতঃ উত্তরম্ উচ্যতে —ন চ স্মার্ত্তং প্রধানম্ অন্তর্যামিশব্দং ভবিতুম্ অর্হতি।৭ কস্মাৎ।৮ অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ।৯ যদ্যপি অদৃষ্টত্বাদিব্যপদেশঃ প্রধানস্য সম্ভবতি তথাপি ন দ্রষ্টৃত্বাদিব্যপদেশঃ সম্ভবতি, প্রধানস্য অচেতনত্বেন তৈঃ অভ্যুপগমাৎ।১০ "অদৃষ্টঃ দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা অমতঃ মন্তা, অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞাতা" (বৃঃ ৩।৭।২৩) ইতি হি বাক্যশেষঃ ভবতি।১১ আত্মত্বম্ অপি ন প্রধানস্য উপপদ্যতে।১২॥১।২।১৯॥

ভাষ্যানুবাদ

অন্যপ্রকারে হয় না, এইপ্রকার তর্কের বিষয় নহে), তাহা অবিজ্ঞেয় (—রূপাদিবিহীন হওয়ায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে) এবং [জড় হওয়ায়] সকলদিকেই যেন সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থান করে", ইত্যাদিপ্রকারেই স্মরণ করেন।৩ আর সকল কার্য্যপদার্থের কারণ হওয়ায় তাহার নিয়ন্তৃত্বও হয় সঙ্গত।৪ সেইহেতু (—অদৃষ্টত্ব প্রভৃতি প্রধানেও সম্ভব হয় বলিয়া) প্রধান অন্তর্যামিশব্দের বাচ্য হইবে।৫

[সিঃ—জড়প্রধানে আত্মত্ব ও দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি সম্ভব না হওয়ায় তাহা অন্তর্যামি নহে।]

"ঈক্ষতের্নাশব্দম্", ইত্যাদি এইস্থলে প্রধান নিরাকৃত হইলেও, [তাহাতে] অদৃষ্টত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলের কথন সম্ভব হয় বলিয়া এখানে পুনরায় আশঙ্কা করা হইতেছে।৬ [সিদ্ধান্ত—] এইহেতু (—এইপ্রকার আশঙ্কা হয় বলিয়া) উত্তর কথিত হইতেছে—[সাংখ্য-] স্মৃতিপরিকল্পিত প্রধান অন্তর্যামিশব্দের বাচ্য হইতে পারে না।৭ কেন পারে না?৮ [তাহা বলিতেছেন—] "অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ" (—যেহেতু যাহা প্রধানের ধর্ম্ম নহে, তাহার কথন হইয়াছে)।৯ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] যদিও অদৃষ্টত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলের কথন প্রধানের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহা হইলেও দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলের কথন সম্ভব হয় না, কারণ তাঁহারা প্রধানকে অচেতনরূপে স্বীকার করেন, [অচেতন পদার্থ কদাপি দ্রষ্টা হইতে পারে না।১০ অথচ যিনি অন্তর্যামী, শ্রুতি তাঁহাতে দ্রষ্টৃত্বাদি প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—] "তিনি চক্ষুর বিষয় নহেন, কিন্তু দ্রষ্টা; শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন, কিন্তু শ্রোতা; মননের বিষয় নহেন, কিন্তু মননকারী; বিজ্ঞাত নহেন (—নিশ্চয়াকারা বুদ্ধির বিষয় নহেন), কিন্তু বিজ্ঞাতা", এইপ্রকার বাক্যশেষ এখানে আছে।১১ আর 'আত্মত্ব' ধর্ম্মটীও [অনাত্মা জড়] প্রধানে সঙ্গত হন না।১২ [সুতরাং প্রধান অন্তর্যামি হইতে পারে না]॥১।২।১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্

যদি প্রধানম্ আত্মত্বদ্রষ্টৃত্বাদ্যসম্ভবাৎ ন অন্তর্যামি অভ্যুপগম্যতে, শারীরঃ তর্হি অন্তর্যামী ভবতু ।১ শারীরঃ হি চেতনত্বাৎ দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা চ ভবতি, আত্মা চ প্রত্যক্ত্বাৎ ।২ অমৃতশ্চ, ধর্ম্মাধর্ম্মফলোপভোগোপপত্তেঃ ।৩ অদৃষ্টত্বাদয়শ্চ ধর্ম্মাঃ শারীরে প্রসিদ্ধাঃ, দর্শনাদিক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তরি প্রবৃত্তিবিরোধাৎ ।৪ "ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যেঃ" (বৃঃ ৩।৪।২) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ ।৫ তস্য চ কার্য্যকরণসংঘাতম্ অন্তর্যময়িতুং শীলং, ভোক্তৃত্বাৎ ।৬ তস্মাৎ শারীরঃ অন্তর্যামী ইতি ।৭ অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—জীবই অন্তর্যামী, কারণ দ্রষ্টৃত্ব ও অমৃতত্ব প্রভৃতি অন্তর্যামিধর্ম্মসকল হয় তাহাতে সঙ্গত।]

পূর্ব্বপক্ষ—যদি আত্মত্ব ও দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি [ধর্ম্মসকল] সম্ভব না হওয়ায় প্রধানকে অন্তর্যামিরূপে স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে জীব অন্তর্যামী হউক ।১ যেহেতু চেতন হওয়ায় শারীর (—জীব) হয় দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা এবং প্রত্যক্ হওয়ায় (—স্বরূপতঃ দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন শুদ্ধস্বরূপ হওয়ায়) তাহা আত্মাও বটে ।২ আর [জীব] অমৃতও (—নাশরহিতও) বটে, যেহেতু তাহা হইলেই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগ হয় উপপন্ন । [জীব বিনাশী হইলে দেহান্তরে কর্ম্মফলভোগ সম্ভব হইবে না, ফলে কৃতনাশ ও অকৃতাগমদোষ হইয়া পড়িবে] ।৩ আর অদৃষ্টত্ব (—দর্শনক্রিয়ার বিষয় না হওয়া) প্রভৃতি ধর্ম্মসকল জীবে প্রসিদ্ধ আছে, কারণ কর্ত্তাতে [দর্শনাদিক্রিয়ার] প্রবৃত্তির বিরোধ হয় (১১)।৪ আর দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখিতে পারিবে না" ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতেও 'অদৃষ্টত্বাদি ধর্ম্মসকল যে জীবের ইহা অবগত হওয়া যায়' ।৫ [কিন্তু নিয়ম্য জীব অন্তর্যামী কিপ্রকারে হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আবার [জীব] ভোক্তা হওয়ায় দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতের মধ্যে অবস্থান করতঃ তাহাকে নিয়মন করা হয় তাহার শীল (—স্বভাব) ।৬ সেইহেতু (—অন্তর্যামীতে কথিত ধর্ম্মসকল জীবে সম্ভব হয় বলিয়া) জীবই অন্তর্যামী ।৭ এইহেতু (—এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হয় বলিয়া, সিদ্ধান্তী ভগবান্ সূত্রকার] উত্তর দিতেছেন—

ভাবদীপিকা

(১১) এখানে তাৎপর্য্য এই—ক্রিয়া কর্ত্তাকে আশ্রয় করে, কিন্তু বিষয় করে না, ইহাই তাহার স্বভাব। যেমন গমনক্রিয়ার বিষয় হয় 'গ্রাম', কিন্তু গমনকর্ত্তা' নহে। তদ্রূপ জীবকর্ত্তৃক দর্শনক্রিয়ার বিষয় হয় জীবভিন্ন অনাত্মা ঘটপটাদি বস্তুসকল। দর্শনক্রিয়ার কর্ত্তা জীব কিন্তু সেই ক্রিয়ার বিষয় নহে। সেইহেতু জীব হয় 'অদৃষ্ট'। এইপ্রকারে জীবে অদৃষ্টত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল উপপন্ন হয়।

শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥১।২।২০॥

পদচ্ছেদ—শারীরঃ, চ, উভয়ে, অপি, হি, ভেদেন, এনম্, অধীয়তে।

সূত্রার্থ—চকারঃ—পূর্ব্বসূত্রাৎ 'ন'কারানুবৃত্ত্যর্থঃ। [তথাচ] **শারীরঃ**—জীবঃ [ন অন্তর্যামী], **হি**—যতঃ, **উভয়ে অপি**—কাণ্বাঃ মাধ্যন্দিনাশ্চ ["যঃ বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" (বৃঃ কাণ্ব ৩।৭।২২), "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" (বৃঃ মাধ্য ৩।৭।৩০) ইতি এবম্প্রকারেণ] **ভেদেন**—অন্তর্যামিণঃ ভেদেন, **এনম্**—শারীরম্ [পৃথিব্যাদিবৎ অধিষ্ঠানত্বেন নিয়ম্যত্বেন চ] অধীয়তে—পঠন্তি। [অতঃ অন্তর্যামী পরমাত্মা এব ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—চকারটী—পূর্ব্বসূত্র হইতে 'ন'কারের অনুবৃত্তির জন্য [—পূর্ব্বসূত্রে যে 'ন'কার পঠিত হইয়াছে, এখানেও তাহার অন্বয় হইবে, ইহা জ্ঞাপনের জন্য 'চ'কারটী পঠিত হইতেছে। তাহাতে অর্থ হইবে—] **শারীরঃ**—জীব 'অন্তর্যামী নহে'। **হি**—যেহেতু, **উভয়ে অপি**—কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়িগণ ["যিনি বিজ্ঞানে (—জীবে) অবস্থান করতঃ", "যিনি আত্মাতে (—জীবে) অবস্থান করতঃ", ইত্যাদি এইপ্রকারে] **ভেদেন**—অন্তর্যামী হইতে ভিন্নভাবে, **এনম্**—জীবকে [পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় অধিষ্ঠানরূপে এবং নিয়ম্যরূপে] **অধীয়তে**—পাঠ করেন। [অতএব অন্তর্যামী যে পরমাত্মাই, ইহা সিদ্ধ হইল।]

শাঙ্করভাষ্যম্

ন ইতি পূর্ব্বসূত্রাৎ অনুবর্ত্ততে।১ শারীরশ্চ ন অন্তর্যামী ইষ্যতে।২ কস্মাৎ ?৩ যদ্যপি দ্রষ্টৃত্বাদয়ঃ ধর্ম্মাঃ তস্য সম্ভবন্তি, তথাপি ঘটাকাশবৎ উপাধিপরিচ্ছিন্নত্বাৎ ন কার্ৎস্ন্যেন পৃথিব্যাদিষু অন্তরবস্থাতুং নিয়ন্তুং চ শক্নোতি।৪ অপিচ উভয়ে অপি হি শাখিনঃ কাণ্বাঃ মাধ্যন্দিনাশ্চ অন্তর্যামিণঃ ভেদেন এনং শারীরং পৃথিব্যাদিবৎ অধিষ্ঠানত্বেন নিয়ম্যত্বেন চ অধীয়তে—"যঃ বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" (বৃঃ ৩।৭।২২) ইতি কাণ্বাঃ, "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্"

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পরিচ্ছিন্ন জীবের পক্ষে পৃথিব্যাদির অন্তর্যমন সম্ভব না হওয়ায় এবং শ্রুতিতে অন্তর্যামী হইতে জীব ভিন্নরূপে পঠিত হওয়ায় জীব অন্তর্যামী নহে।]

সিদ্ধান্ত—'ন'কারটী পূর্ব্বসূত্র হইতে অনুবৃত্ত হইতেছে (—পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছে)।১ জীবও অন্তর্যামিরূপে অভিপ্রেত নহে।২ তাহাতে হেতু কি ?৩ [তাহা বলিতেছেন—] যদিও দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল তাহার পক্ষে সম্ভব, তাহা হইলেও ঘটাকাশের ন্যায় [অন্তঃকরণরূপ] উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে অবস্থান করিতে এবং তাহাদিগকে] নিয়মন করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ নহে।৪ আর অন্যহেতু এই যে, কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন, এই উভয় শাখাধ্যায়িগণই এই জীবকে অন্তর্যামী হইতে ভিন্নভাবে পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় অধিষ্ঠানরূপে এবং নিয়ম্যরূপে পাঠ করেন, যথা—"যিনি বিজ্ঞানে (—জীবে) অবস্থান করতঃ", এইপ্রকারে কাণ্বশাখাধ্যায়িগণ পাঠ করেন এবং "যিনি আত্মাতে

শাঙ্করভাষ্যম্

(বৃঃ ৩।৭।৩০) ইতি মাধ্যন্দিনাঃ।৫ "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" ইতি অস্মিন্ তাবৎ পাঠে ভবতি আত্মশব্দঃ শারীরস্য বাচকঃ।৬ "যঃ বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইতি অস্মিন্ অপি পাঠে বিজ্ঞানশব্দেন শারীরঃ উচ্যতে, বিজ্ঞানময়ঃ হি শারীরঃ।৭ তস্মাৎ শারীরাৎ অন্যঃ ঈশ্বরঃ অন্তর্যামী ইতি সিদ্ধম্।৮ কথং পুনঃ একস্মিন দেহে দ্বৌ দ্রষ্টারৌ উপপদ্যেতে, যশ্চ অয়ম্ ঈশ্বরঃ অন্তর্যামী, যশ্চ অয়ম্ ইতরঃ শারীরঃ ?৯ কা পুনঃ ইহ অনুপপত্তিঃ ?১০ "ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা" (বৃঃ ৩।৭।২৩)

ভাষ্যানুবাদ

(—জীবে) অবস্থান করতঃ", এইপ্রকারে মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়িগণ পাঠ করেন।৫ "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদি এই পাঠে আত্মশব্দটী হয় জীবের বাচক।৬ [কিন্তু কাণ্বপাঠে তো জীববাচক কোন শব্দ নাই! তদুত্তরে বলিতেছেন—] "যঃ বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্", ইত্যাদি এই পাঠেও বিজ্ঞানশব্দের দ্বারা জীবই কথিত হইতেছে, কারণ জীব হয় বিজ্ঞানময় (১২)।৭ সেইহেতু (—এইপ্রকারে অন্তর্যামী হইতে জীব ভিন্ন হওয়ায়) জীব হইতে ভিন্ন যে ঈশ্বর, তিনিই অন্তর্যামী, ইহা সিদ্ধ হইল।৮

[শঙ্কা—একদেহে দুইজন দ্রষ্টা সম্ভব না হওয়ায় "ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা" (বৃঃ ৩।৭।২৩) ইত্যাদি শ্রুতিবলে জীবই অন্তর্যামী।]

["যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" (বৃঃ মাধ্যঃ ৩।৭।৩০) ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং তদনুসরণকারী "ভেদেন এনং অধীয়তে", এই সূত্রে জীব ও অন্তর্যামী ঈশ্বরের মধ্যে পারমার্থিক ভেদ বর্ণিত হইয়াছে, এইপ্রকার ভ্রান্তিনিরাকরণের জন্য শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—] আচ্ছা, এই যে ঈশ্বররূপ অন্তর্যামী এবং এই যে তদ্ভিন্ন জীব, এই দুইটী দ্রষ্টা একই দেহে কিপ্রকারে সঙ্গত হয় ? [একই দেহে দুইজন কর্ত্তা ও ভোক্তা হইলে অভিপ্রায়ের বিভিন্নতা বশতঃ দেহ অব্যবস্থিত ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং একদেহে একটীই দ্রষ্টা, আর তাহা হয় জীব, ইহাই অভিপ্রায়]।৯

শঙ্কাকর্ত্তাকে একদেশীর প্রশ্ন—কিন্তু এখানে অসঙ্গতিটী কি ? (—একই দেহে দুইজন অবস্থিত হইলেও একজন হয় কর্ত্তা ও ভোক্তা এবং অপরটী হন অকর্ত্তা ও অভোক্তা। সুতরাং তাহাদের অভিপ্রায়ের বৈপরীত্য সম্ভাবনা না থাকায় উক্ত প্রকার অনর্থ হইবে না)।১০

ভাবদীপিকা

(১২) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—অন্তঃকরণ হয় জীবের উপাধি। বুদ্ধি অর্থাৎ বিজ্ঞান হয় সেই অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ। জীবে বুদ্ধির (—জ্ঞানশক্তির, বিজ্ঞানের) প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়; সেইহেতু জীব হয় বিজ্ঞানময়। কাণ্বপাঠে জীববাচক কোন রূঢ় পদ পঠিত না হইলেও জীবের উক্তপ্রকার বিজ্ঞানময়তা বশতঃ বিজ্ঞানপদে জীবই লক্ষিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইত্যাদি শ্রুতিবচনং বিরুধ্যেত; অত্র হি প্রকৃতাৎ অন্তর্যামিণঃ অন্যং দ্রষ্টারং শ্রোতারং মন্তারং বিজ্ঞাতারং চ আত্মানং প্রতিষেধতি।১১ নিয়ন্ত্রন্তরপ্রতিষেধার্থম্ এতৎ বচনম্ ইতি চেৎ?১২ ন, নিয়ন্ত্রন্তরাপ্রসঙ্গাৎ অবিশেষশ্রবণাৎ চ।১৩ অত্র উচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ

শঙ্কাকর্ত্তার সমাধান—[অসঙ্গতিটী কি, তাহা বলা হইতেছে—দ্রষ্টা জীব অন্তর্যামী না হইলে] "ইঁহা হইতে ভিন্ন কেহ দ্রষ্টা নাই" ইত্যাদি শ্রুতিবচনটী বিরোধগ্রস্ত হইয়া পড়িবে, যেহেতু এখানে —উদ্ধৃত শ্রুতিবচনটীতে) প্রস্তাবিত অন্তর্যামী হইতে ভিন্ন কোন দ্রষ্টা শ্রোতা মননকর্ত্তা এবং বিজ্ঞাতা আত্মাকে প্রতিষেধ করা হইতেছে।১১ [সুতরাং অন্তর্যামী হইতে ভিন্ন কোন দ্রষ্টা প্রভৃতি না থাকায় এবং দ্রষ্টৃত্ব ও শ্রোতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মযুক্ত একদেহে অবস্থিত যে একটী জীব, তদ্ভিন্ন সেই শরীরে অন্য কেহ না থাকায় তাহাই হইবে অন্তর্যামী। অতএব তোমার পক্ষে জীবের অন্তর্যামিত্ব নিরাকরণপ্রয়াস ব্যর্থ, ইহাই ভাব]।

একদেশী—আমরা যদি বলি, এই শ্রুতিবচনটী অন্য নিয়ন্তার (—অন্য অন্তর্যামীর) প্রতিষেধের জন্য পঠিত হইতেছে (—ঈশ্বররূপ অন্তর্যামী ব্যতিরেকে অন্য কোন অন্তর্যামী নাই, ইহাই উক্ত শ্রুতিবচনটীর তাৎপর্য্য)।১২

শঙ্কাকর্ত্তার সমাধান—তদুত্তরে বলিব, না তাহা বলিতে পার না, যেহেতু [বৃঃ ৩।৭।২৩ শ্রুতিতে অন্য কোন নিয়ন্তার প্রসঙ্গ নাই (—যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, তিনি যে আবার অন্য কাহারও দ্বারা নিয়ন্তৃত হইবেন, এইপ্রকার প্রসঙ্গই উঠে না বলিয়া অন্য অন্তর্যামীর প্রতিষেধের প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না, যেহেতু অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না), আর যেহেতু অবিশেষ শ্রবণও আছে (১৩)।১৩ [অতএব জীবই অন্তর্যামী, ইহা স্বীকার করিতে হইবে]।

ভাবদীপিকা

(১৩) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—"ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা" (বৃঃ ৩।৭।২৩) ইত্যাদি শ্রুতিতে অবিশেষভাবে দ্রষ্টা শ্রোতা প্রভৃতিরই নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু "ন অন্যঃ অতঃ অস্তি নিয়ন্তা" এইপ্রকারে অন্য নিয়ন্তার (—অন্তর্যামীর) নিষেধপ্রতিপাদক কোন বিশেষ শ্রুতিবাক্য নাই। সুতরাং যে শ্রুতিতে দ্রষ্টা প্রভৃতিরই নিষেধ হইয়াছে, সেই শ্রুতিকেই যদি 'অন্য অন্তর্যামীর' নিষেধপররূপে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা হইলে বাক্যভেদবশতঃ দ্রষ্টৃত্বাদির নিষেধজ্ঞাপক উক্ত শ্রুতিবাক্যটী বাধিত হইয়া পড়িবে, তাহা সঙ্গত নহে।

এতাবৎ পর্য্যন্ত বিচারটীর সারমর্ম্ম এই—"ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা" (বৃঃ ৩।৭।২৩) এই বাক্যশেষে পঠিত বচনবলে দ্রষ্টৃভেদ (—অন্তর্যামিরূপ যে জীব, তাহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা) নিরাকৃত হইয়াছে বলিয়া (১১ বাক্য), "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" (বৃঃ মাধ্য ৩।৭।৩০) ইত্যাদি

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১৫	১৯	সমবায়িকাণরূপে	সমবায়িকারণরূপে
২১৬	১৫	পর্য্যবসতি	পর্য্যবসিত
২৩২	৭	নির্বোঢ়ং	নির্বোঢ়ুং
২৩৬	১৮	ইহবে	হইবে
২৪০	৩৪	এতন্মলক	এতন্মূলক
২৫৬	২৬	পয্যন্ত	পর্য্যন্ত
২৫৭	১৩	বহিঃ	বর্হিঃ
২৫৮	৩৭	থা	যথা
২৫৯	২৭	যয	যে
২৬০	৭	অবাস্তবপ্রকরণ	অবান্তরপ্রকরণ
২৬২	৩০	(ক্)	(ঠ)
২৬৪	৮	ইতাাদি	ইত্যাদি
২৬৫	১০	তৈঃ আঃ ৩।৪।	তৈঃ আঃ ৩।১২।৭
২৬৫	২৯	ষাহার	যাহার
২৭৭	৩২	কত্তৃক	কর্ত্তৃক
২৮৫	৩	ষদ্	যদ্
২৮৫	১৯	আনন্দা	আনন্দী
২৮৬	১৯	ষেন	যেন
২৮৮	১৬	বিজ্ঞানাত্মা	বিজ্ঞানাত্মা
৩১১	১১	প্রিয়াশরস্ত্ব	প্রিয়শিরস্ত্ব
৩১২	৭	কাঙ্ক্ষারূপ	কাঙ্ক্ষারূপ
৩২৩	২৭	শাস্ত্রেব	শস্ত্রের
৩২৩	৩৫	হইল	পর্য্যবান্ হইল

৩৩২	৫	আত্মানঃ	আত্মনঃ
৩৪৪	২৪	ইভা	ইহা
৩৫২	৪	জ্যোাতষঃ	জ্যোতিষঃ
৩৫২	৩৪	প্রস্তাাবতস্থলে	প্রস্তাবিতস্থলে
৩৫৭	২১, ৩৪	যদতঃ, শব্দটী	যদতঃ, শব্দটীকে
৩৬৭	২০	সষর্গ	সম্বর্গ
৩৭৬	২৩	দৈবোদাসঃ	দৈবোদাসিঃ
৩৮৪	২৬	ইান্দ্রয়গণের	ইন্দ্রিয়গণের
৩৮৯	৩০	পরিস্ফূট	পরিস্ফুট
৩৯০	২৬	যতঃ	যতঃ
৩৯৩	৫	আপস্তণা	আপস্তম্ব
৪১৩	৩০	হইয়	হইয়া
৪১৪	২৬	পারগৃহীত	পরিগৃহীত
৪১৬	১০	ভবাস	ভবসি.
৪৩৩	৪, ৯	মৃত্যাপসেচন-	মৃত্যুপসেচন-
৪৩৮	১৩	বহুব্রাহি	বহুব্রীহি
৪৪১	১৪	তা	তাহা
৪৪৬	৩০	পরবত্তিবাক্যে	পরবর্ত্তিবাক্যে
৪৫৭	২৪	সিদ্ধান্তা	সিদ্ধান্তী
৪৭২	২৯	প্রতাত	প্রতীত
৪৭৫, ৪৭৭	৭, ৪ এবং ৬	পথিবী	পৃথিবী
৪৭৮	২৫	জাবের	জীবের

মুদ্রাযন্ত্রের চাপে অক্ষর ভঙ্গজনিত আরও কয়েকটী অশুদ্ধি আছে, পাঠক স্বয়ংই তাহা অবগত হইতে পারিবেন।